Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ction, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1
No. 3/46
Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/46

8

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/46

ওঁ তৎসৎ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত।

২

3/46
৪২৭
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

স্বামী যোগানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/46

হরিওঁ তৎসৎ।

সাধন-সুগম গ্রন্থাবলী—২

গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপালং গোপীবল্লভম্।
গোবর্দ্ধনোদ্ধরং ধীরং তং বন্দে রাধিকাপ্রিয়ং॥
দামোদর গুণ-মন্দির শ্যামসুন্দর বদনারবিন্দ গোবিন্দ।
ভব-জলধি-মথন-মন্দর হে পুরন্দর দেহি মে পদ-মকরন্দ॥

Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

স্বামী যোগানন্দ প্রণীত।

গারোহিল "যোগাশ্রম" হইতে
রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ মূল্য ১।০ টাকা চারি আনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী যোগানন্দ প্রণীত

সাধন-সুগম গ্রন্থাবলী—

১। **সনাতন-ধর্ম্ম ও মানব-জীবন।**
(পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ) মূল্য—১৲

২। **শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত।**
(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য—১।০

৩। **শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব ও সাধন-রহস্য—**
প্রথম খণ্ড ১৲ মধ্যম খণ্ড ১৲ উত্তর খণ্ড ২৲

৪। **যোগানন্দ-লহরী।** (পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ) মূল্য—॥০

৫। **ছেলেদের দেবদর্শন।** (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য—।০

৬। **হরিদ্বারে কুম্ভমেলা।** (চতুর্থ সংস্করণ) মূল্য—॥০

বিশেষ প্রাপ্তিস্থান :—(১) কার্য্যাধ্যক্ষ, **যোগানন্দ-কুটির—
ময়মনসিংহ।**

(২) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—
২০৩।১।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, **কলিকাতা।**

অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উদয়ন প্রেস, ময়মনসিংহ।
প্রিণ্টার—শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

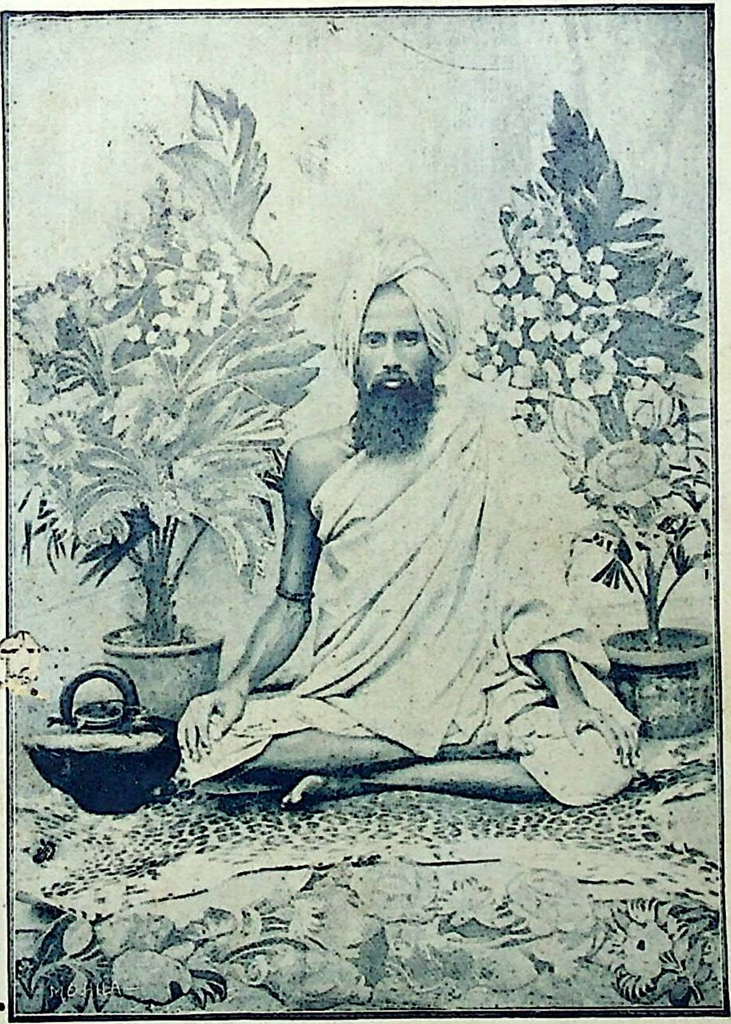

শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

উৎসর্গ !!

যাঁহার অসীম কৃপাতে
হৃদয়ের অবরুদ্ধ

ভাবধারা

জীবত্বের ক্ষুদ্রগণ্ডী ভেদ করত
অনন্তের দিকে ছুটিয়া
অনন্ত ধারায় প্রবাহিত হইতেছে !
আবর্ত্তময় জীবনের
ফেনিল তরঙ্গাঘাতে আহত হইয়াও,
যাঁহার কৃপা হৃদয়ের অন্তঃস্থলে
উপলব্ধি করিয়া পুলকিত
হইয়াছি এবং প্রতিকূল অবস্থাকেও
সানন্দে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছি,
সেই জ্ঞানময় **গুরুব্রহ্ম** ও আনন্দময়ী **গুরু-শক্তির**
চিদানন্দময় অভয়

চরণ-সরোজে

এই পুস্তকখানি ভক্তি পুষ্পাঞ্জলিসহ

অর্পিত

হইল !!!

—যোগানন্দ ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশিষ্ট ভূমিকা

: ভূভার-হরণ ছলে জীবমাত্রকেই অনুগ্রহ করিবার জন্য ধরা-ধামে অ ়ীণ হন, যাঁহার লীলা-সমূহ মানবগণের পক্ষে প্রেমানন্দ পরিপূর্ণ ময় নিত্য জ্যোতিঃস্বরূপ! যে পরমানন্দময় অপূর্ব্ব লীলা সন্দর্শন :বার জন্য দেবতাগণও প্রেমভরে পুলকিত হইয়াছিলেন; যাঁহার পদ-রেণু পাইবার জন্য, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারও উন্নত শির ভূমিতে অবলুণ্ঠিত! যিনি মর-জগতের জীবগণকে অমরত্ব প্রদানে ধন্য করিবার জন্য, দ্বাপর-যুগের শেষভাগে স্বেচ্ছায় প্রেমানন্দ-পরিপূর্ণ রাধাকৃষ্ণময় **যুগলদেহ** ধারণ করত লীলানন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন—সেই লীলাময় পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত বিবৃত করিতে চেষ্টা করা, মাদৃশ ভক্তিহীন অকিঞ্চনের পক্ষে 'বামনের চাঁদ ধরার চেষ্টার' ন্যায় হাস্যোদ্দীপক ও অসম্ভব! কিন্তু যাঁহার কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হয়, মরুভূমেও প্রেম-ফুল প্রস্ফুটিত হইতে পারে, সেই মহাশক্তিময় পরমপুরুষ ভগবানের প্রেমানন্দ-পূর্ণ অভয় চরণ-সরোজ স্মরণপূর্ব্বক ও পরম ভাগবত বৈষ্ণব-মহাত্মা ়ির-পদাঙ্ক অনুসরণ এবং সাধু-মহাত্মাগণের উপদেশ অবলম্বন করত এই লীলামৃত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এই পুস্তকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের **যাবতীয়** লীলাপ্রসঙ্গ ও কার্য্যাবলী ধারাবাহিকরূপে সরল ভাষায় যথাসাধ্য স্বল্প পরিসরের মধ্যে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। জন্মের পূর্ব্বাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে জন্ম, গোকুল-লীলা, বৃন্দাবন-লীলা, মথুরা-লীলা, দ্বারকা-লীলা, কুরুক্ষেত্র-লীলা এবং পরিশেষে প্রভাসে মহাপ্রস্থান-লীলা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। যদিও এই গ্রন্থে মথুরা দ্বারকা ও কু ক্ষেত্র-লীলাত্রয় সংক্ষেপে বর্ণিত, তথাপি ভক্ত-গণের আনন্দদায়ক াবন-লীলাটী বিশেষরূপেই বিবৃত হইয়াছে এবং ভগবৎ অনুষ্ঠিত লীলাসমূহের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্যাদিও যথাসাধ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। "রাসলীলা" "বস্ত্রহরণ" প্রভৃতি ভগবৎ করি... নাম শুনিয়াই অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া অবজ্ঞা বা ঘৃ...র ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন; আবার পাণ্ডিত্য-প্রভাবান্বিত কিম্বা পা... শিক্ষিতাভিমানীগণের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সকল ভগবৎলীলাকে 'প্রক্ষিপ্ত' বা অতিরঞ্জিত প্রতিপন্ন করিতেও প্রয়াস পান, আর শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ অজ্ঞ ব্যক্তিগণও উহাকে কাম-কামনা-বিজড়িত সাধারণ বা লৌকিক ভাবাপন্নরূপেও গণ্য করিয়া থাকেন! এই সকল ভ্রান্ত মত নিরসনের জন্য এই পুস্তকে কতকটা চেষ্টা করা হইয়াছে; এজন্য রাস-লীলার বর্ণনা করার পূর্ব্বে, কিভাবে ঐ অপূর্ব্ব লীলাটী গ্রহণ ও আস্বাদন করা যাইতে পারে, এবিষয়ে শ্রীধর স্বামী মধুসূদন সরস্বতী, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী জীব গোস্বামী সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি ভাগবতগণের এবং সাধু মহাত্মাগণের মতামত আলোচনাপূর্ব্বক, রাস-লীলার "অবতরণিকা" লিখিত হইয়াছে। তৎপর শ্রীব্যাসদেবের ভাগবত-পুরাণোক্ত রাস-পঞ্চাধ্যায়োল্লিখিত বিবরণ যথাসম্ভব বিবৃত করত, পরিশেষে "রাসলীলার উপসংহার" নামক একটী প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে; উহাতে রাস-লীলার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্যাদি মোটামুটিভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, রাসলীলার ন্যায় গুরুতর এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবৎলীলা ভাষার সাহায্যে সম্যক্ ব্যক্ত করা যায় না, কিম্বা বুঝিতেও পারা যায় না!—উহা একমাত্র প্রেম-ভক্তিযোগে ভগবৎ কৃপা লাভ করিলে, যথাযথ আস্বাদন হইতে পারে; তথাপি এই অপূর্ব্ব-লীলাটী অবজ্ঞা না করিয়া ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; এজন্য এই গ্রন্থে শ্রীরাস-লীলাটী বিশেষভাবেই আলোচনা করা হইয়াছে; এতৎব্যতীত "বস্ত্রহরণ," "কালীয়-দমন" প্রভৃতি বিশিষ্ট-লীলাসমূহেরও তাৎপর্য্যাদি সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই ব্রজলীলা প্রকাশ করিয়া ক্রমে মথুরা, দ্বারকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ... -লীলা প্রকাশ করেন; এই লীলা-চতুষ্টয়ের মধ্যে অপূর্ব্ব সমন্বয় প... পূর্ণ **সাধনার ক্রম** নিহিত রহিয়াছে; এসম্বন্ধে গ্রন্থের উপসংহা... বিশেষরূপে আলোচনা করত সাধনার সুগম পন্থা এবং লীলা-তত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ আচরণই জীবের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সর্ব্বপ্রকার লীলার অন্তরালেই 'কৃতার্থ-করণ' ভাবটী বিশেষরূপেই বিদ্যমান ছিল—তিনি ভক্ত অভক্ত সকলকেই লীলামৃতদ্বারা কৃতার্থ করত চির-শান্তি প্রদান করিয়াছিলেন! প্রেমভক্তির পথ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত বুঝিতে পারা যায়না। ব্রজলীলাতে দেখা যায় যে, সমস্ত বিদ্যার অধীশ্বর স্বয়ং বিধাতাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মহিমা ধারণা করিতে যাইয়া, বাহ্য-জ্ঞান হারাইয়াছিলেন এবং পরিশেষে কৃষ্ণের চরণ-তলে পতিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হন. সুতরাং সাধারণের পক্ষে প্রেমভক্তি ও শরণাগতির পথ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিবার কিম্বা লীলামৃত আস্বাদন করিবার অন্য সহজ উপায় নাই।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণ পূর্ব্বক অধর্ম্মকে দলন করত ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন; ভক্তগণকে উপদেশ প্রদান উপলক্ষ্য করিয়া, জ্ঞানের চরমতত্ত্ব বিকাশপূর্ব্বক জগতবাসীর প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়াছিলেন; কিরূপে সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হয়, অতিথিকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করিতে হয়, কিরূপে পূজা ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা স্বধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য, এই সমস্ত বিষয় ভগবান নিজেই আদর্শ ভক্ত **গৃহী**রূপে সকলকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন; মোটের উপর তিনি একাধারে ভগবান ও ভক্তরূপে উভয়বিধ অপূর্ব্ব লীলা প্রদর্শন করেন! —ভগবানরূপে তিনি জ্ঞান, প্রেম এবং আনন্দ বিতরণ পূর্ব্বক ভক্তগণকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছিলেন! আবার আদর্শ ভক্তরূপে গৃহীর সমস্ত কর্ত্তব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজহস্তে সম্পন্ন করত জগতে অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন। এরূপ পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দের অপূর্ব্বলীলা পূর্ব্বে আর কোন অবতারই প্রকাশ করেন নাই, তাই ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে বলিয়াছেন,—"এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং", অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতার এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই ভগবানের অংশস্বরূপ, কিন্তু একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজন্মপরিপূর্ণ ছিলেন; জন্মের পরই পিতামাতার সহিত কথোপকথন, যমুনায় ঝম্প প্রদান ও পুনরুত্থান, পুতনা বধ, তৃণাবর্ত্ত-মুক্তি, শকট-ভঞ্জন প্রভৃতি লীলা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ভগবান মাধুর্য্যময় শিশু-মূর্ত্তিধারী হইলেও, ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে কখনও পরিত্যাগ করে নাই!—তিনি সর্ব্বদাই চিদানন্দে পরিপূর্ণ ছিলেন; সমস্তই সজ্ঞানে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন—বয়সের অপূর্ণতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; তিনি সকল বয়সে এবং সর্ব্বাবস্থাতেই জ্ঞানে পরিপূর্ণ ছিলেন। বৈষ্ণব-শাস্ত্রমতে, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টম বৎসর বয়সে "রাসলীলা" সম্পন্ন হইয়াছিল এবং এগার বৎসর সাত মাস মধ্যে যাবতীয় বৃন্দাবন-লীলা শেষ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ইহা দ্বারাও বেশ বুঝা যায় যে, পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বাল্য কৌমার ও কৈশোরাদি সকল অবস্থাতেই পরিপূর্ণ জ্ঞানময় ছিলেন এবং তিনি অমানুষিক ও অলৌকিক লীলাসমূহ জগতে ব্যক্ত করিয়া জীবের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আপন আপন ক্ষুদ্র বিদ্যা-বুদ্ধির মাপ-কাটি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপ অতল প্রেম-জলধির পরিমাণ করিতে চেষ্টা করিলে, হাস্যাস্পদই হইতে হয় এবং উহা জোনাকীর ক্ষুদ্র আলোক দ্বারা সূর্য্যালোককে প্রকাশ করার উদ্যমের ন্যায় অসম্ভব! ব্রজ-গোপিগণ শ্যামসুন্দরের চরণতলে আত্ম-বলি প্রদান করত ধন্যা হইয়াছিলেন!—শ্যাম-সায়রের অগাধ অতল প্রেম-জলে প্রাণ ভরিয়া অবগাহন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন ! সর্ব্বত্যাগী হইয়া কৃষ্ণরূপ প্রেম-সুধাসিন্ধুতে তন্ময় হইয়া প্রেম-রসের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ জগতে প্রকাশ করিয়াছিলেন ! সেই সুগভীর প্রেম, সেই অপার্থিব ভালবাসা, সেই প্রেমানন্দের রস-মিলন কল্পনা বা ধারণা করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব !—মানবীয় মান-দণ্ড দ্বারা সেই অতল প্রেম-জলধির পরিমাণ করা যাইতে পারেনা ; সুতরাং ভগবানের শ্রীচরণে প্রেম-ভক্তি সমর্পণ করত সর্ব্বতোভাবে আত্ম-নিবেদন করাই তাঁহাকে বুঝিবার কিম্বা লাভ করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্য-ধামে অবতীর্ণ হইয়া সুদীর্ঘ একশত পঁচিশ বৎসর কাল লীলানন্দ করিয়া পরিশেষে প্রভাসে লীলা সংহরণপূর্ব্বক মহা-প্রস্থান করিয়াছিলেন ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার চিন্ময় ও স্বেচ্ছাগৃহীত দেহ, কালের প্রভাবে আক্রান্ত হইতে পারে নাই ! তিনি যে **কিশোর**-মূর্ত্তিতে বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই কিশোর-মূর্ত্তিতেই এই সুদীর্ঘ কাল অবস্থান করিয়াছিলেন ; ব্রজগোপিগণ কুরুক্ষেত্র-মহাতীর্থে এবং প্রভাস-মিলনের সময়ে সকলেই কিশোর-মূর্ত্তিতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। মোটকথা ভগবান কালাতীত, এজন্য কালের প্রভাবজনিত জরা বা বৃদ্ধত্ব তাঁহার চিন্ময় দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে নাই ! কেবল ব্রজ-লীলাতে মাধুর্য্য-ভাবে ব্রজবাসিগণের সহিত লীলানন্দ করিবার জন্যই, তিনি যেন কালের অধীন, এরূপ বাহ্য-ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং লৌকিক মানব-দেহের ন্যায় তাঁহারও দেহটী যেন কালক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ কৈশোর দশায় উপনীত হইয়াছিল।

সনাতন গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি পরম ভাগবত বৈষ্ণব মহাত্মাগণ তাঁহাদের অমূল্য গ্রন্থাদিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার যথাযথ সময় ও বয়সাদি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের অবগতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করা হইল যথা—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাঅষ্টমীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধরা-ধামে অবতীর্ণ হন; তৎপর পঞ্চদশ দিবস মধ্যে পুতনা বধ হয়। তৃতীয় মাস বয়সে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের উৎসবের সময় শকট-ভঞ্জন লীলা; **এক** বৎসর বয়সের সময় তৃণাবর্ত্ত বধ। **দুই** বৎসর তিন মাসের সময় কার্ত্তিক মাসে দামোদর বন্ধন-লীলা সম্পন্ন হয়; ইহার পরই গোকুল পরিত্যাগ করত ব্রজবাসী সকলেই বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবনে যাইয়া ছয় মাস তথায় বাস করায় পর, বৎসচারণ-লীলা আরম্ভ হয়; তৎপর আরও এক বৎসর তিন মাস কাল তথায় বাস করাবস্থায় বৎসাসুর এবং বকাসুর বধ করেন এইরূপে ভগবানের **চারি** বৎসর বয়স পূর্ণ হয়। অতঃপর **পঞ্চম** বর্ষের প্রারম্ভে শরৎকালে অঘাসুর বধ হয় এবং ব্রহ্মা, বৎস ও ব্রজবালকগণকে হরণ করেন; এইরূপে এক বৎসরকাল অতীত হয় এবং ভগবান পঞ্চম বৎসর অর্থাৎ কৌমার অতিক্রম করিয়া পৌগণ্ড অবস্থায় উপনীত হন ও **ষষ্ঠ** বৎসরে পদার্পণ করেন। ষষ্ঠ বৎসরের প্রথমাংশে কার্ত্তিকের শুক্লাঅষ্টমীতে গোচারণ বা "গোষ্ঠ-লীলা" আরম্ভ হয়; তৎপর ধেনুকাসুর বধ করত তালবন উদ্ধার করেন; ক্রমে গ্রীষ্মকালে কালীয় দমন ও দাবাগ্নি-মোক্ষণ সম্পন্ন হওয়ার পর বর্ষাকাল আরম্ভ হয়; এই সময়ে ভাণ্ডীর বনে 'সন্দোলিকা' বা **দোলা** আশ্রয়পূর্ব্বক, ভাণ্ডীর বৃক্ষে রামকৃষ্ণ, ব্রজ-সখাগণসহ **ঝুলন**-ক্রীড়া সম্পন্ন করেন। তৎপর প্রলম্বাসুর বধ হয়। এইরূপে ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ **সপ্তম** বর্ষে পদার্পণ করেন। সপ্তম বর্ষের প্রারম্ভে শরৎকালে বংশীবাদন-লীলা প্রকাশ হয়; তৎপর হেমন্তে অগ্রহায়ণ মাসব্যাপী গোপী ও ব্রজকুমারীগণ **কাত্যায়নী** পূজা সম্পন্ন করেন এবং পূর্ণিমাতে **"বস্ত্রহরণ"** লীলা অনুষ্ঠিত হয়; অনন্তর গ্রীষ্মকালে অন্নভিক্ষা-লীলা সম্পন্ন হইয়া সপ্তম বর্ষ শেষ হয়। **অষ্টম** বর্ষের প্রথমাংশে কার্ত্তিকমাসের অমাবস্যাতে, ইন্দ্র-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞাদি সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং শুক্লা প্রতিপদে গোবর্দ্ধন পূজা ও মহোৎসব সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয়াতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব, তৃতীয়া হইতে নবমী পর্য্যন্ত সপ্ত দিবস ব্যাপী ইন্দ্র-কোপ এবং গোবর্দ্ধন ধারণরূপ অপূর্ব্ব লীলা; দশমীতে ব্রজবাসিগণের সঙ্কট-মোচনে আনন্দ প্রকাশ ও গোবর্দ্ধন ধারণরূপ বিস্ময়জনক কার্য্যের আলোচনা। একাদশীতে ইন্দ্রের আগমন ও গোবিন্দাভিষেক লীলা সম্পন্ন হয়; দ্বাদশীতে যমুনাগর্ভে বরুণলোকে গমন এবং নন্দোদ্ধার; তৎপর পূর্ণিমাতে ব্রজগোপগণের বৈকুণ্ঠ-লোক দর্শন; এইরূপে অষ্টম বর্ষ শেষ। **নবম** বর্ষের প্রারম্ভে, শারদীয় পূর্ণিমায় **শ্রীরাসোৎসব**; তৎপর শিব-চতুর্দ্দশীতে অম্বিকা বনে শিবপূজা, ফাল্গুন-পূর্ণিমাতে দোল-লীলা উৎসব; এইরূপে নবম বর্ষ শেষ হইল। **দশম** বর্ষে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নূতন কোন লীলা প্রকাশ করেন নাই। **একাদশ** বর্ষে চৈত্র মাসের পূর্ণিমাতে অরিষ্টবধ লীলা, এইরূপে বিবিধ লীলায় বর্ষ শেষ হয়। **দ্বাদশ** বর্ষের মধ্যভাগে ফাল্গুনের কৃষ্ণা দ্বাদশীতে কেশিদৈত্য বধ ও নারদ-সংবাদ, ত্রয়োদশীতে **মথুরা** গমন; এইরূপে এগার বৎসর সাতমাস বয়সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা সম্পন্ন হইয়া মথুরা-লীলা আরম্ভ হয়। মতান্তরে অঘাসুর বধের পর এক বৎসর কাল গুপ্ত-লীলাহেতু দশ বৎসর সাতমাসেই বৃন্দাবন-লীলা শেষ হইয়াছিল।

মথুরাতে গমন করার পরদিবস, শ্রীকৃষ্ণ কংসাদিকে বধ করত কংস-পিতা উগ্রসেনকে মথুরার রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। তৎপর নন্দ-বিদায়ান্তে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার লাভ করেন এবং গুরু-গৃহে গমন করিয়া লোকাচার রক্ষার নিমিত্ত তথায় যথাযোগ্য কাল বাস করেন। গুরু-গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি উদ্ধবকে ব্রজে ও অক্রূরকে হস্তিনায় প্রেরণ করেন, তৎপর মথুরাতে বাস করিতে থাকেন। সেই অবস্থায় সপ্তদশ বার জরাসন্ধ কর্ত্তৃক মথুরা আক্রান্ত হইয়াছিল; পরিশেষে কাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যবন মথুরা আক্রমণের উদ্যোগ করিলে দ্বারকা-ধাম নির্ম্মিত হয়। অনন্তর মথুরা হইতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দ্বারকাতে গমন করত গার্হস্থ্-লীলা প্রকাশ করেন—এইরূপে সুদীর্ঘকাল তথায় বাস করত নানাবিধ লীলা সম্পন্ন করেন। ভগবান দ্বারকাতে বাস করাবস্থায় কোন কোন সময়ে হস্তিনায় ও ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করত সম্পদে বিপদে সর্ব্বাবস্থায় পাণ্ডবগণের সহায়তা করিতেন। এইরূপে প্রায় একশত এগার বৎসর বয়সে * 'সমন্তপঞ্চক' তীর্থে সকল আত্মীয় স্বজনের দর্শন লাভ ও মহাসম্মিলন কার্য্য সম্পন্ন হয়; সেই সময়ে বৃন্দাবন পরিত্যাগের পর হইতে শ্রীদামের অভিশাপজনিত সুদীর্ঘ একশত বৎসরকাল অতীত হওয়ায়, শ্রীরাধা ও ব্রজগোপিগণের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মিলন হইয়াছিল। তৎপর কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ সম্পন্ন হয়; যুদ্ধাবসানে পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পন্ন করেন; অনন্তর ভগবান যুধিষ্ঠিরকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করত দ্বারকাতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; তথায় যদুবংশ অভিশাপগ্রস্ত হয়। পরিশেষে যাদবগণ প্রভাসে গমন করত বিঘ্নবিনাশক দেবতাদির পূজা ও যজ্ঞাদি সম্পন্ন করার পর, যদুবংশ ধ্বংস হয়; তখন একশত পঁচিশ বৎসর বয়স পরিপূর্ণ ও সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোলক-ধামে গমন করেন। এই গ্রন্থে এইসকল ভগবৎ আচরণই ধারাবাহিরূপে বিবৃত করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে বিষ্ণু-পুরাণ, হরিবংশ, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ প্রভৃতির আংশিক সাহায্য গ্রহণ করিলেও, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ হইতেই

* ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বয়স সম্বন্ধে এই উক্তির সহিত মহাভারতের উক্তির মিল দেখা যায় না, কারণ মহাভারতের মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরেও শ্রীকৃষ্ণ আরও ৩৬ বৎসর কাল মর্ত্ত্যধামে বিরাজিত ছিলেন; এই মত গ্রহণ করিলে শ্রীদামের অভিশাপ ও শতবর্ষ বিরহাদি বিষয় সম্পূর্ণ বাদ দিতে হয়: সুতরাং উহা বাদ না দিয়া, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণাদির মত গ্রহণ পূর্ব্বক বয়সের হিসাব ধরা হইয়াছে। —লেখক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকাংশ ভাব গৃহীত হইয়াছে ; ব্যাখ্যাদি বৈষ্ণবগণের এবং সাধু-মহাত্মাগণের উপদেশ ও মত অনুসারে লিখিত হইয়াছে। মাদৃশ ভক্তিহীন ব্যক্তির লিখাতে নানাপ্রকার দোষ ও ত্রুটী থাকা স্বাভাবিক ; সুধীগণ আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন এবং দোষযুক্ত অংশ পরিত্যাগ করত লীলামৃত আস্বাদন করিতে চেষ্টা করিলে, বিশেষ আপ্যায়িত হইব।

শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রফেসার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক, বিশেষভাবে আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন—এজন্য তাঁহাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গারোহিল যোগাশ্রমের নিকবর্ত্তী ঝিকঝাক্ গ্রাম নিবাসী দেবনাথ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তগণ এবং কোদালধোয়া নিবাসী লণ্ডন সোনার প্রমুখ ভগবদ্ভক্তগণ অর্থ সাহায্য করত আমাকে এই গ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহিত করিয়াছে, তাহাদের এই পবিত্র উদ্যম প্রশংসনীয় ; ভগবচ্চরণে প্রার্থনা তিনি এইসকল ভক্তগণকে প্রেমভক্তি প্রদানে কৃতার্থ করুন।

সাধরণের সুবিধার্থে এই গ্রন্থের সহিত যদুবংশ চন্দ্রবংশ ও পাণ্ডবগণের সম্বন্ধাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক একটী **বংশাবলী**-তালিকা সন্নিবেশিত করা হইল। এক্ষণে ব্রহ্মণ্যদেব পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভয়-চরণ-সরোজে প্রণিপাত করত এই ভূমিকা শেষ করিলাম।

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায়চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

হরিওঁ তৎসৎ

যোগানন্দ-কুটীর
ময়মনসিংহ
৺জন্মাষ্টমী
১৩৩২ বঙ্গাব্দ

ভক্ত-পদ-রেণু ভিখারী
দীন
যোগানন্দ

দ্রষ্টব্য—এই গ্রন্থের নুতন সংস্করণ হওয়া, সমাজের পক্ষে সুলক্ষণ সন্দেহ নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদু বং

কুরু-পাণ্ডবগ

মহারাজা **নহুষ**

(পুত্র) **যযাতি**

পত্নীগণ (১) দেবযানি (শুক্রাচার্য্যের কন্যা) —— (২) শর্ম্মি

পু

যদু (ইহার নাম হইতেই যতুবংশের উদ্ভব)

এই বংশীয় রাজা সাত্বত

এই বংশীয় রাজা ে

(বৃষ্ণিবংশের উদ্ভব কর্ত্তা) **বৃষ্ণি** ও অন্ধক মহাভোজ (ভোজবংশের আদি)

এই বংশীয় পুনর্ব্বসু রাজা

বি

আহুক

এই বংশীয় মহারাজা

দেবক উগ্রসেন

দৈবকী **কংস**

এই বংশীয় রাজা দেবমীর এই বংশীয় রাজা অনিমিত্র

শূর

নিম্ন শিনি বৃষ্ণি

সত্যক শফল্ক

সত্রাজিত প্রসেন

সাত্যকী **অক্রূর**

সত্যভামা (পতি শ্রীকৃষ্ণ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(পুত্র) বসুদেব (কন্যা পাঁচটী) (১) পৃথা (কুন্তী) পতি পাণ্ডুরাজ।

পত্নী (১) দৈবকী (২) রোহিণী — (২) শ্রুতদেবা, পতি বৃদ্ধশর্ম্মা।
(পুত্র) দন্তবক্র

পুত্রগণ (দৈবকী):
(১) কীর্ত্তিমান
(২) সুষেণ
(৩) ভদ্রসেন
(৪) ঋজু
(৫) সংমর্দ্দন
(৬) ভদ্র
(৭) **বলভদ্র** (সঙ্কর্ষণ)
পত্নী রেবতী

কন্যা (রোহিণী): সুভদ্রা। পতি অর্জ্জুন

পুত্র (রোহিণী): বলভদ্র বা বলরাম

(৩) শ্রুতকীর্ত্তি, পতি ধৃষ্টকেতু

(৪) শ্রুতশ্রবা, পতি দমঘোষ
(পুত্র) **শিশুপাল**

(৫) রাজাধিদেবী, পতি জয়সেন

(৮) শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণ (১) রুক্মিণী

প্রদ্যুম্ন (**মদন**), সুচারু প্রভৃতি দশজন কন্যা, চারুমতী
পত্নী (১) মায়াবতী (**রতি**)
ঐ (২) শুভাঙ্গী (রুক্মী-কন্যা)

অনিরুদ্ধ পত্নী (১) **উষা**
পত্নী (২) রুক্মবতী বা রোচনা

বজ্র (যদুবংশ ধ্বংসের পর ইনিই অবশিষ্ট ছিলেন)

কৃষ্ণ পত্নীগণ (২) জাম্ববতী—(পুত্র) শাম্ব, বিজয় প্রভৃতি দশজন
" " (৩) সত্যভামা—(পুত্র) ভানু, সুভানু প্রভৃতি দশজন
" " (৪) কালিন্দী—(পুত্র) শ্রুত; বীর প্রভৃতি দশজন
" " (৫) মিত্রবিন্দা—(পুত্র) বৃক, হর্ষ প্রভৃতি দশজন
" " (৬) নাগ্নাজিতি-সত্যা--(পুত্র) চন্দ্র, বসু প্রভৃতি দশজন
" " (৭) ভদ্রা—(পুত্র) সংগ্রামজিৎ, শূর প্রভৃতি দশজন
" " (৮) লক্ষ্মণা—(পুত্র) প্রঘোষ, বল প্রভৃতি দশজন

অন্যান্য পত্নীগণের গর্ভেও বহু পুত্রের জন্ম হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীকৃষ্ণ

শ্রী কৃষ্ণ-পদারবিন্দে করি নমস্কার।
ম র্ত্ত্য-ধামে যাঁর লীলা অপূর্ব্ব প্রচার॥
ত মো নাশ করি যিনি উজ্জ্বল ভাস্কর।
স্বা মী জগতের তিনি দয়ার সাগর॥
মী ন কূর্ম্ম বরাহাদি তাঁর অবতার।
যো গশাস্ত্রে পরমাত্মা তিনি মূলাধার॥
গা হ তাঁরি নাম হবে আনন্দ অপার।
নন্দ-সুত রাধাকান্ত ভবে সারাৎসার॥
যো গেশ্বর বংশীধারী প্রেম-কলেবর।
গা হিছে তাঁহার নাম জীব চরাচর॥
শ্র দ্ধা করি লহ নাম, জপ অনিবার।
ম ন সাধে পূজ তাঁরে দিয়ে অশ্রুধার॥
গা হ নাম অবিরত ভুলোনা কখন।
রো ধি কুবাসনা, পদে লহরে শরণ॥
হি য়া মাঝে রেখে চিত্ত যুগল মূরতি।
ল ভি পরমার্থ কর প্রেমের আরতি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

বিশিষ্ট ভূমিকা ৪-১২
কোন বয়সে কোন লীলা ? ৯

প্রথম অধ্যায়

সূচনা ও জন্ম ১৭-২৯
কৃষ্ণ-আবির্ভাবে ষড়ঋতু ... ২৩
নারায়ণ মূর্ত্তিতে আগমন ... ২৪
যোগমায়ার অবির্ভাব ... ২৫
যমুনার প্রেমোচ্ছ্বাস ... ২৬
ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের কেন্দ্র ... ২৭
যোগমায়ার অন্তর্দ্ধান ... ২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

নন্দ-ব্রজধাম (গোকুল)—

নন্দোৎসব ২৯

শৈশব লীলা

পুতনা বধ ৩০
অদ্ভুত-ভক্তিরস ৩১
শকট ভঞ্জন ৩২
বিশ্বম্ভর রূপ ৩৩
তৃণাবর্ত্ত বধ ৩৩
কৃষ্ণ-নাম তত্ত্ব ... ৩৪-৩৬
বিশ্বরূপ ৩৪
নাম করণ ৩৫

বাল্য লীলা

ননীচুরী ৩৭
চৌর্য্যলীলা রহস্য ... ৩৮-৪০
বিশ্বরূপ দর্শন ৪০
লীলা-কীর্ত্তন ৪১
প্রেমরজ্জু বন্ধন ৪৩
যমলার্জ্জুন মুক্তি ৪৪
গোকুল পরিত্যাগ ৪৫

তৃতীয় অধ্যায়

বৃন্দাবন-ব্রজধাম—

কৌমার-লীলা

গোবৎস চারণ ৪৬
বৎসাসুর বধ ৪৭
বকাসুর বধ ৪৭
অঘাসুর বধ ৪৮
প্রেম-ভোজন ৪৯
ব্রহ্ম-মোহন ... ৪৯-৫৬
ধেনুকাসুর বধ ৫৬
কালীয় দমন ... ৫৭-৬২
কালীয় দমনের তাৎপর্য্য ... ৬২
দাবাগ্নি মোক্ষণ ৬৩
বংশী বাদন বা বেণু মোহন ৬৪-৬৬
বংশীর ত্রিবিধ ভাব ৬৬
বংশী ইচ্ছাশক্তি ... ৬৬-৬৭
বস্ত্রহরণ লীলা ... ৬৯-৭৫
গোপিগণের কাত্যায়নী পূজা ৬৯
চক্ষু-লজ্জা ... ৭৩-৭৪
বস্ত্রহরণ রহস্য ৭৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্ন ভিক্ষা ... ৭৬-৭৯
গোবর্দ্ধন ধারণ ... ৭৯-৮৩
জন্মভূমিই দেবতা ৮০
গোবিন্দাভিষেক ৮৩
বৈকুণ্ঠ-দর্শন ৮৪

কৈশোর লীলা

রাসের অবতরণিকা ৮৬-৯৮
দশ সখি তত্ত্ব ৯০-৯১
ভালবাসা ৯১-৯৪
বিশুদ্ধ শৃঙ্গার-রস ... ৯৪-৯৫
রাস-লীলার বিবরণ ... ৯৯-১২৮
কামবীজ তত্ত্ব ১০০
রাস-লীলার উপসংহার ১২৮-১৪৬
লৌকিক আকর্ষণ রহস্য ১৩০-১৩৩
শিবরাত্রি ১৪৭
দোল-লীলা ১৪৮
ঝুলন উৎসব ৯,১৫১
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড ... ১৫৩
মথুরা যাত্রার স্থচনা ... ১৫৪
কেশিদৈত্য-বধ ১৫৬
নারদ-কৃষ্ণ সংবাদ ... ১৫৬
অক্রূরের ব্রজে গমন ... ১৫৮
গোপিগণের বিষাদ ১৬০।১৬১
মথুরা যাত্রা ১৬২
অক্রূরের ব্রহ্ম-দর্শন ১৬৩-১৬৫

চতুর্থ অধ্যায়

মথুরা-লীলা

মধুপুর প্রবেশ ১৬৬
কুব্জা মিলন ১৬৭
ধনুর্ভঙ্গ ১৬৮
কুবলয়াপীড় বধ ১৬৮
দশবিধ রসের বিকাশ ... ১৬৯
মল্লযুদ্ধ ১৭১
কংস বধ ১৭৩
গুরুগৃহে বাস ১৭৪
উদ্ধব-সংবাদ ... ১৭৫-১৮০
অক্রূরের হস্তিনায় গমন ... ১৮০
মথুরা আক্রমণ ১৮১
দ্বারকা নির্ম্মাণ ১৮২
দ্বারকা গমন ১৮৪

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বারকা লীলা

রুক্মিণী মিলন ১৮৫
জাম্ববতী ও সত্যভামা ... ১৮৭
হস্তিনায় গমন ১৮৮
পাণ্ডব মিলন ১৮৯
অন্যান্য পত্নীগণ ১৯০
অষ্ট মহিষী রহস্য ১৯১
বহু রমণী উদ্ধার ১৯৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিজাত হরণ ১৯৪
পতি ভক্তির আদর্শ ... ১৯৪
বহু পত্নী রহস্য ১৯৫
হরিহর যুদ্ধ ১৯৭
উষাহরণের তাৎপর্য্য ... ১৯৯
বলরামের ব্রজে গমন ... ১৯৯
বিবিধ লীলা ২০০
যোগৈশ্বর্য্য ২০২
গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম শিক্ষা ২০৩
রাজসূয় যজ্ঞ ২০৩
জরাসন্ধ ও শিশুপাল বধ ২০৪-২০৫
সুদামের প্রতি কৃপা ... ২০৬
তীর্থে মহামিলন ... ২০৭-২০৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

কুরুক্ষেত্র লীলা

মহাযুদ্ধের কারণ ২০৯
ইন্দ্রপ্রস্থের সভা-গৃহে দুর্য্যোধনের লাঞ্ছনা ২১০
পাশা খেলা ২১০
দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ ২১১
পাণ্ডবগণের বনবাস ও অজ্ঞাত বাস ২১২
যুদ্ধে বল সংগ্রহ ... ২১২।২১৩
বিদুরের প্রতি কৃপা ... ২১৪
ব্যাসদেবের আগমন ২১৪
সঞ্জয়ের দিব্য-দৃষ্টি ২১৫
মহাযুদ্ধারম্ভ ২১৫
সেনামধ্যে রথ-স্থাপন রহস্য ২১৫
গীতা ২১৬-২৩১
অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধ বিবরণ ২১৬-২১৮
দুর্য্যোধনের পতন ... ২১৮
যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক ২১৮
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন ২১৮
যাদবগণের প্রতি ব্রহ্মশাপ ২১৯
দেবগণের আগমন ... ২২০
দ্বারকা পরিত্যাগ ... ২২১

সপ্তম অধ্যায়

প্রভাস মিলন

গনেশাদি দেবপূজা ও যজ্ঞ ২২২
ব্রজবাসিগণের সহিত মিলন ২২৩
ব্রজবাসিগণের নিত্য-ধামে গমন ২২৪
যদুবংশ ধ্বংস ২২৪
বলরামের দেহত্যাগ ... ২২৫
শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রস্থান ... ২২৫-২২৬

উপসংহার ও লীলা-তত্ত্বে সাধনা ২২৮-২৪৩

শরণাগতি রহস্য ২৩৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. . .. ...
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত ।

প্রথম অধ্যায়

সূচনা ও জন্ম

নমস্তে বাসুদেবায় কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ।
সচ্চিদানন্দরূপায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
যস্মাজ্জাতং জগৎসর্ব্বং যস্মিন্নেব বিলীয়তে ।
যেনেদং ধার্য্যতে সর্ব্বং তস্মৈ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥

যিনি বিশুদ্ধ চৈতন্য ও আনন্দময় পরম পুরুষ, যিনি বিশ্বের একমাত্র মহাবীজস্বরূপ পরমাত্মা, যাঁহা হইতে চরাচর জীব-জগৎ সমস্তই উদ্ভব হইয়াছে, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই অবস্থিতি করিতেছে এবং পরিণামে যাঁহাতে সমস্তই বিলীন হইয়া থাকে, যাঁহার আদি নাই মধ্য নাই অন্ত নাই, যিনি সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ সর্ব্বব্যাপী মঙ্গলময় পুরুষোত্তম, সেই সর্ব্ব-রূপাধার করুণা-পারাবার ভক্ত-রঞ্জন মদনমোহন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদদ্বন্দ্বারবিন্দে অসংখ্য প্রণতি পূর্ব্বক, তদীয় লীলামৃত বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাপর যুগে যখন ভগবানের প্রিয় লীলাভূমি ভারতবর্ষ পাপভারে ভারাক্রান্ত হইয়াছিল ; মথুরাধিপতি দুরাত্মা কংস, মগধাধিপতি জরাসন্ধ, শিশুপাল, প্রলম্ব, বক, চানুর, অঘ, মুষ্টিক, কেশী ধেনুক প্রভৃতি দৈত্যগণের অত্যাচারে প্রজাগণ অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়াছিল ; বহু প্রজা আত্ম-রক্ষার্থে কুরুক্ষেত্র পাঞ্চাল, কেকয়, বিদর্ভ, বিদেহ, কৌশল প্রভৃতি রাজ্যে গমন করত অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভ করার জন্য প্রযত্ন করিতেছিল ; এইরূপে দৈত্যগণের ভীষণ অত্যাচারে যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়া-কাণ্ডাদি ক্রমশঃ লোপ হওয়ায়, **দেবতাগণ** যজ্ঞ-ভাগ হইতে বঞ্চিত হইতেছিলেন ; অতি গর্ব্বিত দৈত্যগণের এই সকল অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, পৃথিবী ক্ষীণকলেবরা গোরূপ ধারণ করত রোদন করিতে করিতে ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দুঃখের কাহিনী তাঁহাকে জানাইলে, ব্রহ্মা পৃথিবীকে লইয়া দেবগণের সহিত ক্ষীরোদ-সাগরের তীরে গমন করিলেন এবং ক্ষীরোদশায়ী **ভগবান বিষ্ণুর** স্তব করিতে করিতে সকলেই সমাহিত চিত্তে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ; তখন ব্রহ্মা সমাধি সহযোগে হৃদয়-গগনে ভগবানের আদেশ বাণী শ্রবণ করত পুলকিত হইয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন; "হে দেবগণ, আর ভয় নাই, সেই পরম পুরুষ, পৃথিবীর সন্তাপ পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন, তিনি বসুদেবের গৃহে আবির্ভূত হইবেন এবং আপনার কাল-শক্তি দ্বারা ধরাভার হরণ করিবেন, সহস্র-বদন অনন্তদেব ভগবানের প্রিয় আচরণের জন্য তাঁহার অগ্রেই সংসারে প্রকাশ হইবেন, আর ভগবানের আত্ম-শক্তি স্বয়ং ভগবতী যোগমায়া, ভগবানের মর্ত্ত্য-লীলার সহায়িকারূপে আবির্ভূতা হইয়া লীলানন্দ করিবেন ! হে দেবগণ, তোমরা সেই পরম পুরুষের সন্তোষের জন্য অংশে অংশে মর্ত্ত্য-ধামে জন্ম গ্রহণ কর, আর অমর স্ত্রীগণও তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেবার্থে তথায় জন্ম গ্রহণ করুন্।" প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট দেবগণ এই প্রকার অপূর্ব্ব মধুর আদেশ বাণী শ্রবণ করত অতীব পুলকিত ও আশ্বস্ত হইয়া সকলেই যথাযথ স্থানে গমন করিলেন।

ভগবানের প্রিয় ভূমি **মথুরা** নগরীতে পুরাকালে যযাতি রাজের ধার্ম্মিক পুত্র মহাত্মা যদুর বংশজাত নৃপতিবর্গ বিশেষ পরাক্রমশালী ও যশস্বী হইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন; এই যদু বংশীয় শূর রাজের পুত্র বসুদেবের সহিত মথুরা নগরীর রাজকন্যা (কংস-পিতা রাজা উগ্রসেনের ভ্রাতা দেবক রাজের কন্যা) দৈবকীর পরিণয় কার্য্য মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। বসুদেব নবপরিণীতা পত্নীর সহিত বিচিত্র রথারোহণে নিজ ভবনে যাত্রা করিলে, রাজপুত্র কংস তাঁহাদের মনোরঞ্জনার্থে স্বয়ং সারথী হইয়া সেই রথ পরিচালনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে কংসের প্রতি হঠাৎ একটী দৈববাণী হইল,—"রে মূর্খ, তুই যাঁহাকে বহন করিতেছিস্, সেই দৈবকীর অষ্টম গর্ভস্থ পুত্রই তোকে বিনাশ করিবে!" পাপাত্মা কংস এই দৈববাণী শ্রবণ করা মাত্রই আপনার কটিদেশস্থিত তরবারি গ্রহণ করত ভগিনী দৈবকীর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধিমান বসুদেব এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য, দুর্ব্বৃত্ত নির্দ্দয় কংসকে নানাবিধ সান্ত্বনাজনক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তথাপি কংস, মহাপাপ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল না! তখন অনন্যোপায় হইয়া বসুদেব তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "হে বীরবর! আমার ভাবী পুত্রগণ হইতেই আপনার মৃত্যুভয় উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু দৈবকী হইতে নহে, সুতরাং আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, দৈবকীর গর্ভজাত প্রত্যেক সন্তানই আমি আপনাকে প্রদান করিব, আপনি তাহাদের যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবেন, ইহাতে ভবিষ্যতে আপনার আর ভয়ের কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণই থাকিবে না।" কংস, বসুদেবের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করত অতিশয় প্রীত হইয়া দৈবকীকে বধ করিতে নিবৃত্ত হইল; তখন বসুদেব দৈবকীসহ নিজ ভবনে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে যথাকালে দৈবকীর গর্ভজাত প্রথম পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, মহামতি বসুদেব পাছে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কা করত তৎক্ষণাৎ পুত্রসহ কংসের সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে পুত্রটী প্রদান করিলেন; কংস সত্যবাদী বসুদেবের এবম্বিধ ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হইলেন। ইতিমধ্যে দুরাত্মা কংস, দেবর্ষি নারদের মুখে শুনিতে পাইল যে, ভূভার-হারী স্বয়ং ভগবান ধরাভার অপনয়ন করিবার মানসে, দৈবকীর গর্ভে আগমন করিতেছেন, আর যদুবংশে এবং ব্রজধামের গোপকুলে বহু দেবদেবিগণ ভগবানের সেবার্থে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই সংবাদ শ্রবণ করা মাত্রই পাপাত্মা কংস বসুদেব ও দৈবকীকে গৃহ হইতে আনাইয়া কঠোর লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করত কারাগারে প্রেরণ করিল; তৎপর যদুকুলের সহিত প্রকাশ্যভাবে বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল; এমন কি নিজ পিতা উগ্রসেনকে পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল! অত্যাচার পীড়িত যাদবগণের মধ্যে অনেকে দেশ ত্যাগ করত পলায়ন করিলেন, অবশিষ্ট লোক, অন্তরে ভগবানের আগমন প্রতীক্ষায় ধ্যানমগ্ন থাকিয়া তাঁহাতেই ঐকান্তিক মনোনিবেশ করত বাহ্যতঃ কংসের স্তুতি পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে কঠোর উৎপীড়নে নিযুক্ত কংস, যথাক্রমে দৈবকীর গর্ভজাত ছয়টী সন্তান বিনষ্ট করিলে, দৈবকীর আনন্দপ্রদ সপ্তম গর্ভ উপস্থিত হইল। এই গর্ভে ভগবান বিষ্ণুর আধারস্বরূপ নাগরাজ অনন্তদেব বলভদ্ররূপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে ভগবান স্বীয় ইচ্ছা শক্তি যোগমায়া দেবীকে কহিলেন, "হে দেবি! সংসারে গোপ ও গোগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা পরিশোভিত আনন্দপ্রদ যে **ব্রজধাম** আছে, তুমি তথায় গমন কর; বসুদেব-পত্নী রোহিণী কংসভয়ে ভীত হইয়া নন্দরাজ অধিকৃত গোকুলে লুক্কায়িত রহিয়াছেন; দৈবকীর সপ্তম গর্ভে আমার আশ্রয়-স্বরূপ **শেষ** নামে যে মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া তুমি গোকুলস্থা রোহিণীর উদরে সন্নিবিষ্ট কর; অতঃপর যখন আমি পূর্ণভাবে দৈবকীর পুত্রত্ব লাভ করিব, তখন তুমিও নন্দ-পত্নী যশোদার কন্যাত্ব প্রাপ্ত হইও। হে দেবি! সংসারে মানবগণ তোমাকে নানাভাবে, নানা উপচারে পূজা করিবে, কেহ দুর্গা ভদ্রকালী বলিবে, আবার কেহবা বৈষ্ণবী নারায়ণী, চণ্ডিকা, মাধবী, ঈশানী অম্বিকা প্রভৃতি নামেও অভিহিত করিবে। রোহিণী-নন্দন অনন্ত দেব এক গর্ভ হইতে অন্য গর্ভে সংকর্ষিত হইবেন বলিয়া, কেহ কেহ তাঁহাকে সংকর্ষণ বলিবেন, কেহবা রাম, আবার অতিশয় বিক্রম দেখিয়া কেহবা তাঁহাকে বলভদ্র বা বলরাম বলিয়া অভিহিত করিবেন।"

ভগবতী যোগমায়া দেবী, **ভগবানের** আদেশ অনুযায়ী দৈবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ করত রোহিণীতে সংস্থাপন করিলেন। অনন্তর বসুদেব ভগবত্তেজ হৃদয়ে ধারণ করত জ্যোতির্ম্ময়রূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন; দৈবকীও তাঁহার অষ্টম গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব হইবে এই চিন্তা করায়, ক্রমেই আনন্দযুক্তা হইয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে শোভা পাইতে লাগিলেন। যথা সময়ে নিখিল জগতের আশ্রয় ও মঙ্গলস্বরূপ সচ্চিদানন্দময় ভগবান, দৈবকীর অষ্টম গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে কৃতার্থা করিলেন! দৈবকী পরমাত্ম-জ্যোতিতে প্রভান্বিতা হইয়া, কারা-গৃহ আলোকিত করত বিরাজ করিতে লাগিলেন! একদিন কংস, কারা-গৃহে আসিয়া দৈবকীর এবম্বিধ জ্যোতির্ম্ময় রূপ দর্শন করায় আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "নিশ্চয়ই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার প্রাণহন্তারক **হরি** ইহার গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, নতুবা দৈবকীর এবম্বিধ রূপতো আর কখনও দেখি নাই, এখনই ইহাকে হত্যা করি!" আবার পরমুহূর্ত্তেই চিন্তা করিতে লাগিল, যদি সত্য সত্যই ইহার গর্ভে হরি আসিয়া থাকে, তবে দৈবকীকে হত্যা করিলেও গর্ভস্থ সন্তান হত নাও হইতে পারে এবং সে পূর্ণ বিক্রমে এখনই আমাকে বধ করিতে পারে! বিশেষতঃ গর্ভবতী ভগিনীকে এক্ষণে হত্যা করার প্রয়োজন নাই; কেননা তাহাতে আমার যশ লুপ্ত হইবে এবং আমি বিশেষ নিন্দার্হ হইব; সুতরাং সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই বিধেয়।"* এবম্বিধ চিন্তা করিয়া কংস স্বস্থানে গমন করিল; কিন্তু তাহার চিন্তা শত্রুতাতে নিবদ্ধ হওয়ায়, কংস হরির চিন্তা পরিত্যাগ করিতে পারিলনা, এইরূপে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া, শয়নে ভোজনে উপবেশনে সর্ব্বাবস্থায় সে, শত্রু শ্রীহরির চিন্তা করিতে লাগিল, ক্রমে অনন্যচিত্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন হরির চিন্তায় কংস, সংসারকে হরিময় রূপে দর্শন করিতে লাগিল।

এদিকে দৈবকীর গর্ভে অনন্ত সুন্দর অসীম চৈতন্যময় সর্ব্বাশ্রয় **ভগবান** আশ্রয় গ্রহণ করায় সনকাদি মুনিগণ, নারদাদি ভক্তগণ, মহেশ্বর ও ব্রহ্মাদি দেবগণ কংস-কারাগারে উপস্থিত হইয়া স্তব স্তুতিতে ভগবানের সন্তোষ বিধান করিতে লাগিলেন; তাঁহারা দৈবকীকেও নানাপ্রকার সান্ত্বনাজনক বাক্যে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন।

*কংসের মত পাপাত্মার হৃদয়ে, "গর্ভবতী নারী হত্যা অনুচিৎ" এবম্বিধ ভাব উদয় হওয়ার কারণ এই যে, দৈবকীর গর্ভস্থ পরম পুরুষের জ্যোতিঃ দর্শন করায়, কংসের মত পাপীর হৃদয়েও ধর্ম্ম কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল!—যেমন অতি শীতলতার সন্নিহিত হইলে, উষ্ণভাবও ক্রমশঃ শীতলতা প্রাপ্ত হইতে থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরভাব জীবের হৃদয়ের সন্নিহিত হইতে থাকিলে, জীবের অন্তরস্থ অহংকারও ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে; এস্থলে কংসেরও কতকটা সেইরূপ হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতঃপর সেই জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষের আবির্ভাব-কাল সন্নিহিত হইয়া আসিলে, প্রকৃতিদেবী অনন্ত শোভায় সুসজ্জিত হইয়া উঠিলেন। ভগবানের আবির্ভাবের সময়ে যেরূপ ভক্ত-হৃদয়ে পূর্ণানন্দ এবং অশ্রু পুলকাদি নানাপ্রকার সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ স্থূল জগতেও ভগবানের আবির্ভাবের সময়ে প্রকৃতি দেবী অপূর্ব্ব আনন্দ-সজ্জায় সুশোভিতা হইলেন। আকাশে প্রশান্ত জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল তুঙ্গ ও মঙ্গলজনক অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন; পবিত্র নক্ষত্ররাজির অভ্যুদয় হইল; * নদ নদী সলিলপূর্ণ হইয়া, প্রসন্নভাব ধারণ করিল; হ্রদ সকল প্রস্ফুটিত কমলে সুশোভিত ও বনরাজি ফল-পুষ্পভারে অবনত হইয়া যেন বিশ্বপিতার উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিল! বিহগ সকলের কলতানে ও জয়-ধ্বনিতে দিক্ দিগন্ত মুখরিত হইতে লাগিল; সুগন্ধ ও সুখ-স্পর্শযুক্ত মলয় বায়ু প্রবাহিত হইয়া, সকলকেই যেন আনন্দে মাতাইয়া তুলিল; † অত্যাচার পীড়িত সাধুগণের মন অকস্মাৎ আনন্দে পূর্ণ হইয়া এবং দ্বিজাতিগণের নির্ব্বাপিত অগ্নি পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া; সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিল! মেঘ সকল মন্দ মন্দ গর্জ্জন ছলে যেন সেই পরম পুরুষের শুভাগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিল।

---

* বর্ত্তমান মন্বন্তরীয় দ্বাপরের শেষে যে সময়ে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই শুভলগ্ন ও গ্রহাদির অবস্থা "খমানিক্য" নামক জ্যোতিঃ গ্রন্থে নিম্নোক্তরূপ বর্ণিত আছে যথা,—"উচ্চস্থা শশিভৌম চান্দ্রিশনয়ো লগ্নংবৃষো লাভগো জীবঃ সিংহ তুলাদিষু ক্রমবশাৎ পুষোশনো রাহবঃ। নৈশীথোসময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মক্ষমত্র ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণ-মভূদাবিঃ পরং ব্রহ্মতদিতি।—"

† পরম ভাগবত সনাতন গোস্বামীর মতে, ভগবানের আবির্ভাব কালে বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত বসন্তাদি ষড়ঋতুর উদয় হইয়াছিল, ব্যাসদেব প্রকৃতি বর্ণনা ছলে ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ কৃষ্ণ পক্ষীয় **অষ্টমী** তিথিযুক্ত পরম পবিত্র সময়ে, যখন জীব-মাত্রই গভীর নিশীথ কালীন ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া মোহ-নিদ্রায় অভিভূত ছিল, তখন আনন্দময় শ্রীভগবানের আবির্ভাবের আসন্ন কাল উপস্থিত হইল, চতুর্দ্দিকে দুন্দুভি নিনাদ শ্রুত হইতে লাগিল! গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ জয় গান করিতে লাগিলেন; অপ্সরী ও বিদ্যাধরিগণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, সিদ্ধ চারণ ও মুনি-ঋষিগণের স্তব-স্তুতিতে নভোমণ্ডল মুখরিত হইতে লাগিল। দেবগণ পরমানন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এইরূপে পরম পবিত্র শুভলগ্নে পরমানন্দযুক্ত হইয়া অসীম আনন্দময় ও মঙ্গলময় পরম পুরুষ জ্যোতির্ম্ময় রূপে সর্ব্বদিক আলোকিত করত ধরাধামে আবির্ভূত হইলেন! সেই বালকরূপী কমল-লোচন ভগবান **শ্রীহরির** চারিটী সমুজ্জল বাহুতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভা পাইতে লাগিল; পরিধানে পীতবাস, গলদেশে শ্রীবৎস-চিহ্ন, কৌস্তুভ রত্নাদি সুশোভিত, উজ্জ্বল নবঘনের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় রূপ, মস্তকে মণিময় কিরীট, কর্ণে অপূর্ব্ব কুণ্ডল শোভা পাইতে লাগিল! তাঁহার অপূর্ব্ব জ্যোতিতে ভীষণ কারাগারও যেন স্বর্গীয় আনন্দ-ভবনে পরিণত হইল। সেই পুণ্যময় পরম পুরুষের প্রভাবে কংসের অনুচরগণ এবং কারাগারের প্রহরীগণ হতবল হইয়া, অচেতন অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিল! বসুদেব ও দৈবকীর আনন্দের আর সীমা নাই, জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার আজ চরম সিদ্ধি হইল; তাঁহারা বিস্ময়-বিস্ফারিত-লোচনে পরম আনন্দে ভগবানের রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন।

যাঁহার অপূর্ব্ব কান্তিতে কারামধ্যস্থ সূতিকা-গৃহ বিভাসিত হইয়াছিল, সেই পরম পুরুষের কৃপায় বসুদেব তৎক্ষণাৎ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত ও নির্ভয় হইয়া তাঁহাতে চিত্ত নিবেশ করত অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে নানা-প্রকার সুমধুর বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দৈবকীও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের অপূর্ব্ব রূপ দর্শনে উন্মত্তপ্রায় হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন; পরিশেষে বলিলেন—"হে মধুসূদন, আপনাকে দেখিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি, মৃত্যুতে আর আমার কোন ভয় নাই; আমাতে যে আপনার জন্ম হইয়াছে, তাহা সেই পাপাত্মা কংস যে জানিতে না পারে, এমন কোন উপায় করুন! হে বিশ্বাত্মন্ আপনার শঙ্খ চক্র গদা পদ্মাঙ্কিত অলৌকিক রূপ প্রত্যাহার করুন।"

বসুদেব ও দৈবকীর স্তবে শ্রীভগবান সন্তুষ্ট হওয়ায়, তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের তপস্যা-বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া পরিশেষে বলিলেন, "আমাকে আপনারা পুত্রভাবে, বা ব্রহ্মভাবে, যে কোন ভাবেই হউক, চিন্তা বা স্নেহ করিলেই প্রাপ্ত হইবেন এবং অন্তিমে আমার পরম ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারিবেন।" এই কথা বলিয়া ভক্ত-রঞ্জন ভগবান শ্রীহরি আত্ম-মায়াতে স্বকীয় অলৌকিক রূপ প্রত্যাহার করিলেন; তখন দৈবকী ও বসুদেব, তাঁহাকে সদ্যোজাত প্রাকৃত শিশুর ন্যায় দেখিতে পাইলেন।

যে শুভ মুহূর্ত্তে ভগবান শ্রীহরি ধরাধামে দৈবকী ও বসুদেবের নয়ন-রঞ্জনরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঠিক সেই পবিত্র ক্ষণেই ব্রজধামে নন্দালয়ে নন্দপত্নী যশোদার গর্ভ হইতে পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে ভগবতী যোগমায়া দেবী ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এদিকে পুত্ররূপী ভগবান, তাঁহাকে গোকুলস্থ নন্দরাজের আলয়ে রক্ষা করত নন্দ-কন্যা ভগবতীকে দৈবকীর নিকটে আনয়ন করিবার জন্য, পিতা বসুদেবের নিকট আপন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বসুদেব তৎক্ষণাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বীয় বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া, হস্তোপরি ধারণ করত কারাগার হইতে বহির্গমন করার জন্য যাত্রা করিলেন। সূর্য্যদেব প্রকাশ হইলে যেমন তাঁহার জ্যোতিতে অন্ধকার আপনিই দূরীভূত হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানকে বহন করিয়া বসুদেবের নির্গমনকালে কারাগৃহের কবাটসমূহ আপনা হইতেই উন্মুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া বসুদেবের পথ পরিষ্কার করিতে লাগিল। কারাপ্রহরীগণ ভগবানের আবির্ভাবে এবং যোগমায়ার প্রভাবে, পূর্ব্ব হইতেই অচেতন হইয়া অবস্থান করিতেছিল; সুতরাং তাহারা কিম্বা কংসালয়ের কেহই কিছু জানিতে পারিল না! এদিকে কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া বসুদেব যমুনাভিমুখে যাত্রা করিলেন; কেননা যমুনা পার হইয়া গোকুলস্থ নন্দালয়ে তাঁহাকে যাইতে হইবে।

মেঘসমূহ মন্দ মন্দ গর্জ্জন ছলে ভগবানের স্তব করিতে করিতে মৃদুমন্দ বৃষ্টিসহ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল; স্বয়ং অনন্তদেব সর্পরূপে ভগবানের মস্তকে বারি পতন নিবারণার্থে ছত্রের ন্যায় ফণা ধারণ করত পথিমধ্যে বসুদেবের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন; এইরূপে বসুদেব যমুনা-তটে উপস্থিত হইলেন। **কালিন্দী*** আজ ঘোর তরঙ্গাকুলা—যেন ভগবানকে বক্ষে ধারণ করার জন্য ব্যাকুল ভাবে উন্মাদিনী বেশ ধারণ করিয়াছেন, ফেনিল স্রোতজলে শত শত আবর্ত্ত উঠিতেছিল; বসুদেব কালিন্দীর এই প্রকার উদ্দাম নৃত্য দর্শনে স্তম্ভিত হইলেন; এই দুর্য্যোগ-ময়ী তমসাচ্ছন্ন রজনীতে কিরূপে তাঁহাকে অতিক্রম করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। সাগর যেমন শ্রীরামচন্দ্রকে লঙ্কা যাইবার জন্য পথ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই প্রকার যমুনাও আজ বসুদেবকে চিন্তিত দেখিয়া, শত শত আবর্ত্ত ও তরঙ্গের মধ্যেও একটী স্থির পথ প্রদান করিলেন; সেই পথটী যমুনার একপার হইতে অপর পার পর্য্যন্ত

* বাসুদেব রহস্যান্তর্গত রাধাতন্ত্রে যমুনার এইরূপ পরিচয় আছে যথা,—"কালিন্দী কর্ণিকাকৃষ্ণমভিন্নমেকবিগ্রহং * * কালিন্দী কালিকা সাক্ষাৎ * * কুণ্ডলাকৃতি-রূপেণ ব্রজং ব্যাপ্যহি তিষ্ঠতি॥" অর্থাৎ কালিন্দী, কর্ণিকা (বৃন্দাবন) এবং কৃষ্ণ-বিগ্রহ এই তিনটী অভিন্ন এবং এক—মহাপ্রকৃতি কালিকাই শ্রীকৃষ্ণের লীলার সাহায্যার্থে কালিন্দীরূপে কুণ্ডলাকৃতিতে ব্রজকে বেষ্টন করিয়া আছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থির রেখার ন্যায় ভাসমান থাকিয়া স্বল্প জল সহ অবস্থান করিতে লাগিল! শুদ্ধমতি বসুদেবও যমুনার ইঙ্গিত বুঝিয়া, ভগবানসহ যমুনা প্রদর্শিত পথে চলিতে লাগিলেন *। এইরূপে বসুদেব কালিন্দীর মধ্যভাগে উপনীত হইলে, **ইচ্ছাময় ভগবান** পিতার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া যমুনার ক্রোড়ে পতিত হইলেন। আজ যমুনা ভগবানকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্যা ও কৃতার্থা হইলেন!—চির আকাঙ্ক্ষিত পরম বস্তু প্রাপ্ত হইয়া যেন পরমানন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এদিকে বসুদেবও হৃদয়-রতনকে হারাইয়া মণিহারা ফণির মত ভগবানকে যমুনা-গর্ভে খুঁজিতেছিলেন, অবশেষে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ধরা দিলেন; বসুদেবও সানন্দে ও সাগ্রহে তাঁহাকে উত্তোলন করত যমুনার অপরার্দ্ধ † পার হইয়া গোকুলাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বসুদেব নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গোপগোপিগণ সকলেই মহামায়ার প্রভাবে সুষুপ্তি অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন; বসুদেব যশোদার গৃহে প্রবেশ করত শিশুরূপী ভগবানকে যশোদার নিকটে রাখিয়া যশোদা মায়ের সদ্যোজাতা কন্যাকে গ্রহণ করত, পূর্ব্ব-দৃষ্ট পথে মথুরাস্থ কারা-গৃহে আগমন করিলেন। নন্দপত্নী যশোদা প্রসবকালে

---

* ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের মত, অন্যান্য পুরাণের মত—ধর্ম্ম বা বিশুদ্ধ বুদ্ধিই শৃগাল রূপ ধারণ করত বসুদেবকে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

† কোন কোন বৈষ্ণব মহাত্মার মতে, যমুনার মথুরাস্পর্শী অর্দ্ধাংশে ঐশ্বর্য্যভাব এবং ব্রজধামস্পর্শী অর্দ্ধাংশে মাধুর্য্যভাব বিদ্যমান; বসুদেবের হস্তস্থিত কৃষ্ণও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ নারায়ণ মূর্ত্তি ছিলেন। কিন্তু ব্রজধামে ঐশ্বর্য্যসহ প্রবেশ করার উপায় নাই; তাই ভগবান যমুনার মধ্যভাগে আসিয়াই বসুদেবের হস্তচ্যুত হইয়া যমুনায় ডুবিলেন এবং ঐশ্বর্য্যময় নারায়ণ-কলেবর পরিত্যাগ করত, মাধুর্য্যময় রস-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ রূপ ধারণ করিয়া পুনরায় বসুদেবের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাতে কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু জন্মিয়াছে, ইহাই মাত্র বোধ করিয়াছিলেন; যোগমায়া প্রভাবে, আর কিছুই জানিতে পারেন নাই। অতঃপর বসুদেব **যোগমায়ারূপী** কন্যাকে দৈবকীর নিকটে রক্ষা করত আপনার বন্ধন স্থানে আগমন করিলে, যোগমায়া প্রভাবে তাঁহার হস্তপদ পুনরায় শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল কারাগৃহও আপনা হইতে পূর্ব্ববৎ আবদ্ধ হইয়া গেল এবং প্রহরীগণও জাগ্রত হইল! দৈবকীর ক্রোড়ে মহামায়া সদ্যজাতা শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করামাত্রই, প্রহরীগণ কংসরাজকে সংবাদ প্রদান করিল। পাপাত্মা কংস, তৎক্ষণাৎ সূতিকা-গৃহে আগমন করত শিশুটীকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, স্নেহবৎসলা **দৈবকীও** কন্যা জন্মিয়াছে উল্লেখ করত কন্যার প্রাণ-ভিক্ষা চাহিয়া কংসকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পাপরূপী কংস সেই কাতর অনুনয় বিনয় ও ক্রন্দন অগ্রাহ্য করত শিশুটীকে মাতৃক্রোড় হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। অনন্তর কংস সেই শিশুটীর চরণে ধরিয়া ঊর্দ্ধে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বৃহৎ শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল! কিন্তু সেই শিশু, শিলাপৃষ্ঠে আহত হইলেন না, কংসের হস্তচ্যুত হইয়া তিনি ঊর্দ্ধে গমন করত অষ্টভুজা মহাদেবীরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে উজ্জ্বল প্রহরণ এবং অঙ্গে জ্যোতির্ম্ময় রত্নাভরণ শোভা পাইতে লাগিল; দেবগণ ও সিদ্ধগণ দেবীর স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন; আকাশ হইতে আলুলায়িত-কেশা এই **ভীমা** মূর্ত্তি, কংসকে এইরূপ বলিলেন, "রে পাপ, আমাকে বধ করিয়া আর কি হইবে? তোর শত্রু ও হন্তারকরূপে ভগবান কোথাও আবির্ভূত হইয়াছেন, অতএব নির্দ্দোষী দৈবকী, বসুদেব প্রভৃতিকে আর হিংসা করিস্‌না", এই বলিয়া মহাদেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অতঃপর মহামায়া **ভগবতী** দেবী, সংসারে বহু নামে ও বহু রূপে পূজিতা হইতে লাগিলেন, কেশবের প্রিয় ইচ্ছাশক্তি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপিণী দেবীকে যাদবগণও ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছিলেন। মহামায়ার দৈববাণী শ্রবণ করত কংস বসুদেব ও দৈবকীর প্রতি সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করত তাঁহাদিগকে কারামুক্ত করিল। তৎপর ভগবানের কোথায় আবির্ভাব হইয়াছে, কিরূপে তাঁহাকে বিনাশ করা যায়, কংস কেবল এই চিন্তানলে দগ্ধ হইতে লাগিল এবং মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করত যথাযোগ্য উপায় নির্দ্ধারণে নিযুক্ত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নন্দ-ব্রজধাম (গোকুল)

নন্দোৎসব। যোগমায়া দেবী আপন প্রভাব সংহরণ করা মাত্রই নন্দ যশোদা প্রভৃতি জাগ্রত হইলেন এবং সর্ব্ব-রূপাধার বালকরূপী ভগবানের আনন্দময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। নন্দরাজ-ভবনে আজ আনন্দের আর সীমা নাই!—ব্রজপতি নন্দ তৎক্ষণাৎ জাতকের সংস্কারাদি কার্য্য সমারোহের সহিত সম্পন্ন করাইলেন; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়া আত্মজের মঙ্গলার্থে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি এবং তৎসহ দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনাদি করাইলেন। ভেরী দুন্দুভী ইত্যাদি আনন্দপূর্ণ বাদ্যে নভোমণ্ডল মুখরিত হইতে লাগিল; নানা প্রকার সাজ সজ্জায় নন্দালয় সুশোভিত করা হইল। যশোমতীর পুত্ররত্ন লাভ হইয়াছে, এই সংবাদ বিদ্যুতের মত ত্বরিৎবেগে ব্রজ-মণ্ডলে প্রচারিত হইল; গোপিগণ অতিশয় আনন্দযুক্তা হইয়া দলে দলে নন্দালয়ে আগমন করিতে লাগিলেন, গোপগণও নানাপ্রকার বেশ বিন্যাস করত নন্দালয়ে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। গোপ-গোপিগণ বালকরূপী আনন্দময় ভগবানের প্রেম-মূর্ত্তি দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইলেন!—পরস্পর পরস্পরের প্রতি হরিদ্রা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চূর্ণ, দধি, ক্ষীর, ঘৃত, নবনীতাদি সিঞ্চন করিতে লাগিলেন! আজ নন্দালয়ে মহামহোৎসবে, সকলেই উৎসবানন্দে মাতোয়ারা হইয়া জয়-গান করিতে লাগিলেন; বলদেব-জননী রোহিণীও উৎসবে যোগদান করত আনন্দ বৰ্দ্ধন করিয়াছিলেন। যিনি বিশ্বের একমাত্র আরাধ্য ও কাম্য পরম বস্তু, তিনিই আজ নন্দালয়ে সুপ্রকাশিত হইয়াছেন! —ব্রজবাসীগণ সেই প্রেমময়ের সংস্পর্শে প্রেমাকুল হৃদয়ে মহামহোৎসব সুসম্পন্ন করিলেন।

শৈশব লীলা

পুতনা বধ। পাপাত্মা কংস, স্বীয় মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্রজপুরের শিশুগণকে হত্যা করা স্থির করত পুতনা নামক বালঘাতিনী জনৈকা ভীষণা রাক্ষসীকে প্রেরণ করিল। পুতনা মায়াময়ী হাব ভাব ও কটাক্ষযুক্তা এক পরমাসুন্দরী নারী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাশ পথ হইতে গোকুলে অবতরণ করত ব্রজবাসীগণের মন হরণ করিতে লাগিল, গোপ-গোপিগণের মনে হইল, স্বয়ং লক্ষ্মী বোধ হয় আবির্ভূতা হইয়াছেন! এইরূপে সকলের বিশ্বাস জন্মাইয়া সেই রাক্ষসী বহু শিশু-হত্যা কাৰ্য্য নিৰ্ব্বাহ করিয়াছিল। পরিশেষে পুতনা, নন্দালয়ে উপস্থিত হইয়া নন্দ-নন্দনকে দর্শন করিল এবং যশোমতী ও রোহিণীকে মুগ্ধ করিয়া কৃষ্ণকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করত, সেই মায়াবিনী মাতৃস্নেহ হইতেও অধিক বাৎসল্য দেখাইয়া, যশোদা-নন্দনকে হলাহল পূরিত স্তন পান করাইতে লাগিল। অন্তর্য্যামী ভগবান, সেই রাক্ষসীর অসৎ অভিপ্রায় অবগত হইয়া, বিষমিশ্রিত স্তন-দুগ্ধের সহিত তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; তখন সেই রাক্ষসী, ভীষণা মূর্ত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারণ করত চীৎকার করিতে লাগিল; এইরূপে তাহার প্রাণ সম্পূর্ণ আকর্ষণে বহির্গত হইলে, রাক্ষসীর বিরাট দেহ সশব্দে ধরায় পতিত হইল; নন্দ-শিশু তাহার বক্ষে নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন! যশোমতী ও রোহিণী সেই দুষ্টার ভীষণ মৃতদেহ দর্শন করত ব্যাকুল চিত্তা হইয়া গোপালকে অঙ্কে ধারণ করিলেন,—নানাবিধ রক্ষা-মন্ত্র উচ্চারণ করত গোপালের শরীরে রক্ষা-কবচাদি বাঁধিয়া দিলেন। পুতনা, মৃত্যুকালে ভগবানের স্পর্শলাভ করায় সাধুজনোচিত সদ্গতি প্রাপ্ত হইল! প্রতিকুল আচরণ করা সত্ত্বেও যাঁহার কৃপায় জীবের সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে, সেই দয়াময় ও আনন্দময় ভগবানের প্রতি অনুকুল শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিতে পারিলে যে সহজেই তাঁহার কৃপা লাভ হইবে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সকলেরই সমাহিত চিত্তে শ্রীভগবানের শ্রীপাদ-পদ্মে শরণাপন্ন হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

পুতনা বধই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বপ্রথম প্রকট লীলা—ইহা অদ্ভুত-ভক্তিরসাত্মক্; পরমাত্মার লীলাদ্বারা যখন ভক্তের চিত্তে বিস্ময়ান্বিতা রতির আবির্ভাব হয়, তখন সেই ভাবকে অদ্ভুত ভক্তিরস বলা হইয়া থাকে। এই রতি আস্বাদন কালে, ভক্তের মনে পুনঃ পুনঃ বিস্ময়যুক্ত ভগবৎ লীলার ভাবই উদ্দীপিত হইতে থাকে; এইপ্রকারে ক্রমে নিরন্তর ভগবৎ লীলা চিন্তন ও মননদ্বারা ভক্তের অন্তরস্থ ভগবৎ রতি স্থায়ী ভাবরূপে পরিণত হইয়া পরিশেষে প্রেম-সমাধি লাভ হইয়া থাকে। ব্রজলীলাতে শ্রীভগবান ভক্তগণের প্রতি কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক বহু অদ্ভুত-রসাত্মক্ লীলা-চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া ভক্তগণকে ধন্য করিয়াছিলেন। শকট-ভঞ্জন, তৃণাবর্ত্ত বধ, বিশ্বম্ভর রূপ, যমলার্জ্জুন-মুক্তি, কালীয়-দমন গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি লীলাতে অদ্ভুত রসাত্মিকা রতি, অতি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শকট ভঞ্জন। ভক্তিমতী যশোদা শুভদিনে শুভক্ষণে, শিশুরূপী ভগবানের ঔত্থানিক সংস্কার উৎসব সম্পাদনের জন্য ব্রাহ্মণগণ, গোপগণ ও গোকুলবাসিনী রমণীগণকে আহ্বান করিলেন ; (শিশুগণ তৃতীয় মাস বয়সে যখন পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করে, তখন এই সংস্কার করা হয়), যথাবিহিত সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার পর, যশোদার ক্রোড়ে অবস্থিত ভগবান নিদ্রাতুর হইয়া যেন নয়ন নিমীলিত করিলেন, ইহা দেখিয়া যশোমতী শিশুটীকে দধি-দুগ্ধাদি সমন্বিত সুবৃহৎ শকটের * নিম্নে অবস্থিত দোলাতে রক্ষা করত সমাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের যথাযোগ্য সন্তোষ বিধান করিতে ব্যস্ত হইলেন।

অতঃপর স্তনার্থী পুত্র, শকটের নিম্নস্থ দোলাতে শয়ান থাকিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ; যশোমতী নানাকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকায় আসিতে গৌণ হইল। এদিকে অভিমানে শিশুটী এক পদ উর্দ্ধদিকে প্রসারিত করিয়া সুবৃহৎ শকটটীকে উল্টাইয়া ফেলিয়া দিলেন ! বিকট শব্দে শকট ও তৎস্থিত ভাণ্ডগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল ! সমবেত ব্রজবাসীগণ সকলেই আসিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। যশোমতী অক্ষত-দেহ শিশুটীকে তৎক্ষণাৎ ক্রোড়ে লইয়া চুম্বনাদিদ্বারা স্নেহভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকটী ব্রজবালক বলিল যে, ঐ শিশুর পাদ-ক্ষেপণদ্বারাই এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ! ইহাতে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু যশোদা পুত্রকে দুষ্ট গ্রহদ্বারা আক্রান্ত ভাবিয়া যথাযোগ্য প্রতিবিধান করিতে ব্যস্ত হইলেন।

এই লীলাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ দেখাইলেন যে, প্রাকৃত শিশুর ন্যায় নিদ্রিত ও

---

* পুরাকালে গোপ-গৃহে এক একটী সুবৃহৎ কাষ্ঠাধারে স্তরে স্তরে দধি দুগ্ধ নবনীতাদি সুরক্ষিত করা হইত ; উহা অত্যন্ত ভারী বলিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালনের সুবিধার জন্য রথাদির ন্যায় উহার নিম্ন-দেশে চক্র সংযুক্ত থাকিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিশ্চেষ্ট থাকিলেও শ্রীভগবানের বলবীর্য্য পূর্ণ ভাবেই তাঁহাতে বিকশিত ছিল ; আর অত্যন্ত সঞ্চয়ের বা ভোগের আসক্তি, ভগবৎ ভক্তির বিরোধী ; এজন্য শকট ভঞ্জনদ্বারা শ্রীভগবান সঞ্চিত দ্রব্য নষ্ট করিয়া ইহাও ভক্তকে শিক্ষা দিলেন যে, আত্যন্তিক ভোগাসক্তি ও সঞ্চয়জনিত বিশিষ্ট মমতা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

বিশ্বম্ভর রূপ। একদা যশোদা মা পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করত স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন, হঠাৎ পুত্রটী এরূপ গুরুভারাক্রান্ত বোধ হইল যে, যশোদা মা তাঁহাকে ধারণ করিতে অক্ষম হইলেন ; তখন ভার-পীড়িতা যশোদা, বিস্মিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রটীকে ভূমিতে রক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন ; অতঃপর পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন !

তৃণাবর্ত্ত বধ। কংসের প্রেরিত 'তৃণাবর্ত্ত' নামক একটী দৈত্য, চক্রবায়ুরূপে ভীষণ শব্দে ব্রজের চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া শিশুরূপী ভগবানকে হরণ করত আকাশ পথে গমন করিল। ব্রজবাসিগণ সকলেই শোকাকুলচিত্তে আকাশ পানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু ব্রজভূমি ধূলিতে আচ্ছন্ন হওয়ায় এবং সকলের চক্ষু ধূলিতে আবৃত হওয়ায়, কেহ কাহাকে দেখিতে পাইলেন না ; যশোমতী পুত্রের জন্য উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এদিকে তৃণাবর্ত্ত, ভগবানকে লইয়া কিছুক্ষণ শূন্যে অবস্থান করার পর, ব্রহ্মাণ্ডের আধাররূপী সেই তনুটীকে আর বহন করিতে না পারিয়া ও তদীয় ভারে কাতর হইয়া, তাঁহাকে ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু সেই অদ্ভুত রসময় শিশুটী তাঁহার কোমল হস্তদ্বারা দৈত্যের গলদেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং দৈত্য তাঁহাকে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ত্যাগ করিতে পারিল না। গলদেশের আকর্ষণে ও বক্ষের গুরু-ভারে কাতর হইয়া, তৃণাবর্ত্ত চীৎকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে করিতে ব্রজ-ভূমিতে অবস্থিত শিলাপৃষ্ঠে পতিত হইয়া, খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল! ক্রন্দনপরায়ণ ব্রজবাসিগণ নন্দ-নন্দনকে মৃতদেহের উপরে ক্রীড়মান দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; তখন তাঁহাকে লইয়া মূৰ্চ্ছিতা যশোমতীর ক্রোড়ে স্থাপন করিলে, তিনি হারানিধি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে অধীরা হইলেন।

ব্রজবাসিগণ এই অদ্ভুত ঘটনায় নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে * অপূর্ব্ব বীর্য্যময় বলিয়া অনুভব করিলেন; তাঁহাদের মনে ভগবৎভাব এরূপ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইল যে, তাঁহাদের চিত্তস্থিত অদ্ভুত-রস যেন উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া বীর্য্য-রসে পরিণত হইল, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ভগবৎ বীর্য্য দর্শনে, তাঁহাদের ভগবৎ বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইল।

বিশ্বরূপ। পুত্রগত-প্রাণা যশোদা মা একদিন ভগবানকে অঙ্কে ধারণ করত স্নেহ-রসে আর্দ্র হইয়া স্তন্য পান করাইতে করাইতে অনন্য-চিত্তে পুত্রের বদন-কমলের সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন; তখন শিশুটী মুখ ব্যাদান করত একটী জৃম্ভণ ত্যাগ করিলে, যশোদা মা পুত্রের মুখ-বিবরে চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল, সাগর, ভূধর, স্থাবর-জঙ্গম, অনন্ত জীব-জগতাদি দর্শন করত বিস্ময়ে প্রকম্পিতা হইয়া, নয়ন নিমীলন করত এই অদ্ভুত বিষয় ধ্যান করিতে লাগিলেন।

---

* আনন্দৈক সুখ স্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দ-নন্দনঃ কৃষ্ণঃ ইত্যভিধীয়তে॥ —সাধনতত্ত্বসার

যিনি অখিল আনন্দ ও সুখের একমাত্র কর্ত্তা এবং যিনি গোকুলে পূর্ণতম পরমানন্দরূপে প্রকাশ পাইয়া ব্রজবাসিগণের নন্দন অর্থাৎ আনন্দ বিধায়ক হইলেন; সেই আনন্দলীলা-রস-বিগ্রহ কমললোচন শ্যামসুন্দরই "কৃষ্ণ" নামে অভিহিত। অথবা, ক=ব্রহ্মা, ঋ=অনন্ত, ষ=শিব, ণ=ধর্ম্ম, অ=বিষ্ণু, ঃ=নর-নারায়ণ; সুতরাং কৃষ্ণ, ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণের সমষ্টি প্রতিপাদক্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত সাধক যখন ভগবানের বীর্য্য অনুভব করত বিশ্বাসে পূর্ণ হইতে থাকেন, তখন ভগবান আপনার মহিমা বা ব্যাপ্তি দেখাইয়া ভক্তকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন, বিশ্বরূপ দর্শনাদির ইহাই তাৎপর্য্য—ইহাদ্বারা ভগবৎ অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়া পরাভক্তি-রসের উদয় হইয়া থাকে।

নামকরণ। তপস্বীরাজ মহাত্মা গর্গমুনি যদুবংশের পুরোহিত ছিলেন; বসুদেব, নিজপুত্র বিষয়ে গোপনে তাঁহাকে সবিশেষ বলিয়া নন্দ-ব্রজ-ধামে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলে, গর্গমুনি নন্দালয়ে গমন করিলেন। মহারাজা নন্দ, তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করার পর, শিশুদ্বয়ের নামকরণ সংস্কার-কার্য্য সমাধা করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। গর্গমুনি প্রথমতঃ অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন; কারণ, এই বৃত্তান্ত কংস জানিতে পারিলে, নন্দরাজের ও কুমার যুগলের অনিষ্ট হইতে পারে; কেননা তিনি যে যদুকুলের পুরোহিত; কিন্তু নন্দরাজ, এই ব্যাপার গোপন রাখিবেন স্বীকার করায়, মুনি, বালকদ্বয়ের নামকরণ-কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। প্রথমেই রোহিণী-নন্দনকে দেখিয়া বলিলেন—"এই বালক স্বীয় ঔদার্য্যে ও বীর্য্যে সকলকে আনন্দিত করিবেন, এজন্য ইহার নাম "রাম" হইল—ইনি অতিশয় বলশালী হইবেন, এজন্য বালকের দ্বিতীয় নাম "বল" হইল; এতদ্ব্যতীত ইনি যদুকুলে ঐক্য ও প্রেমভাব আকর্ষণ করিবেন, এজন্য ইহার নাম সঙ্কর্ষণ হইল।" অতঃপর দ্বিতীয় কুমারকে দেখিয়া বলিলেন—"ইনি প্রতি মন্বন্তরের * প্রতি যুগেই তনু ধারণ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ নারায়ণরূপে, ত্রেতায় রক্তবর্ণধারী যজ্ঞপুরুষরূপে এবং কলিতে পীতবর্ণধারী ভক্তাবতাররূপে আবির্ভূত

* সত্য, ত্রেতাদি চারি যুগে এক দৈবযুগ বা মহাযুগ; কিঞ্চিদধিক ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া থাকেন ; কিন্তু প্রতি দ্বাপরে উক্ত যুগত্রয়ের ভগবৎভাব সম্পূর্ণ স্বরূপে আকর্ষণ করত পূর্ণভাবে লীলানন্দ করিয়া থাকেন ! সকল যুগের ঐশ্বর্য্য আকর্ষণ করেন বলিয়া, ইহার নাম "কৃষ্ণ" হইল। এই কুমারের ঐশ্বর্য্য-চিন্তা ও নামানুকীর্ত্তন দ্বারা ইহাঁর প্রভাব অনুভব করিয়া, অতি গোপনে ইহাকে রক্ষা করুন।" এই বলিয়া গর্গমুনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কালক্রমে রামকৃষ্ণ নন্দ-গৃহে ধূলাখেলা আরম্ভ করিলেন ; প্রথমে জানু ও হস্তদ্বারা হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিলেন ; ব্রজরাজের গৃহ-প্রাঙ্গনে সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার দ্বারা মধুর ধ্বনি প্রকাশ করত, তাঁহারা জানুদ্বারা পদযুগল আকর্ষণ করিয়া সুকোমল গতিতে সকলকে মুগ্ধ ও অপূর্ব্ব আনন্দ প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করত পুনরায় চঞ্চলভাবে জননীর ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়া, কতই মাধুরী প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যশোদা ও রোহিণী বালকদ্বয়কে এবম্বিধ ক্রীড়াপরায়ণ এবং পুনরায় ক্রোড়গত দেখিয়া স্নেহভরে অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন !—তখন স্নেহভরে তাঁহাদের স্তন হইতে আপনা আপনি দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইত।

বাল্য লীলা

বয়োবৃদ্ধি সহকারে কুমারযুগল কোমল পদে ভ্রমণ করিতে শিখিলেন ; তাঁহাদের কোমল কান্তিপূর্ণ দেহচ্ছটায় ব্রজবাসী সকলেই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ক্রীড়াচ্ছলে যখন তাঁহারা গাভীবৎসগণকে পুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিতেন, সেই সময়ে ব্রজ-নারিগণ সহাস্যে পরম উৎসাহে এই লীলা দর্শন করিতে করিতে গৃহ-কার্য্য ভুলিয়া যাইতেন। এইরূপে কিছু কালের মধ্যেই বালকযুগল সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত এরূপ ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাল্য-ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন যে, তদ্দর্শনে ব্রজবাসী মাত্রই মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ক্রমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাল্য চপলতা লীলা আরম্ভ করিলে, ব্রজ-নারিগণ অনেকেই আসিয়া যশোদা মায়ের নিকট সেই সকল চাপল্যের কথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ননীচুরি। ব্রজের প্রতিগৃহে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করত যাহাতে গৃহস্বামী উত্যক্ত হয় তাহাই করিতেন। কোথাও গাভী দোহন করার পূর্ব্বেই বৎসগণকে মোচন করিয়া দুগ্ধ পান করাইয়া দিতেন! তাহাতে গৃহস্বামী দুঃখিত হইলে, হাস্য করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন; কাহারও বা সঞ্চিত দধি দুগ্ধ নবনীতাদি কৌশলে অপহরণ করিতেন। কখনও ঐসকল দ্রব্য স্বয়ং গ্রহণ করিতেন; কখনওবা সমবয়স্কদিগকে, অথবা বানরগণকে উহা বিতরণ করিয়া ভাণ্ডটা ভগ্নকরত দ্বারে নিক্ষেপ করিতেন। কোন গৃহে নবনীতাদি না পাইলে, সেই গৃহস্থের সুপ্ত শিশুগণকে উঠাইয়া ক্রন্দন করাইয়া দিতেন! অন্তর্য্যামী ভগবান, কোনও গৃহস্থের বাটীতে শিকায় গোপনে ও সযত্নে রক্ষিত ভাণ্ডে ঘৃত, নবনীত, দুগ্ধ ইত্যাদি যে কোন দ্রব্যই থাকিত, তাহা গৃহে প্রবেশ করা মাত্রই জ্ঞাত হইতেন; ঐ সকল ভাণ্ড স্বীয় শিশুহস্তে গ্রাহ্য না হইলে, উদুখলাদির সাহায্যে গ্রহণ করিতেন, অথবা ভাণ্ডের নিম্নদেশে ছিদ্র করত দ্রব্য বাহির করিয়া লইতেন! গৃহ অন্ধকার পূর্ণ থাকিলে, স্বীয় অঙ্গের বা অলঙ্কারের প্রভায় আলোকিত করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিতেন। কোন কোন গোপ, চতুর চূড়ামণি বালকটীকে ধরিবার জন্য লুকাইয়া থাকিতেন, অতঃপর চুরি করাবস্থায় বালককে চোর বলিয়া ধরিয়া ফেলিলে, ভগবান বলিতেন, "আমিই গৃহস্বামী, তুমিই চোর," এই বলিয়া এমন ধমক দিতেন যে, গৃহস্বামী স্তম্ভিত হইয়া সকল পূর্ব্ব কথা ভুলিয়া যাইতেন এবং ভাবিতেন—"আমি কে, কোথায় আসিয়াছি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই গৃহটী কার—ইনি কে ?” এই প্রকার চিন্তাতে গৃহস্বামী নিমগ্ন থাকিতেন—ইত্যবসরে ভগবান আপন কার্য্য সাধন করিয়া চলিয়া যাইতেন ! এই প্রকার চাপল্যে যদিও ব্রজবাসিগণের ক্ষতি হইত, তথাপি তাঁহারা ভগবানের এই চুরি-লীলাতেও আনন্দই অনুভব করিতেন ! কোনও গোপীর বাড়ীতে ভগবান একদিন শুভাগমন না করিলে, সেই গোপী অন্তরে দুঃখ অনুভব করিতেন এবং ভগবানকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। গোপিগণ যশোমতীকে বলিতেন, “দেখুন দেবি, আপনার পুত্রকে যদি আমরা চৌর্য্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত প্রতিবাদ করি, তা’হলে আপনার পুত্র আমাদিগকে তিরস্কার করেন এবং বলেন, আমিই গৃহস্বামী, তোমাদের ইহাতে কোন অধিকার নাই—এমনকি দেব-গৃহে অশুচি দ্রব্যাদি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করিয়া থাকেন!” যখন গোপিগণ যশোদার নিকট এই প্রকার বলিতেন, তখন ভগবান কৃষ্ণ, সাধুর ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতেন—তাঁহার শ্রীমুখ ভীত ও ম্লানযুক্ত হইত ! যশোমতী পুত্রের এবম্বিধ ভাব দর্শন করিয়া, তাঁহাকে তাড়না করা দূরে থাকুক, নিজেই স্নেহ-রসে আর্দ্র হইয়া পুত্রমুখ দর্শন করিতে মগ্ন থাকিতেন।

চৌর্য্য-লীলা রহস্য। ব্রজধামে সকামী ও নিষ্কামী উভয়বিধ ভক্তই বিরাজ করিতেছিলেন, আজ স্বয়ং **রসময় ভগবান** আনন্দঘন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ব্রজধামে সাক্ষাৎভাবে লীলানন্দ আরম্ভ করিয়াছেন; বহু অদ্ভুত-রসাত্মক লীলা ইতি মধ্যেই প্রকাশ করিয়াছেন ; তথাপি যে সকল সকামী ব্রজবাসীর মন ভগবানে অর্পিত হয় নাই, তাঁহাদিগকে নিষ্কামী করিবার জন্যই করুণাময় শ্রীভগবানের এই চৌর্য্য-লীলা ! নানা উপায়ে নানা ছলে তিনি ব্রজবাসীগণকে দর্শন দিতেন এবং নানাপ্রকার কৌতুকাবহ লীলা দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করিতেন। ভগবানের এই সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাল্য চাপল্য ব্রজবাসিগণ যখন পরস্পর পরস্পরের সহিত আলোচনা করিতেন, তখন শ্রোতা ও বক্তা উভয়েই আনন্দ অনুভব করিতেন।

ভগবান সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফলেরই গ্রহিতা, সুতরাং ব্রজবাসীদের কর্ম্মফলরূপী দধি দুগ্ধ নবনীতাদি তিনি গ্রহণ করিয়া এবং বণ্টন করিয়া, পরোক্ষে তাঁহাদিগকে কৃতার্থই করিতেন। যে সকল জড়ভাবাপন্ন ব্রজবাসী নবনীতাদি প্রস্তুত করিতেন না, তাঁহাদিগেরও বাড়ীতে যাইয়া, শ্রীভগবান তাঁহাদের শিশুদের ক্রন্দন করাইয়া গৃহস্বামীকে উত্যক্ত করিতেন, কারণ তিনি কর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং জীবের চৈতন্য সঞ্চার করিয়া না দিলে, জীবের সাধ্য কি ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়! বৎসদিগকে অকালে দুগ্ধ পান করাইয়া দিতেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে—দয়াময় ভগবান জীবের ভোগাসক্তি নষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেই, অর্থাৎ পূর্ণ আসক্তি থাকা সত্ত্বেও, তাঁহার ভাবী কর্ম্মফল স্বয়ং গ্রহণ করত তাঁহাকে নিষ্কামী করিয়া দিতেন! এমনই মধুর লীলাদ্বারা তিনি ব্রজবাসীদিগকে সতত আনন্দ প্রদান করিতেন।

অপরের সযত্ন-রক্ষিত বা সঞ্চিত দ্রব্য তাহার অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করায় নাম **চুরি**; চোর অদ্ভুত স্বভাব বিশিষ্ট লোক!—সে বিনা নিমন্ত্রণে, অন্ধকারে, সর্ব্ববিধ দুর্যোগ অগ্রাহ্য করিয়া গৃহস্থের সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা ও বাধা বিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করত স্বীয় কৌশলে ও চেষ্টাতে পথ পরিষ্কার করিয়া, গৃহস্বামীর গোপনীয় প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হয় এবং তাহার সঞ্চিত দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া লয়। সেইরূপ জীবও আপনার বাসনা-কামনা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া ভগবদ্ভাব বর্জ্জিত মোহমুগ্ধ ও তমসাচ্ছন্ন থাকে, কিছুতেই পরমাত্মার সাড়া তাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় না; তখন **ভগবান** দয়া পরবশ হইয়া, চোরের ন্যায় তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করত তাহার আত্যন্তিক ভোগের বা আসক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুটীকে হরণ করিয়া, তাহার মনটীকে অভাবগ্রস্ত করেন। সাংসারিক ভাবে চোর চুরি করিয়া পলাইলে, যেমন গৃহস্থ সেই চোরের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাহাকে অনুসন্ধান করে, সেইরূপ ভগবানও জীবের মনটী, কিম্বা মনের প্রিয় বস্তুটী হরণ করিলে, জীব ক্রমে চোররূপী ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার চিন্তা করিতে বাধ্য হয়। সাংসারিক চুরি হইতে ভগবানের চুরি-লীলার একটী বিশেষ পার্থক্য এই যে, লৌকিক চোর গৃহস্থকে ঘুমে রাখিয়া চুরি করে, কিন্তু ভগবান-রূপী অলৌকিক চোর, জাগা ঘরে চুরি করিতে ভালবাসেন!—এমন কি চুরি করিতে আসিয়া যাহাতে গৃহস্থ বিরক্ত ও উত্যক্ত হয়, সর্ব্বাগ্রে সেইরূপ কার্য্য করেন; এই জন্য ব্রজের চুরি-লীলায় তিনি ঘুমন্ত ছেলে-মেয়েকে পর্য্যন্ত জাগাইয়া গৃহস্থকে জ্বালাতন করিতেন! এইরূপে ভগবানরূপী চিন্ময় চোরের চিন্তা করিতে করিতে গৃহস্থের চিত্ত মায়া-মোহ-বর্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হইলে, সেই বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবান প্রতিফলিত হইয়া ভক্তকে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রজলীলায় ভগবানের বাল্য-চাপল্য এইরূপ অপূর্ব্ব ভাবব্যঞ্জক!—ইহা ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ এবং কর্ম্ম-ক্ষয় লীলা মাত্র।

বিশ্বরূপ দর্শন। একদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাম ও অন্যান্য ব্রজ-বালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন; এমন সময় বালকবর্গ যশোদা মাকে বলিলেন—"সখা কৃষ্ণ, এইমাত্র মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছেন।" পুত্র-হিতার্থী যশোদা মা তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণের করযুগল ধারণ করিয়া, মৃত্তিকা ভক্ষণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বিশ্ব-প্রপঞ্চের আধারস্বরূপ **বালকরূপী** ভগবান বলিলেন—"মা, এই সকল বালক মিথ্যা সন্দেহ করিতেছে, আমি মাটী খাই নাই!" তখন জননী মুখ দেখাইতে বলিলে, ঐশ্বর্য্যময় ভগবান স্নেহময়ী মাতাকে মুখ ব্যাদান করিয়া দেখাইলেন। অনন্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যশোদা মা, ভগবানের মুখাভ্যন্তরে বিশ্ব-সংসার, স্থাবর জঙ্গম, অন্তরীক্ষ চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ উপগ্রহ, ভূত প্রপঞ্চাদি সহ কোটি কোটি জীব-জগত বিরাজ করিতেছে দেখিতে পাইলেন! আরও দেখিলেন যে, তাহাতে এই ব্রজভূমি, নিজ অট্টালিকা এবং পুত্রসহ নিজেও বর্ত্তমান রহিয়াছেন!” এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শনে, যশোমতী শঙ্কিতা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, “ইহা কি স্বপ্ন, না কোন উপদেবতাগ্রস্ত হইয়া আমার দৃষ্টি-ভ্রম হইয়াছে?” আবার পরক্ষণেই স্থির-বুদ্ধি হইয়া অনুভব করিলেন, ইহা ভগবৎ ঐশ্বর্য্য!—যিনি একভাবে পুত্ররূপে দণ্ডায়মান তিনিই এক্ষণে বিশ্বব্যাপ্ত, এরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া, শ্রীভগবানে ভক্তি প্রকাশ করত তাঁহারই শরণাপন্ন হইলেন। অতঃপর ভগবানের বৈষ্ণবী-মায়াতে মুগ্ধ হইয়া, পুনরায় তাঁহাকে পুত্রবৎ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং সস্নেহে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

ভগবান, যশোমতীর স্নেহে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। সমস্ত প্রপঞ্চাদি যাঁহার অন্তরে বিরাজিত, যিনি সর্ব্বব্যাপী বিশ্বরূপ, তিনিই আজ যশোদার পরমাভক্তি-স্নেহেতে পুত্ররূপে লীলানন্দ করিতেছেন!—মৃত্তিকা-ভক্ষণ কৌশলে ভগবান ইহাই প্রকাশ করিলেন।

লীলা-কীর্ত্তন। ভগবানের বাল্যলীলাদ্বারা ব্রজবাসিগণ এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ঐ সকল লীলা গীতরূপে রচিত হইয়া, তখন ব্রজের প্রতি গৃহে ভক্তিভাবে গীত হইত। একদা নন্দরাণী যশোমতী, পুত্রের জন্য সহস্তে দধি-মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন, কেননা শত শত দাস-দাসী থাকা সত্ত্বেও, কৃষ্ণ-সেবা তিনি স্বয়ং না করিলে তৃপ্তা হইতেন না! যশোমতী মন্থনের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের বাল্য-লীলা স্মরণ ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন —স্নেহরসে আর্দ্র হওয়াতে তাঁহার যুগল-স্তন হইতে দুগ্ধ-ধারা ক্ষরিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া বসন সিক্ত হইতে লাগিল! প্রেমাবেশে তাঁহার শরীর কম্পিত হইয়া, অশ্রু-পুলকাদি ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল; এমন সময়ে সর্ব্ব দুঃখহারী ভগবান স্তন্য পানার্থী হইয়া 'মা—মা' রবে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মন্থন-দণ্ড ধারণ করিয়া মন্থন-কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। জননী পুত্রের অফুরন্ত রূপ-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন এবং ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া পরমানন্দে স্তন পান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে অদূরে চুল্লীর উপরে উত্তাপার্থে দুগ্ধ রক্ষিত ছিল; উহা উৎক্ষিপ্ত হইয়া অগ্নিতে পতিত হইবার উপক্রম হইলে, যশোদা মা অস্থিরা হইয়া স্তন্য-পানে অতৃপ্ত পুত্রকে ত্যাগ করত দুগ্ধ রক্ষার্থে ধাবিতা হইলেন। স্তন্যপানে পরিতৃপ্ত না হইতেই ভগবানকে এই প্রকারে ত্যাগ করায়, তিনি জননীর উপর অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং মন্থনের জন্য রক্ষিত দধি-ভাণ্ড ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর যশোদা মাতা আসিয়া দেখিলেন যে, দধি-পাত্রটি ভগ্ন হইয়াছে এবং পুত্রটী ভয়ে পলায়ন করিতেছে! ইহা দেখিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, —"এই কার্য্যটী আমার পুত্রেরই বটে, কেননা আমার ভাণ্ড ভগ্ন করার ক্ষমতা অপর কাহারও নাই।" এদিকে ভগবান যশোদা মায়ের সঞ্চয়-গৃহে প্রবেশ করত উদুখল সাহায্যে উচ্চে উঠিয়া, শিকায় রক্ষিত পাত্রে অবস্থিত নবনীত হরণ পূর্ব্বক বানরদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন! পাছে কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে চকিতভাবে চারিদিকে অবলোকন করিয়া, নবনীত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। যশোমতী চৌর্য্য-কর্ম্মে নিযুক্ত পুত্রকে দেখিতে পাইয়া, যষ্টী হস্তে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; ভগবান জননীকে পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ভীতভাবে পলায়ন করিলেন; যশোমতীও ভগবানের পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমানা হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করার পর তাঁহার গতি মন্থরা হইল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি আলুলায়িত কেশা ও অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হইলেন; জননীকে তদবস্থ দেখিয়া **ভগবান** কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে ধরা দিলেন। তখন ভগবান অপরাধীর ন্যায় ভীতভাব প্রকাশ করিয়া, রোদনের ছলে উভয় চক্ষু মর্দ্দন করিতে লাগিলেন, অঞ্জন দ্বারা তাঁহার কপোলদ্বয় মসীময় হইল। যশোমতী তখন পুত্রকে যষ্টী-প্রহার করা দূরে থাকুক, একান্তমনে ভগবানের দুঃখময় বদন-মণ্ডলের মাধুরী দর্শন করিতে লাগিলেন! অতঃপর যষ্টী পরিত্যাগ করত তাঁহাকে বন্ধন করিবার উদ্দেশ্যে গৃহে লইয়া গেলেন।

প্রেম-রজ্জু বন্ধন। পুত্রকে গৃহে আনিয়া যশোদা মা রজ্জুদ্বারা তাঁহার কটিদেশ বন্ধন করিতে প্রয়াস পাইলেন; কিন্তু তাঁহার বন্ধনের সকল চেষ্টাই বৃথা হইতে লাগিল! কারণ প্রতিবারেই রজ্জু-বেষ্টনী দুই অঙ্গুলী পরিমাণ কম হইতে লাগিল; ইহাতে যশোদা মা অতীব বিস্মিতা হইলেন। তাঁহাকে অপারগ দেখিয়া অন্যান্য গোপিগণ যত দাম বা রজ্জু পাইলেন, সমস্তই বন্ধনের জন্য প্রদান করিয়া যশোদা মাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন; তথাপি ঐ প্রকার দুই অঙ্গুলী পরিমিত স্থান কম হইতে লাগিল!—এইরূপে যশোদার ও অন্যান্য গোপিগণের গৃহের সমস্ত রজ্জু আনিয়াও তাঁহারা গোপালের বন্ধনে অকৃতকার্য্য হইলেন! যশোদা অতিমাত্রায় পরিশ্রান্তা হইয়াও পুত্রকে বন্ধন করিতে পারিলেন না! এজন্য বিশেষ লজ্জিতভাবে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে রজ্জু-ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। জননীর এবম্বিধ দুরাবস্থা দর্শন করায়, ভগবান কৃপা-পরবশ হইয়া আপনিই বাঁধা পড়িলেন! তখন যশোদা মা তাঁহাকে বন্ধন করিয়া যাহাতে সুচতুর পুত্রটী পলায়ন করিতে না পারে, তজ্জন্য একটী সুবৃহৎ উদুখলের সহিত সেই রজ্জুটী বন্ধন করিয়া, গৃহ-কার্য্যে গমন করিলেন। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার আদেশে পরিচালিত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান, আজ গোপী-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের গুণাতীত ভক্তির বলে, প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

যমলার্জ্জুন মুক্তি। শ্রীমতি যশোদা অসাধ্য সাধন করত, ভগবানকে দামদ্বারা বন্ধন করিয়া গৃহান্তরে গমন করিলে, শ্রীভগবান **দামোদরের** কৃপা-দৃষ্টি সম্মুখস্থিত যুগল যমলার্জ্জুন বৃক্ষের উপরে পতিত হইল। উঁহারা প্রকৃতপক্ষে বৃক্ষ ছিলেন না; পূর্ব্বজন্মে উঁহারা ধনাধিপতি কুবেরের, 'নলকুবের' ও 'মণিগ্রীব' নামক দুইটী পুত্র ছিলেন। ঐ গুহ্যকদ্বয় সুরা-পানে ও প্রমদাতে উন্মত্ত হইয়া, দেবর্ষি নারদকে অবজ্ঞা করায়, তাঁহার অভিশাপে উঁহারা বৃক্ষ-জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বাসুদেবের সংস্পর্শে পুনরায় দেবত্ব প্রাপ্তি হইবে, অভিশাপের পর দেবর্ষি তাহাদিগকে এরূপ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ভক্ত-বৎসল ভগবান, আজ দেবর্ষি নারদের বাক্য সফল করিবার অভিপ্রায়ে, বন্ধন অবস্থাতেই যমল ও অর্জ্জুন এই উভয় বৃক্ষের মধ্য দিয়া গমন করিলেন; তাঁহার কটিতে আবদ্ধ উদুখলটী উভয় বৃক্ষের মূলদেশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া গেল। পরম বিক্রমশালী ভগবান, গোপিগণের অচ্ছেদ্য বন্ধন-রজ্জুটীসহ উদুখলটী সবলে আকর্ষণ করিলে, উভয় বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইয়া ভীষণ শব্দে ভূতলে পতিত হইল! তৎক্ষণাৎ ঐ বৃক্ষ-যুগল হইতে দুইটী জ্যোতির্ম্ময় রূপধারী দেব-পুরুষ আবির্ভূত হইয়া, ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করত স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান পূর্ব্ববৎ বন্ধন-দশাতে অবস্থান করিয়াও তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "বৎসগণ! আর তোমাদিগকে ভব-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেনা—অচিরে তোমরা আমার পরমপদে গমন করিয়া চির আনন্দ লাভ করিবে।" অনন্তর গুহ্যকদ্বয় অন্তর্হিত হইলেন।

এদিকে বৃক্ষ পতনের বিকট শব্দকে ব্রজবাসিগণ বজ্রাঘাত আশঙ্কা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া, তৎক্ষণাৎ সকলে তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রত্যক্ষদর্শী বালকগণ গোপালের বন্ধন-রজ্জুর আকর্ষণে এই অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে এরূপ বলায়, অনেকেই সে কথা বিশ্বাস করিলেননা; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, ভগবান উদুখলসহ বৃক্ষদ্বয়কে তখনও আনন্দে আকর্ষণ করিতেছেন, তখন আর কাহারও সন্দেহ থাকিলনা! বিস্মিত নন্দরাজ তৎক্ষণাৎ গোপালকে ক্রোড়ে গ্রহণ করত, তাঁহার কটি-বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন।

এইসকল ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া, পাছে গোপিগণের স্নেহ-রস হ্রাস হয়, এই আশঙ্কা নষ্ট করিবার জন্য, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, গোপীদিগের সম্মুখে আনন্দে নৃত্য করিতেন—কখনও বা সুমধুর গীতদ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতোষ করিতেন এবং নানাপ্রকার শিশু-ভাবের অনুকরণ করিয়া, সকলকে আনন্দ প্রদান করিতেন। একদা ভগবান এক ফল বিক্রয়-কারিণীকে যুগলহস্ত পূর্ণ করত ধান্য প্রদান করায়, সে কৃষ্ণের করযুগল ফলদ্বারা পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল; তাহার বিনিময়ে ভগবান, রত্নদ্বারা তাঁহার ফলভাণ্ড পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন।

গোকুল পরিত্যাগ। উপরোক্তরূপে ব্রজবাসিগণের মন, **রামকৃষ্ণের** প্রতি একান্ত স্নেহাকৃষ্ট হওয়ায় এবং গোকুলে পুনঃ পুনঃ বহু অনিষ্টকর দৈববিড়ম্বনা ও কংসের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিয়া, রামকৃষ্ণের হিতাকাঙ্খী ব্রজবাসিগণ গোকুল পরিত্যাগ করত কোনও নির্জ্জন বনে যাইয়া বাস করিবার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। উপানন্দ নামক জনৈক শ্রেষ্ঠ গোপ, গোকুলের নানাপ্রকার বিপদের আশঙ্কা আলোচনা করিয়া বলিলেন, "আর কালবিলম্ব করা উচিৎ নহে, '**বৃন্দা**'নামক যে শ্রেষ্ঠ বন আছে, উহা প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনোরম স্থান; গো সকলের পক্ষেও উহা বিশেষ উপযোগী এবং হিংসাশূন্য পশু-পক্ষীদ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিপূর্ণ, অত্যই শকটযোগে আমাদের সেখানে যাত্রা করা উচিৎ।" উপানন্দের কথাতে ব্রজবাসিগণ সকলেই সাধুবাদ করিলেন এবং বৃন্দাবন-যাত্রার জন্য সকলেই প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অতঃপর আপন আপন রথে ও শকটে আরোহণ করত, গোপ-গোপিগণ শ্রীকৃষ্ণ-লীলা গান করিতে করিতে বৃন্দাবন অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন; এইরূপে বৃন্দাবনে পৌছিয়া তাঁহারা তথায় অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতে লাগিলেন; রামকৃষ্ণও যমুনা-পুলিনাদি সংযুক্ত বৃন্দাবন, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন এবং নিকুঞ্জাদির মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া অতীব প্রীত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বৃন্দাবন-ব্রজধাম
কৌমার লীলা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলাদ্বারা ব্রজবাসিগণকে প্রীত করিয়া, বৃন্দাবনে শুভাগমন করত কৌমার বয়সের লীলাদ্বারা সকলকে আনন্দ প্রদান করিতে লাগিলেন, তিনি সুমধুর সম্ভাষণদ্বারা ব্রজবাসী মাত্রেরই প্রীতি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই সুন্দর বৎসপাল অর্থাৎ গোবৎসগণের রক্ষক হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবনের অনতি দূরে গোবৎসগণকে লইয়া চারণ করিতেন; সমবয়স্ক বালকদিগের সহিত নানাপ্রকার রহস্যযুক্ত ক্রীড়া করিতেন—অতি সুন্দর পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া তিনি গোষ্ঠ-ভূমিতে আনন্দে নৃত্য করিতেন, বেণু বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন; কখনওবা ফলাদি ক্ষেপ-প্রক্ষেপ করত ক্রীড়া করিতেন; আবার কখনও কৃত্রিম গোবৃষ সাজিয়া পরস্পর গম্ভীর নাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্থাপন করত, যুদ্ধ-ক্রীড়ার অনুকরণ করিতেন; এইপ্রকারে ভগবানের প্রতি সমবয়স্ক বালকদের সখ্যভাব ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

বৎসাসুর বধ। একদা গোপবালকদের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে গোবৎসগণের সহিত রামকৃষ্ণ যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য বৎসবেশধারী এক অসুর তথায় আগমন করিল। অন্তর্য্যামী ভগবান অসুরের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া, তাহার পশ্চাৎ পদ ও লাঙ্গুল উভয় করে ধারণ করত, ঘুরাইতে ঘুরাইতে অসুরের প্রাণ নাশ করিয়া, নিকটবর্ত্তী বৃক্ষোপরি নিক্ষেপ করিলেন; ভগবানের শাসনে অসুরের নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ হওয়ায় এবং তাহার বিকট দেহ ভূমিতে পতিত দেখিয়া, গোপবালকগণ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন।

বকাসুর বধ। ক্রমে রামকৃষ্ণ গোপবালকদের সহিত ভোজ্য দ্রব্য সঙ্গে লইয়া সুদূর বনে বৎসগণকে চরাইতে আরম্ভ করিলেন, এইরূপে গোষ্ঠস্থিত একটী সুদৃশ্য সরোবরে একদা জল পানের জন্য তাঁহারা গমন করিলে, বালকগণ তথায় একটী ভীষণ বককে দেখিয়া ভীত হইলেন; কংসপ্রেরিত একটী মহাসুর বকরূপ ধারণ করত ঐস্থানে অবস্থান করিতেছিল। ঐ বকাসুর শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিল!—ইহাতে ব্রজবালকগণ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া ভগবানের বিরহে অচেতনপ্রায় হইলেন। যাঁহার অন্তরে নিখিল প্রপঞ্চ বিরাজিত, সেই আদি পুরুষোত্তমকে গ্রাস করে এমন সাধ্য কার? সুতরাং ঐ দুষ্ট ভগবানকে তালুমূলে লইতে না লইতেই এমন জ্বালা অনুভব করিল যে, অগ্নিদাহের ন্যায় যাতনায় ছট্ ফট্ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বাহিরে নির্গত করিয়া ফেলিল! অতঃপর সেই অসুর সুতীক্ষ্ণ তুণ্ড বিস্তার করত ভগবানকে আঘাত করিবার জন্য ধাবিত হইলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান সেই দুষ্টের তুণ্ড ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে তাহাকে তৃণের ন্যায় বিদীর্ণ ও দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন !—এইরূপে বকাসুর বিনষ্ট হইল।

একদিন ভগবান বন-ভোজন করিবেন এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করত বয়স্য ব্রজ-বালকদের সহিত মিলিত হইলেন এবং বৎসসকলকে সঙ্গে লইয়া কাননে প্রবেশ করিলেন। ব্রজসখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া নানাপ্রকার আনন্দ-বিলাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কুঞ্জ-কাননে বৎস-চারণ, বেণু-বাদন প্রভৃতি নানাপ্রকার বাল্য ক্রীড়াদ্বারা পরস্পর আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

অঘাসুর বধ। পাপাত্মা কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত, পুতনা ও বকাসুরের ভ্রাতা অঘ নামক এক মহাসুর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও গোপ-বালকগণকে বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে, গোচারণ স্থলে উপস্থিত হইল। ঐ মায়াবী স্বীয় মায়াবলে আপনাকে পর্ব্বতের ন্যায় সুবৃহৎ অজগর সর্পরূপে পরিণত করিয়া, আপনার সুবিশাল মুখ-গহ্বর ব্যাদান করত ভগবানসহ গোপ বালকগণকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল ! ব্রজবালকগণ প্রথমতঃ ঐ দুষ্টকে দেবতা মনে করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা নিকটে আসিয়াই উহার হিংসাভাব বুঝিতে পারিলেন; তৎপর সখা কৃষ্ণ এখনই উহাকেও অবলীলাক্রমে বধ করিবেন, এই বিশ্বাসে গোপবালকগণ আনন্দে করতালি দিয়া সকলেই নির্ভয়ে ঐ অসুরের মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করিলেন ! ভগবানের কৃপায় ব্রজশিশুগণ উহার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও নষ্ট হইলেন না; অতঃপর ঐ অসুর কৃষ্ণকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইল। বিশ্ব-নিয়ন্তা ভগবান ঐ দুষ্টের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, স্বয়ং উহার মুখে প্রবেশ করিলেন এবং আপন দেহ বর্দ্ধিত করিয়া উহার গলদেশে লগ্ন হইলেন; অর্থাৎ অসুরের কণ্ঠ-নালী রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন ! শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হওয়াতে, অঘাসুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তখন ভগবান ব্রজবালকগণকে আপনার অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা সঞ্জীবিত করত, তাঁহাদের সহিত সর্পের মুখ হইতে বহির্গত হইলেন। অঘাসুরের আত্মা ভগবানের স্পর্শে বিশুদ্ধ হইয়া দেবতাগণ ও সকলের সম্মুখেই জ্যোতির্ম্ময় রূপে ভগবানের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিল! ব্রহ্মা পর্য্যন্ত এই লীলা দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন।

অঘাসুর উদ্ধারের পর, ভগবান গোপ-বালকদের সহিত নিকটবর্ত্তী সরোবর তীরে উপস্থিত হইয়া, বন-ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন; নিকটেই গো-বৎসগণ জলপান করত নব তৃণপূর্ণ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল। ব্রজ-বালকগণ, **সখা ভগবানকে** মধ্যবর্ত্তী করিয়া, তাঁহার চতুর্দ্দিকে সকলে মণ্ডলাকারে উপবেশন করত, গৃহ হইতে আনিত নবনীতাদি ভোজ্যদ্রব্য পরমানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রত্যেকের আনিত দ্রব্য, সকলেই ভোজন করিলেন এবং ভগবানকে সকলেই ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। বালকগণ এই প্রকার **প্রেম-ভোজনে** মত্ত থাকায় তাঁহাদের গোবৎসসকল, তৃণলোভে দূর বনে গমন করিল; ইহা কেহই জানিতে পারিলেন না। অতঃপর বৎসগণের কথা মনে উদয় হওয়া মাত্রই বালকগণ অত্যন্ত ভীত ও চিন্তান্বিত হইয়া ভোজন পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন; তখন অন্তর্য্যামী ভগবান তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগকে পুনরায় ভোজনে প্রবৃত্ত করাইয়া নিজেই বৎসগণের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন।

ব্রহ্ম-মোহন। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, ভগবানের অঘাসুর পরিত্রাণ-কার্য্য দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে ভগবানকে ব্রজ-সখাগণের সহিত উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে দেখিয়া, 'তিনি প্রকৃত পক্ষেই পরম পুরুষ পরমাত্মা কিনা' এবিষয়ে তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হইল; তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। এইরূপে যখন **ভগবান** বৎসগণকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, তখন **বিধাতা** আপন মায়া-বলে, একদিকে বৎসগণকে এবং অপর দিকে সখাগণকে হরণ করত অতি গোপনীয় স্থানে রক্ষা করিলেন। ভগবান বৎসগণকে না পাইয়া পুনরায় সরোবর তীরেই ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সখাগণও অদৃশ্য হইয়াছেন! অনন্তর সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান বুঝিলেন যে, ইহা ব্রহ্মারই কার্য্য; তখন ব্রহ্মার দর্প-চূর্ণ ছলে তাঁহাকে আনন্দ প্রদান এবং ব্রজের গোগণ ও গোপগোপিগণকে আনন্দ প্রদান করিবার মানসে, এক নূতন লীলা করিতে মনস্থ করিলেন। সর্ব্বশক্তিমান ভগবান তৎক্ষণাৎ আপনাকে ব্রজ-সখাগণ ও গোবৎসগণের ন্যায় দেহ বিশিষ্ট করিলেন; সখা ও বৎসগণের মধ্যে, যাহার যেরূপ বয়স আকৃতি ও বেশভূষাদি ছিল, অবিকল সেই সেই রূপ ধারণ করিলেন; যাহার যেরূপ কথা স্বর ও ব্যবহারাদি ছিল, ঠিক সেইরূপ ভাব গ্রহণ করিলেন। অনাদিকাল হইতে কথিত ও বেদ পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে যে, জগৎ বিষ্ণুময় এবং ভগবান সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ; ভগবান অদ্য সেই সত্য প্রকট্ভাবে কার্য্যতঃ সকলকে দেখাইলেন! তিনি সখা ও বৎসগণের দেহ, দেহী (আত্মা) উভয়ভাবে প্রকটিত হইলেন। অনন্তর ভগবান আত্মময় সখাগণ ও বৎসগণের সহিত গোচারণ ভূমি হইতে ফিরিয়া, আপন আপন গৃহে প্রবেশ করিলেন। যে বৎস যে গৃহে থাকিত, যে বালক যে ভাবে পিতামাতার সহিত ব্যবহার করিত, ঠিক সেই গৃহে এবং সেইরূপ যথাযথ ভাবে ভগবান ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ব্রজবাসিগণ আপন আপন সন্তান অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকে অধিক ভালবাসিতেন, আজ সেই ভাল-বাসার কৃষ্ণই ব্রজবালক ও বৎসরূপে সমাগত! তাই সেদিন ব্রজ-বাসিগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ প্রকাশ করত বালকগণকে গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন, গাভীগণও অধিক স্নেহাকুল হইয়া আপন আপন বৎসবোধে কৃষ্ণরূপী বৎসগণকে লেহন করত দুগ্ধপান করাইয়াছিল। এইরূপে ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণরূপী বালকগণের ও বৎসগণের সেবাতে পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং আপন আপন সন্তানগণকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সমান ভাবে ভালবাসিতে লাগিলেন।

এই প্রকার অদ্ভুত লীলা প্রায় একবর্ষব্যাপী চলিল অনন্তর এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার মাত্র পাঁচ দিন বাকী থাকিতে, ভগবান কৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের সহিত গোবৎস চারণ করিতে বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ওদিকে **গোবর্দ্ধন** পর্ব্বতের উপর ব্রজবাসী গোপগণ আপন আপন গাভীগণকে চারণ করিতেছিলেন; হঠাৎ গাভীগণের দৃষ্টি সুদূরে অবস্থিত বৎসগণের উপর পতিত হওয়াতে তাহারা এরূপ স্নেহাকুল হইল যে, চারণকারী-গণের বাধা অগ্রাহ্য করত, ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া হুঙ্কার করিতে করিতে কণ্টকাদি পরিপূর্ণ বনভূমি অবলীলাক্রমে অতিক্রম করত. আপন আপন বৎস সমীপে উপস্থিত হইয়া স্তন-পান করাইতে লাগিল! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গাভীগণ তাহাদের পুনর্ব্বার প্রসূত নূতন বৎস-গণকে পরিত্যাগ করত পূর্ব্বের বয়স্ক বৎসগণের প্রতিই অত্যন্ত স্নেহাবিষ্ট হইয়া অবলেহন ও স্তন-পানাদি করাইতে লাগিল। গোচারণকারী ব্রজবাসিগণ বহুকষ্টে কণ্টকাদি পরিপূর্ণ সুদূর বনভূমি অতিক্রম করত গাভীগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন; তাঁহারাও আপন আপন পুত্রগণকে দেখিয়া এরূপ স্নেহাবিষ্ট হইলেন যে, তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন ও মস্তক আঘ্রাণাদি দ্বারা পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রেমানুরাগ এরূপ বর্দ্ধিত হইল যে, তাঁহাদের নয়ন হইতে প্রেমাশ্রুধারা বহির্গত হইতে লাগিল। গাভীগণের এবং ব্রজবাসিগণের এই প্রকার স্নেহাধিক্য ও প্রেমোৎকণ্ঠা দর্শন করত বলদেব আপন মনে ইহার কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিন্তা করিতে লাগিলেন; তৎপর জ্ঞান-দৃষ্টিতে দেখিলেন যে, বৎসগণ ও সখাগণ সমস্তই **শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্ত্তি**; তখন কৃষ্ণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্তই অগ্রজকে অবগত করাইলেন।

সংসারে যে কাল এক বৎসর বলিয়া গণ্য হয়, উহাই ব্রহ্মার পক্ষে এক ক্রটী বা এক নিমেষ পরিমাণ সময়। ব্রজবালক ও বৎসগণকে হরণ করার পর এক নিমেষকাল অতীত হওয়া মাত্রই ব্রহ্মা পুনরায় ব্রজে আবির্ভূত হইয়া দেখিলেন যে, ভগবান হরি পূর্ব্বের মতই বৎস ও বয়স্যগণের সহিত গোষ্ঠে প্রেমলীলা করিতেছেন! ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন—"একি দেখিতেছি, সমস্ত ব্রজবালক ও বৎসগণই আমাকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া আমারই মায়াতে এখনও নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে; তবে এইসকল বৎস ও বালকগণ কোথা হইতে আসিল? কিরূপে ইহারা এক বৎসর যাবত ব্রজে বাস ও গোষ্ঠে ক্রীড়া করিতেছে! কোনগুলি সত্য, আর কোনগুলি কল্পিত?—কিছুই যে স্থির করিতে পারিতেছি না!" আজ ভগবান বিষ্ণুকে মোহিত করিতে আসিয়া, অমরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাও মহামায়ার প্রভাবে আপনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। ব্রহ্মা বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে এই ব্রজলীলা দর্শন করিতে লাগিলেন! তিনি ক্রমে ক্রমে দেখিলেন —"সমস্ত বালকই যেন শ্যাম-কলেবর ও পীত কৌষেয় বস্ত্রধারী হইলেন; সকলেই চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী এবং বিষ্ণুর ন্যায় সুসজ্জিত ও ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইলেন—সকলেই যেন ভক্তগণের প্রতি করুণাপূর্ণ আনন্দ-দৃষ্টি প্রকাশ করিতেছেন।" অতঃপর পদ্মযোনি দেখিলেন যে, তিনি ব্যতীত কোটি কোটি ব্রহ্মা ও দেবদেবিগণ এবং চর অচর সমস্ত প্রাণীগণ নানা উপচারে সেই বিষ্ণুমূর্ত্তিসকলের সেবা পূজাদি করিতেছেন!

অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি জ্ঞানাদি সমস্ত মহিমা অর্থাৎ পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য, সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যা, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, মায়া ও বিভূতিসমূহ যেন সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সকলের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। দেশ-শক্তি, কাল-শক্তি গুণময়ী-শক্তি সকলেই যেন আপন আপন মহিমা হারাইয়া সেই **বিষ্ণুমূর্ত্তি**সকলের উপাসনা করিতেছেন! অতঃপর ব্রহ্মা দেখিলেন যে, পরব্রহ্মময় পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই ব্রজবালকরূপে নিখিল সংসারের আত্মা-সমূহকে লইয়া লীলানন্দ করিতেছেন। এইসকল তত্ত্ব ও রূপ দর্শন করিয়া ব্রহ্মার ইন্দ্রিয়সকল স্তম্ভিত হইল এবং তিনি আনন্দে অচেতন হইয়া বিমান হইতে সবাহন ব্রজে পতিত হইলেন।

ভগবন্মায়া তিরোহিত হইলে, ব্রহ্মা অতিকষ্টে নয়নকে বাহ্য-দর্শনে নিযুক্ত করিয়া আপনি বৃন্দাবনে আছেন, এরূপ অনুভব করিলেন; ক্রমে তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত হইল এবং তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করত হিংসাশূন্য শান্তিময় বৃন্দাবনের শোভা দর্শন করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা দেখিলেন —যিনি অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্ম হরি, তিনিই ব্রজধামে শিশুমূর্ত্তি ধারণ করত লীলানন্দ করিতেছেন। রাখালভাবাপন্ন বিপিনে অবস্থিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা মাত্রই ব্রহ্মা, সত্বর নিজ বাহন ত্যাগ করত ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সাষ্টাঙ্গে ভগবানের চরণতলে পতিত হইলেন।

বিধাতা, মস্তক চতুষ্টয়দ্বারা ভগবানের শ্রীপাদ-পদ্ম স্পর্শ করিলেন— তাঁহার আনন্দাশ্রু, ধারার মত প্রবাহিত হইতে লাগিল; ভগবানে পূর্ব্বদৃষ্ট বিভূতিসকল স্মরণ হওয়ায়, তিনি পুনঃ পুনঃ ভগবানের চরণতলে পতিত হইয়া প্রেমাস্বাদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রেমাবেগ সম্বরণ করত বহুকষ্টে উত্থিত ও পদসমীপে উপবিষ্ট হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সাশ্রুনয়নে প্রেম-পুলকিত গদগদস্বরে শ্রীভগবানের নানাবিধ স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। বিধাতা বহু জ্ঞান ও প্রেমপূর্ণ স্তুতি করার পর, ভগবানকে বলিয়াছিলেন—"হে **ভগবন্!** যদি কোনকালে পরমাণুর কণাও কেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণিতে সক্ষন হন, কিম্বা আকাশের নক্ষত্রও যদি কোন মহাত্মা গণনা করিতে সক্ষম হন, তথাপি আপনার অসীম অনন্ত মহিমার একাংশও কেহ কোন কালেও প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবেন না।" * * * "হে সর্ব্বপূজ্য, আপনার অনন্ত মহিমা আমি ব্রহ্মাও যখন প্রপন্ন না হইয়া বুঝিতে পারিলাম না, তখন অপর কেহ আপনার শরণাপন্ন না হইয়া কিরূপে আপনাকে লাভ করিতে সক্ষম হইবে? * * হে কৃষ্ণ, কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য আপনাকে নিত্যই পূজা করিয়া থাকে, আমি আর কি করিব? আপনার শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণাম করিতেছি।" এইরূপে বিধাতা ভগবানকে স্তবদ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন এবং বিদায় লইবার জন্য তিনবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত প্রণাম করিলেন; ভগবানও ব্রহ্মার যথাযোগ্য **পূজা** করার পর, বিধাতা স্বধামে গমন করিলেন।

যে **ব্রহ্মা** সমস্ত বিদ্যা বা জ্ঞানময়ী সরস্বতীর অধীশ্বর, যাঁহার অপার মহিমা বা ঐশ্বর্য্য, তিনিও যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মহিমা ধারণা করিতে যাইয়া বাহ্য-জ্ঞান হারাইয়াছিলেন এবং সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন ও চরণতলে পতিত হইয়া কৃপা ভিক্ষা করিয়াছিলেন, তখন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে প্রেম-ভক্তির পথ ব্যতীত কৃষ্ণকে লাভ করার আর অন্য কোন উপায় নাই; আপন আপন বুদ্ধির ক্ষুদ্র মাপ-কাঠিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপ অতল প্রেম-জলধির গভীরতা পরিমাণ করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র; সুতরাং ভগবানের শ্রীচরণে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইয়া, আত্ম-নিবেদন করাই তাঁহাকে বুঝিবার বা লাভ করিবার একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ।

বিধাতা প্রস্থান করিবার পর, ভগবান আত্মময় সখা ও বৎসগণকে সংহরণ পূর্ব্বক নিজ শরীরে লীন করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় গোবৎসগণের অন্বেষণে গমন করিলেন; তৎপর বৎসগণকে ফিরাইয়া আনিয়া সরোবর-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তীরে আগমন করিলে, তথায় সখাগণকে পূর্ব্ববৎ উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। সখাগণ **কৃষ্ণকে** দেখিয়াই বলিতে লাগিলেন, "হে সখে, তুমি অতি সত্বর বৎসগণসহ কুশলে ফিরিয়া আসিয়াছ, এক্ষণে আমাদের মধ্যে বসিয়া অসমাপ্ত আহারাদি সম্পন্ন কর ; দেখ, তুমি চলিয়া যাওয়ার পর আমরা এক গ্রাসও আহার করি নাই।" ভগবান বালকগণের বাক্য শ্রবণ করত মৃদু মন্দ হাস্য করিতে করিতে পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হইয়া আহারাদি সুসম্পন্ন করিলেন। অতঃপর দিবাবসান প্রায় দেখিয়া বৎস ও বালকগণের সহিত ভগবান কৃষ্ণ, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথিমধ্যে অঘাসুরের সুবৃহৎ অজগর-চর্ম্ম সকলেই দর্শন করিয়াছিলেন ; বৃন্দাবন-গৃহে প্রবেশ মাত্রই ব্রজবালকগণ অঘাসুর বধের অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকলকে বলিতে লাগিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, "অদ্যই সখা কৃষ্ণ, সেই দুষ্ট অসুরকে বধ করিয়াছেন।"

ব্রজ-বালকগণ যোগমায়ার প্রভাবে একবৎসর নিদ্রিত থাকায়, ব্রহ্ম-মোহন লীলার কিছুই জানিতে পারেন নাই ; তাঁহাদের কৃষ্ণ-বিরহ জনিত কষ্টও ভোগ করিতে হয় নাই ; কিম্বা তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায়ও কাতর হন নাই ! একবৎসর পূর্ব্বে অঘাসুর বধ হইয়াছিল, কিন্তু উপরোক্তরূপে সেই একবৎসর অতীত হওয়ায় এবং ব্রজবালকগণের মন যোগমায়া দ্বারা আবৃত থাকায়, ঐ বৃত্তান্ত এক বৎসর পরেও "অদ্য সম্পন্ন হইয়াছে" বলিয়া বালকগণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অতঃপর ভগবান **শ্রীকৃষ্ণ** পৌগণ্ড অবস্থায় অর্থাৎ ষষ্ঠ বর্ষে উপনীত হইলেন এবং বলরামেরও ততোধিক বয়স উপস্থিত হইল ; উভয়কে উপযুক্ত দেখিয়া নন্দাদি গোপগণ তাঁহাদিগকে গাভী-চারণে অনুমতি প্রদান করিলেন। **রামকৃষ্ণ** সখাগণের সহিত পরমানন্দে বৃন্দাবন-গোষ্ঠে গোচারণ করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ রাম যখন পরিশ্রান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেন, তখন ভগবান তাঁহাকে সখাদের ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করাইয়া শয়ন করাইতেন এবং বিশ্রাম ছলে পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার পদ-সেবা করিতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনস্থ ভ্রমর, শুক, কোকিল, হংস, ময়ূর, হরিণ প্রভৃতি সকলকেই নানাপ্রকারে আনন্দ প্রদান করিতেন—এমনকি ব্রজের কীট-পতঙ্গ বৃক্ষ-লতাদি পর্য্যন্ত তাঁহার সংস্পর্শে আনন্দ লাভ করিত।

ধেনুকাসুর বধ। সখাগণের সহিত বিপিনে আনন্দ-বিহার করাবস্থায় একদিন শ্রীদাম সুবল প্রভৃতি প্রধান সখাগণ রামকৃষ্ণকে বলিলেন, "সখে, অনতিদূরে একটী সুপক্ক ফলযুক্ত তালবন রহিয়াছে, কিন্তু ধেনুক নামক গর্দ্দভাকৃতি এক বীর্য্যবান অসুর সপরিবারে ঐ বনে বাস করে, সেই দুরাত্মা যাহাকেই ঐ বনের নিকটে পায়, তাহাকেই বধ করিয়া থাকে; সেই সুমিষ্ট সুগন্ধযুক্ত তাল ফল কেহই খাইতে পারেনা এবং ভয় প্রযুক্ত কেহই তথায় গমন করে না। আমাদের তাল ফল খাইতে বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে, চল তথায় আমরা গমন করি।" রামকৃষ্ণ প্রিয় সখাগণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া হাস্য করিলেন এবং উভয়ে সখাগণের সহিত তথায় গমন করিলেন। প্রথমেই রাম বহু তাল ফল পাতিত করিলেন, সেই শব্দে ধেনুক বিরাট গর্দ্দভাকৃতিতে বৃক্ষাদি সহ ভূমিতল প্রকম্পিত করত তথায় আগমন করিল এবং গর্দ্দভোচিত বিকট চীৎকার করিয়া রামকে আক্রমণ করিল; তখন অদ্ভুত বলশালী রাম সেই অসুরের দুইটী পদ ধারণ করত শূন্যে ঘুরাইতে ঘুরাইতে উহাকে বিনাশ করিয়া সুদূরে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপর অসুরের অন্যান্য আত্মীয়গণ আসিয়া রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলে, তাঁহারা সকলকেই বিনাশ করিলেন। তালবন অসুরের কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করত ব্রজবাসিগণ নির্ভয়ে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাল ফল সংগ্রহ করিয়া রামকৃষ্ণের লীলা স্মরণ পূর্ব্বক সকলেই আনন্দযুক্ত হইলেন।

কালীয় দমন। একদিন ভগবান কৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে না লইয়াই গাভী ও সখাগণের সহিত কালিন্দীর তীরে গমন করিলেন। গ্রীষ্মকালের প্রখর তপন-তাপে তাপিত হওয়ায় গাভীসকল ও সখাগণ অত্যন্ত পিপাসিত হইয়া কালিন্দীস্থ সুগভীর কালীয় হ্রদের বিষ-দূষিত জল না জানিয়া পান করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সকলেই অজ্ঞান ও প্রাণহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অতঃপর সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে তথায় সমাগত হইয়া আপনার অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা সকলকেই সঞ্জীবিত করিলেন। বিষজল পানে মৃত হইয়াও পুনরায় কৃষ্ণের কৃপাতেই জীবন লাভ করায়, ব্রজবালকগণ পরস্পর কৃষ্ণের গুণ আলোচনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর করুণাময় ভগবান **কালীয়** নামক মহাসর্পকে বিদূরিত করিয়া কালিন্দী হ্রদের জল বিশুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। সেই হ্রদের জল মহাসর্প কালীয়ের বিষাগ্নিতে এরূপ দূষিত হইয়াছিল যে, হ্রদের উপরিস্থিত আকাশ পথে যে সকল পক্ষী বিচরণ করিত, তাহারা বিষের গন্ধে তৎক্ষণাৎ মৃত হইয়া নিম্নে পতিত হইত! ঐ বিষ-গন্ধ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া ইতস্ততঃ প্রবাহিত হওয়ায়, হ্রদের তীরে বিচরণকারী প্রাণীমাত্রই বিনষ্ট হইত, এমনকি হ্রদের তীরবর্ত্তী বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল!

ভয়ত্রাতা **ভগবান কৃষ্ণ** সেই মহাসর্পকে দমন করিবার জন্য আপন কেশ ও বস্ত্রাদি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করত নিকটবর্ত্তী কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং তথা হইতে বীরদর্পে সেই প্রচণ্ড বিষপূর্ণ হ্রদের জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। অনন্ত বলধারী ভগবানের পতনবেগে হ্রদের জলরাশি তীর অতিক্রম করত আলোড়িত ও উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল; তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় সন্তরণ ও ভীষণ শব্দে জল-ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কোন বীর্য্যবান ব্যক্তি হ্রদে সমাগত হইয়াছেন মনে করিয়া, কালীয় তৎক্ষণাৎ আপন গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া আসিল এবং কৃষ্ণকে দর্শন করা মাত্রই সেই দুষ্ট মহাসর্প অতি ক্রোধে ভগবত্তনুর প্রতি মর্ম্মে দংশন করিতে লাগিল এবং সহস্র ফণায় জড়িত করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল, ইচ্ছাময় ভগবান আত্ম-রক্ষার চেষ্টা বা প্রতি-আক্রমণ না করিয়া নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বিরাজ করিতে লাগিলেন; ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে কালীয়ের সুদৃঢ় কবলে কবলিত দেখিয়া, ভীত ও শোকাকুল চিত্ত হইলেন, তৎপর সখার বিপদ আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। গো-সকল প্রিয়তম কৃষ্ণ ও তদীয় সখাগণের এবম্বিধ অবস্থা দর্শন করত শোকাকুল হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ভগবানের এবম্বিধ আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রকৃতিতে নানাপ্রকার অমঙ্গলসূচক চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল—হঠাৎ ভূকম্প হইয়া ব্রজবাসিগণের ত্রাস উৎপাদন করিল, আকাশে উল্কাপাত ও বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ধ্বনি হইতে লাগিল; গোপগণের বামাঙ্গ এবং গোপিগণের দক্ষিণাঙ্গ কম্পিত হইয়া অমঙ্গলের সূচনা করিল। ব্রজবাসিগণ হঠাৎ এই প্রকার অমঙ্গল চিহ্নসকল দর্শন করায়, কৃষ্ণের এবং ব্রজবালকগণের বিপদাশঙ্কা করত সকলেই তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। বলদেব আজ গোচারণে গমন করেন নাই, এই সংবাদ শুনিয়া ব্রজবাসিগণ আরও ভীত ও শোকাকুলচিত্ত হইলেন; তৎপর নন্দাদি গোপগণ এবং যশোদা রোহিণী প্রভৃতি ব্রজগোপিগণ সকলেই রোদনপরায়ণ হইয়া কৃষ্ণকে ও বালকগণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে পদ-চিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে তাঁহারা কালিন্দী-হ্রদের তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, **কৃষ্ণ**, হ্রদের জলে ভুজঙ্গ-ফণা-বেষ্টিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে ভাসমান রহিয়াছেন ; বালকগণ মূচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছেন, আর গাভী-বৃষ-বৎসাদি স্থিরভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে ! এই বিষাদপূর্ণ দৃশ্য দর্শন করিয়া ব্রজবাসিগণ শোকাভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ; কৃষ্ণ বিনা তাঁহারা জগত শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। প্রাণাধিক কৃষ্ণের এবম্বিধ অবস্থা দর্শন করিয়া নন্দাদি গোপগণ বিষপূর্ণ জলে ঝাঁপ দিয়া তাঁহকে উদ্ধার করিতে উদ্যত হইলেন ; কৃষ্ণ-পরাক্রম জ্ঞাত **বলরাম** তাঁহাদিগকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর অনন্ত লীলাময় ভগবান, হঠাৎ ফণা-বন্ধন হইতে সতেজে আপনাকে মুক্ত করিলেন, তখন ব্যথা-প্রাপ্ত ও ক্রুদ্ধ কালীয়, ক্রোধভরে গর্জ্জন করত মস্তক উর্দ্ধে ও নিম্নে সঞ্চালিত করিয়া রক্তময় প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ভগবান কালীয়ের সহিত ক্রীড়াচ্ছলে হ্রদের জলে ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলেন—সর্পও তাঁহাকে পুনরায় আক্রমণের জন্য পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইয়া ক্রমশঃ হতবল হইয়া পড়িল ; তখন ভগবান কালীয়ের উন্নত মণিময় ফণা ধারণ ও আকর্ষণ করত সবলে নত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন। কালীয়ের মণিময় উজ্জ্বল মস্তকের উপর ভগবানের রক্তিম **শ্রীপাদ-পদ্ম** বিরাজ করায় অপূর্ব্ব শোভার বিকাশ হইল ; সর্ব্বকলান্বিত ভগবান কালীয়ের ফণার উপর নানাপ্রকার নৃত্যকলা প্রদর্শন করত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করিবার জন্য দেবদেবিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ বিমানে আগমন করত পুষ্পবর্ষণ ও স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং ভুবনমোহন নৃত্যের সঙ্গে গীতবাদ্যাদি সংযুক্ত করিয়া ভগবানের সন্তোষ বিধান করিলেন। ভগবানের এবম্বিধ পদক্ষেপণেও অহংকারী কালীয়ের সকল ফণা অবনত হইল না ! তখন দর্পহারী হরি, নৃত্য ছলে কালীয়ের উন্নত শিরসকল সজোরে মর্দ্দন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় সন্তরণ ও ভীষণ শব্দে জল-ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কোন বীর্য্যবান ব্যক্তি হ্রদে সমাগত হইয়াছেন মনে করিয়া, কালীয় তৎক্ষণাৎ আপন গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া আসিল এবং কৃষ্ণকে দর্শন করা মাত্রই সেই দুষ্ট মহাসর্প অতি ক্রোধে ভগবত্তনুর প্রতি মর্ম্মে দংশন করিতে লাগিল এবং সহস্র ফণায় জড়িত করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল, ইচ্ছাময় ভগবান আত্ম-রক্ষার চেষ্টা বা প্রতি-আক্রমণ না করিয়া নিশ্চেষ্ট অবস্থায় বিরাজ করিতে লাগিলেন; ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে কালীয়ের সুদৃঢ় কবলে কবলিত দেখিয়া, ভীত ও শোকাকুল চিত্ত হইলেন, তৎপর সখার বিপদ আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। গো-সকল প্রিয়তম কৃষ্ণ ও তদীয় সখাগণের এবম্বিধ অবস্থা দর্শন করত শোকাকুল হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ভগবানের এবম্বিধ আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রকৃতিতে নানাপ্রকার অমঙ্গলসূচক চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল—হঠাৎ ভূকম্প হইয়া ব্রজবাসিগণের ত্রাস উৎপাদন করিল, আকাশে উল্কাপাত ও বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ধ্বনি হইতে লাগিল; গোপগণের বামাঙ্গ এবং গোপিগণের দক্ষিণাঙ্গ কম্পিত হইয়া অমঙ্গলের সূচনা করিল। ব্রজবাসিগণ হঠাৎ এই প্রকার অমঙ্গল চিহ্নসকল দর্শন করায়, কৃষ্ণের এবং ব্রজবালকগণের বিপদাশঙ্কা করত সকলেই তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। বলদেব আজ গোচারণে গমন করেন নাই, এই সংবাদ শুনিয়া ব্রজবাসিগণ আরও ভীত ও শোকাকুলচিত্ত হইলেন; তৎপর নন্দাদি গোপগণ এবং যশোদা রোহিণী প্রভৃতি ব্রজগোপিগণ সকলেই রোদনপরায়ণ হইয়া কৃষ্ণকে ও বালকগণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে পদ-চিহ্ন অনুসরণ করিতে করিতে তাঁহারা কালিন্দী-হ্রদের তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, **কৃষ্ণ**, হ্রদের জলে ভুজঙ্গ-ফণা-বেষ্টিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে ভাসমান রহিয়াছেন; বালকগণ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছেন, আর গাভী-বৃষ-বৎসাদি স্থিরভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে! এই বিষাদপূর্ণ দৃশ্য দর্শন করিয়া ব্রজবাসিগণ শোকাভিভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; কৃষ্ণ বিনা তাঁহারা জগত শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। প্রাণাধিক কৃষ্ণের এবম্বিধ অবস্থা দর্শন করিয়া নন্দাদি গোপগণ বিষপূর্ণ জলে ঝাঁপ দিয়া তাঁহকে উদ্ধার করিতে উদ্যত হইলেন; কৃষ্ণ-পরাক্রম জ্ঞাত **বলরাম** তাঁহাদিগকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। অতঃপর অনন্ত লীলাময় ভগবান, হঠাৎ ফণা-বন্ধন হইতে সতেজে আপনাকে মুক্ত করিলেন, তখন ব্যথা-প্রাপ্ত ও ক্রুদ্ধ কালীয়, ক্রোধভরে গর্জ্জন করত মস্তক উর্দ্ধে ও নিম্নে সঞ্চালিত করিয়া রক্তময় প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ভগবান কালীয়ের সহিত ক্রীড়াচ্ছলে হ্রদের জলে ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলেন—সর্পও তাঁহাকে পুনরায় আক্রমণের জন্য পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হইয়া ক্রমশঃ হতবল হইয়া পড়িল; তখন ভগবান কালীয়ের উন্নত মণিময় ফণা ধারণ ও আকর্ষণ করত সবলে নত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন। কালীয়ের মণিময় উজ্জ্বল মস্তকের উপর ভগবানের রক্তিম **শ্রীপাদ-পদ্ম** বিরাজ করায় অপূর্ব্ব শোভার বিকাশ হইল; সর্ব্বকলান্বিত ভগবান কালীয়ের ফণার উপর নানাপ্রকার নৃত্যকলা প্রদর্শন করত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করিবার জন্য দেবদেবিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ বিমানে আগমন করত পুষ্পবর্ষণ ও স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন এবং ভুবনমোহন নৃত্যের সঙ্গে গীতবাদ্যাদি সংযুক্ত করিয়া ভগবানের সন্তোষ বিধান করিলেন। ভগবানের এবম্বিধ পদক্ষেপণেও অহংকারী কালীয়ের সকল ফণা অবনত হইল না! তখন দর্পহারী হরি, নৃত্য ছলে কালীয়ের উন্নত শিরসকল সজোরে মর্দ্দন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে লাগিলেন ; সেই মর্দ্দন-ব্যথায় কাতর হইয়া, কালীয় রক্ত বমন করিতে করিতে ক্রমশঃ শক্তিহীন হইয়া পড়িল। তখন দুষ্টমতি কালীয়, শ্রীকৃষ্ণের পদক্ষেপণে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহাকে নিখিল জগতের ঈশ্বর ও পরম পুরুষ নারায়ণরূপে বুঝিতে পারিল এবং মনে মনে তাঁহার শরণাগত হইল। কালীয়ের বদন হইতে অজস্র রক্ত বমন হইতেছে দেখিয়া তদীয় পত্নীগণ অত্যন্ত ভীতা ও শোকাকুলচিত্তা হইয়া আদি পুরুষ কৃষ্ণের চরণ সমীপে উপস্থিত হইল এবং বিনীতভাবে ষাষ্টাঙ্গ প্রণাম করত তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া নানাপ্রকার স্তব-স্তুতি করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"হে **দেবাদিদেব**! আপনার কৃপা হইতে শত্রুও বঞ্চিত হয় না ; পিতা যেমন কুপথগামী পুত্রকে শাসন করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনি আমাদের অপরাধী স্বামীর প্রতি যে দণ্ড বিধান করিয়াছেন, তাহা আপনার কৃপারই উপযুক্ত হইয়াছে। বহু তপস্থাপরায়ণ ব্যক্তিও যে চরণ-রেণু ধ্যানেও পায় না, যে অভয় চরণ ব্রহ্মাদির পক্ষেও দুর্লভ, সেই চরণ ও চরণ-রেণু কোন পুণ্যের ফলে আমাদের স্বামী আজ মস্তকে লাভ করিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম ; ইহা আপনারই উপযুক্ত কৃপা। হে ভগবন্! আমরা আপনাকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইতেছি ; পিতা যেরূপ পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনার পুত্রস্বরূপ নাগরাজের অপরাধ ক্ষমা করুন ; পতিই নারীজাতির প্রাণস্বরূপ, সুতরাং আমাদের মত অবলা নারিগণের প্রতি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদের পতির প্রাণ ভিক্ষা প্রদান করুন"।

এই প্রকারে নাগপত্নীগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া আশ্রিতবৎসল ভগবান, তৎক্ষণাৎ পদ-পীড়নে হতবল ও মূর্চ্ছিতপ্রায় কালীয়কে পরিত্যাগ করিলেন ; তখন কালীয় অতিকষ্টে মস্তক উঠাইয়া দীনভাবে সর্ব্বদুঃখহারী কৃষ্ণকে প্রণাম জানাইয়া স্তব করিলেন এবং তাঁহার শরণাগত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন—"হে সর্ব্বজ্ঞ, আপনি জগদীশ্বর, আমাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ যাহাই উপযুক্ত বোধ করেন তাহাই প্রদান করুন, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হউক !" করুণাপরায়ণ ভগবান তখন কালীয়কে বলিলেন—"হে সর্প, তুমি অতি সত্বর সপরিবারে সমুদ্রে গমন কর, তুমি আর এখানে থাকিতে পারিবেনা, আমার ক্রীড়াপূর্ণ এই জল অতি পবিত্র বলিয়া গণ্য হইবে এবং অদ্য হইতে গো-মানবাদি সকলেই এই পবিত্র জল ভোগ করিয়া আনন্দিত হইবে। আমাকর্ত্তৃক তোমার শাসন লীলা যাঁহারা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ মনন করিবে, তাঁহাদের সর্প-ভয় থাকিবেনা। আমার পদচিহ্ন তোমার শিরোপরি অঙ্কিত হওয়ায়, গরুড়ের নিকট হইতে তোমার ভব দূরীভূত হইল; এক্ষণে তুমি তোমার পূর্ব্ব বাসস্থান 'রমণক' দ্বীপে গমন করত নির্ভয়ে তথায় বাস কর।" * ভগবানের আদেশ শ্রবণ করত কালীয় ভয়মুক্ত ও আনন্দিত হইয়া, সস্ত্রীক সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবিধ উপচারে ভগবানের পূজা করিলেন, তৎপর সপরিবারে সাগর মধ্যস্থ নিজ বাসস্থান রমণক দ্বীপে সানন্দে গমন করিলেন;

* নাগগণ খগরাজ গরুড়ের ভয় হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে উপহার প্রদান করিতেন। নাগরাজ কালীয়, অহংমদে গর্ব্বিত হইয়া গরুড়ের প্রাপ্য উপহারাদি বন্ধ করিয়া দিলেন: তাহাতে খগরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া কালীয়কে আক্রমণ করিলেন; ভগবানের প্রিয়বাহন গরুড়ের অতুলনীয় বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া, নাগরাজ গরুড়ের অগম্য যমুনাস্থিত সুগভীর হ্রদে আসিয়া সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কালিন্দী হ্রদ, গরুড়ের অগম্য হওয়ার কারণ এই যে, ঐ হ্রদ হিংসা শূন্য থাকায় নানাপ্রকার মৎস ঐ হ্রদে নির্ভয়ে ক্রীড়া করিত। উগ্রতপস্বী মহাত্মা সৌভরি ঋষি ঐ হ্রদের মধ্যে তপস্যা করিতেন; তিনি খগরাজকে এই হ্রদের মৎসাদি ধরিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি খগরাজ মৎস ধরিয়া ভক্ষণ করিল, ঋষি অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, "পুনরায় গরুড় আসিয়া এই হ্রদে মৎস্য ধরিলে, তৎক্ষণাৎ তিনি বিনষ্ট হইবেন ইহা ধ্রুব সত্য !"—তদবধি গরুড় আর সেই জলে প্রবেশ করিতেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে কালীয় হ্রদের জল, বিষশূন্য হইয়া ভগবানের কৃপায় অমৃতপূর্ণ ও মোক্ষপ্রদ তীর্থস্বরূপ হইল।

কালীয়-দমনের তাৎপর্য্য ও শিক্ষা এই—জীবের অহংকার পরিপূর্ণ মনই কালীয়, অহংকারী চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তিগণের মনে শত সহস্র বাসনা-কামনা এবং সংকল্প-বিকল্পের তরঙ্গ সতত ক্রিয়াশীল; উহাই কালীয় নাগের সহস্র ফণা! অহংকারী জীব সাধারণতঃ ভগবৎ বিদ্বেষী কিম্বা ভগবৎ বিমুখ হইয়া জীব-জগতের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে; তখন ভগবান সেই অহংকারীকে দমন করত জগতের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন; অহংকারীর যে আসক্তিটী বা ভগবৎ বিরোধী ভাবটী প্রবল হয়, অমনি সেইটীকে ভগবান দলন করিয়া দেন! সে, যে ডালটী আশ্রয় করে, উহাই ভগবান ভগ্ন করিয়া ক্রমে তাহার অহংকার চূর্ণ করেন; তখন সে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় এবং হতবল হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হয়! এইরূপে ভগবানের নৃত্যরূপ শাসন দ্বারা সেই ভাগ্যবান জীব বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া, ভগবানকে লাভ করত কৃতার্থ হইয়া থাকে।

ভগবান **শ্রীকৃষ্ণ** নাগরাজ প্রদত্ত বিচিত্র বসন ভূষণে সুসজ্জিত ও স্বর্গীয় মাল্যাদি ধারণ করত তীরে আগমন করিলে, সখাগণ ও অচেতনপ্রায় গোপগোপিগণ সকলেই চেতনা প্রাপ্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ সমীপে সমাগত হইলেন। মৃতপ্রায় যশোমতী পুত্র-রত্নকে পুনরায় লাভ করায় তাঁহাকে পরম আগ্রহে অঙ্কে ধারণ করিয়া মুখচুম্বন করত প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এই অপূর্ব্ব লীলা চিন্তা করিয়া ব্রজবাসিগণ সকলেই পরমানন্দিত হইয়া কৃষ্ণ-গুণ গান করিতে লাগিলেন। ভগবানের আগমনে সবৎস গোসকল ও অন্যান্য পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গাদি সকলেই আনন্দিত হইল, তাঁহার প্রেম-স্পর্শে কালিন্দী হ্রদের তীরবর্ত্তী শুষ্ক তরুলতা সকল মুকুলিত ও নবপল্লবাদিতে সুশোভিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাবাগ্নি মোক্ষণ।—এইরূপে পরমানন্দে সন্ধ্যা অতীত হওয়ায় এবং কালীয় হ্রদ ভগবান কর্ত্তৃক পবিত্র তীর্থরূপে পরিণত হওয়ায়, ব্রজবাসী গোপগোপিগণ সকলেই সেই হ্রদের উপকূলে রাত্রিবাস করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহারা তথায় পরমানন্দে রাত্রি যাপন করিতেছেন, এমন সময়ে কালীয়ের বন্ধু কংসানুচর ভীষণ এক মায়াবী দানব, বিশ্বদাহী দাবানল রূপে প্রকাশিত হইয়া ক্রমে সমস্ত ব্রজমণ্ডল ব্যাপ্ত হইল এবং গাভী ও বৎসাদিসহ ব্রজবাসিগণকে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিল। অগ্নিতেজে সন্তাপিত ব্রজবাসিগণ নিদ্রাত্যাগ করত হাহাকার করিতে করিতে সকলেই বালকরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, "হে কৃষ্ণ! দেখ, ভীষণ দাবাগ্নি আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে, মৃত্যুতে আমাদের ভয় নাই, তবে তোমার অভয় চরণযুগল কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না, এজন্যই বলি আমাদিগকে রক্ষা কর!" আর্ত্তত্রাণকারী **সর্ব্বশক্তিমান** ভগবান ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য আপনার মুখ ব্যাদান করত দিগন্তব্যাপী দাবানল অনায়াসে পান করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর রাত্রি প্রভাত হইলে, সকলেই আনন্দিত মনে ব্রজগৃহে গমন করিলেন।

রামকৃষ্ণ প্রতিদিন সখাগণের সহিত নূতন নূতন সুরম্য স্থানে গোচারণ করিতে লাগিলেন। একদা কংস-প্রেরিত প্রলম্ব নামক এক মায়াবী রামকৃষ্ণকে হরণ করিবার মানসে গোপবালকবেশে সখাদের সহিত মিলিত হইল। অন্তর্য্যামী ভগবান দুষ্টের অভিপ্রায় অবগত হইয়া নূতন ক্রীড়া-কৌশল বিস্তার করিলেন; অতঃপর বলদেবকর্ত্তৃক সেই দুষ্ট বিনষ্ট হইল।

এইরূপে গোচারণ করিতে করিতে একদিন ব্রজবালকগণ 'মুঞ্জারণ্য' নামক এক ঘন তৃণসঙ্কুল বনের নিকট সমাগত হইলেন, দুঃসহ তপন-তাপে তাপিত হইয়া গোসকল ঐ বনের মধ্যে প্রবেশ করত ক্রমশঃ গভীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জঙ্গলে উপস্থিত হইল। গোপবালকগণ ঐ অরণ্যে প্রবেশ করত বহু অন্বেষণ করিয়াও গোগণকে পাইলেননা, তখন তাঁহারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও দুঃখিত হইলেন; তথাপি অন্বেষণে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান সখাদের দুঃখ অনুভব করিয়া গাভীগণকে আহ্বান করিলেন; দূর হইতে গাভীসকল প্রতিনাদ উত্থিত করিয়া ভগবানের আহ্বানের প্রত্যুত্তর প্রদান করত তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; এমন সময়ে ধূমকেতুর ন্যায় হঠাৎ ভীষণ দাবাগ্নি উত্থিত হইয়া বনভূমির চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল; বায়ুদ্বারা ঐ অগ্নির উজ্জ্বল শিখা বর্দ্ধিত হইয়া, বনস্থিত সকলকেই যেন দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। গোপবালকগণ আপনাদের চতুর্দ্দিকে ভীষণ অগ্নি বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া ভীত-চকিত চিত্তে সখা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া পরিত্রাণের প্রার্থনা জানাইল। ভগবান কৃষ্ণ সখাদের কাতর উক্তি শ্রবণে তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করত বলিলেন, "হে সখাগণ, আমার আশ্রিত থাকায় তোমাদের কোন ভয় নাই, তোমরা একবার চক্ষু নিমীলন কর"; বালকগণ তৎক্ষণাৎ আপন আপন চক্ষু নিমীলন করিলে, ভগবান বিস্তৃত প্রদীপ্ত অগ্নিকে অনায়াসে গণ্ডুষের ন্যায় পান করিয়া বনভূমি রক্ষা করিলেন। যখন বালকেরা পুনরায় চক্ষু উন্মীলন করিলেন, তখন দেখিলেন যে তাঁহারা গবাদি পশুর সহিত গোচারণের সুরম্য স্থান ভাণ্ডীর বনে অবস্থিত রহিয়াছেন! তদ্দর্শনে সখাগণ অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহারা যে ভীষণ অগ্নি হইতে কৃষ্ণের কৃপায় রক্ষা পাইয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত আনন্দযুক্ত হইলেন।

বংশীবাদন বা বেণুমোহন। কালীয়দমন, ধেনুকাসুর বধ, দাবাগ্নি মোক্ষণাদি লীলা দ্বারা ব্রজ-গোপগোপিগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বরিক পূর্ণ শক্তি সম্পন্ন পরম পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ভগবানের ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াও আত্যন্তিক ভালবাসা হেতু ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মরূপে ভাবনা না করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা আপনার জন অর্থাৎ প্রিয়তম এবং পরম আনন্দের বস্তুরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতঃপর বর্ষাকাল অতীত হইয়া, সর্ব্বজীবের আনন্দপ্রদ শরৎকাল সমাগত হওয়ায়, আকাশ মেঘ নির্ম্মুক্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইল—চন্দ্রমা অনন্ত তারকারাজিতে বেষ্টিত হইয়া এবং নির্ম্মল জলরাশি প্রফুল্ল কমলে সুশোভিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল!—সুগন্ধ ও সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হইয়া, সকলকে আনন্দ প্রদান করিতে লাগিল। এইপ্রকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে, ভগবান **শ্রীকৃষ্ণ** তদুপযুক্ত ক্রীড়াদি করিবার জন্য, সখা রাখালগণ ও গো-সকলে পরিবেষ্টিত হইয়া কুঞ্জ-কাননে প্রবেশ করিলেন। ভগবানের সংস্পর্শে বনরাজি কুসুমিত হইয়া উঠিল!—মধুলোভে মত্ত অলিকুল গুঞ্জন করিতে লাগিল। তাঁহার আগমনে, বিহগসকল সুমধুর রবে কুজন করিতে লাগিল; সরোবর নদী পর্ব্বতাদি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল; কুঞ্জ-কাননও ভগবানের অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল! এইরূপ রম্য কাননে ভগবান পশুপালক হইয়া, বলরাম ও সখাগণের সহিত গোচারণ করিতে করিতে **বেণু** বাজাইতে লাগিলেন। যে স্বরেতে জীবমাত্রই মোহিত হয়, সচেতন বস্তু অচেতন ও অচেতন বস্তু সচেতনহয়, সেইরূপ উন্মাদনা উদ্দীপন করত বংশীধারী ভগবান, মোহন স্বরে বংশীবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন! সেই বেণুর অপূর্ব্ব ধ্বনি শুনিয়া মৃগসকল তৃণ পরিত্যাগ করত, উচ্চশির হইয়া ধ্বনি শ্রবণ ও কৃষ্ণ-দর্শন করিতে লাগিল!—ময়ূর-ময়ূরী প্রেমাবেশে নৃত্য করত কৃষ্ণ-দর্শনে প্রবৃত্ত হইল; গো-সকল কৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত বেণু-ধ্বনি উচ্চকর্ণ হইয়া পান করিতে লাগিল!—বৃন্দাবন-বাসী বিহগসকল বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট হইয়া স্থিরভাবে মধুর বেণু-গীত শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইল; কালিন্দী মানস-গঙ্গা প্রভৃতি নদীসকল, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জঙ্গলে উপস্থিত হইল। গোপবালকগণ ঐ অরণ্যে প্রবেশ করত বহু অন্বেষণ করিয়াও গোগণকে পাইলেননা, তখন তাঁহারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও দুঃখিত হইলেন; তথাপি অন্বেষণে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান সখাদের দুঃখ অনুভব করিয়া গাভীগণকে আহ্বান করিলেন; দূর হইতে গাভীসকল প্রতিনাদ উত্থিত করিয়া ভগবানের আহ্বানের প্রত্যুত্তর প্রদান করত তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; এমন সময়ে ধূমকেতুর ন্যায় হঠাৎ ভীষণ দাবাগ্নি উত্থিত হইয়া বনভূমির চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল; বায়ুদ্বারা ঐ অগ্নির উজ্জ্বল শিখা বর্দ্ধিত হইয়া, বনস্থিত সকলকেই যেন দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। গোপবালকগণ আপনাদের চতুর্দ্দিকে ভীষণ অগ্নি বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া ভীত-চকিত চিত্তে সখা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া পরিত্রাণের প্রার্থনা জানাইল। ভগবান কৃষ্ণ সখাদের কাতর উক্তি শ্রবণে তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করত বলিলেন, "হে সখাগণ, আমার আশ্রিত থাকায় তোমাদের কোন ভয় নাই, তোমরা একবার চক্ষু নিমীলন কর"; বালকগণ তৎক্ষণাৎ আপন আপন চক্ষু নিমীলন করিলে, ভগবান বিস্তৃত প্রদীপ্ত অগ্নিকে অনায়াসে গণ্ডুষের ন্যায় পান করিয়া বনভূমি রক্ষা করিলেন। যখন বালকেরা পুনরায় চক্ষু উন্মীলন করিলেন, তখন দেখিলেন যে তাঁহারা গবাদি পশুর সহিত গোচারণের সুরম্য স্থান ভাণ্ডীর বনে অবস্থিত রহিয়াছেন! তদ্দর্শনে সখাগণ অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহারা যে ভীষণ অগ্নি হইতে কৃষ্ণের কৃপায় রক্ষা পাইয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত আনন্দযুক্ত হইলেন।

বংশীবাদন বা বেণুমোহন। কালীয়দমন, ধেনুকাসুর বধ, দাবাগ্নি মোক্ষণাদি লীলা দ্বারা ব্রজ-গোপগোপিগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বরিক পূর্ণ শক্তি সম্পন্ন পরম পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ভগবানের ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াও আত্যন্তিক ভালবাসা হেতু ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মরূপে ভাবনা না করিয়া, সর্ব্বাপেক্ষা আপনার জন অর্থাৎ প্রিয়তম এবং পরম আনন্দের বস্তুরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতঃপর বর্ষাকাল অতীত হইয়া, সর্ব্বজীবের আনন্দপ্রদ শরৎকাল সমাগত হওয়ায়, আকাশ মেঘ নির্ম্মুক্ত হইয়া অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইল—চন্দ্রমা অনন্ত তারকারাজিতে বেষ্টিত হইয়া এবং নির্ম্মল জলরাশি প্রফুল্ল কমলে সুশোভিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল!—সুগন্ধ ও সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হইয়া, সকলকে আনন্দ প্রদান করিতে লাগিল। এইপ্রকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে, ভগবান **শ্রীকৃষ্ণ** তদুপযুক্ত ক্রীড়াদি করিবার জন্য, সখা রাখালগণ ও গো-সকলে পরিবেষ্টিত হইয়া কুঞ্জ-কাননে প্রবেশ করিলেন। ভগবানের সংস্পর্শে বনরাজি কুসুমিত হইয়া উঠিল!—মধুলোভে মত্ত অলিকুল গুঞ্জন করিতে লাগিল। তাঁহার আগমনে, বিহগসকল সুমধুর রবে কুজন করিতে লাগিল; সরোবর নদী পর্ব্বতাদি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল; কুঞ্জ-কাননও ভগবানের অপূর্ব্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল! এইরূপ রম্য কাননে ভগবান পশুপালক হইয়া, বলরাম ও সখাগণের সহিত গোচারণ করিতে করিতে **বেণু** বাজাইতে লাগিলেন। যে স্বরেতে জীবমাত্রই মোহিত হয়, সচেতন বস্তু অচেতন ও অচেতন বস্তু সচেতনহয়, সেইরূপ উন্মাদনা উদ্দীপন করত বংশীধারী ভগবান, মোহন স্বরে বংশীবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন! সেই বেণুর অপূর্ব্ব ধ্বনি শুনিয়া মৃগসকল তৃণ পরিত্যাগ করত, উচ্চশির হইয়া ধ্বনি শ্রবণ ও কৃষ্ণ-দর্শন করিতে লাগিল!—ময়ূর-ময়ূরী প্রেমাবেশে নৃত্য করত কৃষ্ণ-দর্শনে প্রবৃত্ত হইল; গো-সকল কৃষ্ণ-মুখনিঃসৃত বেণু-ধ্বনি উচ্চকর্ণ হইয়া পান করিতে লাগিল!—বৃন্দাবন-বাসী বিহগসকল বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট হইয়া স্থিরভাবে মধুর বেণু-গীত শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইল; কালিন্দী মানস-গঙ্গা প্রভৃতি নদীসকল, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুমধুর বেণু-গীত শ্রবণ করত, কৃষ্ণ-প্রাপ্তির অভিলাষে সমুদ্র গতি পরিত্যাগ করত, উজান গতিতে প্রবাহিত হইয়া উর্ম্মিমালায় ভাসমান কমলসমূহ গ্রথিত করিয়া, যেন সেই মালা, প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে প্রদানপূর্ব্বক ধন্য হইবার জন্য প্রেমভরে সমাগত হইলেন! দেব-কামিনীগণ বিমান-যোগে আকাশ পথে আগমন করত মনোহর গীত-সম্পৃক্ত বংশীধ্বনি শ্রবণ করত প্রেমাবেশে বিহ্বলা ও অধৈর্য্যা হইয়া, ভগবানকে দর্শন করিতে লাগিলেন!

ভগবান **শ্রীকৃষ্ণের বংশীতে** ত্রিবিধ ভাব বিকাশ হইত; যথা,—(১) আনন্দিনী (২) সম্মোহিনী ও (৩) আকর্ষণী। যখন বংশী **আনন্দিনী** স্বরে বাজিত, সেই আনন্দ-লহরী শুনিয়া ব্রজবাসী সকলেই আনন্দ অনুভব করিতেন; তাঁহাদের প্রেমভাব বর্দ্ধিত হইত। যখন শ্রীকৃষ্ণ **সম্মোহিনী** স্বরে বাঁশী বাজাইতেন, সেই সুমধুর তান শুনিয়া, যিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, সেই অবস্থাতেই মুগ্ধ, স্থির ও নিশ্চল হইয়া বংশীরব শ্রবণ করিতেন!—সেই মোহন স্বর শ্রবণে অচেতন পদার্থ সচেতনবৎ এবং সচেতন জীব অচেতনবৎ অবস্থান করিত। ভগবান যখন **আকর্ষণী** স্বরে বংশী বাদন করিতেন, সেই স্বর যিনি শ্রবণ করিতেন, তিনিই তৎক্ষণাৎ মহা আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইতেন। এই আকর্ষণী স্বরেই ব্রজ-গোপিগণ যমুনা-পুলিনে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইতেন; যমুনা **উজান** গতিতে প্রবাহিতা হইতেন, গাভী ও বৎসসকল দূরস্থান হইতে ছুটিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইত!—এই আকর্ষণী স্বর শ্রবণ করিয়াই মধুর-রসান্বিতা ব্রজ-গোপিগণ বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করত শ্রীরাস-মণ্ডলে উপস্থিত হইয়াছিলেন! ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশীটী, তাঁহারই ইচ্ছাময়ী প্রেমভাব-বিকাশিকা সূক্ষ্মা শক্তি বিশেষ। এই বংশী লীলার আর একটী মাধুর্য্য এই যে, ভগবান যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে ভাবে বংশী বাদন করিতেন, কেবল তাঁহারাই সেই সেই ভাবে বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতেন, অপর কেহ সে স্বর শুনিতে পাইতেন না।

বৃন্দাবনবাসী ব্রজ-গোপিগণ কৃষ্ণ-কামনা উদ্দীপনকারী সুললিত **বেণু-গীত** শ্রবণ করিয়া ভাবাবেশে অধীরা হইলেন; এমন সম্মোহন স্বর আর তাঁহারা কখনও শুনেন নাই, ভগবান আজ বেণুতে এমন শব্দ প্রকাশ করিলেন, যাঁহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রুত শব্দ অপেক্ষা সম্পূর্ণ নূতন ভাব-বোধক; এই সম্মোহন শব্দ যিনি শুনিলেন, তিনিই কৃষ্ণ-প্রেমে মোহিত হইয়া কৃষ্ণ-লীলা স্মরণ করিতে করিতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন, স্পর্শন এবং তাঁহার অবস্থানস্থানে বাস করা হেতু, ব্রজ-গোপিগণের চিত্ত, শরতের ন্যায় নির্ম্মল হইয়াছিল; এক্ষণে বেণুরূপ ভগবদ্বোধক তত্ত্বজ্ঞান সম্পৃক্ত সম্মোহন গীত-ধ্বনি শ্রবণ করত গোপিগণের চিত্ত ভগবদ্ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল! তাঁহারা প্রেমোন্মত্তা হইলেন এবং প্রেমাকুল হৃদয়ে পরস্পর মিলিত হইয়া, কৃষ্ণ-লীলা ও তদীয় গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কোন গোপী কৃষ্ণ-সখা ব্রজ-বালকদের সৌভাগ্যের বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন; কেহবা বৃন্দাবনস্থিত গো-সকলকে, মৃগগণকে এবং বিহগকুলকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন; কেহ কালিন্দীর উজান গতি আলোচনা, আবার কেহবা দেব-কামিনীগণের আকাশ হইতে কৃষ্ণ-দর্শনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন! ব্রজ-গোপিগণ এইরূপে কৃষ্ণগুণ চিন্তা ও আলোচনা দ্বারা তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহাদের কৃষ্ণ-প্রাপ্তির কামনা অত্যন্ত প্রবল হইল।

বংশীধ্বনি ব্রজবাসী সকলেই শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই ধ্বনি অধিকার ভেদে নানাভাবে ক্রিয়া করিয়াছিল। ব্রজবাসী গোপ গোপি-গণের মধ্যে যিনি যে রস দ্বারা ভগবানকে ভজনা করিতেছিলেন, বংশী-স্বর দ্বারা তাঁহার সেই রসই উদ্দীপিত হইত! যশোমতী রোহিনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতি স্নেহ রসান্বিতা গোপিগণের বেণু-গীত শ্রবণে, স্নেহ বা **বাৎসল্য** রসেরই উদ্রেক হইত; কিন্তু যে সকল গোপী সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন করত মধুর বা কান্তাভাবে ভগবানকে পাইবার অভিলাষী ছিলেন, তাঁহারা **মধুর-রসে** উদ্দীপিতা হইয়া কৃষ্ণ-তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহাদের কৃষ্ণ লাভের ইচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হইল। বংশী-গীত শ্রবণে শান্ত ও **দাস্য** ভাবাপন্ন গোপগণের আপন আপন ভাব অনুযায়ী রসেরই উদ্দীপন হইয়াছিল; **সখ্য** ভাবাপন্ন ব্রজ-বালকগণেরও ঐ ধ্বনি শ্রবণে, তাঁহাদের সখ্য-ভাব আরও বর্দ্ধিত হইল। ভগবানের অপূর্ব্ব বংশী-ধ্বনি দ্বারা ব্রজবাসী জঙ্গমাদি অর্থাৎ সচেতন জীবসকল, অচেতন প্রায় স্পন্দনহীন অবস্থায় অবস্থান করিত; অর্থাৎ তাঁহারা **শান্ত** ভাবাপন্ন হইত! আবার স্থাবরাদি অচেতন বস্তুসকল জঙ্গমের ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইত!—অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে পুলক কম্পনাদি ভাব প্রকাশ পাইয়া তাহারা সচেতনবৎ প্রতীয়মান হইত।

গোষ্ঠ-বিহার কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীর **নব নটবরের** ন্যায় সুসজ্জিত থাকিত—পরিধানে সুপীত বসন, কর্ণে রত্নময় কুণ্ডল, মুখমণ্ডল অলকা-তিলকাদিদ্বারা সমুজ্জ্বল, অধরে সুমধুর হাসি, শ্রীকরযুগলদ্বারা ধৃত সুদৃশ্য বেণু ওষ্ঠ যুগলে সুসংলগ্ন, ভ্রূ-ভঙ্গিমাতে ত্রিভুবন যেন বিমোহিত, পৃষ্ঠে সুদৃশ্য ধরা বিলম্বিত, শিরে শিখিপাখা নির্ম্মিত অপূর্ব্ব চূড়া সুশোভিত; কণ্ঠে বৈজয়ন্তী পুষ্পমাল্য দোলায়মান, শ্রীপদযুগলে সুবর্ণ নূপুর রুণুঝুণু রবে শব্দায়মান!—এমনই অপূর্ব্ব বিশ্ব-বিমোহন সাজ-সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া সেই ভ্রাতৃযুগল গোষ্ঠ-বিহার এবং সুমধুর বেণুধ্বনি করিতেন। বিশ্ব-বিমোহন নৃত্য-গীত পরায়ণ এই যুগলমূর্ত্তিকে বেষ্টন করিয়া, ব্রজসখাগণ আনন্দে জয়গান করত তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতেন; গোসকল সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া ব্রজবালকগণকে পরিবেষ্টন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করত স্থিরভাবে উচ্চশির হইয়া রামকৃষ্ণের শোভা সন্দর্শন করিত! এইরূপে দিবাবসানে গোষ্ঠ বিহারান্তে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ সখাগণের সহিত আপন বাসস্থানে আগমন করিতেন, তখন ব্রজবাসী গোপগোপিগণ মুগ্ধ হইয়া অনিমেষলোচনে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া নিজকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন। এইরূপে ক্রমে পঞ্চরস সমন্বিত মধুর-রসে ভজনাকারী গোপিনীগণ শ্রীকৃষ্ণকে **কান্তা** বা পতিভাবে, পাইবার জন্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন।

বস্ত্রহরণ লীলা

শরতের অবসানে এবং হেমন্তের আগমনে, ব্রজবাসী কুমারী কন্যাগণ এবং মধুর-রসের ভজনকারী ব্রজগোপিগণ হবিষ্যভোজিনী হইয়া, ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী **কাত্যায়নী** দেবীর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন; তাঁহারা মহাব্রত আচরণার্থে, অতি প্রত্যুষে যমুনাতীরে গমন করত কালিন্দীর শীতল জলে উষা হইতে অরুণোদয় কাল পর্য্যন্ত অবগাহিতা থাকিতেন; তৎপর তীরে উঠিয়া কাত্যায়নী দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা প্রস্তুত করত, গন্ধ পুষ্প, ধূপ দীপ, নৈবিদ্য, মাল্য, বসন ভূষণাদি নানা উপচারদ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করত প্রার্থনা করিতেন—"হে মহামায়ে দেবী কাত্যায়নি! আপনি মহাযোগিনী এবং সকল সম্পদের অধিশ্বরী, আপনার শ্রীচরণে আমাদের এই প্রার্থনা যে—শ্রীনন্দ-গোপ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমরা যেন পতিরূপে প্রাপ্ত হই, আপনি আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া এই বিধান করুন, আপনার শ্রীচরণে আমরা প্রণাম জানাইতেছি"। এইরূপে ব্রজ-কুমারী ও গোপিগণ একমাসব্যাপী কৃচ্ছ্রব্রত পালন করত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাপ্ত হইবার জন্য, তপস্যা ও কাত্যায়নী মায়ের পূজা করিতে লাগিলেন। অতঃপর ব্রত আচরণের একমাস কাল পূর্ণ হইলে, সর্ব্বজীবের কর্ম্মফল-দাতা সর্ব্বযোগেশ্বরগণের ঈশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ব্রতাচারিণীগণকে ব্রতোপযুক্ত ফল প্রদানের অভিলাষ করত, সখাগণে পরিবৃত হইয়া যমুনা-তীরে শুভাগমন করিলেন !

ব্রজগোপিগণ মহামায়া কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিয়াছিলেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রজলীলা মায়াতীত এবং গুণাতীত—যে পর্য্যন্ত জীবগণ মায়াদ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রবৃত্তি-পথে বিচরণ করে, সে পর্য্যন্ত জীবের চিত্তশুদ্ধি হয় না, সুতরাং অশুদ্ধ চিত্ত লইয়া ভগবানকেও লাভ করা যায় না। গোপিগণ ব্রতাচারিণী হইয়া একনিষ্ঠভাবে মহামায়া কাত্যায়নীর পূজা করায়, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মায়িকভাবসমূহ গোপিগণের চিত্ত হইতে অপসারণ করত, তাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়াছিলেন ; চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই ভগবানের আবির্ভাব হয়, তাই বিশুদ্ধ-চিত্তা গোপিগণের ব্রত পরিপূর্ণ হইলেই ভগবান তথায় আগমন করিলেন।

পূর্ব্ব প্রথানুসারে ব্রজগোপিগণ ও কুমারীগণ আপনাপন পরিধেয় বস্ত্রাদি যমুনাতীরে রক্ষা করত, কৃষ্ণনাম গান করিতে করিতে বিবস্ত্র হইয়া কালিন্দীর জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পরিত্যক্ত বস্ত্রসকল স্বয়ং গ্রহণ করিয়া, সম্মুখস্থ কদম্ব বৃক্ষোপরি আরোহণ পূর্ব্বক তদীয় শাখাতে ঐ বস্ত্রগুলি রক্ষা করিলেন ! সঙ্গীয় ব্রজসখাগণ ভগবানের এই কার্য্য এবং কুমারীগণকে উলঙ্গিনী দেখিয়া বালস্বভাব বশতঃ হাস্য করিতে লাগিলেন ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপিগণের প্রতি নানাপ্রকার উপহাসজনক বাক্য প্রয়োগ করত পরিশেষে বলিলেন—"হে কামিনিগণ ! তোমরা একজন একজন করিয়াই হউক, কিম্বা সকলে একত্রে মিলিয়াই হউক শীঘ্র এখানে আসিয়া আপনাপন বস্ত্র চিনিয়া গ্রহণ কর।" গোপিগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভীষ্ট মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া এবং তাঁহার আনন্দ উদ্দীপনকারী উপহাস-বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রেমে পরিপ্লুতা হইলেন এবং আপনাদিগকে উলঙ্গিনী ভাবিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু লজ্জাবশতঃ জল হইতে উঠিতে পারিলেন না! তখন সর্ব্বজীবের আনন্দদাতা **গোবিন্দ** নানাপ্রকার রসযুক্ত আনন্দপ্রদ বাক্য-দ্বারা গোপিগণকে পরিতোষ করিতে লাগিলেন; আকণ্ঠ শীতল জলে দেহ মগ্ন থাকা সত্ত্বেও কম্পিত কলেবরা কুমারীগণ ও গোপিগণ ভগবানের প্রতি বিরক্ত হইলেন না, বরং সানন্দে বলিতে লাগিলেন—"হে অঙ্গ! তুমি নন্দ-গোপ-কুমার, ব্রজরাজ নন্দ যেমন সুন্দররূপে যথাযোগ্য প্রজা-রঞ্জন করিতেছেন, ভবিষ্যতে তোমাকেও সেইরূপে প্রজা-রঞ্জন করিতে হইবে; অতএব তুমি কেন আমাদিগকে ক্লেশ দিয়া বিপরীত আচরণ করিতেছ; হে কৃষ্ণ! তুমি সকলেরই প্রিয়বস্তু, আমাদেরও **প্রিয়তম**, সুতরাং কেন এরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিতেছ? ব্রজে তোমার সমস্ত কার্য্যই প্রশংসনীয়, সুতরাং কেন বস্ত্রহরণরূপ নিন্দার কার্য্য করিয়া নিন্দনীয় হও? আমরা শীতার্ত্তা হইয়াছি, আমাদের বস্ত্র প্রদান কর"। অন্যান্য গোপিগণ বলিতে লাগিলেন "হে **শ্যামসুন্দর**! তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব, তুমি যে কার্য্যেই আমাদিগকে নিযুক্ত করিবে, আমরা অনুগতা দাসীর ন্যায় তোমার আদেশ পালন করিব; তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, সুতরাং এরূপ গর্হিত কার্য্য তোমার শোভা পায় না; তুমি আমাদের বস্ত্র প্রদান কর, নচেৎ নন্দ মহারাজকে আমরা এবিষয় জানাইব"। গোপিগণের বাক্য শ্রবণ করত ভগবান তাঁহাদিগকে বলিলেন—"হে সুমধ্যমা গোপিগণ! যদ্যপি তোমরা পিতা নন্দকে এই অভিযোগ জ্ঞাপন কর, তথাপি তিনি আমার প্রতি অত্যধিক স্নেহ বশতঃ কোনপ্রকার দণ্ড বিধানই করিতে পারিবেন না; বিশেষতঃ যদি তোমরা আমার দাসীত্বই স্বীকার করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদেশ পালনে এরূপ দ্বিধা বোধ করিতেছ কেন? সত্বর আসিয়া আপন আপন বস্ত্র গ্রহণ কর; হে পবিত্র মৃদু হাস্যকারিণীগণ আমার নিকটে আসিয়া গ্রহণ না করিলে, আমি বসন প্রদান করিব না।" গোপিগণ ভগবানের এই সকল যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, শীত প্রকম্পিত কলেবরে, উভয় হস্ত দ্বারা আপন আপন গোপনীয় স্থান আবৃত করত জল হইতে উঠিয়া, ভগবানের সমীপে আগমন করিলেন। ভগবান গোপিগণের এইপ্রকার শুদ্ধভাব দর্শন করত প্রীত হইয়া বলিলেন—"হে রমণীগণ, তোমরা ব্রতধারিণী হইয়া বিবস্ত্র ভাবে জলে অবগাহন করায়, বরুণ দেবতাকে অবহেলা করিয়াছ এবং তজ্জন্য অপরাধিনীও হইয়াছ; অতএব এই পাপ-ক্ষয়ের জন্য শিরোপরি উভয় হস্ত বদ্ধাঞ্জলিভাবে ধারণ করত ভূমিতে পতিত হইয়া, বরুণ দেবতাকে প্রণাম পূর্ব্বক আপন আপন বস্ত্র গ্রহণ কর।" এই কথা শুনিয়া ব্রজবাসিনী অবলাগণ বিবস্ত্রা হইয়া স্নান করার জন্য আপনাদিগকে অপরাধিনী বলিয়া নিশ্চয় করিলেন; সেই অপরাধ ক্ষালনের নিমিত্ত এবং সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষাৎ ফলদাতা স্বয়ং ভগবানকে সম্মুখে দর্শন করায়, তাঁহাকে পতিভাবে পাইবার ব্রত পরিপূর্ণ করার মানসে, গোপিগণ ও কুমারিগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহাদিগকে এই প্রকার প্রণতা দেখিয়া, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় প্রীত ও করুণাপূর্ণ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কদম্ব বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া, যাঁহার যে বসন তাঁহাকে তাহা প্রদান করিলেন। গোপিগণ প্রিয়তম রসময় শ্রীভগবানকে সম্মুখস্থ দেখিয়া এরূপ আনন্দিতা হইলেন যে, বিবস্ত্রভাবে কৃষ্ণসমীপে তাঁহাদের অবস্থান করা আর লজ্জাস্কর বলিয়া বোধ হইল না, তাঁহারা ক্রীড়া-পুত্তলিকার মত বদ্ধাঞ্জলী হইয়া ভগবানের আদেশ প্রতিপালন করত একে একে বস্ত্র গ্রহণ করিলেন! তাঁহাদের চিত্ত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের প্রতি এরূপ একাগ্রভাবে অর্পিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা আপন আপন বসন পরিধান করিলেও, শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া কেহই গৃহে ফিরিতে পারিলেন না।

অতঃপর **ভগবান শ্রীকৃষ্ণ** একান্ত অনুরক্তা গোপিগণকে নানা-প্রকার তত্ত্বোপদেশ দ্বারা বস্ত্রহরণ-লীলার রহস্য বুঝাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—"হে সদাচারিণী সাধ্বিগণ, তোমরা সর্ব্বতোভাবে আমাতে মন প্রাণ অর্পণ করিয়াছ; কঠোর তপস্যাপরায়ণা হইয়া আমাকেই পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য পুনঃপুনঃ কামনা করিয়াছ, তোমাদের ব্রত সার্থক করা ও কামনা পূরণ করার জন্য, আজ আমি এখানে সমাগত হইয়াছি; দেখ কামিনীগণ, নিতান্ত আপন জনের নিকট লজ্জা থাকে না, সুতরাং যদি আমাকে তোমরা মন প্রাণ সর্ব্বস্ব অর্পণকরিয়া থাক, তবে তোমরা এবং আমি অভেদ ও একাত্মা; সুতরাং আমার নিকট তোমাদের লজ্জা হয় কেন? তোমরা অন্তরে যদি একমাত্র আমাকেই স্থান দিয়া থাক, তাহ'লে সে অন্তরে লজ্জার স্থান কোথায়?—কেন আমার নিকট হইতে অন্তরে অবস্থান করিতেছিলে? হে প্রেমপরায়ণা রমণীগণ! জানিও আমি আত্মময়, সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত; সুতরাং তোমরা আমাতেই অবস্থান করিতেছ, তোমাদের লজ্জাভাব নিতান্তই হাস্যাস্পদ! অতএব আর লজ্জাকে হৃদয়ে স্থান দিও না, ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করত আমার শরণাপন্ন হও।" পরম করুণাময় ভগবান এইরূপে গোপিগণের অজ্ঞানতা দূর করত তাঁহাদিগকে লজ্জারূপী **পাশ** বা বন্ধন-রজ্জু হইতে মুক্ত করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। অতঃপর গোপিগণ মন হইতে লজ্জা সম্পূর্ণ ত্যাগ করত ভগবানের শ্রীচরণে আত্ম-নিবেদন করিলেন। গোপিগণ লজ্জা ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু লজ্জা যেন তাহাদের **চোখের কোণে** যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল! কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপিগণের মনে প্রিয়তম কৃষ্ণকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া আত্ম-নিবেদন ব্রত সম্পূর্ণ করার বাসনা তীব্রভাবে জাগ্রত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা* উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহারা প্রাণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তুকে সম্মুখে পাইয়াও তাঁহাকে আলিঙ্গন করত তাঁহারই প্রীত্যর্থে আত্ম-আহুতি প্রদান করিতে পারেন নাই! শুধু সলজ্জনয়নে পিপাসিতের ন্যায় ভগবানের রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান গোপিগণের মনোভাব অবগত হইয়া বলিলেন—"হে সতিগণ! তোমাদের মনোগত ভাব লজ্জায় প্রকাশ না করিলেও, আমি তাহা অবগত হইয়াছি; আমি তোমাদের কামনা পূর্ণ করিব। হে পবিত্র-চিত্তাগণ, তোমরা যে সংকল্প করিয়া আর্য্যা কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা ও কঠোর ব্রত ধারণ করিয়াছ, তাহা অদ্য সফল হইল; আমি তোমাদের পতি হইব স্বীকার করিলাম। আগামী কোন প্রীতিপ্রদায়িনী নিশায় তোমাদের সহিত আমার আনন্দ-মিলন হইবে, এক্ষণে আপন আপন

* কোনও বৈষ্ণব মহাত্মা, লজ্জা গোপিগণের চোখের কোণে অবস্থানের বা চক্ষু-লজ্জার ভাবটী এইরূপে আস্বাদন করিয়াছেন যথা,—লজ্জা যেন এক একটা ভাবময়ী মূর্ত্তি তাঁহারা প্রত্যেক গোপীর হৃদয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন; তৎপর শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে গোপিগণ সেই আশ্রিতাগণকে আপন আপন বাসস্থান হইতে তাড়াইয়া দিলেন—লজ্জাগণ চলিয়া গেলেন। কাহারও বাটীতে মহামহোৎসব হইলে, যেমন আত্মীয় স্বজন ও তাহার পূর্ব্বাশ্রিত ও পরিত্যক্তগণেরও আগমন হয়, সেইরূপ গোপিগণেরও আজ মহামহোৎসব। —কেননা আজ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে অনিমেষলোচনে পতিভাবে তাঁহারা দর্শন করিতেছেন! এমন দিন আর হয় নাই, এমন মহোৎসব আর পূর্ব্বে ঘটে নাই! তাই আজ পূর্ব্বাশ্রিত লজ্জাও যেন এই কৃষ্ণদর্শনরূপ মহামহোৎসবে যোগদানের জন্য উপস্থিত হইলেন; কিন্তু গোপিগণ বলিতে লাগিলেন—"হে লজ্জে, যে হৃদয় শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা হইয়াছে, তাহাতে আর তোমার স্থান নাই, তবে তুমি পূর্ব্বাশ্রিতহেতু যখন মহোৎসবে যোগ দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছ, তখন যাও, চোখের এককোণে অবস্থান কর"—তখন লজ্জা গোপিগণের চোখের কোণে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসস্থানে গমন কর।” কৃষ্ণকর্ত্তৃক পূর্ণমনোরথ হইয়া কৃষ্ণানুগতা গোপিগণ কৃষ্ণাদেশ পালনকেই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বোধ করত তদীয় পদ-কমল ধ্যান করিতে করিতে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গৃহে গমন করিলেন।

বস্ত্রহরণ-রহস্য। ব্রজগোপী ও কুমারীগণ একযোগে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার অভিলাষে কঠোর ব্রত ও কাত্যায়নী মায়ের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন—এই যে পতিভাবে পাইবার ইচ্ছা, ইহার সহিত লৌকিক পতিভাব বা প্রাকৃত স্বামীভাবের কোনরূপ তুলনা হইতে পারে না; কারণ তাহা হইলে, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষাভাব উদয় হইত, তাঁহারা একযোগে এই ব্রতের সাফল্য আনন্দিত মনে গ্রহণ করিতে পারিতেন না!—তাঁহাদের পক্ষে সকলেরই একযোগে একজনকেই আত্মসমর্পণ করা সম্ভবপর হইত না; সুতরাং ব্রজগোপীদের এই প্রকার পতিভাব লৌকিক সামান্য স্বামী-ভাব নহে!—ইহা অলৌকিক অসামান্য ভগবৎপ্রেম।

ব্রজগোপী ও কুমারীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে পাইবার জন্য মনপ্রাণ সর্ব্বস্ব অর্পণ করত, কঠোর ব্রতাচরণ করিয়া তাঁহাকে ব্রত-ফলদাতারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা লজ্জা পরিত্যাগ করিতে না পারায়, ভগবান সম্মুখে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, তাঁহারা আত্ম-সমর্পণ করিতে পারেন নাই। গোপিগণের ইচ্ছা ছিল, লজ্জাও থাকুক, আর শ্রীকৃষ্ণও থাকুন, অর্থাৎ উভয় কুলই রক্ষা হউক, কিন্তু কুল থাকিতে সেই অকুলকে পাওয়া যায় না; তাই ভগবান বুঝাইলেন “না তা হবেনা, যে হৃদয়ে লজ্জার জন্য স্থান থাকিবে, সে হৃদয়ে আমি থাকিব না” অর্থাৎ তিনি **ষোল আনা** হৃদয়খানা চাহেন! অতঃপর গোপিগণ দেখিলেন যে, লজ্জাকে রক্ষা করিলে, স্বেচ্ছায় সমাগত অভীষ্ট ফলদাতা শ্রীকৃষ্ণকে আর পাওয়া যায় না; তাই লজ্জা ভয় পরিত্যাগ করত তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। লজ্জাই নারীজাতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় আবরণ, তাঁহারা সব ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু লজ্জা সহজে ত্যাগ করিতে পারেন না; এই স্বাভাবিক নিয়মে ব্রজগোপিগণ যদিও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্ত প্রেমানুরক্তা ছিলেন এবং মনপ্রাণ সর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে অর্পণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তথাপি তাঁহারা লজ্জা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই !—তাই প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ গোপিগণের চিত্ত শোধনের নিমিত্ত বস্ত্রহরণ-লীলাদ্বারা তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি করিয়াছিলেন। কারণ নিজের নিকটে নিজের লজ্জা হয় না, কিম্বা আপনার প্রিয়তম জনের নিকটেও লজ্জা থাকেনা; সুতরাং গোপিগণ যদি শ্রীকৃষ্ণকে মনপ্রাণ সমস্তই অর্পণ করিয়া থাকেন, তবে গোপিগণ আর শ্রীকৃষ্ণ অভেদ; তাহা হইলে, তাঁহাকে দেখিয়া গোপিগণের ভেদভাব কেন ?—তাঁহাকে আপনা হইতেও আপনার না ভাবিয়া পরের মত ব্যবহার কেন ? তাই গোপি-গণের ভ্রম সংশোধনের জন্যই ভগবানের এই **লীলা-চাতুর্য্য**। * বিশেষতঃ ভগবানের সহিত ভক্তের মিলনে, কোনপ্রকার ব্যবধান আবরণ বা বাধা থাকা কর্ত্তব্য নহে, কেননা ভগবান আত্মারাম, আত্মময় ও সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত—সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন উল্লঙ্ঘন ও ভেদভাব বিসর্জ্জন করত তাঁহার সহিত মিলিত হওয়াই ভক্তের অন্যতম কর্ত্তব্য। তাহাতে শরণাপন্ন হইয়া সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন করাই একমাত্র সাধ্য !—ইহাই বস্ত্রহরণ-লীলার গূঢ় রহস্য।

অন্ন-ভিক্ষা। অতঃপর গ্রীষ্মকাল সমাগত হইলে, একদা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অগ্রজ বলরাম ও সখাগণে পরিবৃত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হওয়ায়, ছত্রের ন্যায় শাখা বিশিষ্ট একটী বৃক্ষ-তলে

* এতৎসম্বন্ধে মৎপ্রণীত "সনাতন-ধর্ম্ম ও মানব-জীবন" গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়োল্লিখিত অষ্টপাশ ছেদনের বিবরণের সম্পর্কে, বিদুরের স্ত্রীর বিশুদ্ধ প্রেম ও লজ্জা-জয়ের ভাবটী পাঠ করিলে, এই বিষয়টী আরও সুন্দররূপে বুঝা যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপবিষ্ট হইলেন। ভগবান বৃক্ষগণের উদ্দেশে সখাগণকে বলিতে লাগিলেন—"হে রাম, হে শ্রীদাম সুবল ও সখাগণ! বৃক্ষগণের কি মহা সৌভাগ্য, ইহারা আজীবন পরোপকারার্থে সৃষ্ট হইয়াছে—শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদি সমস্ত কাল জনিত সকল উপদ্রব্যই ইহারা অকাতরে সহ্য করিয়া থাকে। ইহাদের পত্র পুষ্প ফল, রস মূল বল্কল কাষ্ঠ অঙ্গার ছায়া প্রভৃতি সমস্তই প্রাণিগণের উপকারার্থে—এজন্য ইহারা ধন্য! ইহারা আদর্শ-স্বরূপ; যে ব্যক্তি শরীর ধারণ করিয়া, বাক্য মন প্রাণ বুদ্ধি চিত্ত প্রভৃতি দ্বারা জীবের উপকার সাধন করে, তাঁহাদেরই জন্ম গ্রহণ করা সার্থক হয়।" অনন্তর গোচারণ করিতে করিতে ভগবন্মায়ায় সখাগণের অসহ্য ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, তাঁহারা রামকৃষ্ণের নিকট ক্ষুধা শান্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ভগবান কৃষ্ণ, সখাগণকে বলিলেন—"হে সখাগণ! অদূরে বেদ-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ অথচ বেদজ্ঞ অভিমানী ব্রাহ্মণগণ, স্বর্গ-কামনায় যজ্ঞ করিতেছে, তথায় গমন করিয়া তোমাদের নিজের জন্য এবং আমার ও আর্য্য বলদেবের জন্য আহার্য্য অন্ন ভিক্ষা কর।" বালকগণ ভগবানের আদেশে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণগণের নিকট গমন করত, ষাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক বলিতে লগিলেন,—"হে দ্বিজগণ, অনতিদূরে **রামকৃষ্ণ** গোচারণ করিতে করিতে ক্ষুধায় কাতর হইয়া আপনাদের নিকট হইতে অন্ন প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়াছেন, এক্ষণে আমাদিগকে **অন্ন-ভিক্ষা** দান করুন।" অভিমানী ব্রাহ্মণগণ, বালক-গণের প্রার্থনা শুনিয়াও যেন শুনিলেন না, এমন কি অন্ন দিবেন কিনা এবিষয়ে কোন উত্তর দেওয়াও আবশ্যক মনে করিলেন না! তখন নিরাশ হইয়া সখাগণ ফিরিয়া আসিলেন এবং রামকৃষ্ণকে সবিশেষ জানাইলেন। ভগবান হাস্য করত দুঃখিত সখাগণকে বলিলেন,—"হে সখাগণ, কোথাও ভিক্ষা না পাইলে কিম্বা প্রত্যাখ্যাত হইলে, ভিক্ষার্থীর অভিমান করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচিত নহে।" এইরূপে লোকাচার শিক্ষা দিয়া, পুনরায় তাঁহাদিগকে বলিলেন—"সখাগণ, সেই ব্রাহ্মণগণের পত্নীগণ অত্যন্ত সুশীলা, সততই আমার ধ্যানপরায়ণা এবং আমার অনুরক্তা; তাঁহাদের নিকট যাইয়া অন্ন ভিক্ষা কর।" তচ্ছ্রবণে বালকগণ যজ্ঞস্থলে গমন করত দ্বিজপত্নীগণকে প্রণামপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ প্রার্থনা জানাইলেন। যাঁহার অনন্তলীলা পরস্পর শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণপত্নীগণ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন, সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ নিকটেই সমাগত হইয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণে দ্বিজকামিনীগণ অত্যন্ত অধীরা হইলেন; ব্রাহ্মণগণের বাধা-বিঘ্ন অগ্রাহ্য করত, বহু উপাদেয় ভোজ্যদ্রব্য সংযুক্ত পাত্র হস্তে লইয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন! ভগবান সেই কামিনীগণকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা সংসারের সর্ব্ববিধ ভোগেচ্ছা পরিত্যাগ করত, অনন্যচিত্তে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছেন। তদ্দর্শনে ভগবান তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার উপদেশ দানে কৃতার্থা করিলেন; তৎপর তাঁহাদের আনীত ভোজ্যদ্রব্যাদি গ্রহণ করত, তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন; কিন্তু দ্বিজকামিনীগণ বলিলেন যে, তাঁহারা যেরূপভাবে সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের পতিগণ আর তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। ভগবান দ্বিজপত্নীগণকে বলিলেন—"হে কামিনীগণ, আপনারা আমাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থা হইবার শুভ ইচ্ছা লইয়াই এখানে আগমন করিয়াছেন, সুতরাং ইহাতে আপনাদের পিতা ভ্রাতা পতি বা পুত্র কেহই বিরক্ত হইবেন না। আপনারা গৃহে থাকিয়া আমাতে সর্ব্বদা চিত্তসংযোগ করিলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবেন, বিশেষতঃ আমার ধ্যান, লীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারা যত সহজে আমাকে লাভ করা যায়, আমার নিকটে সর্ব্বদা থাকিলে, তত শীঘ্র আমাতে তন্ময় হওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় না—অতএব আমার কথামত আপনারা গৃহে প্রতিগমন করুন।” ভগবানের আদেশে দ্বিজকামিনীগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করত আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন করিলেন।

কোন কোন ব্রাহ্মণ নিজ নিজ পত্নীকে গৃহাবদ্ধ করিয়া কৃষ্ণ সমীপে গমন করিতে দেন নাই, তাঁহারা ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া বাহ্য স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! পত্নীগণের মৃতদেহ এবং তাঁহাদের ঐকান্তিক প্রেম-ভক্তি দর্শনে ব্রাহ্মণগণের চৈতন্য সঞ্চার হইলে, তাঁহারা অন্নভিক্ষা দান না করায় এবং ভগবানকে উপেক্ষা করায়, আপনাদিগকে ঘোর অপরাধী মনে করিলেন এবং অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মণগণ ভগবানের নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা ও প্রণাম জানাইতে লাগিলেন; তাঁহারা আপন আপন পত্নীগণকে মহাভাগ্যবতী ও প্রেমভক্তিযুক্তা দেবীস্বরূপা মনে করিয়া শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিলেন।

গোবর্দ্ধন ধারণ। ব্রজবাসিগণ মহাসমারোহে ইন্দ্রযজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্য, নানাবিধ আয়োজন করিতে লাগিলেন; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, নন্দাদি গোপশ্রেষ্ঠগণের নিকট বিনীত ভাবে এই যজ্ঞের সবিশেষ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা বলিলেন—দেখ বৎস কৃষ্ণ, দেবরাজ ইন্দ্রের সন্তুষ্টের জন্যই এই যজ্ঞ; তিনি সন্তুষ্ট হইলেই মেঘ হইতে বারি বর্ষণ হয় এবং তদ্দ্বারা জীবের জীবন রক্ষা হয়। দেবতাগণ সন্তুষ্ট না হইলে, নিজের পুরুষকার বা চেষ্টা দ্বারা কোন ফলই লাভ হয়না, কিম্বা স্বর্গাদিও লাভ হয়না; বিশেষতঃ বারিপাত না হইলে শস্যাদিও উৎপন্ন হইতে পারে না; সুতরাং ইন্দ্রই সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির মূল, এজন্যই এই ইন্দ্র-যজ্ঞ সম্পন্ন হইতেছে।” এই সকল কথা শ্রবণ করত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—“হে পিতঃ! ইহসংসারে কি সুখ কি দুঃখ সমস্তই জীবগণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলস্বরূপ লাভ করিয়া থাকে; ইহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যথা করা অর্থাৎ কর্ম্মফল নষ্ট করা ইন্দ্রাদি দেবতার ক্ষমতা নাই, সুতরাং তাঁহাদের পূজার প্রয়োজন কি? ব্রাহ্মণাদির পক্ষে বেদ পাঠ ও হোমাদি করাই যজ্ঞ, ক্ষত্রিয়াদির পক্ষে দৈব ও পার্থিব বিপদ হইতে ভূমিকে রক্ষা করাই যজ্ঞ; বৈশ্যাদির পক্ষে কৃষি বাণিজ্য এবং গোরক্ষা প্রভৃতিই যজ্ঞ; শূদ্রের পক্ষে দ্বিজাদির সেবাই কল্যাণপ্রদ যজ্ঞ; আমরা বৈশ্য, সুতরাং গো-সেবাদিই আমাদের স্বাভাবিক যজ্ঞ। আর ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির জন্য ইন্দ্র পূজার প্রয়োজন কি? আমরা শৈল সুশোভিত নদ-নদী বেষ্টিত প্রকৃতির সুরম্য স্থানে বাস করিতেছি, নগর জনপদ বা বৃহৎ অট্টালিকাতে আমাদের কি উপকার হইবে? আমরা পরম সুখে ও শান্তিতে বাস করিতেছি, আমাদের ঐশ্বর্য্য বা সম্পদের কি প্রয়োজন? হে পিতঃ! প্রকৃত দেবতা কে, আমার নিকট শ্রবণ করুন—যাঁহাকে আশ্রয় করিলে প্রাণিগণ শান্তিতে ও পরম সুখে জীবন যাপন করিতে পারে, তিনিই সেই প্রাণিগণের দেবতা! সুতরাং যাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা সুখ ও কল্যাণ ভোগ করিতেছি, আমাদের পক্ষে সেই ভূমি, শৈল ও গো-ব্রাহ্মণাদিই দেবতা। অতএব যে সকল উপচার দ্বারা ইন্দ্র পূজার আয়োজন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমাদের কল্যাণপ্রদ গো পর্ব্বত প্রভৃতির পূজারূপ যজ্ঞ সম্পন্ন করুন। ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক বিশুদ্ধ অগ্নিতে হোমাদি কার্য্য করা হউক, তাঁহাদিগকে অন্ন ধেনু ও অর্থাদি দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করুন; যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন পতিত, চণ্ডাল ও দীন দুঃখীকে যথাযোগ্য বিতরণ করা হউক; নবীন তৃণ দ্বারা গো-সকলের সন্তোষ বিধান করা হউক এবং নানা উপচারে পর্ব্বতাদির পূজা সম্পন্ন করুন; অতঃপর আমরা সকলে পবিত্রভাবে গো, ব্রাহ্মণ, হোমানল ও পর্ব্বতাদিকে প্রদক্ষিণ করত যজ্ঞ সমাপন করিব; ইহাই আমার অভিপ্রায়, আপনাদের ইচ্ছা হইলে এইরূপ জীবজগতের কল্যাণপ্রদ যজ্ঞ সম্পন্ন করুন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নন্দাদি গোপগণ ভগবান কর্ত্তৃক বিবৃত যজ্ঞের সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ সেইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ হোম ও গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বতের পূজা করিলেন; ব্রজবাসিগণ গো ব্রাহ্মণের যথাযোগ্য সেবা পূজাদি করিলেন, ব্রাহ্মণগণকে ও **চণ্ডালাদি** নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে যথাযোগ্য আহার্য্যদ্বারা পরিতৃপ্ত করা হইল। তৎপর গোগণকে নবীন তৃণ দ্বারা পরিতোষ করা হইলে ব্রজবাসিগণ পর্ব্বতরাজ গোবর্দ্ধনকে * প্রদক্ষিণ করিলেন। যজ্ঞে দেবতার আবির্ভাব হইলে যেমন যজমানের বিশ্বাস ও আনন্দ হয়, সেইরূপ ব্রজ-বাসিগণের বিশ্বাস উৎপাদন ও আনন্দ প্রদান করিবার মানসে, সর্ব্বশক্তিমান ভগবান কৃষ্ণ, বিরাট শৈলমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "আমিই **গোবর্দ্ধন**, তোমাদের ভক্তিতে মূর্ত্তিমান হইয়া আসিয়াছি"— এই বলিয়া পূজার উপকরণ সকলের সম্মুখে ভোজন করিতে লাগিলেন! ইহা দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন। ভগবান এক মূর্ত্তিতে শৈলরূপ ধারণ করিয়াছেন, আবার অন্য মূর্ত্তিতে শ্রীকৃষ্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন! অতঃপর ব্রজবাসিগণ সকলে মিলিয়া মূর্ত্তিমান শৈলরাজকে প্রণাম করিলেন। এইরূপে যজ্ঞ সমাপনান্তে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরমানন্দে তাঁহারা ব্রজ-গৃহে গমন করিলেন।

ব্রজবাসিগণ ইন্দ্রের পূজা পরিত্যাগ করত গোব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতাদির পূজা করায়, দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। সুরপতি আপনাকে দেবতা অভিমানী ও শ্রীকৃষ্ণকে মর্ত্তে মনুষ্য-দেহধারী, অতএব তাঁহাপেক্ষা হীন মনে করিলেন; শ্রীকৃষ্ণের কথাতেই ব্রজবাসিগণ তাঁহাকে এইরূপ অবমাননা করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় করিয়া, কৃষ্ণের বহু নিন্দা করিলেন

* "গাং নিত্যং বর্দ্ধয়তি তস্মিনিতি গোবর্দ্ধনঃ" অর্থাৎ গোপ্রভৃতি সম্পত্তিকে যিনি নিত্য বর্দ্ধন করেন তাঁহার নাম গোবর্দ্ধন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং ব্রজপুরী সংহার করিতে মনস্থ করিলেন। ভগবত্তত্ত্বানভিজ্ঞ ঐশ্বর্য্যাভিমানী ইন্দ্র, প্রলয়কারী "সম্বর্ত্তক" নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মেঘশ্রেণীকে ব্রজভূমি ধ্বংসের জন্য প্রেরণ করিলেন; স্বয়ং উনপঞ্চাশৎ বায়ুগণকে সঙ্গে লইয়া ঐরাবৎ পৃষ্ঠে আরোহণ করত ব্রজে গমন করিলেন। প্রলয়কারী মেঘ সকল মহাতেজে ব্রজভূমিতে মুষলধারে বৃষ্টিপাত করিতে লাগিল! —প্রভঞ্জন ও বায়ুসকল প্রলয়বেগে চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়া সকলের ভীতি উৎপাদন করিতে লাগিল; শিলাবৃষ্টিসহ মুহুর্মুহু বজ্রপাতাদি হইতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে ব্রজভূমি জলে প্লাবিত হইয়া গেল,—গোসকল শীতে প্রকম্পিত হইতে লাগিল এবং ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। ব্রজবাসিগণ সকলেই আর্ত্ত, শীত-প্রকম্পিত ও ভীত হইয়া ভগবান **শ্রীকৃষ্ণের** শরণাগত হইলেন এবং **ইন্দ্রের** উৎপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। আর্ত্তবন্ধু পরম দয়াল শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই অভয় প্রদান করিলেন; তৎপর বালক যেরূপ ছত্রাদি ধারণ করে, সেইরূপ অনায়াসে গিরিরাজ **গোবর্দ্ধন**কে এক হস্তে উঠাইয়া শিরের উর্দ্ধে অবলীলাক্রমে ধারণ করিয়া রহিলেন। সেই মহাগিরি উত্তোলিত হওয়ায় ভূগর্ভে যে সুবৃহৎ গহ্বর উৎপন্ন হইল, তাহাতে যোগমায়া প্রভাবে জল প্রবেশ নিবারণ করিয়া ব্রজবাসিগণকে বলিলেন—"হে পিতঃ, হে মাতঃ, হে ব্রজবাসিগণ! গোধনগণের সহিত আপনারা সকলে নির্ভয়ে ও পরমানন্দে এই গিরি-গহ্বরে প্রবেশ করুন; এই পর্ব্বত আমার হস্ত হইতে পতিত হইবে, এরূপ আশঙ্কা আপনারা কখনও করিবেন না; ইন্দ্রের ভীষণ প্রকোপ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করার জন্যই এই ব্যবস্থা করিয়াছি।" অনন্তর শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস সম্পন্ন ব্রজবাসিগণ সকলেই গোধন শকট ও আবশ্যকীয় অন্যান্য দ্রব্যাদিসহ ঐ গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরমানন্দিত হইলেন। আহার নিদ্রা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিত্যাগ করত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, সুদীর্ঘ সপ্ত দিবস পরিমিতকাল শক্তিধর **ভগবান** কৃষ্ণ, এক হস্তে সেই সুবৃহৎ পর্ব্বতকে ধারণ করিয়া রহিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের এতাদৃশ মহিমাদ্বারা ব্রজরক্ষা এবং গোবর্দ্ধন ধারণরূপ মহাযোগশক্তি দর্শন করত বিস্মিত হইলেন; তাঁহার মদ-গর্ব্ব খর্ব্ব হওয়ায়, ব্রজ-বিনাশে নিযুক্ত মেঘ ও বায়ু প্রভৃতিকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তৎক্ষণাৎ আকাশ নির্ম্মল হওয়ায়, সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইয়া সকলের আনন্দ বিধান করিল। অতঃপর ভগবানের আদেশে ব্রজবাসিগণ সকলেই গিরি-গহ্বর হইতে বহির্গত হইলে, ভগবান কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনকে পূর্ব্বস্থানে স্থাপন করিলেন। তখন নন্দাদি গোপগণ যশোদা প্রভৃতি গোপিগণ শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে করত প্রেমানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। বলরাম প্রভৃতি সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমালিঙ্গন করত ধন্য হইলেন; আকাশ হইতে দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, শঙ্খ, দুন্দুভিবাদন ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ব্রজবাসিগণ গৃহে গমন করত, শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

গোবিন্দাভিষেক। ভগবান **শ্রীকৃষ্ণ** উপরোক্তরূপে ব্রজপুরী রক্ষা করত নিশ্চিন্ত ভাবে উপবিষ্ট ছিলেন; তখন সুরপতি **ইন্দ্র** সুরভি সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। ঐশ্বর্য্য-মদে উন্মত্ত দেবরাজ, ভগবানকে মনুষ্য বুদ্ধিতে অবহেলা করায়, বিশেষ লজ্জিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি সলজ্জ ও বিনীতভাবে সাষ্টাঙ্গ হইয়া ভগবানের শ্রীপাদ-পদ্ম স্পর্শ করিলেন; তাঁহাকে দীনভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া নানাপ্রকার স্তব-স্তুতি করত বলিলেন,—"হে ভগবন্! আপনি কৃপা পূর্ব্বক আমার অহংকার বিনাশ করিয়াছেন, আপনি বিশ্বপতি, আপনি আমারও ঈশ্বর, গুরু এবং আত্মা, এক্ষণে আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম।" ভগবান সুরপতিকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করত বলিলেন,—"হে সুরপতে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞ-ভঙ্গ করিয়া আমি আপনার কল্যাণই সাধন করিয়াছি ; কারণ ইন্দ্রোচিত ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ থাকিয়া আপনি আমাকে বুঝিতেই পারিতেন না, এই প্রকার গর্ব্ব-ক্ষয়ে এক্ষণে আমাকে স্মরণ করিতে পারিবেন। হে শক্র ! যাহাদিগকে আমি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি, অগ্রে তাহাদের সকল ভোগ্য সম্পদাদি নষ্ট করিয়া থাকি ; আপনি আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী ও অহংকার-বর্জ্জিত হইয়া স্বর্গাধিপত্য ভোগ করুন।"

অতঃপর কামধেনু সুরভি ভগবানকে বন্দনা ও স্তব করিয়া স্বীয় অমৃতোপম দুগ্ধ সিঞ্চন করত তাঁহাকে ইন্দ্রত্বে অভিষেক করিলেন। অনন্তর সুরপতি অন্যান্য দেবগণ ও ঋষিগণের সহিত ঐরাবত শুণ্ডধৃত মন্দাকিনী বারি দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করিয়া, তাঁহাকে সর্ব্বপূজ্য গোবিন্দ অর্থাৎ গো বেদ ও পৃথিবীর ইন্দ্র—এই আখ্যায় অভিহিত করিলেন। নারদাদি ঋষিগণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণ ভগবান গোবিন্দের যশোগান করিতে লাগিলেন—আকাশ হইতে দেব-দেবিগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া ভগবান গোবিন্দের পদযুগল পূজা করিলেন। গোবিন্দাভিষেক কার্য্যদ্বারা ত্রিভুবন পরমাশান্তি লাভ করিলেন, গাভী-সকল দুগ্ধবতী হইল ; নদী ও হ্রদসকল বিশুদ্ধ জলে পূর্ণ হইল—তরুলতা-সমূহ মধুর রসযুক্ত ফলে পূর্ণ হইল ; বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হইলেন ; বৃন্দাবন সর্ব্বপ্রকার হিংসা বর্জ্জিত ও পত্রপুষ্প ফলাদিতে সুশোভিত হইয়া আনন্দ প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবর্ষিগণ পরিবৃত হইয়া ইন্দ্র, গো ও গোকুলপতি গোবিন্দকে অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গপুরে গমন করিলেন।

বৈকুণ্ঠ দর্শন। একদা ব্রজপতি নন্দ একাদশী-ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক উপবাস থাকিয়া, নিশাকালে স্নানার্থে যমুনার জলে প্রবেশ করিলেন। বরুণদেবের অনুচরগণ তাঁহাকে ধৃত করিয়া জল মধ্যে বরুণালয়ে লইয়া যাইতেছিল ; তীরস্থিত গোপগণ হা রাম, হা কৃষ্ণ, বলিয়া চীৎকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান তৎক্ষণাৎ তথায় আগমন করত গোপগণকে অভয় প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বরুণদেব ভগবানকে বন্দনা ও পূজাদি করিয়া বলিলেন—"হে ভগবন্! অদ্য আমার দেহ-ধারণ সার্থক হইল; আমাকে সকলেই রত্নাকর-পতি বলিয়া থাকে, কিন্তু অদ্য আপনার অভয় পাদ-পদ্ম আমাতে স্পর্শ হওয়ায়, আমি সত্যসত্যই রত্নাকর-পতি হইলাম; হে গোবিন্দ আপনার পিতাকে লইয়া ব্রজে গমন করুন।" অতঃপর ভগবান পিতা নন্দের সহিত ব্রজে গমন করত সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন।

জলাধিপতি **বরুণ** কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের পূজা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া গোপ-রাজ **নন্দ** আত্মীয় স্বজনের নিকট তাহা বিস্ময়ের সহিত বর্ণনা করিয়াছিলেন। নন্দরাজের এরূপ সৌভাগ্যের কথা গোপগণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন—"আমরাওতো কৃষ্ণের আত্মীয়, কৃষ্ণ যখন সকল দেবতার অধীশ্বর পরমাত্মা, তখন তিনি ইচ্ছা করিলে নিজ-গুণে আমাদিগকেও তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখাইতে পারেন"—গোপগণ নিরন্তর এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী পরম দয়াল ভগবান অনুগত গোপগণকে কৃপা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে কালিন্দীস্থ ব্রহ্ম-হ্রদে * অবগাহন করিতে আদেশ করিলেন। গোপগণ তথায় অবগাহন করিয়া, সংসার ও প্রকৃতির পরপার স্থিত ভগবানের নিত্য বৈকুণ্ঠধাম দর্শন করিলেন! তথায় সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ জ্যোতিঃ-স্বরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম রূপ, যাহা বিশুদ্ধচিত্ত মুনিগণ সমাহিত অবস্থায় কেবলমাত্র অন্তশ্চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন, সেই পরমানন্দময় ও পরমাত্ম-ময় ভগবৎ রূপ ও বৈকুণ্ঠের অনন্ত ঐশ্বর্য্য দর্শন করত, গোপগণ কৃতকৃতার্থ হইলেন! অতঃপর গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞানে স্তব করত পরমানন্দে গৃহে গমন করিলেন।

* এই ব্রহ্ম-হ্রদেই মহামতি অক্রূর, অবগাহন করিয়া বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীরাস-সম্মিলন।

কৈশোর লীলা

অবতরণিকা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে কিশোর বয়সে উপনীত হইয়া লীলানন্দ আরম্ভ করিলেন। শরৎকালীন পৌর্ণমাসী রজনী সমাগত দেখিয়া, বস্ত্রহরণ কালীন গোপিগণের প্রতি তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ হইল —তিনি আজ গোপিগণের সহিত **শ্রীরাস-মণ্ডলে** মহাসম্মিলন করত পরম আনন্দে **কন্দর্পের** দর্প চূর্ণরূপ লীলানন্দ করিতে মনস্থ করিলেন। এই **রাসলীলা** পরম পবিত্র সর্ব্বজীবের আনন্দপ্রদ নিবৃত্তিপরায়ণ লীলা। ইহা লৌকিক নরনারীর মিলনের ন্যায় প্রাকৃত কাম-লীলা নহে!—ইহা ভগবানের সহিত ভক্তের সর্ব্বাঙ্গীন মিলন-সম্ভূত অপ্রাকৃত পরম প্রেমময় লীলা। শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা শ্রীভগবানের বাক্য নাম ইত্যাদি শব্দ, মিলনাদিগত স্পর্শ, শ্রীমূর্ত্তির কান্তি প্রভৃতি যুক্ত রূপ, ঐ প্রকার রূপাদি সম্ভোগ জনিত রস এবং ভাবাদিগত গন্ধ প্রভৃতি ভক্তি-যোগে ভাবাবেশে গ্রহণ করত পরম আনন্দ লাভ করাই ভক্তের পরম সাধ্য; ইহাই ভগবানের রাসলীলা!—ভক্তের সহিত **আত্মারাম** ভগবানের প্রেম-বিলাস বা **আত্ম-রমণ**!—জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার **প্রেম-মিলন**!!

রাস-লীলার প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ ব্যাস, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত প্রকাশ করিয়া শান্তিলাভ করিবার মানসে, তিনি সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, তৎপর ধ্যান-সহযোগে ভগবানের নিত্য-লীলা তাঁহার হৃদয়-বৃন্দাবনে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহাকে পরমানন্দ প্রদান করিয়াছিল। সেই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ পরমভক্ত শ্রীব্যাসদেব ভগবৎ কৃপায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপলব্ধ নিত্য-লীলারই প্রতিবিম্ব শ্রীমদ্ভাগবতে এবং তদন্তর্গত শ্রীশ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়ে সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। **শ্রীরাস-লীলার** বক্তা—জন্মাবধি মায়ামুক্ত পরমভাগবত পরমহংস শ্রীমৎ শুকদেব গোস্বামী; যাঁহাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মাতৃগর্ভে থাকা কালীন আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, তিনি মহামায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইবেন না—এই অভয় বাণী শ্রবণ ও জ্ঞানলাভ করার পর, যিনি মাতৃগর্ভ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াই প্রব্রজ্যাশ্রমে গমন করিয়াছিলেন! সেই জীবন্মুক্ত পরম ব্রহ্মচারী মহাত্মা **শ্রীশুক**, রাস-লীলা বর্ণনা করিতেছেন। আর সপ্তাহ কাল মধ্যে মৃত্যু-নির্দ্ধারিত মহারাজা **পরীক্ষিৎ**, * যিনি গর্ভাবাসে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা নিহত হওয়ার পর, মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে সঞ্জীবিত করিয়া কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যিনি আসন্ন মৃত্যু অবগত হইয়া, সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করত তত্ত্বোপদেশ লাভের আশায়, তদীয় গুরু শ্রীশুকদেবের শরণাপন্ন হইয়াছেন, যিনি জলপান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করত প্রায়োপবেশনে অবস্থান করিয়া, কেবল হরিকথামৃত পান দ্বারা পরিতৃপ্ত থাকিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন!—যাঁহার বুদ্ধি সম্যক্ প্রকারে কৃত-নিশ্চয় হইয়া **বাসুদেবের** কথামৃতে নৈষ্ঠিকী রতি উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই পরম ভক্ত মহারাজা পরীক্ষিৎ এবং অন্যান্য মহর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ শ্রীরাস-লীলার **শ্রোতা**। আর রাস-লীলার **দর্শক** সিদ্ধ মুনিগণ ঋষিগণ, স্বর্গের দেবতাগণ এবং গন্ধর্ব্বগণ প্রভৃতি!—ইহা পরম প্রেমময় **ত্রিগুণাতীত** পরমাত্ম-লীলা, ইহাতে কোনপ্রকার সকাম ভাব নাই বা থাকিতে পারে না। শ্রীধর স্বামী, মধুসূদন সরস্বতী, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বিজয় ধ্বজ প্রভৃতি মহাত্মাগণ একবাক্যে সকলেই এই লীলাকে নিবৃত্তিপরা

* বিশেষরূপে চিন্তা ও পরীক্ষা করত যিনি সকল বিষয় গ্রহণ করেন, তিনিই পরীক্ষিৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; সুতরাং ইহাতে যে প্রাকৃত কোন হীন ভাব নাই এবং ইহা যে প্রেমপূর্ণ অপ্রাকৃত লীলা ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

যে **কন্দর্প-শক্তি** ব্রহ্মাকে পর্য্যন্ত মোহিত করিয়া অগম্য গমনে নিয়োজিত করে, মহেশ্বরকে পর্য্যন্ত বিমোহিত করিতে পারে, অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের জীবমাত্রই যে **মন্মথের** সম্মোহন-বাণে মোহিত হইয়া যায়!—যাঁহার প্রভাবে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণাদি দেবতাগণও মুগ্ধ, সেই কন্দর্প আজ শ্রীভগবানের সহিত ভক্তের মিলনে নিজেই মোহিত হইয়াছেন! —কন্দর্পের দর্প আজ পূর্ণরূপে চূর্ণীকৃত!! শ্রীভগবান আজ সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ রূপ ধারণ করিয়াছেন, **রসরাজ** ভগবান মদনমোহনরূপে প্রেম-বিলাস করিবার জন্য, প্রেম-রসের পূর্ণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন—আজ কন্দর্প যেন ভগবানের নবীন কিশোর রূপে মোহিত হইয়া, তাঁহার আশ্রিত ও শরণাপন্ন! জীবের প্রতি কৃপাপরায়ণ হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্য-লোকে এই প্রেম-লীলা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই লীলামৃত আস্বাদন করিতে পারিলে, প্রাকৃত **কাম** নষ্ট হইয়া, কামের পরিবর্ত্তে **প্রেম** বল পূর্ব্বক হৃদয়-ক্ষেত্র অধিকার করে!—ইহা মাধুর্য্য প্রেমের চরম অন্তর্ম্মুখী লীলা! ইহার সমস্ত উপাদান **প্রেম-রস**, অর্থাৎ রসের পূর্ণতম বিকাশই এই লীলার রহস্য; তাই রাস-লীলার প্রথম শ্লোকেই শ্রীব্যাস বলিয়াছেন—"ভগবানোঽপি রন্তুং মনশ্চক্রে" অর্থাৎ ভগবানও রমণের অভিলাষ করিলেন!—এই রমণ অর্থ আত্ম-রমণ বা আত্মানন্দ লাভ; কারণ আজ ভগবান শ্রীরাস-মণ্ডলে আপনি এক হইলেও, বহু সংখ্যক রস-মূর্ত্তি ধারণ করত, ব্যাপক লীলাদ্বারা আত্ম-রতি আস্বাদন করিবেন!—অর্থাৎ রসময় শ্রীকৃষ্ণ প্রেম-রসের **ভাবময় মূর্ত্তি** পরিগ্রহ করত আপনাকে বহুরূপে ব্যাপ্ত করিয়া, স্বীয় রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তরূপী গোপিগণকে আস্বাদন করাইবেন এবং গোপিগণের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দাদি, নিজে আস্বাদন করিয়া গোপিগণকে কৃতার্থ করিবেন। আজ রাস-মণ্ডলে শ্রীভগবান **বিষ্ণু** অর্থাৎ ব্যাপক্ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন এবং নিজকে বহুরূপে ব্যক্ত করিয়া আত্ম-শক্তি ও আত্ম-স্বরূপ গোপিকাগণের সহিত আত্ম-রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শক্তির বিলাস না হইলে উহার সম্যক্ স্ফূর্ত্তি বা পরিণতি হয় না; যেমন কোন পলোয়ানের ক্ষমতা অব্যক্তভাবে তাহাতে অবস্থান করে সত্য, কিন্তু যখন ঐ পলোয়ান কুস্তিতে কাহাকেও ভূতলে নিপাতিত করিয়া পরাজিত করে, তখন শক্তির বিলাস হেতু, সে বিশেষরূপে আনন্দ উপভোগ করে। উৎকৃষ্ট গায়ক বা বাদক আপনার অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় চিন্তা করিয়া আহ্লাদিত হয় বটে, কিন্তু যখন সে তন্ময়ভাবে গান করিতে বা বাজাইতে থাকে, তখন সে নিজে অত্যন্ত আনন্দযুক্ত হয় এবং অপরকেও আনন্দ প্রদান করে; এই অবস্থায় শক্তির বিলাস হেতু ঐ গায়ক বা বাদকের মনে এমন একটা আনন্দের স্ফূর্ত্তি হয়, যাহা তাহার পূর্ব্বাবস্থা বা শক্তির অব্যক্ত অবস্থার সহিত তুলিত হইতে পারেনা। **ভগবান** অনন্ত সুন্দর হইতে পারেন, নিজেই নিজের রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার রূপ বা সৌন্দর্য্য যদি উপভোগ করিবার কেহ না থাকে, তবে সে সৌন্দর্য্যের সার্থকতা কি?—উহা কুৎসিৎ হইলেই ক্ষতি কি ছিল? সেইরূপ ভগবান আনন্দময় বটেন, নিজেই নিজের আনন্দে বিভোর বটেন, কিন্তু তাঁহার আনন্দ আস্বাদিত না হইলে, কিম্বা উহা উপভোগ করার জন্য কেহ না থাকিলে, উহার সার্থকতা কি? সেই আনন্দকে নিরানন্দ বলিলেই ক্ষতি কি?—ইহাই সৃষ্টির মূল কারণ; ইহাই ব্রহ্মরূপী ভগবানের বহু হইবার ইচ্ছা জাগরণের কারণ! এই ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই ভগবান এক হইলেও, বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া অনন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টি-বৈচিত্র্য প্রকাশ করিয়াছেন! শ্রীরাস-লীলা পরমাত্মার ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ অনন্ত সৃষ্টি-লীলারই ভাবময় আনন্দপ্রদ প্রতিবিম্বস্বরূপ!

ভগবানের তিনটী শক্তি আছে, একটী **সৎ** ভাবাপন্না (সন্ধিনী বা মানসানন্দ শক্তি), দ্বিতীয়টী **চিৎ** ভাবাপন্না (সম্বিদ্ বা ঐশ্বর্য্যানন্দ শক্তি) আর তৃতীয়টী **আনন্দ** ভাবাপন্ন (হ্লাদিনী বা স্বরূপানন্দ-শক্তি); এই হ্লাদিনী শক্তিই ভগবানের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদায়িনী স্বরূপ আনন্দ-শক্তি!—ইনিই নিত্যবৃন্দাবনেশ্বরী প্রধানা গোপী শ্রীমতি **রাধারাণী** * !! **আত্মারাম** ভগবান আপনার স্বরূপ আনন্দ-শক্তির সহিত বিলাস করিবার জন্য, অর্থাৎ আপনার রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি আপনিই উপভোগ করার মানসে, আপনি অভেদ হইলেও, আত্ম-আনন্দশক্তিকে পৃথক করিয়া দিয়া, তাঁহারই সহিত আনন্দে প্রেমবিলাস করিয়াছিলেন!—এই আনন্দ-শক্তিই ভাবলোকের মহাভাব স্বরূপিণী শ্রীমতি রাধারাণী; আর শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ-মাধুর্য্য ও তাঁহাদের মিলন জনিত আনন্দ উপভোগ করাইবার জন্য, নিত্য **অষ্টসখি** বা দশসখির † অবতারণা—ইঁহারা গুণাতীতা সাক্ষীভাবস্বরূপা!

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার নাম বিশেষরূপে উল্লেখ না থাকিলেও তাঁহাকে প্রধানা গোপী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; তবে শ্রুতি পুরাণ ও তন্ত্রাদি সমস্ত শাস্ত্রেই শ্রীরাধা, ভগবানের স্বরূপ আনন্দ-শক্তি বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। বৈষ্ণব মহাত্মাগণের মতে, শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্ববোধক্ গ্রন্থ, এজন্য ভক্তি-সাধনশক্তিরূপা ললিতাদি কোন গোপীরই নাম তাহাতে বিশেষরূপে প্রকাশ করা হয় নাই; এই কারণেই ভক্তগণের প্রাণস্বরূপা শ্রীমতি রাধারাণীরও বিশেষ নাম উল্লেখ না করিয়া, আরাধিকা প্রধানা গোপীরূপে তত্ত্বসংযুক্ত নাম ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে।

† অষ্টসখি যথা:—বৃন্দা, ললিতা, শ্যামলা, ধন্যা, বিশাখা, শৈব্যা, পদ্মা ও ভদ্রা। এতৎব্যতীত চন্দ্রাবলী ও তদীয় অনুগতা দশমা নায়িকা সখিকে ধরিলে দশটী সখী হয়। ভবিষ্যৎ পুরাণে এই দশসখির নামান্তর দৃষ্ট হয় যথা - (১) গোপালী (কৃষ্ণানন্দ দায়িনী),

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধাকৃষ্ণ এক আত্মা হইয়াও, ব্রজধামে উভয়দেহ ধারণ করত নানা-প্রকার লীলানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন ; আর অষ্ট সখীরূপা ললিতা প্রভৃতি গোপিগণ এবং অন্যান্য ব্রজ-গোপিগণ নিষ্কামভাবে সেই লীলানন্দ আস্বাদন করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান যে প্রেমলীলার চরম উৎকর্ষ দেখাইয়া, মর-জগতের জীবগণকে ধন্য করিবার মানসে ব্রজ-ধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আজ সেই প্রেম-রসের পরিপূর্ণ লীলা সম্পাদনের জন্যই তিনি রসময় নবনটবর **কিশোরমূর্ত্তি** পরিগ্রহ করিয়া শ্রীরাস-মণ্ডলে শুভাগমন করিয়াছেন !—যে প্রেমলীলা দর্শনের জন্য ত্রিভুবনের সকলেই লালায়িত ও উৎকণ্ঠিত, আজ বৃন্দাবনে সেই অপূর্ব্ব লীলার সূচনা হইল।

এক্ষণে **লৌকিক** বা জাগতিক ভাবের দিক হইতে এই অপূর্ব্ব লীলাটী আলোচনা করা যাউক। এই জগতে **ভালবাসা** নামক একটী মাধুর্য্য-মণ্ডিত পবিত্র স্বর্গীয় বস্তু বিরাজিত আছে, উহা না থাকিলে সংসার, মরুভূমির তুল্য প্রতীয়মান হইত—ভালবাসাই দুঃখপূর্ণ সংসারকে সঞ্জীবিত ও মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অহেতুক

(২) পালিকা (শ্রীকৃষ্ণের পালন তত্ত্বের অনুভবে আনন্দিতা), (৩) ধন্যা (প্রেম-ধনের অনুভবে ধন্যা), (৪) বিশাখা (যিনি শাখা অনুসারে অর্থাৎ দশাংশে প্রেম, বিশেষ রূপে ভোগ করেন), (৫) ধ্যাননিষ্ঠিকা (কৃষ্ণ-মূর্ত্তি সতত ধ্যান পরায়ণা), (৬) শ্রীরাধা (সতত কৃষ্ণ আরাধনা নিরতা), (৭) অনুরাধা (আরাধনা-শক্তি রাধার অনুগতা), (৮) তারকা (শ্রীকৃষ্ণের মোক্ষযুক্ত ভাব অনুভবযুক্তা) (৯) সোমাভা বা চন্দ্রাবলী (চন্দ্রের আভাযুক্তা ও সুশোভিতা), (১০) দশমী (প্রেমানুভূতির দশম লক্ষণ অর্থাৎ তন্ময়তা যাঁহাতে বর্ত্তমান)। সখীদের নামান্তরের মিলন যথা,—বৃন্দা=শ্রীরাধা, গোপালী=ললিতা, পালিকা=শ্যামলা, ধ্যাননিষ্ঠিকা=শৈব্যা, অনুরাধা=পদ্মা, তারকা=ভদ্রা, চন্দ্রাবলী=সোমাভা ; ধন্যা, বিশাখা ও দশমী এই অবশিষ্ট সখীত্রয়ের নামান্তর দৃষ্ট হয় না। ললিতা (প্রেমভোগে রমণীয়া), শ্যামলা (প্রেমভোগে উজ্জ্বলা), শৈব্যা (প্রেমভোগে শিবত্ব বা শান্তভাব লব্ধা), পদ্মা (জলের সহিত পদ্মের ন্যায় সংসারে অনাসক্তা অর্থাৎ বিশুদ্ধা), ভদ্রা (জন্মমৃত্যু হইতে মুক্তা অর্থাৎ নিত্যা ও মঙ্গল যুক্তা)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভালবাসা, গুরু-শিষ্যের ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা, সখায় সখায় ভালবাসা, প্রভু-ভৃত্যের ভালবাসা, আত্মীয় স্বজনের ভালবাসা ইত্যাদি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই সকল ভালবাসা জীব-জগতের অস্থি-মজ্জায়, শিরায় শিরায় নিহিত রহিয়াছে ; মানবের যতপ্রকার মনো-বৃত্তি আছে, তন্মধ্যে ভালবাসাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও আনন্দপ্রদ বৃত্তি। ভালবাসা বিভিন্ন আধারে বিকাশ হইলেও, উহা স্বরূপতঃ এক ; তবে কার্য্যভেদে ও শ্রেণীভেদে উহার বিভিন্ন নামাকরণ হয় মাত্র। ভালবাসা গুরুজনে অর্পিত হইলে—উহার নাম "শ্রদ্ধা" ; সন্তানের প্রতি অর্পিত হইলে—উহার নাম "বাৎসল্য" ; স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার নাম—"প্রণয়, প্রীতি বা দাম্পত্য-প্রেম" ইত্যাদি ; সুতরাং আধারভেদে ভালবাসার নামান্তর হইয়া থাকে। জীবের আধ্যাত্মিক বা ধর্ম্ম-রাজ্যেও এই ভাল-বাসাই একমাত্র সহায়করূপে বিদ্যমান। ভগবানকে কেহ পিতৃভাবে, কেহ মাতৃভাবে, কেহ প্রভুভাবে, কেহ সখ্যভাবে, কেহবা বাৎসল্যভাবে, আবার কেহ মধুরভাবে বা পতিভাবে ভালবাসিয়া থাকেন!—ইহা জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। পিতামাতা বন্ধু-বান্ধবাদিকে পাইয়া আমরা যে ভালবাসা-বৃত্তি স্বভাবতঃই লাভ করিয়া থাকি, উহাই উন্নত বা বিস্তৃত করিয়া, শ্রীভগবানে অর্পণ করাই জীবের উৎকৃষ্ট সাধনা ; কারণ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে যে ভালবাসায় আমরা পরিচিত ও অভ্যস্ত হই, উহাই ভগবানে অর্পণ করিতে পারিলে, অত্যন্ত স্বাভাবিক উপায়ে ধর্ম্মাচরণ করা হয়!—উহাই সহজ ও সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলপ্রদ সাধনা। সুতরাং ভগবানকে দাস্যভাবে, সখ্যভাবে, বাৎসল্যভাবে কিম্বা মধুর বা কান্তাভাবে ভজনা করার অধিকার, জীবের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ; অতএব ব্রজগোপিকাগণ যদি মধুররসে বা পতিভাবে ভগবানকে উপাসনা করিয়া থাকেন, যদি তাঁহাকে প্রাণের অভীষ্ট-দেবতা ও জীবন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বস্বরূপে আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকেন, তবে সেই ভালবাসায় দুর্নীতি, ব্যভিচার বা ঔপপত্য দোষ কোনরূপেই থাকিতে পারে না; কারণ ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপপতি বা পরপুরুষ বোধে ইন্দ্রিয় লালসার বশবর্ত্তী হইয়া গমন করেন নাই, কিম্বা কাম কামনাযুক্ত প্রাকৃত স্বামীভাব তাঁহাদের ছিল না! ব্রজ-গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য মানব বিবেচনা করিতেন না, রাসলীলা কালীন গোপিকাগণের স্তব হইতে দেখা যায়, তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "হে প্রিয় সখে শ্রীকৃষ্ণ, তুমি গোপকুলে আবির্ভূত হইয়াছ বলিয়া আমরা তোমাকে সামান্য গোপপুত্র বলিয়া মনে করি না, তুমি বিশ্বপতি, জগতের মঙ্গলের জন্যই তুমি ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়াছ।" সুতরাং ব্রজগোপিগণ কামপরায়ণা হইয়া লৌকিক উপপতির ন্যায়, ভগবানের নিকট সমাগতা হন নাই; কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বজীবের অধিপতি আনন্দময় প্রেমময় শ্রীভগবানেই আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য সমাগতা হইয়াছিলেন! সুতরাং কোন প্রকার লৌকিক দোষ বা নিন্দা গোপিগণের ভালবাসাতে স্পর্শ করিতে পারেনা। সংসারের ভালবাসা বহির্ম্মুখী ও ক্ষণভঙ্গুর, উহা জীবের বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে; কিন্তু এই ভালবাসাই শ্রীভগবানকে অর্পণ করিতে পারিলে, জীবের মুক্তি হইয়া থাকে; সুতরাং গোপিগণের মধ্যে যাঁহাদের লৌকিক পতির সহিত ভালবাসা হইয়াছে, সেই গোপিকাগণ যদি সেই স্বাভাবিক লব্ধ ভালবাসা শ্রীভগবানের চরণে সমর্পণ করেন, তবে উহাই **ভগবৎ-প্রেমে** পর্য্যবসিত হইয়া ভালবাসার চরম সার্থকতা হইবে! সুতরাং এইপ্রকারে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ, পরম পবিত্র ও মুক্তির নিদান না হইয়া, অশ্লীল ব্যভিচাররূপে কখনই গণ্য হইতে পারে না। দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি পঞ্চবিধ ভালবাসার পূর্ণ পরিণতি প্রেমে—ব্রজগোপিগণ প্রেমদ্বারাই প্রেমময় শ্রীভগবানকে উপাসনা করিয়াছিলেন; সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের এইরূপ অপ্রাকৃত উজ্জ্বল প্রেম-রস কখনও প্রাকৃত নরনারীর কাম-কামনা-জড়িত ভালবাসার সহিত তুলিত হইতে পারে না! ব্রজ-গোপিগণ রাস-রসেশ্বর রসিক-শেখর নিত্য-নবনটবর ভগবান **শ্যামসুন্দরের** শ্রীচরণে আত্মবলি প্রদান করিয়া ধন্যা হইয়াছিলেন!—শ্যাম-সায়রের অগাধ অকুল প্রেম-জলে প্রাণ ভরিয়া অবগাহন করিয়াছিলেন!—সংসার ভুলিয়া, কুলমান ত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণরূপ অতল প্রেম-সুধা-সিন্ধুতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন!—সেইসুগভীর প্রেম, সেই অপার্থিব ভালবাসা, সেই আনন্দ পরিপূর্ণ রস-মিলন, কল্পনা বা ধারণা করা সাধারণ মানবের পক্ষে অসম্ভব।

এক্ষণে **তত্ত্বের** দিক হইতে এই লীলাটী কিঞ্চিৎ আলোচনা করত এবিষয়ে বক্তব্য শেষ করিব। রাসলীলাতে তিনটী ভাব বিদ্যমান—(১) বিশুদ্ধ শৃঙ্গার রস (২) নিভৃত অবস্থান (৩) ব্যভিচার ভাব। শৃঙ্ ধাতু+গ+অর=শৃঙ্গার; শৃঙ্ ধাতুর অর্থ ভেদ করা, যাহা দুর্ভেদ্য ভাবকেও ভেদ বা অতিক্রম করিতে পারে, তাহার নাম শৃঙ্গ; অর শব্দের অর্থ—গতি-চক্র; সুতরাং শৃঙ্গার অর্থ—দুর্ভেদ্য বস্তু ভেদকারী মহাশক্তি সম্পন্ন গতি-চক্র; অর্থাৎ যাঁহার অপ্রতিহত প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া জীবমাত্রই বিধি-নিষেধাত্মক বিধানও ভুলিয়া যায় এবং সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করত রতি সম্ভোগের জন্য লালায়িত হয়, তাহার নাম কাম বা **শৃঙ্গার-রস**; এই রস প্রত্যেক জীবেতেই বিদ্যমান রহিয়াছে। ক্রোধাদি অন্যান্য বৃত্তির সহিত এই কাম-বৃত্তির বহু পার্থক্য বিদ্যমান; কারণ ক্রোধাদি বৃত্তিসমূহ বিষয় সাপেক্ষ, অর্থাৎ ক্রোধের কোনপ্রকার কারণ উপস্থিত না হইলে, ক্রোধের উৎপত্তি হয় না, সেইরূপ লোভের কোন কারণ না হইলে, লোভ হইতে পারে না—কেননা উহা বিষয় সাপেক্ষ; কিন্তু কাম-বৃত্তি বিষয় ও নির্ব্বিষয় উভয় অবস্থাতেই উৎপন্ন হইতে পারে;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ কাম উৎপত্তির কোনপ্রকার কারণ না থাকিলেও উহা জীবের হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবেই উদিত হইয়া থাকে; এজন্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদিতেও এই বৃত্তি স্বভাবতঃই উদিত হইয়া, তাহাদিগকে উন্মত্ত করিয়া দেয়; সুতরাং কাম বা শৃঙ্গার-রস অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন। জীব-মাত্রেরই অন্তরে যে প্রকারে স্বভাবতঃই শৃঙ্গার-রসের উদয় হইয়া থাকে, সেই নিয়মে ব্রজগোপিগণেরও হৃদয়ে ঐ রসের উদ্রেক হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা সেই রসে প্রাকৃত মানবের ন্যায় উন্মত্তা হইলেন না, তাঁহারা ধৈর্য্য সহকারে সেই রতি শ্রীভগবানে অর্পণ করার জন্য প্রস্তুত হইলেন! —উহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য গোপিগণের কঠোর ব্রতাচরণ! অতঃপর বস্ত্রহরণ-লীলাতে গোপিগণ অন্তর্ব্বাহ্য সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছিলেন এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের পরিচিন্তনে তাঁহাদের কাম-রতি বিশুদ্ধ ভাবাপন্ন হইয়াছিল। **শৃঙ্গার-রস** যেরূপ দুর্ভেদ্য ভাবকেও অনায়াসে ভেদ করে, সেইরূপ ভগবন্নিষ্ঠ গোপিগণের হৃদয়ে বিশুদ্ধ শৃঙ্গার-রস উদিত হইয়া তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার সংসারাসক্তি নষ্ট করিয়া গোপিগণকে কৃষ্ণ-প্রেমে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। অনন্তর গোপিগণ বংশী ধ্বনি শ্রবণ করত, বিশুদ্ধ শৃঙ্গার-রসে বিভাবিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করত সর্ব্বত্যাগী হইয়া, প্রেমময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধানের জন্যই শ্রীরাসের নিভৃত স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আত্ম-সুখ ভোগের ইচ্ছা ছিলনা, কৃষ্ণ সুখী হইলেই তাঁহারা সুখী, এই প্রকার **সমর্থা প্রেম-রতি** গোপিগণের অন্তরে উদ্রেক হইয়াছিল; অর্থাৎ তাঁহাদের কাম-রতি কৃষ্ণ-প্রেমে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, ইহাই বিশুদ্ধ শৃঙ্গার-রস!—ইহাই রাস লীলার প্রথম উপকরণ।

দ্বিতীয়—নিভৃত অবস্থান; ভগবানের উপাসনা নিভৃতে ও নির্জ্জনে করাই বিশেষ প্রয়োজন; কেননা বহির্ম্মুখীভাব নহে, ইহা মানবের সম্পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর্ম্মুখীভাব, এজন্য ভাবের সাধনা বা পূজা নির্জ্জনে করাই বিধেয়। বিশেষতঃ হৃদয়ে একবার কৃষ্ণ-প্রেমের অঙ্কুর উদ্গম হইলে, লোক-সঙ্গ আর ভাল লাগেনা—তখন নির্জ্জনে ও একান্তে থাকিতেই ভক্তের ইচ্ছা হয়; শ্রীরাসলীলা সম্পূর্ণ নিষ্কাম লীলা, তাই কাম-কামনাপূর্ণ সকাম জীবের পক্ষে এই লীলা সন্দর্শন ঘটে নাই—এজন্য নিশাকালে যখন ব্রজবাসিগণ সকলেই আপন আপন বাসস্থানে বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন শ্রীরাসের নিভৃত স্থানে নিষ্কাম গোপিগণকে লইয়া, ভগবান এই প্রেমানন্দপূর্ণ লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন!—ইহাই রাসলীলার দ্বিতীয় উপকরণ **নিভৃত স্থান**।

তৃতীয়—**ব্যভিচার**; বি+অভি+চর্ ধাতু+অ=ব্যভিচর; বি শব্দের অর্থ বিশেষরূপে, অভি শব্দের অর্থ সম্মুখে, চর অর্থ বিচরণ করা; অর্থাৎ বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করত, অন্তরে বাহিরে একাগ্র হইয়া কাম্য বস্তুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার নাম ব্যভিচর; আর যে কার্য্য দ্বারা হৃদয়ে এই ব্যভিচর ভাবটী উদয় হয়, তাহার নাম ব্যভিচার। সংসারে পতি পুত্র, গৃহ, বিত্ত, আত্মীয় বান্ধবাদির সেবা, লোকাচার রক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যই নিবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে বাধাস্বরূপ, এই সকল বাধা-বিঘ্ন বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, ব্রজগোপিগণ শ্রীকৃষ্ণের ভাবনাতেই ব্যস্ত ও তন্ময় থাকিতেন, এই কৃষ্ণ-ভাবনাই ব্যভিচার; আর রাস-লীলার রজনীতেও তাঁহারা ঐ সকল বাধাবিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করত শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করিতে করিতে তৎসমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহাও গোপিগণের ব্যভিচার—এই ব্যভিচার ভাব রাস-লীলার তৃতীয় উপকরণ!

শ্রীরাসলীলার বিষয়—সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ স্বয়ং কামদেবস্বরূপ রসরাজ কিশোর মূর্ত্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! কারণ গোপিকামণ্ডলী তাঁহাকেই চায়, সকলেই তাঁহাকে চায়, কেননা তিনি যে রসের পূর্ণতম মূর্ত্তি! পূর্ণানন্দ কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না চায়? পূর্ণানন্দের প্রেরণাতেই অনন্ত জীব-জগৎ ছুটাছুটী করিতেছে! —সকলেই পূর্ণানন্দের অভিলাষী! সর্ব্ববিধ আনন্দ, এমন কি ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত সেই আনন্দময় পরম পুরুষ হইতেই সতত উৎসারিত! সুতরাং কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সকলেই চায়। আবার কৃষ্ণ, নিজকেই নিজে চান; কারণ তিনি নিজেই নিজের রূপে মুগ্ধ, নিজেই নিজের ব্রহ্মানন্দে বিভোর! কিন্তু আনন্দের বিলাস না হইলে উহার সার্থকতা হয় না, তাই আনন্দের চরম বিলাস করিবার জন্য, আত্ম-স্বরূপ গোপিকাগণকে আশ্রয় করিয়া এই রাসলীলারূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেম-লীলা প্রকট করিয়াছেন। সুতরাং রাসলীলার বিষয়—শ্রীকৃষ্ণ, **আশ্রয়**—গোপিকামণ্ডলী এবং **স্থান** নিত্য-রাসময় শ্রীবৃন্দাবনস্থিত শ্রীরাস-ক্ষেত্র!! বৃন্দাবনলীলার চরম পূর্ণত্ব শ্রীরাস। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত রসের সার আস্বাদন করেন, এজন্য তিনি শৃঙ্গার-রসরাজ! **রাস** অর্থ—রস-সজ্ঘ অর্থাৎ সমস্ত রসের সমবায়; "রসানাং সজ্ঘঃ ইতি রাসঃ"; অথবা, "রস্যতে অনেন ইতি রাসঃ"—অর্থাৎ যাঁহা আশ্রয় করা মাত্রই, মন প্রেমরসে আপ্লুত হইয়া পরমানন্দ প্রদান করে, তাঁহার নাম রাস! কাহারও মতে গীত-বাদ্য সম্বলিত চক্রাকারে নর্ত্তনকেও রাস বলা হইয়া থাকে; শ্রীভগবানের রাস-লীলাতেও চক্রাকার নৃত্য, সঙ্গীত ও নানাবিধ বাদ্য প্রভৃতির অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছিল এবং রাসের কোনস্থলে ভগবান স্বয়ং, ধ্রুব তালাদি বাদন করত, সকলের আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—"আনন্দ-সত্তা আস্বাদনের নাম **রস**; হ্লাদিনী বা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদায়িনী স্বরূপ আনন্দ-শক্তির সহিত ভগবানের চরম বিলাস ও প্রেম-মিলনের নাম **রাস**"; মোট কথা সর্ব্বপ্রকার রস ও প্রেমানন্দ সম্ভোগের পূর্ণতম সম্মিলনের নামই "রাস"। আর **লীলা** অর্থ—যাঁহাতে কোন প্রকার বাধ্য বাধকতা নাই, যাঁহা ভগবান কৃপাপ্রদর্শন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া অথবা প্রাণের উচ্ছ্বাসে বা আবেগে সম্পন্ন করেন; যাঁহাতে "সাধুদিগের পরিত্রাণ কিম্বা পাপীদের শাসন" প্রভৃতি কোন প্রকার ঐশ্বরিক নিয়ম, ক্ষমতা বা ঐশ্বর্য্যভাব বিদ্যমান নাই; যাঁহা জীব-জগতের কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত, এবম্বিধ ভগবৎ আচরণের নাম **লীলা**।

শরৎকালের আকাশের ন্যায় যখন ভক্তের চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, যখন ভক্তের হৃদয়ে শারদীয় প্রফুল্ল পুষ্পাদির মত, শ্রদ্ধা রতি প্রভৃতি ভাব বিকশিত হইয়া ভগবৎ প্রেমের উদয় হয়, তখনই আত্মারাম ভগবান ভক্তকে আনন্দ অনুভব করাইবার জন্য, ভক্তের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করত তাঁহাকে দর্শন আলিঙ্গনাদি দানে কৃতকৃতার্থ করিয়া থাকেন!—ইহাই রাস-লীলা! অর্থাৎ পরমাত্মা যখন বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তের হৃদয়স্থিত মণি-মণ্ডপে আত্ম-বিকাশ করত ভক্তের সহিত আনন্দ সম্ভোগ করেন, তখন যে রসের আবির্ভাব হয়, তাঁহারই নাম রাস!—ভক্ত এবং ভগবানের এইপ্রকার আনন্দময় প্রেম-বিলাসের নামই **রাস-লীলা**!!

এক্ষণে প্রেমামৃত-রসার্ণব, পূর্ণতম রস-বিগ্রহ করুণা-সাগর শ্রীরাস-রসেশ্বর নিত্য-নবনটবর ভগবান যুগলকিশোরের শ্রীচরণারবিন্দে প্রণিপাত করত, শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়োল্লিখিত শ্রীশ্রীরাসলীলার মূল বিবরণ * বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত রাসপঞ্চাধ্যায়ের মূল বিবরণের সহিত, দেবী-মাহাত্ম্য বা চণ্ডী-গ্রন্থে বিবৃত বিবরণের অতি বিস্ময়জনক সাদৃশ্য রহিয়াছে!—ইহা মৎপ্রণীত "শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব ও সাধন-রহস্য" গ্রন্থের "দেবীরাস" অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। সপ্তশতী চণ্ডীর প্রথম চরিত্রে—বিষ্ণুলীলা : মধ্যম চরিত্রে—সমস্ত দেবগণের তেজ-সমষ্টিদ্বারা গঠিত, মহাশক্তি-লীলা ; আর উত্তম চরিত্রে—মহাকারণময়ী মহাশক্তির নিজস্ব লীলা। এইরূপে চণ্ডীর সর্ব্বত্র শক্তি ও শক্তিমানের অভেদভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; এজন্য চণ্ডী মহাগ্রন্থ, শাক্ত-বৈষ্ণবাদি সকলেরই অবশ্য পাঠ্য। মৎপ্রণীত উপরোক্ত গ্রন্থে, শক্তি এবং শক্তিমান সম্বন্ধে অনন্ত জ্ঞাতব্য তত্ত্ব ও বিচিত্র রহস্যাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

শ্রীশ্রীরাস-লীলা।

(মূল বিবরণ)

(১)

বস্ত্রহরণ কালে ব্রজগোপিগণ ও কুমারীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন; ভগবান তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, আগামী কোন পৌর্ণমাসী রজনীতে তাঁহাদের সহিত ভগবানের আনন্দ-মিলন হইবে। অতঃপর ভগবান তাঁহাদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলে, তাঁহারা কৃষ্ণ-চিন্তা করিতে করিতে অতি কষ্টে গৃহে ফিরিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের গৃহ সংসার আর ভাল লাগিত না। ভাবিনী **গোপিকা-গণ** দিবানিশি কৃষ্ণ-ভাবনায় ভাবিতা থাকায়, তাঁহাদের চিত্ত শরতের ন্যায় নির্ম্মল হইয়াছিল; এইরূপে তাঁহারা কৃষ্ণ-তন্ময়তা লাভ করিয়া কতদিনে কৃষ্ণের সহিত মিলন হইবে, কেবল এই আশাতেই বাঁচিয়া ছিলেন। এক্ষণে শরৎকালীন উৎফুল্ল মল্লিকা পুষ্পযুক্তা পৌর্ণমাসী রজনী সমাগতা দেখিয়া, অন্তর্য্যামী ভগবান, কৃষ্ণ-তন্ময়তা প্রাপ্তা গোপিকাগণকে আনন্দ-মিলন দ্বারা কৃতকৃতার্থ করিতে মনস্থ করিলেন। গোপ-গোপি-গণ পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবান **শ্রীকৃষ্ণ** যেরূপ শোভা পান, সেইরূপ আজ পূর্ণচন্দ্রও নক্ষত্রবেষ্টিত হইয়া শ্রীভগবানের সন্তোষ বিধানের জন্যই যেন শান্তিময় জ্যোৎস্না বিকিরণ করত ব্রজ-গগনে উদিত হইলেন। চির-বাঞ্ছিত পরম পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য, যেন আজ বৃন্দারণ্য অপূর্ব্ব ফলপুষ্প-সম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন; তদুপরি সমুজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ পতিত হওয়ায়, সে শোভা আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া শ্রীভগবানের আনন্দ উদ্দীপন করিতে লাগিল। শরৎকালে মল্লিকাদি পুষ্প দৃষ্ট হয় না; কিন্তু আজ কেবল ভগবানের প্রীত্যর্থেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দারণ্যে ও যমুনা-পুলিনে মল্লিকাদি পুষ্পের অপূর্ব্ব বিকাশ হইল। শ্রীভগবান বৃন্দাবনের এবং পূর্ণচন্দ্রের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া অতীব প্রীত হইলেন। অতঃপর তিনি বামদৃষ্টিধারিণী * গোপিনীগণের মন হরণার্থে আকর্ষণী স্বরেতে **কাম-বীজ** উদ্দীপন করত বংশীধ্বনি করিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশীতে এইরূপ ধ্বনি গীত হইয়াছিল যথা,—"কলং বামদৃশাং মনোহরং" ; এই বাক্যটীর সাধারণ অর্থ এই যে, ভগবান বংশীতে কামিনীগণের মন হরণকারী শব্দ উত্থাপন করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই বাক্যটীর বিশেষ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে, উহা দ্বারা **কাম-বীজ** বা **কৃষ্ণ-বীজই** নিষ্পন্ন হইবে যথা, **কলং**=কল=**ক্ল**, ইহাতে বামদৃক্ অর্থাৎ চতুর্থ স্বর **ঈ**-কার যুক্ত করিলে **ক্লী** হইল, ইহা মনোহর অর্থাৎ মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা **চন্দ্র** বা চন্দ্রবিন্দুকে হরণ করিতেছে ; সুতরাং ক+ল+ঈ+ঁ=**ক্লীং**, ইহা কাম বীজ বা কৃষ্ণ-বীজ, জগতের আদি কারণ এবং পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তিরও কারণস্বরূপ, যথা—**ক**-কার হইতে জল, **ল**-কার হইতে পৃথিবী, **ঈ**কার হইতে বহ্নি, **নাদ** হইতে বায়ু এবং **বিন্দু** হইতে আকাশ উদ্ভব হইয়াছে ; সুতরাং এই বীজ পঞ্চভূতাত্মক তত্ত্বযুক্ত †। এই বীজের অন্যপ্রকার তাৎপর্য্য যথা,—**ক**-কারে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ **শ্রীকৃষ্ণ** নায়ক, ঈ-কারে মহাভাব স্বরূপিণী প্রকৃতিরূপিণী **রাধা** নায়িকা, ল-কারে এই নায়ক-নায়িকার মিলনাত্মক প্রেমানন্দ, আর নাদ-বিন্দু—উভয়ের আলিঙ্গনাদি বিলাস-ভাবজনিত **মাধুর্য্য-রসের**

* বস্ত্র-হরণ লীলা দ্বারা গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণে তন্ময় হওয়ায়, তাঁহারা সংসারে ও বিষয় ভোগাদিকে বাম দৃষ্টিতে অর্থাৎ বিপরীত ভাবে দর্শন করিয়া, ভগবানকেই অনুকূল দৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন!—এজন্য সেই কৃষ্ণ-কামিনীগণকে বামদৃষ্টিধারিণী বলা হইয়াছে।

† ল-কারাৎ পৃথিবী জাতা ক-কারাজ্জলসম্ভবং
ঈ-কারাৎ বহ্নিরুৎপন্নো নাদা দ্বায়ুঃ প্রজায়তে।
বিন্দোরাকাশ সম্ভূতরিতি ভূতাত্মকঃ বীজঃ॥ —সাধনতত্ত্বসার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণতম বিকাশ; সুতরাং **ক্লীং** এই মহাবীজ শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিলাস-দ্যোতক্ মাধুর্য্য-রস-সিন্ধু-মথিত অমৃতস্বরূপ **মহামন্ত্র*** !!

বংশী-ধ্বনিতে আকর্ষণী ভাব ও কামবীজ উদ্দীপনী মহামন্ত্র পুনঃ পুনঃ গীত হওয়ায়, বিশুদ্ধচিত্তা গোপিগণের কৃষ্ণ-লাভের কামনা অত্যন্ত প্রবলা হইল এবং বংশীধ্বনির আকর্ষণে তাঁহারা যিনি যে অবস্থাতে ছিলেন, সেই অবস্থাতেই তৎক্ষণাৎ গৃহ-ত্যাগ করিলেন !—তাঁহারা কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, কোন উদ্দেশ্যই কেহ জানিতে পারিলনা ; কেবল বংশীরবের অনুগমন করত তাঁহারা ধাবিতা হইলেন। অতি দ্রুত গমনের জন্য তাঁহারা বায়ুচালিত স্বর্ণলতিকার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিলেন, তাঁহাদের বসনের অগ্রভাগ পতাকার ন্যায় উড়িতেছিল, কর্ণস্থ কুণ্ডল ইতস্ততঃ দুলিতেছিল। কোন গোপিনী দুগ্ধ দোহন করিতেছিলেন, দোহন কার্য্য সমাপ্ত না করিয়াই তিনি বংশীস্বরের অনুগমন করিলেন। কোন গোপিনী দুগ্ধ উত্তপ্ত করিতেছিলেন, চুল্লী হইতে দুগ্ধ ভূমিতে রক্ষা করিবার পর্য্যন্ত অবসর হইলনা—তৎক্ষণাৎ তিনি ধাবিতা হইলেন। কেহ আত্মীয় স্বজনাদিকে আহার্য্য দ্রব্যাদি পরিবেশন করিতেছিলেন, ঐ কার্য্যও অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি বেণু-রবের অনুসরণ করিলেন ! কেহবা শিশু সন্তানকে স্তন্য পান করাইতেছিলেন, ইহাও পরিত্যাগ করিয়া তিনি ভগবানের দিকে ধাবিতা হইলেন। এইরূপে কোন গোপিনী পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া, কেহবা ভোজন অসমাপ্ত রাখিয়া, কেহ অঙ্গমার্জ্জনা কিম্বা অঞ্জনাদি ধারণ-কার্য্য শেষ না করিয়াই বেণুরবের দিকে ধাবিতা

* ক-কারে নায়কঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ
ঈ-কারে প্রকৃতি রাধা মহাভাবস্বরূপিণী।
লশ্চানন্দাত্মকং প্রেমসুখঞ্চ পরিকীর্ত্তিতং
চুম্বনাশ্লেষ মাধুর্য্যং বিন্দুনাদ সমীরিতং ॥ —সাধনতত্ত্বসার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেন! কোন কোন গোপী আভরণাদি ধারণ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বেণুরব শুনিয়া এরূপ উন্মত্তা হইলেন যে, মস্তকের ভূষণ পদে এবং পদের ভূষণ মস্তকে ধারণ করিয়াই গৃহ হইতে বাহির হইলেন। কেহবা এক হস্তে বা এক পদে আভরণ ধারণ করিয়াই ধাবিতা হইলেন! আবার কোন গোপী বস্ত্র পরিধান করিতেছিলেন, বংশীরবে এরূপ মোহিতা হইলেন যে, এই কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিলেন না; কোনরূপে পরিধেয় বস্ত্র শরীরে জড়াইয়া, করদ্বারা উহা ধারণ করত বংশী-ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া ধাবিতা হইলেন। আজ সর্ব্বশক্তিমান স্বয়ং ভগবান, ভক্তরূপী গোপিগণকে বাঁশরীদ্বারা প্রেম উদ্দীপন করত **মহাকর্ষণ** করিয়াছেন! সুতরাং গোপিগণ সর্ব্বপ্রকার প্রিয়বস্তু এমনকি পতিকে এবং স্তন্য-পানার্থী শিশুকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন; অর্থাৎ লৌকিক সর্ব্ববিধ স্নেহ-মমতাদি পরিত্যাগ করত তীব্র বৈরাগ্যসম্পন্না হইয়া, শুদ্ধচিত্তা পবিত্রা গোপিগণ ভগবানের অভিমুখে ধাবিতা হইয়াছিলেন!

গোপিকাগণ দুগ্ধ দোহন ও উত্তাপনাদি **জাতীয় ধর্ম্ম**, আত্মীয় স্বজনকে পরিবেশনাদি **লোকাসক্তি**, পতি সেবাদি **লোকধর্ম্ম**, সমস্তই ত্যাগ করিয়াছিলেন; সন্তান ত্যাগ দ্বারা দুস্ত্যজ্য স্নেহ-মমতা, ভোজ্য ও অঙ্গানুরাগ প্রভৃতি ত্যাগ দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ভোগাসক্তি ও **ভোগ-বিলাস** ত্যাগ করত, পূর্ণ বৈরাগ্যযুক্তা ও বিশুদ্ধা হইয়া পরমাত্মার সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ অন্তরে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইয়া, **ভক্তের** চিত্ত যখন ভগবানে লীন হয়, তখনই ভগবান ভক্তের হৃদয়ে আত্ম-প্রকাশ করিয়া ভক্তকে পরমানন্দ প্রদান করিয়া থাকেন।

যখন গোপিকাগণ বংশীরব শ্রবণ করিয়া সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করত গৃহ হইতে বাহির হইতেছিলেন, তখন কাহারও পিতা কাহারও পতি, কাহারও ভ্রাতা বা আত্মীয়-বান্ধবগণ গোপিনীদিগের গৃহ-ত্যাগে বাধা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদান করিলেন ; কিন্তু ভগবান গোবিন্দ তাঁহাদিগকে এমন আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ গোপীই সেই সকল নিষেধ ও সর্ব্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করত উন্মত্তা হইয়া, বেণু-রবের অনুগমন করিয়াছিলেন। শ্যামসুন্দরের বংশীধ্বনি কেবল মধুর-রসান্বিতা কৃষ্ণ-কামী গোপিগণই শ্রবণ করিয়াছিলেন—ব্রজবাসী আর কেহই সে রব শুনিতে পান নাই ! এমনকি পূর্ণ বাৎসল্য-রসান্বিতা কৃষ্ণগতপ্রাণা যশোমতী রোহিণী প্রভৃতিও সে স্বর শুনিতে পান নাই, কারণ তাঁহারা যদি নিশাকালে সে স্বর শুনিতে পাইতেন, তাহা হইলে গোপালের জন্য ব্যস্ত হইয়া সুদূর বৃন্দারণ্যে তাঁহাকে খুঁজিতে যাইতেন ; কিন্তু ভগবান **ইচ্ছাময়** এবং সঙ্কল্প-সিদ্ধ ছিলেন, তাই ব্রহ্ম-মোহনলীলার সময়ে তাঁহার ইচ্ছামাত্রই বহু গোপ-বালক ও গো-বৎসগণের সৃষ্টি হইয়াছিল ! এই লীলাতেও তাঁহার ইচ্ছামাত্রই শরৎ কালেও মল্লিকাদি পুষ্পের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তিনি আপনাকে বহুরূপে ব্যক্ত করিয়া, গোপিকাগণকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবানের ইচ্ছাতেই আজ বংশীরব শুধু মধুর-রসযুক্তা কৃষ্ণ-কামী গোপিনীগণই শ্রবণ করিয়াছিলেন।

বংশীরব শ্রবণে গমনোদ্যত কোন কোন গোপীকে তাঁহাদের আত্মীয়গণ বিশেষরূপে বাধা প্রদান করিলে, কোন কোন গোপী বংশীধ্বনির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"ঐ শোন, কি মধুর বংশীরব! —তোমাদের কি কান নাই ? তোমরা কি কিছুই শুনিতেছনা" ! প্রকৃতপক্ষে গোপগণ বংশীধ্বনি কিছুই শুনিতে পান নাই ; তাই তাঁহারা বলিয়াছিলেন—"কোথায় শব্দ, ও কিছুই নয়, তোমরা দিবসে পুনঃ পুনঃ বংশীধ্বনি শুনিয়াছ, তাহারই স্মৃতি তোমাদের চিত্তে ঝঙ্কার দিতেছে! সুতরাং স্থির হও"। তথাপি প্রেমোন্মত্তা গোপিগণ প্রতিনিবৃত্তা না হওয়ায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপগণ তাঁহাদিগকে দুষ্টগ্রহাক্রান্তা কিম্বা উন্মাদগ্রস্তা বলিয়া স্থির করিলেন। কোন কোন গোপী বহির্গমন কালীন আত্মীয়গণ দ্বারা এরূপ বাধা প্রাপ্ত হইলেন যে, তাঁহারা সেই গোপিকাকে বন্ধন করত ঘরের ভিতরে অর্গলবদ্ধ করিয়া ধরিয়া রাখিলেন! ঐ সকল গোপী, পতি-পুত্রাদি সহ সংসারে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ চিন্তাতেই মগ্না থাকিতেন; এক্ষণেও কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্তা হইয়া নয়ন নিমীলন করত তন্ময়-ভাবে ভগবানকে নিয়ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দৃঢ়ভাবে বাধা প্রাপ্ত হইয়া এবং কৃষ্ণ-প্রেমে বিভাবিতা হইয়া, সেই গোপিগণের পাপ-পুণ্য ও সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হইল; অতঃপর তাঁহারা আত্যন্তিক কৃষ্ণ-ধ্যাননিষ্ঠ হওয়ায়, বিশুদ্ধচিত্তা হইয়া কৃষ্ণ-কৃপা প্রাপ্ত হইলেন এবং **গুণময়** দেহ পরিত্যাগ করত, নিত্য-**ভাবময়** দেহ লাভ করিয়া শ্রীরাস-ক্ষেত্রে প্রাণকান্ত প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সমীপে গমন করিলেন।

শ্রীরাধা ভগবানের স্বরূপ আনন্দ-শক্তি, তৎব্যতীত শ্রীরাস-ক্ষেত্রে যে সকল গোপিকাগণ শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে, তিন শ্রেণীর গোপিকা ছিলেন, **নিত্য-সিদ্ধাগণ**, প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—ইহারাই ললিতাদি অষ্টসখী বা দশ সখী। **সাধন-সিদ্ধাগণ** দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত; ইহারা কঠোর ব্রতাচরণ প্রভৃতি দ্বারা ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত—ইহারা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, শ্রীরাসে মিলিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর **ভাব-সিদ্ধাগণ** তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; আত্যন্তিক বিষয় সম্ভোগের জন্য ইহাদের দেহ অসিদ্ধ, তাই ইহারা সশরীরে শ্রীরাসে যোগ দিতে পারেন নাই; কিন্তু মনপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হওয়ায়, অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ-তন্ময়তা-রূপ ভাব-দেহ লাভ করিয়াছিলেন। তৎপর বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া তদনুসরণে তীব্রভাবে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহাদের ভাবময় দেহ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল; তৎপর তাঁহারা স্থূল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ পরিত্যাগ করত ভাবময় দেহে শ্রীরাসে মিলিতা হইয়াছিলেন !—কি আশ্চর্য্য তন্ময়তা, কি মাধুর্য্য পরিপূর্ণ সুগভীর প্রেম ! কি মহাভাবময় ধ্যান-নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক ভক্তি, যাঁহার বলে গোপিকাগণ মুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় !

ব্রজগোপিনীগণ পূর্ব্বোক্তরূপে আত্মীয় স্বজন, গৃহ, বিত্ত কুলমান ভয় লজ্জা, এমন কি প্রাণের মমতা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করত বাঁশীর স্বরে মোহিতা এবং কৃষ্ণ-প্রেমে উদ্দীপ্তা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপনীতা হইলেন। গোপিগণের এই প্রকার প্রেমোন্মত্ততা এবং অদ্ভুত রকমের বেশ-বিন্যাসাদি দর্শন করায়, ভগবান গোবিন্দের মুখমণ্ডলে আনন্দভাব বিকশিত হইল *। ভুবনমোহন শ্যামসুন্দরের মুখমণ্ডল আনন্দযুক্ত দর্শন করিয়া, গোপিগণের মুখমণ্ডলেও আনন্দভাব ফুটিয়া উঠিল এবং তদ্দর্শনে ভগবানের **শ্রীমুখমণ্ডলে** আনন্দভাব আরও বর্দ্ধিত হইল এবং ঐ প্রকার বর্দ্ধিত আনন্দ দর্শনে, গোপিগণের আনন্দভাবও ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ! এইরূপে গোপিকাগণ এবং ভগবান অনন্ত রূপ ও অসীম আনন্দ উপভোগ করিলেন। এই প্রকার রূপদর্শন এবং আনন্দ উপভোগের কোন প্রকার সীমা বা মাত্রা নাই, সেই আনন্দ বা সেই রূপ, অসীম অনন্ত অফুরন্ত এবং নিত্যই নূতন !—এইজন্য শ্রীভগবান নিত্য নব-নটবর **শ্যামসুন্দর।**

অতপর রসিক-শেখর বাগ্মী-শ্রেষ্ঠ ভগবান, সমাগত গোপিকাগণকে প্রেম-পরীক্ষাচ্ছলে, বলিতে লাগিলেন—"হে গোপিনীগণ, হে মহা-

* কারণ গোপিগণের মধ্যে কেহ হস্তের আভরণ পদে এবং পদের আভরণ হস্তে ধারণ করিয়াছেন, আর কেহ এক হস্তে বা এক পদে আভরণ ধারণ করিয়াই বংশীধ্বনির অনুগমন করিয়াছিলেন। আবার কেহবা আলুলায়িত বস্ত্র কোনরূপে শরীরে জড়াইয়া, উহা হস্তদ্বারা ধারণ করত সমাগতা হইয়াছেন !—এই প্রকার অদ্ভুত বেশ-বিন্যাসাদি দর্শন করিলে হাস্য এবং আনন্দের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগ্যবতিগণ! আপনাদের কুশল তো ?—ব্রজধামের কুশল তো ? এই ভীষণ স্থানে এত দ্রুতভাবে আপনারা কেন আগমন করিয়াছেন ?—ইহার কারণ কি ? আপনাদের কি হিত সাধন করিতে হইবে, শীঘ্র বলুন। এক্ষণে রজনীর গভীর অবস্থা, এই বনস্থলীও হিংস্র জন্তু দ্বারা পূর্ণ ; সুতরাং আপনাদের ন্যায় স্ত্রীলোকের এখানে অবস্থান করা কিছুতেই উচিত নহে, সত্বর ব্রজে প্রতিগমন করুন। হে কামিনীগণ, আপনারা এই ঘোর বনে আগমন করাতে, আপনাদের পিতা-মাতা ভ্রাতা, পতি ও অন্যান্য আত্মীয়-গণ কতই না অনুসন্ধান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বিপদের আশঙ্কায় ভীত করিবেন না, আপনারা ব্রজে গমন করুন। * আপনারা সুরাগ-রঞ্জিত, কুসুমিত, তরুলতা সুশোভিত, যমুনা-জল-সম্পৃক্ত শীতল বায়ু প্রবাহিত বৃন্দাবন দর্শন করিলেন, এক্ষণে ব্রজে গমন করুন। হে কামিনীগণ! আপনারা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন বলিয়া, সেই স্নেহ-রসে এতদূর আকর্ষিতা হইয়াছেন যে, এই নিশাকালেও আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন! ইহা আপনাদের উপযুক্তই হইয়াছে, কেননা সকল প্রাণীই আমাতে প্রীতি স্থাপন করিয়া থাকে ; কিন্তু হে কল্যাণিগণ! পতি-পুত্রাদি এবং আত্মীয় স্বজনের সেবা দ্বারা সংসার-ধর্ম্ম পালন করাই স্ত্রীজাতীর

* কোন কোন মহাত্মা ব্রজগোপিগণের প্রতি ভগবানের এই সকল শ্লেষযুক্ত বাক্যের, উপরোক্তরূপ প্রতিকুল অর্থ না করিয়া উহা অনুকুল অর্থবোধকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন : তাঁহাদের মতে এই সকল বাক্যের অর্থ এইরূপ যথা—"হে গোপিনীগণ! আর ব্রজে ফিরিয় যাওয়া উচিত নহে, কারণ আপনারা নারীজাতি ও কোমলাঙ্গী : যদিও রজনী গভীর তথাপি উহা জ্যোৎস্নায় আলোকিত হইয়াছে : বনস্থলী ঘোর বটে, তথাপি আমার প্রভাবে সকলেই হিংসাশূন্য। হে রমণীগণ! আমি যে স্থানে আছি, তাহা আপনাদের পিতা মাতা ভ্রাতা বান্ধবাদি কেহই অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিবেন না; সুতরাং তাঁহাদের সমাগম জনিত ভয় পরিত্যাগ করিয়া আপনারা নির্ভয় হউন"। পরবর্ত্ত ভগবৎবাক্যসমূহেরও এই প্রকার অনুকুল অর্থবোধক ব্যাখ্যা আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম ধর্ম্ম। কুলনারীর পক্ষে ঔপপত্যভাব অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিন্দনীয়, উহা ইহ পরকালের পক্ষে ভয়াবহ * ; সুতরাং হে কামিনীগণ, আপনারা গৃহে প্রতিগমন করুন।” গোবিন্দের এই সকল অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া, গোপিনীগণ বিষাদযুক্তা, ভগ্ন-সংকল্পা এবং অত্যন্ত চিন্তাকুলা হইলেন। নিবৃত্তিপরা গোপিকাগণকে শ্লেষভাবে ভগবান প্রবৃত্তিপরায়ণ উপদেশ প্রদান করায়, তাঁহারা অত্যন্ত শোক প্রাপ্ত হইয়া, অবনত মস্তকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে চরণাঙ্গুলী দ্বারা ভূমিতল খণ্ডিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই ভাবটী চিন্তা করিলে, মনে হয় যেন তাঁহারা বসুন্ধরাকে বলিতেছেন, “হে মাতঃ বসুন্ধরে! তুমি দ্বিখণ্ডিতা হও, আমরা তোমাতে প্রবেশ করি ; এই নিদারুণ কৃষ্ণ-বিরহজনিত তাপ আমরা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবনা!” তখন গোপিকাগণের ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া গেল, চক্ষু হইতে দর-বিগলিত ধারা নির্গত হইয়া নয়নাঞ্জনের সহিত মিশিয়া তাঁহাদের বদন-মণ্ডল মসীময় করিল, ঐ অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল ভিজিয়া যাইতে লাগিল! তাঁহাদের এই প্রকার শোকের উদয় হইল যে, তাঁহারা বহুক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিলেন না, স্থির ভাবে অবস্থান করিয়া শুধু অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শুদ্ধ-চিত্তা গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণে একান্ত অনুরক্তা বলিয়া এত দুঃখেও চক্ষের জল মুছিয়া বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে করুণস্বরে প্রেমভরে বলিতে লাগিলেন, —“হে বিভো! আপনি আমাদের সমস্ত অবস্থাই জ্ঞাত আছেন, আমরা আপনাকে পাইবার আশাতেই সর্ব্বস্ব ত্যাগ করত আপনার পাদমূলে সমাগতা হইয়াছি ; আমাদের প্রতি এরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা

* ইহার অনুকুল অর্থ এইরূপ যথা—ভগবান বলিতেছেন, "আমার মত আত্মময় ও আত্মারূপী প্রকৃত পতির সমীপস্থা হইয়াও যে নারী অন্য বাহ্য পুরুষের সম্ভোগ কামনা করে, তাহারই ঔপপত্য দোষ হয় এবং ইহ-পরকালে সে সুখী হইতে পারে না।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনার উচিত হইতেছে না! আপনি চিরদিন ভক্তাধীন, আমরাও আপনারই ভক্ত, আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন না। পতি পুত্র গৃহ বিত্তাদি ত্যাগ করিয়া আসায়, আমাদের নারী-ধর্ম্ম ত্যাগ হয় নাই, কারণ আমাদের মনে হয়, আপনার ন্যায় পরমেশ্বরে আমাদের প্রীতি সংস্থাপিত হওয়ায়, আমাদের সকল ব্রতই সফল এবং সকল ধর্ম্মই পূর্ণ হইয়াছে। হে অঙ্গ! আপনি ইহ জগতের স্থাবর জঙ্গমাত্মক সকল দেহধারীতে আত্মরূপে অধিষ্ঠিত, এই কারণে আপনি জীবমাত্রেরই অতি প্রিয়। হে কৃষ্ণ, আমরা নিশ্চয় বুঝিয়াছি, আপনিই ত্রিসংসারের **নিত্য প্রিয়** বস্তু, আপনি কি সকাম কি নিষ্কাম সকলেরই ফলদাতা; আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনাকে লাভ করিবার আশায় আশায় আমরা বহুদিন হইতে জীবন ধারণ করিতেছি। হে অরবিন্দনেত্র *! আমাদের আশালতাকে ছিন্ন করিবেন না। হে কৃষ্ণ! আমরা গৃহকর্ম্মেই নিরতা ছিলাম, কিন্তু আপনার বংশীর স্বর আমাদের কর্ণ-পথে প্রবেশ করত, আমাদিগকে আনন্দে মাতাইয়া, আমাদের ইন্দ্রিয়াদি সহ মনকে অপহরণ করত আপনারই পাদ-পদ্মে অর্পণ করিয়াছে!—এক্ষণে আমরা কি লইয়া ব্রজে গমন করিব? হে প্রভো! আপনাকে পাইবার জন্য **কামনারূপ বহ্নি** আমাদের অন্তরে লুক্কায়িত ছিল, কিন্তু আপনার বাঁশরীর মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া এবং এক্ষণে আপনার হাস্যমণ্ডিত

* অরবিন্দ নেত্র বলার তিন প্রকার আস্বাদন আছে যথা,—(১) অর=তীক্ষ্ণ চক্র; বিন্দ=প্রান্তভাগ। গোপিগণ যেন বলিতেছেন,—"আপনার কৃপাদৃষ্টি তীক্ষ্ণধারযুক্ত; সুতরাং উহাদ্বারা আমাদের সংসার-আসক্তি ছিন্ন হইয়াছে।" (২) অরবিন্দ অর্থ—পদ্ম; পদ্মে শীতলতা আছে, এজন্য গোপিগণ বলিতেছেন,—"আপনার কৃপাদৃষ্টি এত শীতল যে, তদ্বারা আমাদের ত্রিতাপ-জ্বালা উপশমিত হইয়াছে।" (৩) পদ্ম রাত্রিকালে মুদিত থাকে; তাই গোপিগণ যেন অভিমানে বলিতেছেন,—"আপনার কৃপা-নেত্র কি নিশাকাল হেতু মুদিত রহিয়াছে?—তাই সমীপস্থা কামিনীগণকে সদয়ভাবে দেখিতেছেন না!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দময় বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া আমাদের সেই লুক্কায়িত কামনা-বহ্নি এরূপ প্রদীপ্ত হইয়াছে যে, আমরা সেই যাতনা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না ; আপনি কৃপাপরবশ হইয়া অধরামৃত সিঞ্চন করত ঐ অগ্নি উপশম করুন, * নতুবা আমরা বিরহজনিত অগ্নি দ্বারা আমাদের কর্ম্মজাত দেহকে দগ্ধ করিয়া ধ্যানযোগে আপনার চরণ-যুগলে চিরাশ্রিতা হইব। ত্রিলোক বাঞ্ছিতা লক্ষ্মী ও তুলসী দেবী, আপনার যে পদতল সতত বাঞ্ছা করিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই পদ-রজের আশাতে আমরা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। হে সর্ব্ব দুঃখহারি ! আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ; হে পুরুষ-রত্ন, আমরা আপনার ভুবনমোহন রূপে এবং মৃদুহাস্য মিশ্রিত প্রেমপূর্ণ বদন-মণ্ডল দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি এবং আপনাকে পাইবার তীব্র কামনায় অত্যন্ত সন্তপ্তা হইয়াছি, আমরা আর কিছুই চাইনা, আমাদিগকে আপনার দাসীত্ব প্রদান করুন। হে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ! আপনার কুঞ্চিত কুন্তল-শোভিত বদন, প্রেমদীপ্ত গণ্ডস্থল, অমৃতযুক্ত অধর, অভয় হস্তযুগল এবং শান্তিময় বক্ষস্থল দর্শন করিয়া, আমরা পুলকিতা ও বিমুগ্ধা হইয়া দাসীত্ব প্রার্থনা করিতেছি *। হে বিভো ! আপনার সুমধুর বেণুগীত শ্রবণ এবং ত্রিভুবনের সমস্ত সৌন্দর্য্যের উৎস-স্বরূপ মদনমোহন কান্তি ও রূপ দর্শন করিয়া আমাদের ন্যায় অবলা স্ত্রীজাতি যে মুগ্ধা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? আর ত্রিভুবনে এমন পুরুষই বা কে আছেন, যিনি ঐ বংশীরব এবং ঐ অপূর্ব্ব-রূপ দর্শন করিয়াও বিমোহিত হইবেন না ? আপনার রূপ দর্শনে ব্রজবাসী সকলেই মুগ্ধ, এমনকি ব্রজের পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ এবং বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত আপনার বংশীরব শ্রবণে ও রূপ-দর্শনে পুলক অনুভব করিয়া থাকে ! হে আর্ত্তবন্ধো কৃষ্ণ ! আপনার প্রাপ্তি কামনারূপ অগ্নি

* এই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য এই গ্রন্থোক্ত রাসলীলার উপসংহারে দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের হৃদয়কে তীব্রভাবে দহন করিতেছে ; অতএব আপনার সুশীতল পদ্ম-হস্তদ্বয় আমাদের বক্ষস্থলে ও মস্তকে প্রদান করিয়া আপনি আমাদের কামনাজনিত উত্তাপ বিনাশ করত আমাদিগকে শান্তি প্রদান করুন * ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, একান্ত অনুরক্তা এবং কৃষ্ণ-কামনায় বিভাবিতা গোপিগণের প্রেমভাব দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং মধুর সম্ভাষণে ও আলাপনে তাঁহাদের আনন্দ উদ্দীপন করত, স্বয়ং **আত্মারাম** হইলেও গোপিকাগণের সহিত প্রেম-মিলন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। যিনি কোন প্রকার ভক্তকেই বিচ্যুত করেন না, সেই ভগবান অচ্যুত, মধুর হাস্য বিজড়িত প্রেমোল্লাসে গোপিগণের আনন্দ বর্দ্ধন করত সমাগতা গোপিকাগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া, নক্ষত্রগণ পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন শত শত গোপিকাগণের প্রেমময় কর্ত্তা বা পতি হইলেন। গোপিনীগণ শ্রীভগবানের নাম ও লীলাদিযুক্ত গীত উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন, ভগবানও তাঁহাদের হৃদয়ে প্রেমভাব আরও বর্দ্ধিত করার জন্য, স্বীয় নাম ও লীলামৃত-গীতি, বংশীদ্বারা গান করিতে লাগিলেন। অতঃপর গোপিকাগণ পরিবেষ্টিত বনমালা সুশোভিত শ্রীভগবান, পুষ্প-সম্ভার সুসজ্জিত জ্যোৎস্না-ধবলিত **বৃন্দাবনের** নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন! এইরূপে তিনি গোপীদের সহিত পরম রমণীয় যমুনা-পুলিনে উপস্থিত হইলেন। আত্মময় ভগবান এক্ষণে গোপিনীগণকে একই সময়ে পরমানন্দ প্রদানে ধন্যা করিবার জন্য, যত সংখ্যক্ গোপিনী ছিলেন, তত সংখ্যক্ ভাবময় কৃষ্ণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করত, প্রত্যেক গোপিনীকে আনন্দ প্রদান করিতে লাগিলেন! অতঃপর আত্মরমণনিষ্ঠ ভগবান গোপিগণকে আনন্দ আস্বাদন করাইবার জন্য, প্রত্যেক গোপিনীকে যুগলবাহু প্রসারণ

* ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই গ্রন্থের রাসলীলার উপসংহারে লিখিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন এবং আপনার শান্তিময় পদ্ম-হস্ত দ্বারা গোপিগণের কর, মস্তক, নীবি (নাভিবস্ত্র), উরু ও বক্ষস্থল স্পর্শ করিলেন* এবং অঙ্গের কোন কোন স্থানে অঙ্গুলীর সুমধুর স্পর্শ দ্বারা তাঁহাদের প্রেমানন্দ বর্দ্ধিত করিলেন; এইরূপে সুললিত কটাক্ষ ও হাস্য পরিহাসাদি দ্বারা প্রেমানন্দে মাতাইয়া, আত্মারাম ভগবান গোপিগণের সহিত প্রেমানন্দে আত্ম-রমণ বা প্রেম-বিলাস করিলেন।

এই প্রকার প্রেমানন্দ ভোগ দ্বারা সম্মানিতা হইয়া গোপিনীগণ সংসারস্থা সকল নারীগণ হইতে আপনাদিগকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া স্থির করিলেন। ভগবানের প্রদত্ত প্রেমানন্দ ভোগদ্বারা গোপিগণকে সৌভাগ্য-মদে গর্ব্বিতা দেখিয়া, তাঁহাদের প্রেমজনিত দর্প চূর্ণ করিবার মানসে এবং কৌশলদ্বারা তাঁহাদিগকে কৃপা করিবার জন্য, তৎক্ষণাৎ ভগবান, প্রধানা গোপী আত্ম-আনন্দ-শক্তি শ্রীরাধিকা সহ তাঁহাদের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

এইস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত "শ্রীশ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়ের" প্রথম অধ্যায়োল্লিখিত বর্ণনা শেষ হইল। শ্রীরাসলীলার অবতরণিকাতে বলা হইয়াছে যে, শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ভক্তিযোগে ভাবাবেশে গ্রহণ করাই ভক্তের সাধ্য এবং ইহাই রাসলীলার গূঢ় রহস্য! শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রা-তত্ত্বই শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের পাঁচটী অধ্যায়ে পরবর্ত্তীক্রমে বিকাশ হইয়াছে; ইহা ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইবে। শ্রীরাসের প্রথম অধ্যায়ে, প্রথমেই ভগবান কাম-বীজ প্রতিপাদ্য অপূর্ব্ব শব্দযুক্ত বংশীবাদন করিয়া গোপিনীগণের পরম বৈরাগ্য উদ্দীপন করিয়াছিলেন!—ইহাই শ্রীরাসের **শব্দতত্ত্ব**। অতঃপর প্রথম অধ্যায়ের শেষভাগে, ভগবান গোপিকাগণকে স্পর্শ ও প্রেমালিঙ্গন প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাদের অন্তর-বাহ্য অভেদ করত, সর্ব্ববিধ লজ্জা ও হীন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাব অপসারিত করিয়া, তাঁহাদিগকে পরমাত্মময়ী করত, প্রেম-বিলাস করিয়াছিলেন!—ইহাই শ্রীরাসের **স্পর্শতত্ত্ব**।

(২)

ভগবান অন্তর্দ্ধান করার পর, ব্রজগোপিগণ অত্যন্ত দুঃখিতা ও অনুতাপিতা হইলেন। ভগবানের সহিত গোপিগণের মিলনে গোপিগণ এরূপ তন্ময় হইয়াছিলেন যে, ভগবানের অদর্শন জনিত বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহারা কৃষ্ণ-তন্ময়তা লাভ করত আপনিই কৃষ্ণ, এইরূপ বোধ করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণকৃত পূর্ব্ব লীলাদি স্মরণ করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই গোপিগণের এই ভাব বিদূরিত হইল, তখন তাঁহারা বিরহ-ব্যথায় কাতর হইয়া, বন হইতে বনান্তরে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং তাহার নাম ও গুণাদি উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। অতঃপর তাঁহারা বৃন্দাবনের বৃক্ষসকলকে সম্বোধন করিয়া কান্তের সংবাদ জানাইতে বলিলেন। তুলসীকে দেখিয়া গোপিনীগণ বলিলেন,—"হে সৌভাগ্যবতী গোবিন্দ-প্রিয়ে! শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কতই না ভালবাসেন, তোমাকে মাল্যরূপে কণ্ঠে ও পদে ধারণ করিয়া আনন্দ প্রদান করেন, তুমি কি তাঁহাকে এই পথে যাইতে দেখিয়াছ?" অনন্তর গোপিনীগণ মালতী প্রভৃতি পুষ্পগণকে এবং বসুন্ধরাকে সম্বোধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এইরূপে হরিণীগণকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ আঘ্রাণ করায়, তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন—"তিনি বোধ হয় আমাদের অপেক্ষা অধিক প্রেমিকা তাঁহার প্রিয়তমার সহিত গমনকালে তোমাদের অঙ্গে হস্তার্পণ করত তোমাদিগকে শান্তি প্রদান করিয়াছেন।" অনন্তর ফলভরে অবনত বৃক্ষগণকে দেখিয়া বলিলেন—"হে তরুগণ, প্রিয়তমার সহিত গমন কালে শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় এক হস্তে প্রিয়তমার স্কন্ধ এবং অপর হস্তে প্রফুল্ল কমল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারণ করিয়াছিলেন ; তোমরা বোধ হয় তাঁহাদিগকে অবনত হইয়া প্রণাম করিয়াছিলে।" লতাসমূহকে দেখিয়া গোপিনীগণ একে অন্যকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ সখিগণ, ইহাদের যতদূর প্রফুল্ল থাকা সম্ভব, তাহা অপেক্ষা অত্যধিক আনন্দিতা দেখিতেছি! বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ ইহাদিগকে নখাগ্রদ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন, তাই তাহারা এতাদৃশ পুলকিতা হইয়াছে।" এইরূপে গোপিনীগণ শোকাকুল হইয়া নানাস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। প্রেমোন্মাদিনী গোপিনীগণ শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায় তন্ময় হইয়া, তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ; এইরূপে নিরন্তর অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের পরিচিন্তনে তাঁহাদের অন্তর-বাহ্য কৃষ্ণময় হইয়া উঠিল! তাঁহাদের আর বিরহ-ভাব থাকিল না—তাঁহারা যেন নিজেই কৃষ্ণ, এরূপ অনুভব করিতে লাগিলেন, এবং গোপিগণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও বাল্যলীলাদি স্ফুরিত হইতে লাগিল। কোন গোপী পুতনা হইলেন, আর অন্য গোপী কৃষ্ণরূপে তাহাকে বধ করিলেন। কোন গোপিনী শকট-ভঞ্জন লীলা করিলেন ; কেহ কেহ তৃণাবর্ত্তবধের অনুকরণ করিলেন। কোন কোন গোপী রামকৃষ্ণের ন্যায় জানুদ্বারা পদ আকর্ষণ-করত হামাগুড়ি লীলার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। কেহ বংশী বাদনের অনুকরণ করিতে লাগিলেন! "তোমরা ভীত হইও না, আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব" এই বলিয়া কোন গোপী আপন উত্তরীয় বসন ঊর্দ্ধে উত্তোলন করত গোবর্দ্ধন ধারণের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। কোন দুই গোপী, যশোদা ও কৃষ্ণ হইয়া ননী খাওয়ানের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ রামকৃষ্ণ হইয়া দাঁড়াইলেন, আবার কোন দুই গোপী, রাধাকৃষ্ণ হইয়া বাঁশরী বাজাইতে লাগিলেন।

এইরূপে তন্ময় ভাবে অনুকরণ করিতে করিতে, গোপিগণের আবার বাহ্যজ্ঞান হইল ; তখন তাঁহারা পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার পদ-চিহ্নসমূহ দেখিতে পাইলেন !—ঐ পদ-চিহ্নের মধ্যে ধ্বজ পদ্ম বজ্র অঙ্কুশ ও যবাদি চিহ্ন লক্ষিত হওয়ায়, উহা যে শ্রীকৃষ্ণের পদ-চিহ্ন তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না ; আর ঐ পদ-চিহ্নের * পার্শ্বে তদীয় প্রণয়িনীরও পদচিহ্ন লক্ষিত হইল ; ইহা দেখিয়া গোপিকাগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন—"হে সখিগণ, **ভগবান কৃষ্ণ** বোধ হয় গোপিনী শ্রীরাধা কর্ত্তৃক প্রকৃত ভাবেই আরাধিত হইয়াছেন ; নতুবা আমাদিগকে পরিত্যাগ করত, পরম প্রেমানন্দ ভোগের জন্য গোবিন্দ কেন অতি আদরের সহিত তাঁহাকে সংগোপন স্থানে লইয়া যাইবেন ?" হে সখিগণ, আমাদের কৃষ্ণ বোধ হয় তাঁহার সেই প্রণয়িনীর অত্যন্ত হিতকারী ; কেননা প্রিয়তমার কোমল পদ দূর্ব্বাঙ্কুরে ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল ; তাহা দেখিয়া প্রেমময় কৃষ্ণ তাঁহাকে স্কন্ধে গ্রহণপূর্ব্বক এখান হইতে গমন করিয়াছেন ! এজন্য শ্রীকৃষ্ণ-পদ-চিহ্ন ব্যতীত অন্য পদ-চিহ্ন এখানে দেখা যাইতেছে না। এইস্থানে সেই প্রিয়তমাকে স্কন্ধে বহন করাতে আশ্রিত-বৎসল করুণাময় ভগবানের শ্রীঅঙ্গ অধিক ভারাক্রান্ত হইয়াছিল ; এজন্য তাঁহার পদ-চিহ্ন-সকল ভূতলে অধিক মগ্ন দেখা যাইতেছে।" অতঃপর কোন পুষ্পিত বৃক্ষতলে পুনরায় উভয়ের পদ-চিহ্ন দর্শন করিয়া, গোপিকাগণ বলিতে লাগিলেন—"এই স্থানে পুষ্প চয়নের জন্য শ্যামসুন্দর রাধিকাকে ভূতলে নামাইয়াছিলেন, এজন্য এখানে আবার উভয়ের পদ-চিহ্ন দেখা যাইতেছে।" কোন স্থানে জানু পাতনের চিহ্ন দেখিয়া গোপিগণ বলিতে লাগিলেন, "সখিগণ, এই স্থানে বোধ হয় সর্ব্বকামনাপূরণকারী ভগবান তাঁহার প্রিয়তমাকে জানুর উপরে বসাইয়া কেশ-সংস্কার এবং কেশোপরি পুষ্পের চূড়া বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন !

* ধ্বজ=চৈতন্য চিহ্ন ; পদ্ম=ত্রিভুবনাধার ; বজ্র=অজ্ঞান নাশক জ্ঞান ; অঙ্কুশ=অহঙ্কার নাশক বিজ্ঞান ; যব=অন্নরূপা প্রতিপালিনী শক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এজন্য এখানে জানুপাতন চিহ্নাদি দেখা যাইতেছে।" অতঃপর গোপিগণ শ্রীকৃষ্ণের পদ-চিহ্ন অনুসরণ করত তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

লৌকিক সকামী পুরুষ রমণীর প্রেমানুগত হইলে, তাহাকে কিরূপ দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হয়, ভগবান এই লীলাচ্ছলে ইহাও দেখাইলেন; এই লীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে—ভগবান ভক্তাধীন ও প্রেমাধীন; তাই, পরিপূর্ণ প্রেমযুক্তা শ্রেষ্ঠা গোপিনীর বিশুদ্ধ প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সন্তোষ করিবার জন্য, তাঁহার সহিত নানাপ্রকার প্রেমবিলাস করিয়াছিলেন।

ভগবানের সহিত **শ্রীরাধিকা** প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"সকল গোপিনীই শ্রীকৃষ্ণকে কামনা করিয়া বনে আসিয়াছিলেন, কিন্তু প্রিয়তম যখন সকলকে পরিত্যাগ করত আমাকেই ভজনা করিতেছেন, তখন আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা! শ্রীরাধা এইরূপ প্রেমাভিমানে গর্ব্বিতা হইয়া পথিমধ্যে ভগবানকে বলিলেন, "হে প্রিয়তম! আমি আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না—আপনি অন্য কোন উপায়ে আমাকে গ্রহণ করত গন্তব্য স্থানে চলুন।" ভগবান তাঁহার প্রেম-দর্প পরীক্ষার জন্য বলিলেন—"হে প্রিয়ে, যদি চলিতে না পার, তবে আমার স্কন্ধে আরোহণ কর!"—তখন **প্রেম-গর্ব্বিতা** শ্রীরাধা যেমনই ভগবানের স্কন্ধে আরোহণ করার জন্য উদ্যতা হইলেন, তৎক্ষণাৎ ভগবান অন্তর্দ্ধান করিলেন। ভগবানের অদর্শনে শ্রীরাধা অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া বিলাপ করিতে করিতে ভগবানকে আকুল হৃদয়ে ডাকিতে লাগিলেন। পদ-চিহ্ন অনুসরণকারী গোপিগণ দূর হইতে এই ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করায়, ক্রমে নিকটে আসিয়া শ্রীরাধিকাকে মূর্চ্ছিতা দর্শন করিলেন। গোপিনীগণ সেবা দ্বারা রাধিকার চৈতন্য সম্পাদন করত শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবানের নিকটে তিনি কিরূপ সমাদর পাইয়াছিলেন এবং পরিশেষে তিনি তাঁহাকে কিরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবমাননা করিয়াছেন," সমস্তই অকপটে বিবৃত করিলেন; এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া গোপিকাগণ অতীব বিস্ময়ান্বিতা হইলেন। অতঃপর গোপিনীগণ সকলে মিলিতা হইয়া, ভগবানকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু জ্যোৎস্না পরিপূর্ণ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায়, বনভূমি অন্ধকার এবং ছায়া পরিপূর্ণ হইয়া ভীতিপ্রদ হইল। তখন কৃষ্ণ-প্রেমোন্মত্তা গোপিনীগণ অন্বেষণে নিবৃত্তা হইলেন; তথাপি তাঁহারা হিংস্রজন্তুপূর্ণ অন্ধকার বনভূমিতে থাকিয়াও ভীতা হইলেন না! তাঁহারা কৃষ্ণ-গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে, যমুনা পুলিনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে নিরন্তর কৃষ্ণ-চিন্তায় তাঁহারা কৃষ্ণ-তন্ময়তা লাভ করিলেন।

এখানে শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের দ্বিতীয় অধ্যায়োল্লিখিত বিবরণ শেষ হইল। এই অধ্যায়ে স্পর্শতত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল; কেননা ভগবান **শ্রীকৃষ্ণ** এখানে পরিপূর্ণ ভাবে আত্ম-**আনন্দ-শক্তি** শ্রীরাধিকার সহিত প্রেম-বিলাস করিয়াছিলেন! তাঁহাদের স্পর্শে হরিণ হরিণীগণ সুগন্ধযুক্ত, বৃক্ষাদি অবনত এবং লতাসমূহ পুলকিত হইয়াছিল; বসুন্ধরা সেই যুগলমূর্ত্তির শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শে পুলকিত হইয়া, তাঁহাদের অভয় পদ-চিহ্ন বক্ষে ধারণ করত, ধন্যা ও কৃতার্থা হইয়াছিলেন; এই অপূর্ব্ব লীলাতে স্থাবর জঙ্গমাদি পর্য্যন্ত ভগবানের স্পর্শে পুলকিত হইয়াছিল!—ইহাই শ্রীরাসের **স্পর্শতত্ত্ব**!!

(৩)

গোপিকাগণ যমুনা পুলিনে আসিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী স্মরণ করত তাঁহার উদ্দেশে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—"হে চিত্ত-হরণকারি! আমরা যথাসর্ব্বস্ব আপনাতে অর্পণ করিয়াছি; আমরা এই বাহ্যদেহও পরিত্যাগ করিতাম, কিন্তু কেবল আপনার সেবার জন্যই আমরা এখনও প্রাণধারণ করিয়া রহিয়াছি—আপনি কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনি বরদাতা, আমরা আপনার দাসী, কেন আশ্রিতাগণের প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন ? ব্রজ-ধামে আপনিই স্থূলদেহধারী দৈত্যকুল হইতে, কালীয়-হ্রদের-বিষজল হইতে, দাবাগ্নি হইতে তৃণাবর্ত্তাদি বায়ু হইতে এবং বজ্র পতনাদি আকাশের অর্থাৎ ইন্দ্রাদির দৌরাত্ম্য হইতেও সতত রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন ! এক্ষণে কেন অনুগতাগণের প্রাণ বধ করিবেন ? আপনি সকল দেহীরই **অন্তর্য্যামী আত্মা** এবং বিশ্বপালক, আমরা কি সকল জীব হইতে ভিন্ন, যে আপনি আমাদের **আত্মা** হইয়াও দূরে অবস্থান করিতেছেন ? আমরা কি আপনার বিশ্বের অন্তর্গত নহি, যে **বিশ্বপালক** হইয়াও আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন ? হে নাথ ! প্রপন্ন ভক্তগণের অভয় দাতাস্বরূপ আপনার শ্রীকর-কমল, আমাদের ন্যায় অনুতাপিতাগণের মস্তকে প্রদান করত আমাদিগকে শান্ত ও সুশীতল করুন। ব্রজের কুশলের জন্য যে **শ্রীচরণ** কালীয়ের ন্যায় ভীষণ ফণীরও মস্তকে অর্পিত হইয়াছিল, আমরা কি এমনই হতভাগিনী, যে সেই অভয় চরণযুগলের সেবা হইতেও বঞ্চিত থাকিব ? আপনি কৃপাপূর্ব্বক আপনার অভয় চরণ-সরোজ আমাদের বক্ষে প্রদান করত বিরহ-ব্যথা প্রশমন করুন। আমরা আপনার বিরহ-সন্তাপে অত্যন্ত তাপিতা হইয়াছি, আপনি আপনার অনুগতা মৃতপ্রায় দাসীগণকে অধরামৃত প্রদান করিয়া সঞ্জীবিতা করুন। হে সখে ! আপনার অসহ্য বিরহে এতক্ষণে আমাদের প্রাণ বিয়োগ হইয়া যাইতো, কিন্তু আপনার গুণ-লীলাদিযুক্ত কথামৃত গান ও পান করিয়াই, আমরা এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছি ! হে প্রিয়তম ! আপনার সুমধুর হাস্য, প্রেমপূর্ণ কটাক্ষ, মধুর প্রেমালাপ, প্রেমময় স্পর্শ এবং অপূর্ব্ব প্রেম-বিলাসাদি ধ্যান করিয়া আমরা আত্মহারা ও তন্ময় হইয়া আপনার শ্রীমূর্ত্তি দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়াছি। হে নাথ ! আপনি যখন **গোচারণ** করিতেন, আপনার ত্রিদিব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাঞ্ছিত সুকোমল চরণযুগল পশুগণের পশ্চাতে ধাবিত হওয়ায়, পাষাণ ও কুশাঙ্কুর প্রভৃতি দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইতো! আমরা গৃহে থাকিয়া দিবানিশি সেই চিন্তাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইতাম। হে আনন্দ দাতা, আপনার অমৃতময় অধর, যখন বংশীর সহিত সংযুক্ত ও চুম্বিত হইয়া মধুর স্বর প্রকাশ করে, সেই অপূর্ব্ব স্বর শ্রবণ করা মাত্রই সংসারের কাম-কামনা-জনিত সকল ভোগ-স্পৃহা ও মোহাদি বিদূরিত হইয়া, ভবদীয় প্রেমানুরাগ ও প্রেম-সম্ভোগ লালসা বৰ্দ্ধিত হয়। আপনার বংশী-ধ্বনি শ্রবণ করত আমরা অনন্যচিত্তা হইয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি; এক্ষণে আশ্রিতাগণকে পরিত্যাগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। হে সখে, আপনি যখন গোচারণে যাইতেন, আমরা প্রতি নিমিষকে যুগের ন্যায় বোধ করিতাম! আবার যখন দিবা অবসানে গৃহে ফিরিয়া আসিতেন, তখন আমরা আপনার কুটিল-কুন্তলযুক্ত শ্রীমুখ, সতৃষ্ণনয়নে দর্শন করিতাম!— চক্ষে পলক দিয়াছেন বলিয়া বিধাতাকে নিন্দা করিয়া বলিতাম—"হে বিধাতঃ! তুমি নয়ন সৃষ্টি করিতে জাননা!—যে নয়ন দ্বারা কৃষ্ণ-দর্শনের পিপাসা মিটে না, সে আবার কিরূপ নয়ন? তুমি সহস্র সহস্র নয়ন সৃষ্টি করিলেনা কেন? তাহ'লে আমরা প্রাণ ভরিয়া কৃষ্ণ-দর্শনরূপ সুধা পান করিতাম! আর যদিবা দুইটী নয়নই সৃষ্টি করিয়াছ, তাহাতে আবার **পলক** দিলে কেন? উহাও তো আমাদের কৃষ্ণ-দর্শনের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে! আমরা অনিমেষলোচনে, প্রাণ ভরিয়া প্রাণ-কৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেছি না!" হে অচ্যুত! আপনি কোন ভক্তকেই ত্যাগ করেন না, ঘোর নিশাকালে বংশীস্বরে উন্মত্তা অবলা কুলকামিনীগণকে নিভৃত অরণ্যে আনয়ন করত আশ্রয় ও প্রেমানন্দ দানে ধন্য করিয়া, এক্ষণে নিরাশ্রয় ও নির্দ্দয়ভাবে পরিত্যাগ করা আপনার উপযুক্ত নহে। হে সখে! আমাদের হৃদয় তীব্র বিরহ-সন্তাপে উত্তপ্ত!—আপনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুশীতল শান্তিময় বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত আমাদের এই তীব্র জ্বালা প্রশান্ত হইবে না। হে দয়াময়! আপনি কৃপণতা পরিত্যাগ করত, আমরা যে রূপ দর্শনের জন্য এত ব্যাকুলা হইয়াছি, সেই প্রেমানন্দময় মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া আমাদের সন্তাপ বিনাশ করুন। হে **প্রিয়তম**! আপনার সুকোমল পদযুগল কুসুমের ন্যায় কোমল তাহা আমরা জানি, আপনি এই প্রকার সুকোমল চরণ দ্বারা এই কঠিন পাষাণ ও কুশাঙ্কুর পরিপূর্ণ বন-পথ কেমন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন?— আপনার শ্রীচরণে কতই না আঘাত লাগিতেছে! ইহা চিন্তা করিয়া আমরা অত্যন্ত ব্যথিত ও মোহপ্রাপ্ত হইতেছি, আপনি কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দান করুন, আমরা আপনার অভয় পদযুগল হস্তদ্বারা ধারণ পূর্ব্বক আমাদের বক্ষে গ্রহণ করত শান্তিলাভ করিব।"

এইখানে শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের তৃতীয় অধ্যায়োল্লিখিত বিবরণ শেষ হইল। এই অধ্যায়ে গোপিকাগণের উক্তিতে শ্রীভগবানের রূপ-তত্ত্বের বিকাশ হইয়াছে! ভগবানের মধুর হাস্য, প্রেমপূর্ণ কটাক্ষ, সুশীতল বক্ষঃস্থল, অভয় কর যুগল, অপূর্ব্ব প্রেম-বিলাসযুক্ত প্রেমময় কৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে গোপিগণের প্রেমোন্মাদপূর্ণ মহাভাব উপস্থিত হইয়াছিল! তখন গোপিগণ কৃষ্ণ-তন্ময়তা লাভ করত সেই প্রেমমূর্ত্তি দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়াছিলেন। ভগবানের নামামৃত গানযুক্ত শ্রবণ, তদীয় লীলাদি চিন্তারূপ মনন এবং তাঁহার প্রেমময় মূর্ত্তি ধ্যান দ্বারা গোপিকাগণের অন্তরে কৃষ্ণ-রূপের পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল!— ইহাই শ্রীরাসের **রূপতত্ত্ব**!!

(৪)

অনন্তর কৃষ্ণ-দর্শন কামনায় গোপিগণ এরূপ কাতরা হইলেন যে, তাঁহারা হা কৃষ্ণ—হা **গোবিন্দ**, হা নাথ, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিলেন। তখন অন্তর্য্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ভুবনমোহন **রূপময় দেহ** ধারণ করত, বনমালা পীতাম্বর প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত হইয়া, মধুর মৃদুমন্দ হাস্য করিতে করিতে গোপিকাগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন! প্রিয়তমকে দর্শন করা মাত্রই গোপিগণ আনন্দে গাত্রোত্থান করিলেন; কেহ কেহ আপন আপন হস্তযুগল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কর-কমল ধারণ করিলেন; কেহবা ভগবানের চন্দন-চর্চ্চিত বাহু লইয়া আপনার স্কন্ধে রক্ষা করিলেন; কেহ কেহ অঞ্জলি দ্বারা উচ্ছিষ্ট প্রসাদস্বরূপ চর্ব্বিত-তাম্বুল, ভগবানের নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন। কোন কোন গোপী প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনরূপ অপরাধের জন্য আপনাদের অধর, দন্তশ্রেণীদ্বারা দংশনপূর্ব্বক* ভগবানের প্রতি ভ্রূকুটী ও কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন!! কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্য বারম্বার দর্শন করিয়াও তৃপ্ত না হওয়ায়, অনিমেষলোচনে ভগবানের রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন। কেহবা নয়ন নিমীলন করত, অন্তরে সেই রূপ দর্শন ও রূপময়ী তনু আলিঙ্গন করিলেন—তাঁহার বাহ্য অঙ্গে অশ্রু পুলকাদি সাত্ত্বিক্ লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল! সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গোপিনী শ্রীমতি **রাধারাণী**, শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল ধারণ করিয়া, আপনার বক্ষঃস্থলে সংস্থাপন করত প্রেমানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন! সূর্য্যোদয় হওয়া মাত্রই যেমন অন্ধকার সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া যায়, সেইরূপ ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া গোপিগণের ক্ষণকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত অসহ্য বিরহ-ব্যথা একেবারে বিদূরিত হইয়া গেল! গোপিগণ এক্ষণে ভগবৎ সেবাজনিত আনন্দ-রস উপভোগ করিতেছেন, যাঁহার যে ভাব প্রবল; তিনি সেই ভাবে ভগবানকে আস্বাদন বা সেবা করিতে

* গোপিগণের এবম্বিধ অধর দংশনযুক্ত গর্ব্বিত ভাবের সহিত, চণ্ডীতে বর্ণিত অহংকারের প্রতিমূর্ত্তি মহিষাসুরের অধর দংশনের ভাবটীর সাদৃশ্য ও রহস্য, মৎ প্রণীত চণ্ডী-তত্ত্ব ও সাধন-রহস্য গ্রন্থের দেবী-রাসে বিবৃত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিলেন ; যে সকল গোপী **সমানভাবে** সেবা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ভগবানের হস্ত, স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। যাঁহারা ভগবানকে **প্রেমাধীন** করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ভ্রূকুটী ও কটাক্ষপাত করিলেন ; যাঁহারা **দাসীভাবে** সেবা করিতে চান, তাঁহারা উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিলেন ; যাঁহারা কেবলমাত্র **দর্শন** করিয়া তুষ্ট, তাঁহারা অনিমেষলোচনে দর্শন করিতে লাগিলেন, যিনি সর্ব্বতোভাবে **আত্ম-নিবেদন** করিতে ইচ্ছুক, তিনি শ্রীপাদ-পদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিলেন।

অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাগণ পরিবেষ্টিত হইয়া যমুনা-পুলিনে আগমন করিলেন। যমুনা যেন পূর্ব্ব হইতেই তরঙ্গরূপী হস্তদ্বারা স্বীয় পুলিনে বালুকা-নির্ম্মিত আসন রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভগবানের পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই, আকাশ মেঘমুক্ত হইয়া বিমল জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত হইল। প্রেম-দীপ্তা গোপিকাগণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সুখোপবেশনের জন্য আপন আপন উত্তরীয় **বসন** বালুকার উপর বিস্তৃত করিয়া সুন্দর **আসন** রচনা করিলেন। ষড়ৈশ্বর্য্যশালী **ভগবান,** যিনি যোগেশ্বরগণেরও হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন, তিনি আজ বালুকার উপরে ভক্তরূপী গোপিকাগণ প্রদত্ত উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট হইয়া এবং গোপিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ত্রিভুবনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোভায় সুশোভিত হইলেন এবং প্রেমানন্দে বিরাজ করিতে লাগিলেন ! গোপিগণ নানা উপচারে ভগবানকে পূজা ও ভোজ্যদ্বারা তৃপ্ত করিলেন ; তৎপর তাঁহার অভয় কর ও চরণযুগল ক্রোড়ে গ্রহণ করত, সেবা দ্বারা ভগবানের সন্তোষ বিধান করিলেন। এইরূপে পরমানন্দ লাভ করত গোপিগণ, ভগবানকে এই **প্রশ্ন জিজ্ঞাসা** করিয়াছিলেন—"হে প্রভু, ইহসংসারে আমরা **তিন শ্রেণীর** ভজনাকারী দেখিতে পাই, যথা—এক শ্রেণীর লোক ভজনাকারীকে ভজনা করে ; দ্বিতীয় শ্রেণী, কেহ না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভজিলেও নিজগুণে অপরকে ভজনা বা সেবা করে; তৃতীয় শ্রেণী, কেহ ভজনা করুক বা না করুক, কোন অবস্থাতেই কাহাকেও তাহারা ভজনা বা সেবা করেনা! এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কাহারা উত্তম, কৃপাপরবশ হইয়া আমাদের এই সন্দেহ ভঞ্জন করুন।" শ্রীভগবান উত্তর প্রদান করিলেন —"হে সখিগণ! যে ব্যক্তি ভজনারূপী স্বার্থ প্রাপ্তিতে ভজনাকারীর প্রত্যুপকার করে, এরূপ কার্য্য ধর্ম্ম বা ভালবাসার কার্য্য নহে; কেননা ইহাতে প্রত্যাশা রহিয়াছে। যাঁহারা কোন প্রকার প্রত্যাশা না করিয়া অন্যকে ভজনা করে, সেই কার্য্য স্নেহ ও করুণাসম্পন্ন, উহাদ্বারা ধর্ম্ম ও ভালবাসা উভয়ই লাভ হইরা থাকে এবং উহা পিতা-মাতার ভালবাসার ন্যায় নিঃস্বার্থ। আর যাঁহারা ভজনা করুক বা না করুক, কোন অবস্থাই প্রত্যাশা করেন না, কিম্বা কাহারও ভজনা বা প্রত্যুপকার করেন না; এই শ্রেণীকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা—(১) যাঁহারা **আত্মারাম** অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুতে আত্মবুদ্ধি সম্পন্ন; (২) যাঁহারা **আপ্তকাম** অর্থাৎ ভোগেচ্ছা বিরহিত বা নিষ্কাম; (৩) যাহারা অকৃতজ্ঞ অর্থাৎ উপকারীর প্রত্যুপকার করেনা; (৪) যাহারা গুরুদ্রোহী অর্থাৎ পিতা-মাতাদি গুরুজনের কৃত উপকার গ্রাহ্য করেনা। শ্রীভগবানের প্রদত্ত উত্তর দ্বারা, তিনি গোপীদের প্রশ্নের তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়েন! ইহা ভাবিয়া গোপিগণ ঈষৎ হাস্য করিলে, ভগবান বলিলেন—"হে সখিগণ! পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে আমি কোন শ্রেণীরই অন্তর্গত নহি—কেননা আমি জীবের প্রতি সততই কৃপাপরায়ণ। যাঁহারা আমার ভজনা করে, তাঁহাদের প্রেম-ভাব বৃদ্ধি করিবার জন্যই আমি অন্তর্দ্ধান হই। আমি যে আপনাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়সকলের অগোচরে ছিলাম, ইহাদ্বারা আমার প্রতি আপনাদের প্রেম-ভাব বিশুদ্ধ ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। আপনারা আমার প্রিয়তমা; আপনারা যেরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার ভজনা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যুপকার আমি কোন কালেই শেষ করিতে পারিব না! তবে আপনারা আমার প্রতি যেরূপ **অনুরাগ** ও **প্রীতি**ভাবসম্পন্ন, তাহাতে এই প্রকার প্রেমানুরাগই আপনাদের পক্ষে সর্ব্বকল্যাণকারী প্রত্যুপকার-স্বরূপ! কারণ আমার একনিষ্ঠ ভজনাকারীগণ সাক্ষাৎভাবে আমার সেবার অধিকার পাইয়া থাকেন"।

এই স্থলে শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের চতুর্থ অধ্যায়ে বিবৃত বিবরণ শেষ হইল। এই অধ্যায়ে ভগবানের দর্শন স্পর্শন ও সেবাদি জনিত **আনন্দ-রস** গোপিগণ উপভোগ বা আস্বাদন করিয়াছিলেন—এজন্য ইহাতে রসতত্ত্বের বিকাশ হইয়াছে। ভগবান রসেন্দ্র-শেখর মূর্ত্তি ধারণ করত, গোপিগণ প্রদত্ত উত্তরীয়াসনে উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহাদের সেবা ও পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রশ্নোত্তর দ্বারা সন্দেহ ভঞ্জন করত, গোপিগণের **প্রেম** বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাদিগকে পরম **আনন্দ** প্রদান করিয়াছিলেন! —ইহাই শ্রীরাসের **রসতত্ত্ব** !!

(৫)

ভগবানের শ্রীমুখে প্রেমপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করত এবং তাঁহার **শ্রীঅঙ্গ** সেবাদিজনিত স্পর্শদ্বারা গোপিগণ অত্যন্ত পুলকিতা হইলেন। অতঃপর বিশেষ আনন্দ ভোগ করিবার জন্য, শ্রীভগবানকে মধ্যে রক্ষা করত গোপিগণ দণ্ডায়মানা হইয়া পরস্পর পরস্পরের বাহু ধারণ করত, মণ্ডলী-ভাবে তাঁহাকে পরিক্রম করিয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন! তখন ভগবান **গোবিন্দ**, গোপিগণকে প্রেমানুরক্তা ও পরমানন্দযুক্তা দর্শন করিয়া, সেই স্ত্রী-রত্নগণের সহিত প্রেম-বিলাস করিতে মনস্থ করিলেন। অতঃপর গোপিগণের সহিত শ্রীরাসোৎসব পূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য, সর্ব্ব-যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান, স্বীয় যোগমায়াবলে যত সংখ্যক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপী তত সংখ্যক্ ভাবময় কৃষ্ণ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করত, প্রত্যেক দুইটী গোপিনীর মধ্যবর্ত্তী হইলেন। এইরূপে প্রত্যেক গোপিনীই ভগবানকে আপনার সমীপে উপস্থিত ভাবিয়া পরমানন্দযুক্ত হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলে, ভগবানও সেই গোপীর হস্ত ধারণ করিলেন। **যোগমায়া**-প্রভাবে গোপিগণ ভগবানের বহুমূর্ত্তি ধারণ লীলা অবগত হইলেন না।

এই অপূর্ব্ব রাসলীলা দর্শন করিবার জন্য, দেবতাগণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্রাদি **দেবগণ**, আপন আপন শক্তিগণ সমভিব্যাহারে শত শত বিমানে আরোহণ করত, বিমান প্রদেশে অবস্থান করিয়া শ্রীরাস-লীলা দর্শন করিতে লাগিলেন। দেবতাগণ আকাশ হইতে দুন্দুভি বাদন ও পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সস্ত্রীক গন্ধর্ব্বপতিগণ ভগবানের রাস-লীলা বিষয়ক যশোগান করিতে লাগিলেন। **শ্রীরাস-মণ্ডলে** শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিসকলের এবং গোপিনীগণের নৃত্যকালে বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণী প্রভৃতির ঐক্যতানযুক্ত শব্দে তুমুল আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইল। স্বর্ণবর্ণধারিণী প্রতি যুগল গোপী-রত্নের মধ্যে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ, নীলকান্ত মণির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন! গোপিগণের নৃত্যকালীন অঙ্গ ও ভূষণাদির সঞ্চালনে এবং উত্তরীয় বস্ত্রাদির সুন্দর কম্পনে, আনন্দপ্রদ অপূর্ব্ব দৃশ্যের সুবিকাশ হইয়াছিল! নৃত্যকালে পরিশ্রমহেতু গোপিগণের বদনে স্বেদবিন্দুসকল প্রকাশ হইল; নৃত্যজনিত ভাবাবেশে তাঁহাদের অঙ্গ-বসন শিথিল হইল; তথাপি গোপিগণ প্রতিনিবৃত্তা না হইয়া তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-স্পর্শানুভবে গোপিগণ পরমানন্দিতা হইয়া মধুর স্বরালাপ করিতেছিলেন!—উহাই সংসারে নানাবিধ **রাগিণী**রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। গোপিনীগণের মধ্যে যাঁহারা প্রধান ছিলেন, অর্থাৎ শ্রীরাধা ললিতা বিশাখাদি গোপিনীগণ বিশেষরূপে ভগবানের গুণগান ও স্বরালাপসহ নামকীর্ত্তনাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাহিতেছিলেন ; উহা শ্রবণ করত ভগবান তাঁহাদিগকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং স্বরালাপের সহিত ধ্রুবতালাদি বাদন করত, তাঁহাদিগকে উৎসাহ ও আনন্দ প্রদান করিলেন। এইরূপে রাস-মণ্ডলে নৃত্য করিতে করিতে অতিশয় পরিশ্রান্তা হওয়ায়, কোন কোন গোপী পার্শ্বস্থ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে নিজ হস্ত অর্পণ করত অঙ্গ স্থির করিতে লাগিলেন। কোন কোন গোপী কুস্থম ও চন্দনে সৌরভান্বিত ভগবানের শ্রীহস্ত ধারণ করত তাহা আঘ্রাণ ও চুম্বন করিয়া রোমাঞ্চিতা হইয়া উঠিলেন! কোনও পরিশ্রান্তা গোপিনী, আপনার উজ্জ্বল গণ্ডদেশ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোজ্জ্বল গণ্ডদেশে স্থাপন করিয়া অবস্থান করিলে, ভগবান তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট তাম্বুলরূপী কৃপা প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কর-কমল সকল অবস্থাতেই মঙ্গলকারী ও আনন্দময়ী এজন্য কোন কোন শ্রম-ক্লান্তা গোপিনী ভগবানের সুশীতল কর-কমল গ্রহণ করত আপন আপন বক্ষঃস্থলে রক্ষা করিলেন। কোন কোন গোপী নৃত্যকালে কান্তের সহিত মৃদু-মন্দ পদবিক্ষেপদ্বারা শ্রম দূর করিতে প্রয়াস পাইলেন। নৃত্যকালে ভগবানের ও গোপিগণের সুমধুর নূপুর-ধ্বনি অপূর্ব্ব **বাদ্যরূপে** প্রকাশ পাইয়াছিল। গোপিগণের কবরী হইতে পুষ্পাদি স্খলিত হইয়া **পুষ্প-বৃষ্টির** ন্যায় চরণে পতিত হইতে লাগিল! ভ্রমর-ভ্রমরীগণ তথায় সুমধুর গুঞ্জনে প্রবৃত্ত হইল! বালক যেমন উজ্জ্বল পদার্থে আপন প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া সেই প্রতিবিম্বের সহিত নানাপ্রকার ক্রীড়া করিয়া আনন্দিত হয়, তেমনি আনন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আপনার বিম্বকে বহু সংখ্যায় পরিণত করিয়া এবং সেই বিম্ব গোপিকাগণের বিশুদ্ধ চিত্ত-দর্পণে প্রতিফলিত করত ব্রজ-সুন্দরীগণের সহিত প্রেমানন্দপূর্ণ রাস-ক্রীড়া করিলেন ; এইপ্রকার প্রেম-বিলাসের সময়ে ভাবমূর্ত্তিধারী ভগবান গোপিগণকে আলিঙ্গন, প্রেমপূর্ণ কটাক্ষদ্বারা অবলোকন, অঙ্গ স্পর্শনাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা প্রেমোদ্দীপন এবং সুমধুর হাস্যদ্বারা পরমানন্দ প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবানের এবম্বিধ প্রেম-বিলাসে গোপিগণ ভগবৎ অঙ্গ-সঙ্গ দ্বারা এরূপ আনন্দিতা ও তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের অন্তর ও বাহেন্দ্রিয়সকল নিরোধ হইয়াছিল! অর্থাৎ তাঁহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্ম-বলি দিয়া **প্রেম-সমাধি** লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীরাস-লীলা দর্শনে দেবতা ও দেব কামিনীগণের স্বর্গ-সুখ তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল; শশাঙ্কদেব এই অপূর্ব্ব লীলা দর্শনে এত বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, তিনি আকাশ-পটে স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছিলেন; এজন্য নিশাকাল অতীত হইতে পারিলনা, এইরূপে তাঁহার গতি রোধ হওয়াতে, পশ্চাৎগামী গ্রহসকলেরও গতি রোধ হইয়াছিল এবং তাঁহারাও স্থিরভাবে এই লীলা সন্দর্শন করিয়াছিলেন। গোপিগণ **কাত্যায়নী** মায়ের পূজাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য সাধনা করায়, ভগবান ব্রত পূরণের সময়ে **"পতি হইব"** বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; ভগবান আজ সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন এবং রাস-লীলা দ্বারা তাঁহার আত্মারাম-ভাব নিশ্চয়রূপে সকলকে বুঝাইয়া দিলেন! প্রেম-বিলাসে গোপিনীগণের বদনমণ্ডল পরিশ্রান্তা বোধ হইলে, করুণা-সাগর ভগবান স্বীয় সুশীতল **পদ্ম-হস্ত**দ্বারা তাঁহাদের বদন-মণ্ডল মুছাইয়া দিতে লাগিলেন—সেই কর-কমল স্পর্শ হওয়া মাত্রই, গোপিনীগণের শান্তি হইতে লাগিল। ভগবানের শ্রীকর স্পর্শে পুলকিত গোপিগণের প্রেমানন্দপূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় বদনসকল শ্রীভগবানের পূজাতে এবং তদীয় লীলামৃত গানে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে শ্রীরাস-মণ্ডলে ভগবান ও গোপিগণের প্রেম-বিলাস সম্বলিত প্রেমানন্দ-লীলা সমাপন হইল।

অতঃপর শ্রমক্লান্তা গোপিনীগণকে পূর্ণরূপে শান্তি প্রদান করিবার মানসে, **ভগবান গোবিন্দ,** গোপিনীগণের সহিত যমুনার জলে প্রবেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। গোপিনীগণ পরমানন্দে জলমধ্যে নৃত্য করিতে করিতে, প্রেমদৃষ্টিতে গোবিন্দের অন্তর দ্রবীভূত করিলেন; আর বাহ্য জল-সিঞ্চনে তাঁহার অঙ্গ সুশীতল করিলেন। এইরূপে ভগবান পরমাত্মময়ী গোপিকাগণের সহিত নানাপ্রকার কৌতুক ও প্রেম-বিলাস করিলেন; তদ্দর্শনে দেবগণ আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টিদ্বারা তাঁহাদের পূজা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভগবান **জল-কেলি** সমাপন করত যমুনা-তট স্থিত কুঞ্জ-কাননে প্রবেশ করত কুঞ্জ-কেলি লীলা আরম্ভ করিলেন। ভগবানের শ্রীঅঙ্গ-সৌরভে এবং কুঞ্জস্থিত পুষ্পাদির গন্ধে আকুল হইয়া ভ্রমরগণ গুঞ্জন করিতে লাগিল! পরমানন্দময়ী গোপ-সুন্দরীগণ ভগবানকে বেষ্টন করিয়া প্রেমানন্দে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এইরূপে আত্ম-রমণনিষ্ঠ ভগবান গোপিকাগণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ উপভোগ করাইয়া ধন্য করিবার জন্য, প্রেম-বিলাসের মহাভাবময়ী **প্রেম-মূর্ত্তি** আত্ম-আনন্দ শক্তিকে প্রত্যেক গোপিনীর অন্তরে বা আত্মাতে সংযুক্ত করিয়া, তাঁহাদের সহিত চরম প্রেমানন্দের বিলাস করিলেন!—**জীবাত্মা-পরমাত্মার** মিলন হইল!! শ্রীশ্রীরাস-মহামঞ্চে প্রেমানন্দ পরিপূর্ণ **মহামিলন** সংসাধিত হইয়া মর-জগতে অমরত্বের প্রেমোজ্জ্বল মহান্ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইল!!—ভক্ত-রূপী গোপিকাগণ মধুরাখ্য প্রেম-সাধনায় চরম সিদ্ধি লাভ করিয়া যোগীজন-দুর্লভ গোপীজন-বল্লভের প্রেমামৃত-রসার্ণবে চিরতরে অবগাহন করত প্রেমানন্দ ও অমৃতত্ব লাভ করিয়া ধন্যা ও কৃতকৃতার্থা হইলেন!!

এইরূপ পরমানন্দে শ্রীরাসের **সুধাময়ী** রজনী অতিবাহিত হইয়া ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল; তখন ভগবান বাসুদেব গোপিকাগণকে ব্রজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। প্রেমানন্দময়ী গোপিকাগণ অতি কষ্টে ভগবানের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত; কৃষ্ণ-চিন্তা করিতে করিতে আপন আপন গৃহে গমন করিলেন। শ্রীভগবানের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং গোপিকাগণের এই রাস-লীলা যিনি ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন, কিম্বা যিনি শ্রদ্ধা সহকারে বর্ণনা করেন, তিনি অচিরে ভগবদ্ভক্তি লাভ করত জিতেন্দ্রিয় ও কামজয়ী হইয়া ভক্তরূপে পরিণত হয়েন এবং পরিশেষে শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ ও অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

এখানে শ্রীশ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়ের পঞ্চম অধ্যায়ে বিবৃত শ্রীরাসের বিবরণ সমাপ্ত হইল। এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু ভাবমূর্ত্তি ধারণ করত নানাভাবে গোপিকাগণকে নিজ অঙ্গ আস্বাদন করাইয়াছিলেন! ইহাই গন্ধতত্ত্ব উপভোগ। গন্ধ পৃথিবীর তন্মাত্রা, ইহাতে যেরূপ শব্দ স্পর্শ রূপ রস এই চারিটী তন্মাত্রা মিশ্রিত রহিয়াছে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের শব্দ তদীয় স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ একত্রীভূত হইয়া, উহা অনন্ত ভাবময় কৃষ্ণ-মূর্ত্তিরূপে পরিণত হইয়াছিল! তৎপর সেই মূর্ত্তি প্রত্যেক গোপিনীর পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া প্রেমানন্দের পূর্ণ বিলাস করায়, প্রত্যেক গোপিনীই কৃষ্ণাঙ্গ মিলনজনিত গন্ধতত্ত্বে পর্য্যবসিত পঞ্চরস বা পঞ্চভাব আস্বাদন করিয়াছিলেন!—ইহাই শ্রীরাসের **গন্ধ-তত্ত্ব**!! এইরূপে পঞ্চ তন্মাত্রা-তত্ত্ব ও পঞ্চভাবের অর্থাৎ সকল প্রকার তত্ত্ব, রস ও ভাবের পরিপূর্ণ সম্মিলন হওয়ায়, এই অপূর্ব্ব লীলার নাম **রাস-লীলা**!!!

শ্রীশ্রীরাস-লীলার উপসংহার।

শ্রীশ্রীরাসের বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল; এক্ষণে এই লীলার **রহস্য** বা তাৎপর্য্যার্থ যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া এ বিষয়ে উপসংহার করিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই লীলা নিবৃত্তিপরায়ণ লীলা, ইহা একবাক্যে সকল মহাত্মাগণই স্বীকার করিয়াছেন; ইহাতে প্রাকৃত কাম-কামনার লেশমাত্রও নাই!—ইহা পরিপূর্ণ মহাভাবময় প্রেমানন্দের লীলা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান স্বয়ং আত্মারাম ও আপ্তকাম হইলেও, কেবল জীবের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিবার জন্যই, স্বেচ্ছায় এই পরম কল্যাণপ্রদ লীলা জগতে ব্যক্ত করিয়াছেন!—এই লীলাদ্বারা **গোপীভাবে** প্রেম-সাধনার অত্যুজ্জ্বল আদর্শ জগতে প্রচারিত হইয়া, ভক্তগণকে প্রেমানন্দ প্রদান করিতেছে।

বিশ্বব্যাপী পরমানন্দের কণা, জীবের হৃদয়ে সূক্ষ্মভাবে বিরাজিত রহিয়াছে; এই আনন্দ-সত্তা জীবে ব্যাপ্ত থাকায়, জীবমাত্রই স্বভাবতঃ পরস্পর পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়; এই আকর্ষণই পাত্রভেদে স্নেহ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি সখ্য, বাৎসল্য, প্রণয় প্রীতি প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ভাবগুলি বিশুদ্ধ হইলেই, উহা দ্বারা অখণ্ডানন্দ বা প্রেম লাভ হইতে পারে। প্রাণের ঐকান্তিক **টান** বা আকর্ষণগুলি যখন নিঃস্বার্থ হইয়া ভগবৎমুখী হয়, তখনই উহা প্রেমে পরিণত হইয়া থাকে। আত্মেন্দ্রিয় সুখ ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, আপনাকে ভুলিতে না পারিলে, **প্রেম** হয় না!—প্রেমের নাম আত্মোৎসর্গ বা আত্মবলি! ব্রজগোপিগণের স্বাভাবিক আকর্ষণসমূহ মধুর-প্রেমে পর্য্যবসিত হইয়া, উহা ভগবানের শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

আকাশের গুণ—শব্দ, বায়ুর গুণ—শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ—শব্দ স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ—শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস, পৃথিবীর গুণ—শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ, সুতরাং পৃথিবীতে **পাঁচটী** গুণ বা পঞ্চতত্ত্বেরই পূর্ণ মিলন হইয়া থাকে। এইরূপে ক্ষিতি-তত্ত্বে বা গন্ধ-তত্ত্বে যেরূপ শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চতন্মাত্রা-তত্ত্বের পরিপূর্ণ মিলন বা বিকাশ হয়, সেইরূপ মধুর-ভাবেতেও শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই পঞ্চ ভাবের বা **পঞ্চ রসের** পরিপূর্ণ মিলন বা বিকাশ হইয়া থাকে; অর্থাৎ শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য এই চারিটী ভাব, ক্রমে বিকশিত হইয়া **মধুর**-ভাবে পর্য্যবসিত হয়। এইরূপে শান্ত দাস্যে, দাস্য সখ্যে, সখ্য বাৎসল্যে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাৎসল্য মধুরে পরিণত হইয়া থাকে; সুতরাং দাস্যে, শান্ত ভাব আছে; সখ্যে, শান্ত দাস্য; বাৎসল্যে, শান্ত দাস্য ও সখ্য এবং মধুরে শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য, এই চারিটী ভাবই বিদ্যমান আছে; সুতরাং প্রত্যেকটী ভাব হইতে পরবর্ত্তী ভাবটী শ্রেষ্ঠ—এজন্য মধুর-ভাব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। * সংসারেও এই পঞ্চভাব স্বাভাবিক নিয়মে ক্রিয়াশীল হয়; ইহাদ্বারা সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা সংরক্ষিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসাতে লৌকিক সখ্যভাবেরই অধিক বিকাশ দেখা যায়; কেননা ইহাতে অনেক সময় **বিনিময়** বা প্রতিদানের ভাব বিদ্যমান থাকে; কিন্তু যখন **সতী** নারী, পতির নিকট সর্ব্বতোভাবে আত্ম-নিবেদন করেন—কোন প্রকার প্রতিদান আশা করেন না; নিঃস্বার্থভাবে শুধু ভালবাসার জন্যই যখন স্বামীকে ভালবাসেন; তখন উহাতে মধুর-রসের অনেকটা বিকাশ হয়; স্বাভাবিকভাবে লব্ধ এই মধুর দাম্পত্য-প্রেম, শ্রীভগবানে অর্পণ করাই উহার চরম সার্থকতা। ব্রজগোপিগণ এই স্বাভাবিক মধুর-প্রেম পরিপূর্ণরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া ধন্যা ও কৃতকৃতার্থা হইয়াছিলেন।

যে **আকর্ষণ**দ্বারা জীব পরস্পর পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হয়, স্ত্রী স্বামীর প্রতি এবং স্বামী স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে; যে আকর্ষণ বিশুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ হইলে, জীবের বিশ্বজনীন প্রেমভাবের উদয় হইয়া থাকে এবং যাহা ভগবানের দিকে পরিচালিত করিতে পারিলে, সাধকের **সর্ব্বার্থ সিদ্ধি** হইয়া প্রেমানন্দ লাভ হয়, সেই আকর্ষণটী কি এবং উহা কেন হয়, এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

প্রকৃতি-পুরুষের মিলন দ্বারাই যাবতীয় সৃষ্টি-প্রপঞ্চ সৃষ্ট হইয়াছে,

* মৎপ্রণীত "সনাতন-ধর্ম্ম ও মানব-জীবন" গ্রন্থে শান্তাদি পঞ্চভাব এবং তাহার সাধনার ক্রম বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতি উপাদান কারণ, পুরুষ নিমিত্ত কারণ—উভয়ের সংযোগেই সৃষ্টি-কার্য্য সম্ভব হইয়া থাকে। শক্তিমান ব্যতীত, শক্তি ক্রিয়াশীল হয় না; আবার শক্তিভিন্ন শক্তিমানেরও অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। সমষ্টিভাবে যেমন সৃষ্টি-কার্য্যের মূলে প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব বিদ্যমান, তেমনি ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর মূলেও প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব বিদ্যমান—জীবগণের দেহমাত্রই প্রকৃতি আর তাহাদের **দেহী** বা আত্মাই পুরুষ। আনন্দময় পরমাত্মা ভগবান, সর্ব্বভূতের **আত্মারূপে** বিরাজিত থাকায়, জীবমাত্রই নিজকে অর্থাৎ আত্মাকে অত্যন্ত ভালবাসে!—তেমন ভালবাসা আর কিছুতেই হয় না! কিন্তু জীবগণ মায়ার আবরণে আবৃত থাকায়, এই আত্ম-তত্ত্ব বা ভগবৎতত্ত্ব অনুভব করিতে পারে না; তথাপি স্বাভাবিক ভাবেই নিজ আত্মার উপর তাহাদের আকর্ষণ বা ভালবাসা কেন্দ্রীকৃত থাকে; অতঃপর যখন **ভক্ত** বা **সাধক** ভগবৎ কৃপায় মায়ামুক্ত হইয়া, আত্মার প্রতি বা আত্মস্বরূপ ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ ভালবাসা অর্পণ করিতে পারেন, তখন সেই ভালবাসা জীব-জগতে ছড়াইয়া বিশ্ব-প্রেমে পরিণত হয়; এই অবস্থায়, আত্মারাম ভগবান সেই আত্মময় **বিশ্ব-প্রেম** স্বয়ং গ্রহণ করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন!—এইরূপে ভক্তের সহিত ভগবানের প্রেম-মিলন হয়; অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়মে আত্মার প্রতি জীবের ভালবাসা নিবদ্ধ থাকায়, জীবমাত্রই আত্মময় সৃষ্ট বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে, ক্রমে ঐ আকর্ষণ বিশুদ্ধ হইলে, বিশ্ব-প্রেমে এবং পরিশেষে ভগবৎ-প্রেমে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব সম্ভূত দুইটী **বিশেষ শক্তি** ব্যষ্টিভাবে এই জগতে ক্রিয়াশীল, একটী পিতৃ-শক্তি, অপরটী মাতৃ-শক্তি, এই পিতৃ-শক্তিই জীব-জগতের পুরুষত্ব, আর মাতৃ-শক্তিই জীব-জগতের স্ত্রীত্ব—এই পিতৃ-শক্তি ও মাতৃ-শক্তির পরস্পর ভাবাবিভব চেষ্টায় এবং তাহাদের আকর্ষণ-বিকর্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও মিলনাদিতে জীব-জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইয়া থাকে। কি স্থাবর কি জঙ্গম, প্রত্যেক সৃষ্ট-বস্তুর মূলেই এই পিতৃ-মাতৃ-শক্তি ক্রিয়াশীল; জ্যোতির্ম্ময়ী বিদ্যুতের মধ্যেও এই **উভয়-শক্তি** সূক্ষ্মরূপে বিরাজিত; বিদ্যুৎ-শক্তি দ্বারা কোন কার্য্য করাইতে হইলে, পিতৃ-শক্তি (positive) এবং মাতৃ-শক্তি (negative), এই উভয় প্রকার বিদ্যুৎ-শক্তির মিলন করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক হয়—নতুবা বিদ্যুৎ ক্রিয়াশীলা হয় না; উদ্ভিদ-জগতেও ফলপুষ্পাদির অন্তরালেও স্বাভাবিক নিয়মে পিতৃ-মাতৃ-শক্তি জল বায়ু প্রভৃতির সাহায্যে ক্রিয়া করিতেছে; এই পিতৃ-মাতৃ-শক্তি বা পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্ব জগন্ময় পরিব্যাপ্ত এবং অপরিহার্য্য। জীবমাত্রেরই দেহটী পুরুষ বা স্ত্রীমূর্ত্তিরূপে গঠিত—**পুরুষ** হোতা, **স্ত্রী** ঋত্বিক্, পুরুষ উদাসীন, আর স্ত্রী বা মাতৃ-শক্তি সংসারী, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী; পুরুষ-দেহে চিদংশ ও কর্কশতা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান—এজন্য পুরুষ, জ্ঞানস্বরূপ! আর স্ত্রী-দেহে আনন্দাংশ ও কোমলতা অধিক—এজন্য স্ত্রী, আনন্দময়ী, স্বাভাবিক নিয়মে ভক্তিযুক্তা বা প্রেমস্বরূপা! মনু বলিয়াছেন—"সৃষ্টি-কর্ত্তা প্রভু, আপন শরীরকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া, অর্দ্ধেক অংশে পুরুষ ও অর্দ্ধাংশে নারী হইলেন; ঐ উভয় অংশের পরস্পর সংযোগে বা সহবাসে বিরাট্ নামক পুরুষ উৎপন্ন হইল *। প্রকৃতি-পুরুষ যেমন অগ্নি এবং তৎদাহিকা শক্তির ন্যায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেইরূপ চিদানন্দও পরস্পর সম্মিলিত; চিৎ ছাড়া আনন্দের বা **রসের** বিকাশ হয় না, আবার **আনন্দ** বা রস ব্যতীত চিৎ বা জ্ঞান, সম্পূর্ণ শুষ্ক এবং নিরস হইয়া থাকে! যেমন নিদ্রিতাবস্থায় মুখে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য থাকিলেও, উহা দ্বারা আস্বাদন বা আনন্দ হয়না; কিন্তু চৈতন্য-দ্বারা যুক্ত হইলেই, অর্থাৎ

* দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥—মনুসংহিতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাগ্রত থাকিলেই আনন্দ অনুভব হয়, সেইরূপ চিৎ এবং আনন্দ ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত এবং পরস্পর সম্মিলিত! এইরূপে পুরুষ-দেহে চিদংশ অধিক এবং আনন্দাংশ কম থাকায়, পুরুষ স্বাভাবিক নিয়মেই আনন্দদ্বারা আত্ম-সম্পূর্তি লাভের জন্য, স্ত্রীত্বের নিকট লালায়িত!—কেননা স্ত্রী-শক্তিতে *আনন্দাংশ অধিক; আবার স্ত্রীও চিদংশ লাভ করত স্বীয় অভাব পরিপূরণের জন্য পুরুষের নিকট শরণাগত!—কেননা পুরুষে চিদংশ অধিক। এইরূপে পুরুষ-শক্তি ও স্ত্রী-শক্তি পরস্পর ভাব বিনিময় দ্বারা আত্ম-সম্পূর্ত্তি লাভ করেন; ক্রমে সাধনা দ্বারা চিদানন্দময় অভেদ ও একাত্মা হইয়া, পরিশেষে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মহারাস-মঞ্চে মিলিত হন এবং নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন!—নর-নারীর পরস্পর আকর্ষণের ইহাও একটী প্রধান কারণ। বিশেষতঃ প্রকৃতি-পুরুষের বা সমষ্টি পিতৃ-মাতৃ-শক্তির সামরস্য-মিলন সম্ভূত **পরমানন্দ**, জীবের আত্মা কোন দিন সম্ভোগ করিয়াছে; এই আনন্দ-সত্তা সূক্ষ্মভাবে জীবাত্মাতে সংস্কার-রূপে বিদ্যমান; এজন্য স্বাভাবিক নিয়মে, জীবমাত্রই সেই সমরস-মিলনানন্দের জন্য ব্যাকুল!—ইহাও নরনারীর পরস্পর আকর্ষণের অন্যতম কারণ। এই প্রকার স্বাভাবিক আকর্ষণগুলি শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে পারিলে, উহা প্রেম-রতিতে পরিণত হয় এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক উপায়ে ধর্ম্মাচরণ ও **প্রেমানন্দ** লাভ হইয়া থাকে। ভক্তরূপী ব্রজ-গোপিকাগণ ক্রমে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার স্বাভাবিক আকর্ষণসমূহ একাগ্র করিয়া, মধুর-প্রেম-রতিতে পর্য্যবসিত করত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্মে সমর্পণ করিয়াছিলেন! শ্রীভগবানও সেই বিশুদ্ধ প্রেম গ্রহণ

* এই চিদংশ এবং আনন্দাংশ জীব-দেহে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান এবং উহা মায়ার আবরণে আবৃত থাকায়, জীবগণ এই চিদানন্দের অস্তিত্ব অনুভব করিতে না পারিয়া, আপনাকে অভাবগ্রস্ত ও দুঃখিত মনে করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া, উহার চরম উৎকর্ষ করত প্রেম-সেবা দ্বারা গোপিকাগণকে পরমানন্দ প্রদান করিয়াছিলেন!—শ্রীরাস-লীলাতে এইসকল **ভাব** ও **রস** সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপে বাহ্য-জগতের সকল প্রকার ভাব ও রস বিশুদ্ধ হইয়া, একাধারে শ্রীরাস-সম্মিলনে প্রকট্ হওয়ায়, উহাদ্বারা পরম পবিত্র মহাভাবময় প্রেমানন্দের বিকাশ হইয়াছিল।

শ্রীমতি **রাধারাণী** ভগবানেরই আত্ম-আনন্দশক্তি ; ললিতাদি প্রধানা গোপিগণ, রাধারাণীরই বিশিষ্টা অংশস্বরূপা, আর অন্যান্য গোপিগণও মূলা আনন্দ-শক্তি শ্রীমতি রাধারাণীরই অংশরূপিণী! প্রাকৃত স্ত্রী যেরূপ স্বাভাবিক ভাবেই চিদংশযুক্ত পুরুষ লাভের জন্য কামনা করিয়া থাকে, সেইরূপ মধুর-রসান্বিতা ব্রজগোপিগণ সকলেই ভগবানের অতি প্রিয়া এবং আনন্দময়ী **শক্তি** ছিলেন! সুতরাং তাঁহারা যে চিন্ময় **পুরুষোত্তম** ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া, তাঁহার শরণাপন্ন হইবেন, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই অলৌকিক বিশুদ্ধ প্রেমে, কোনপ্রকার লৌকিক দোষ স্পর্শ করিতে পারে নাই; পক্ষান্তরে, এই প্রকার আত্মারাম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্ত হইয়াও, যে নারী বাহ্য-লৌকিক পুরুষের পতিত্ব কামনা করে এবং বিষয়ে আসক্ত হয়, তাহারই প্রকৃত পক্ষে ঔপপত্য দোষ ও ব্যভিচার হইয়া থাকে! সুতরাং শ্রীরাসমণ্ডলে সমাগত গোপিকাগণের ঔপপত্য বা ব্যভিচার হয় নাই ; তাঁহাদের উজ্জ্বল **প্রেম-রস** জীব মাত্রেরই চিরকল্যাণ সাধন করত জীবগণকে প্রেমানন্দের দিকে আকর্ষণ করিয়া, নিত্য-পথ প্রদর্শন করিবে!—তাঁহাদের প্রেমানন্দ-সম্পৃক্ত **পদ-ধূলি** ব্রজধূলিতে মিশিয়া থাকায়, চিরদিনের জন্য ব্রজধূলি চিন্ময় এবং আনন্দময় বলিয়া প্রতিভাত হইবে!—ভক্তগণ সেই পবিত্র ধূলি শিরে ধারণ করিয়া এবং সেই ধূলিতে গড়াগড়ি দিয়া ধন্য ও কৃত-কৃতার্থ হইবেন!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীরাস-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ **ভাব**স্বরূপ, আর শ্রীরাধা **প্রাণ**স্বরূপা; জগতের সর্ব্বত্র ভাবময় ও প্রাণময় খেলার ছড়াছড়ি!—সমস্ত ভাবের সমষ্টি, **ভাবমূর্ত্তি** শ্রীকৃষ্ণের সহিত, সমষ্টি **প্রাণমূর্ত্তি** শ্রীরাধিকার প্রেমময় মিলনই শ্রীরাস-লীলা! শ্রীরাধাকৃষ্ণ অভেদ ও একাত্মা; জীবকে রসতত্ত্ব আস্বাদন করাইয়া প্রেমানন্দ প্রদান করিবার জন্য, ব্রজধামে যুগলরূপে **উভয়দেহ** ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভাবময় ও প্রাণময় **আত্মা**রূপে অর্থাৎ আত্ম-স্বরূপে প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন; এজন্য জীবের পরিপূর্ণ সুখ বা আনন্দ, আত্মাতে বা আত্ম-স্বরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণে! **কৃষ্‌** ধাতু হইতে কৃষ্ণ-শব্দ সম্পন্ন হইয়াছে; কৃষ্‌ ধাতুর অর্থ—আকর্ষণ করা; অর্থাৎ ভগবান সর্ব্বদাই তাঁহার সাধের জীবগণকে মঙ্গলের ও আনন্দের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, এজন্য তাঁহার নাম কৃষ্ণ। যে শক্তির বলে ভগবান, সকল জীবকেই তাঁহার দিকে আকর্ষণ করেন, উহাই **প্রেম**—উহাই মূর্ত্তিমতি প্রেমস্বরূপা **শ্রীশ্রীরাধারাণী**!! জীবের স্বাভাবিক প্রাণের আকর্ষণগুলি যখন ভগবৎমুখী হইয়া বিশুদ্ধ হয়, তখনই উহা প্রেমে পরিণত হইয়া থাকে; তখন ভগবান স্বয়ং সেই প্রেম গ্রহণ করত ভক্তকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ ভক্তের বিশুদ্ধ চিত্তে অবস্থিত প্রেমরূপা রাধারাণীর সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অভেদাত্মক্ যুগল-মিলন হয়—জীবাত্মা, পরমাত্মাতে লীন হন। **রাধ্‌** ধাতু হইতে রাধা পদ সাধিত হইয়াছে; এই রাধ্‌ ধাতুর অর্থ—আরাধনা করা; অর্থাৎ কিরূপ ভাবে আরাধনা করিলে ভগবানকে সহজে লাভ করা যায়, এই সাধনা শিক্ষা দিবার জন্যই, প্রেম-স্বরূপা রাধারাণী বৃন্দাবন-লীলায় আরাধিকা-শক্তি ও জীবাত্মা-রূপে লীলা করিয়া পরমাত্মাতে লয় হওয়ার সহজ উপায় শিক্ষা দিয়াছেন! —ভক্ত সাজিয়া কিরূপে ভগবানকে লাভ ও আস্বাদন করা যায়, এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম গোপনীয় তত্ত্ব জগতে ব্যক্ত করিয়াছেন !—ইহাই **রাসলীলা**।

পরমাত্মাই পুরুষ বা **পুরুষোত্তম,** আর জীবাত্মাই **প্রকৃতি**। আত্মা, প্রকৃতি বা মায়াদ্বারা আবরিত হইয়াই জীবভাবাপন্ন হয় ; আবার আরাধনা দ্বারা এই জীবভাব দূর করত আত্ম-ভাবে বা স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই মুক্তি হইয়া থাকে। এই আরাধনাই নিজের শক্তি গুলিকে বা আকর্ষণগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া **প্রেমে** পরিণত করত পরমাত্মাতে সমর্পণ করা। প্রকৃতি বা মায়া-শক্তি দ্বারা আবৃত হইয়াই আত্মা, জীবরূপে প্রকাশ পায় ; এই জীবত্ব কতকগুলি শক্তির খেলার সমষ্টি মাত্র ; সুতরাং জীবমাত্রই প্রকৃতি বা **রমণী,** আর ভগবান পরমাত্মাই একমাত্র পুরুষ বা **রমণ** ! এই রমণীর সহিত রমণের অর্থাৎ জীবাত্মা-পরমাত্মার, কিম্বা ভক্ত-ভগবানের স্বরূপগত অভেদাত্মক প্রেম-মিলনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের **রাসলীলা** !!—পরমাত্মার এইরূপ স্বাভাবিক নিত্যভাবের বাহ্য বিকাশই শ্রীরাস-মহোৎসব !—ইহাই শ্রীরাস-লীলার রহস্য ও তাৎপর্য্য !!

এক্ষণে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীশ্রীরাসলীলার বিবরণ সম্পর্কে, কোন কোন বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। **দেশ কাল ও পাত্র** এই ত্রিবিধ অবস্থা যে ভাবের উদ্দীপক হয়, জীবের মনও সেইরূপ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে ; যেমন শ্মশানের শবদাহ দর্শনে এবং তথায় আত্মীয়স্বজনের ক্রন্দন শ্রবণে লোকের ভোগলিপ্সা জাগ্রত হয় না ; বরং বৈরাগ্য ভাবই প্রকাশ পাইয়া থাকে ; সেইরূপ অনুকূল দৃশ্য, অনুকূল সময় এবং অনুকূল পাত্র দর্শন করিলে মনেরও তদনুরূপ ভাব বা ভোগলিপ্সা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। যমুনা-পুলিন-সমন্বিত পত্র-পুষ্প-ফল সুশোভিত বৃন্দাবনের ন্যায় মনোহর স্থান, শরৎকালীন নির্ম্মল আকাশে নিশীথ সময়ে পূর্ণচন্দ্রের অমল ধবল স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সেই অপূর্ব্ব স্থান আলোকিত !—ইচ্ছাময়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের প্রীত্যর্থে প্রফুল্ল মল্লিকা ও কমলাদি পুষ্পনিচয় তথায় সুবিকশিত এবং সুগন্ধ-সম্পৃক্ত সুখাবহ সুশীতল বায়ু মৃদুমন্দ প্রবাহিত! এমনই সুন্দর দেশে এবং সুন্দর কালে, অনুকূল নিভৃত শ্রীরাস-ক্ষেত্রে, মদনমোহন **কিশোর ভগবান,** রসিক-শেখর নবনটবর বিশ্ব-বিমোহন **পাত্র**রূপে উপস্থিত হইয়া কমোদ্দীপনকারী ও আকর্ষণী স্বরে বংশীবাদন করত মধুর-রসান্বিতা ব্রজগোপিগণকে আকর্ষণ করিলেন। বংশীধ্বনি শ্রবণে ধৈর্য্যচ্যুতা, বাহ্যদৃষ্টিলুপ্তা উন্মত্তা গোপিকাগণ, সর্ব্বত্যাগী হইয়া, সমস্ত বাধাবিঘ্ন উল্লঙ্ঘন করত শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপনীতা হইলে, শ্রীভগবান তাঁহাদের সরল বিশুদ্ধ প্রেম দর্শনে অতীব প্রীত হইলেন। গোপিগণের কাম-রতি অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়াছিল, তাই উহা **সমর্থা**; অর্থাৎ গোপিগণের আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তির ইচ্ছা ছিল না—তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যদি সুখী হন, তিনি যদি প্রীতি ও তৃপ্তি লাভ করেন, তাহা হইলেই গোপিকাগণ সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হইবেন!—ইহাই গোপিকাগণের মনোভাব! —ইহা বিশুদ্ধ **প্রেম**! প্রেম চিরকালই দাতা, কখনও গ্রহিতা হয় নাই বা হইবে না, প্রেমের স্বভাব আপনাকে পরের জন্য উৎসর্গ করা! —ইহাতে স্বার্থের লেশমাত্রও নাই—সকলই পরার্থ.—সকলই ভগবৎ প্রীত্যর্থ!! প্রেমেতে প্রতিদান বা বিনিময় ভাব নাই—আছে শুধু পরের সুখের জন্য আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন!—ভগবানের প্রীত্যর্থে আত্ম-বলিদান! —তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে যথাসর্ব্বস্ব চিরতরে সমর্পণ!! মধুর রসান্বিতা ব্রজ-গোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সাধনা করিয়াছিলেন; বস্ত্রহরণকালে ভগবান, গোপিকাদের লজ্জা দূর করত প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং ব্রত-ফল প্রদানে গোপিকাগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন—অর্থাৎ তাঁহাদের পতি হইবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের ন্যায় অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য পরিপূর্ণ দেশে ও কালে ভগবান জগন্মোহন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাত্র বা পতিরূপে বিরাজিত থাকিয়া, বাঁশীর স্বরে মধুর-রসিকা গোপিকাগণের কাম উদ্দীপন করত, তাঁহাদিগকে রাসের নিভৃত স্থানে আনয়ন করিয়াছেন। লৌকিকভাবে বিচার করিলে, এরূপ দেশ কাল ও পাত্রের সম্মিলনে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপিকাগণের আলিঙ্গন-বদ্ধ হওয়া খুব স্বাভাবিক; কিন্তু গোপিকাগণের কাম-রতি অত্যন্ত সমর্থা ছিল; কেননা উহা কৃষ্ণ-প্রেমে পরিণতা হওয়ায়, তাঁহাদের লৌকিক কামভাব হয় নাই; বরং তাঁহারা অলৌকিক কৃষ্ণ-প্রেম হৃদয়ে ধারণ করত শ্রীকৃষ্ণকে সতৃষ্ণ-নয়নে দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছিলেন! অতঃপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেম পরীক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে ব্রজে ফিরিয়া যাইবার জন্য নানাপ্রকার প্রতিকুল উপদেশ প্রদান করিলেন; তচ্ছ্রবণে গোপিকা-কুল অত্যন্ত শোকাকুলা হইলেন; কিন্তু কোন প্রকার অভিমান প্রকাশ করিলেন না। প্রথমে তাঁহারা দরবিগলিত ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন; তৎপর বাষ্প-অবরুদ্ধকণ্ঠে বিনয়-নম্র বচনে ভগবানের প্রতিকুল উক্তির অসারতা প্রতিপাদন করত, তাঁহাদের প্রার্থনা ভগবানের শ্রীচরণে নিবেদন করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ গোপিকাগণ ভগবানের নিকট অধরামৃতরূপ শান্তি-বারি সিঞ্চনদ্বারা বিরহজনিত উত্তাপ দূর করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই ভাবটী কোনও বৈষ্ণব মহাত্মা এই ভাবে আস্বাদন করিয়াছেন, যথা—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধুর-রসিকা গোপিকাগণের বিশুদ্ধ প্রেমপূর্ণ হৃদয়-ক্ষেত্রে বংশী-স্বরদ্বারা কামবীজরূপ মহামহিম **প্রেম-মন্ত্র** রোপণ করিয়াছিলেন! গোপিগণের হৃদয় কর্ষিত, প্রেমপূর্ণ ও সরস থাকায়, তাহাতে তৎক্ষণাৎ প্রেমাঙ্কুর উদ্গম হইল; তৎপর সেই অঙ্কুরে পুলক রোমাঞ্চাদি পল্লব উৎপন্ন হইল; অতঃপর বিরহরূপ তপনের প্রচণ্ড তাপে সেই প্রেম-পল্লব বিশুষ্ক হওয়ার আশঙ্কায়, গোপিকাগণ অশ্রুবর্ষণদ্বারা সেই পল্লবকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু পাছে অশ্রুজলের উষ্ণতায় সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেম-পল্লব বিনষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট অধরামৃতরূপ শান্তি-বারি সিঞ্চনদ্বারা প্রেম-পল্লবকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য গোপিকাগণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন !—ইহাই ভাবার্থ।

দ্বিতীয়তঃ গোপিকাগণ ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করত তাঁহার মুখশ্রী, গণ্ডশ্রী, অমৃতময় অধর, অভয় করযুগল এবং শান্তিময় বক্ষঃস্থলের প্রশংসা করিয়া, ভগবানের দাসীত্ব প্রার্থনা করিলেন। ভক্ত যখন মধুর-রসে ভগবানের উপাসনা করত তাঁহার রূপময়ী তনুতে আত্ম-লীন বা প্রেমালিঙ্গন করত সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন করেন; যখন নিজের বলিয়া কিছুই থাকে না, এমনকি দেহটীও যখন ভক্ত, ভগবানকে তাঁহারই প্রীত্যর্থে সমর্পণ করিয়া ধন্য হন, তখনই মধুর-রসের সাধনার চরমসিদ্ধি হয়! আজ গোপিকাগণ সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য ভগবানের নিকট সমাগতা; কিন্তু তাঁহাদের **প্রেম-রতি** সমর্থা, তাই আলিঙ্গন প্রার্থনা না করিয়া তাঁহারা ভগবানের মুখ, গণ্ড, অধর, হস্তযুগল এবং বক্ষের প্রশংসা করিয়া দাসীত্ব প্রার্থনা করিলেন। যোগী যেমন বাহ্য সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয় ও তদীয় বৃত্তিসকল নিরোধ করত, আত্মাকে পরমাত্মাতে লীন করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করেন, সেইরূপ ভক্তও ভগবানের মাধুর্য্যময় বদন ও গণ্ড-শোভা দর্শন করিতে করিতে, তদীয় রূপময়ী তনুতে লীন হইয়া, অর্থাৎ প্রেমালিঙ্গন করত ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হন!—তাঁহার অভয় বাহু যুগলের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া এবং শান্তিময় বক্ষঃস্থলে বা অন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করত পরমানন্দ ও অমৃতত্ব লাভ করেন!! ভগবানের নিকট গোপিকাগণের অধরামৃত এবং বদন বক্ষ ও হস্তাদির প্রশংসাসহ দাসীত্ব প্রার্থনার অন্তরালে, এই প্রেমালিঙ্গন ভাবটী বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু গোপিগণের প্রেমভাব প্রবল বলিয়া, তাঁহারা উহা প্রকাশ করেন নাই। পরিশেষে গোপিকাগণ ভগবানের সুশীতল পদ্ম-হস্তদ্বয় তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে প্রদান করার প্রার্থনা জানাইয়া, তাঁহাদের নিবেদন শেষ করিয়াছিলেন—ইহাতে গোপিকাগণের প্রেমভাব আরও সমুজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল; কেননা মস্তকে হাত দেওয়া কামোদ্দীপক বলিয়া কখনও গণ্য বা ব্যবহার হয় না; বরং উহা আশীর্ব্বাদের জন্য কিম্বা অভয় ও সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর গোপিগণের অন্তর যেন বিরহ-সন্তাপে দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল; কেননা ভগবান তাঁহাদিগকে প্রতিকুল বাক্যদ্বারা গৃহে ফিরিয়া যাইবার উপদেশ দিয়াছেন; তাই গোপিগণের সন্তাপ-দগ্ধ হৃদয়ে ভগবানের পদ্ম-হস্ত প্রদানে সুশীতল করার জন্য এবং মস্তকে হস্ত প্রদান করত তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা ও অভয় প্রদান করিবার জন্য গোপিকাগণ ভগবানের নিকট শেষ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। প্রতিমার **প্রাণ-প্রতিষ্ঠার** সময়ে পূজক প্রথমতঃ হৃদয়ে, তৎপর মস্তকে হস্ত প্রদান করত, পরমাত্মার সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি কল্পনা করেন ও প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন; মূর্ত্তি বা রূপ-ধ্যানের সময়েও উপাসকগণ প্রথমে হৃদয়ে ধ্যান করেন, তৎপর ধ্যানের রূপময় মূর্ত্তি বা তত্ত্ব, মস্তকে অর্থাৎ সহস্রারে লীন করিয়া পরমানন্দ বা সমাধি লাভ করেন; গোপিকাগণের শেষ প্রার্থনাতে এই সকল ভাব বিকশিত হইয়াছে; তাঁহারা যেন ভগবানের **পদ্ম-হস্ত** হৃদয়ে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তৎপর যেন সেই হস্তটী মস্তকে লইয়া যাইয়া প্রেম-সমাধি লাভের জন্য কামনা করিতেছেন!!

ভাবগ্রাহী পরমপ্রেমময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, গোপিকাগণের এবম্বিধ প্রেম-ভাব দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং নানাভাবে গোপিকাগণের সন্তোষ বিধান করিতে লাগিলেন। গোপিকাগণ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ-গুণ গানে মত্ত হইলেন; ভগবানও বংশীবাদনচ্ছলে স্বীয় মহিমা সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন করিয়া, গোপিকাগণকে আনন্দ প্রদান করিতে লাগিলেন;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশেষে তাঁহাদিগকে প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ করিবার জন্য, প্রত্যেকের ভাব অনুযায়ী ভাবময় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রত্যেককে আলিঙ্গন করত পরমানন্দ প্রদান করিলেন। রসময় শ্রীকৃষ্ণ, সুকোমল কর-কমল দ্বারা গোপিগণের কর মস্তক নীবি উরু ও বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিলেন এবং অঙ্গুলীর সুমধুর স্পর্শ দ্বারা তাঁহাদের প্রেমানন্দ বর্দ্ধিত করিলেন; এই-রূপে গোপিগণের সর্ব্ববিধ **লজ্জা** অপসারিত, ও প্রেমানন্দ উদ্দীপিত করিয়া তাঁহাদের সহিত সর্ব্বাঙ্গীন প্রেম-মিলন করিলেন, অর্থাৎ আত্মারাম ভগবান আত্ম-আনন্দশক্তিরূপিণী গোপিনীগণের সহিত আত্ম-রমণ বা প্রেমবিলাস করিলেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপিগণের কর, মস্তক, উরু, নীবি ও বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়াছিলেন!—ইহা নব পরিণীতা প্রাকৃত নারীর লজ্জা অপসারণের কৌশল মাত্র; কিন্তু এই প্রকার ভগবৎ আচরণের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান গোপিকাগণের সর্ব্ববিধ লজ্জা বা ভেদভাব অপসারিত করিয়াছিলেন! আমি—জীব, ভগবান—ঈশ্বর, এই প্রকার ভেদভাব বা আবরণ থাকিলে প্রেমানন্দ লাভ হয় না, যে পর্য্যন্ত গোপী এবং শ্রীকৃষ্ণ সমরস ও সর্ব্বপ্রকার ভেদভাব বর্জ্জিত না হইবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের রস-মিলন বা প্রেম-মিলন সম্ভবপর হইবেনা! যে পর্য্যন্ত ভক্ত সর্ব্ববিধ আবরণ বা পাশ হইতে মুক্ত হইয়া সচ্চিদানন্দ লাভ না করিবেন, সে পর্য্যন্ত সচ্চিদানন্দময় ভগবানের সহিত সেই ভক্তের প্রেমানন্দময় অভেদ সম্মিলন হইতে পারে না। লৌকিক পতি যেমন নব বধুর শরীরে স্পর্শাদি করিয়া তাহার লজ্জা দূর করিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ পরম পতি ভগবানও যেন গোপিগণের লজ্জারূপী ভেদভাব বা আবরণ ও হীনভাব যাহা দাসীত্ব প্রভৃতি প্রার্থনাতে অন্তর্নিহিত ছিল, এবং যাহা প্রেমানন্দ বা মধুরত্ব লাভের পরিপন্থী, সেই সকল লজ্জা বা ভেদভাব বিনষ্ট করত

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপিকাদিগের প্রেমানন্দ বিশুদ্ধ ও বর্দ্ধিত করিলেন! অর্থাৎ ভগবান গোপিকাগণের অন্তর-বাহ্য সমস্তই আকর্ষণ করিয়া, সকলের মর্ম্মস্থল অধিকার করত তাঁহাদিগকে পরমাত্মময়ী ও আপন করিয়া লইলেন।

ভগবান গোবিন্দ গোপিগণের সহিত আত্ম-রমণ করিয়াছিলেন, ইহা লৌকিক কাম সম্ভোগ নহে; ইহা সর্ব্বাঙ্গীন আলৌকিক প্রেম-বিলাস! —ভাবময়ী গোপিনীগণের সহিত ভাবমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের রস-মিলন! অর্থাৎ গোপিগণের রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি ভগবান আস্বাদন করিলেন এবং ভগবানের রূপ রসাদি গোপিগণকে আস্বাদন করাইয়া তাঁহাদিগকে ধন্যা ও কৃতার্থা করিলেন! ভগবান **আপ্ত-কাম,** কোন কামনাই তাঁহার অপূর্ণ নাই; তথাপি ভক্তরূপী গোপিগণকে পরমানন্দ প্রদান করিবার জন্য, গোপিগণের আত্ম-সুখলাভ বা ভোগ-ইচ্ছা না থাকিলেও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া স্বেচ্ছায় গোপিকাগণকে প্রেমানন্দ সম্ভোগ করাইয়া অমৃতত্ব প্রদান করিয়াছিলেন! গোপিনীগণ এইরূপে ভগবৎ প্রদত্ত পরমানন্দ ভোগ করিয়া প্রেম-গর্ব্বে গর্ব্বিতা হইলেন এবং জগতের সকল নারী অপেক্ষা আপনাদিগকে অধিক সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; তখন অন্তর্য্যামী ভগবান গোবিন্দ, তাঁহাদের প্রেম-গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য অন্তর্হিত হইলেন। কি কর্ম্ম, কি জ্ঞান, কি ভক্তি কোন অবস্থাতেই গর্ব্বদ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় না; গোপিগণকে এই বিশুদ্ধ প্রেম শিক্ষা দিবার জন্য, ভগবান অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। ভগবানের অন্তর্দ্ধানকালে যাঁহার গর্ব্ব ছিল না, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সিদ্ধা হইয়াছিলেন—ইনিই **হ্লাদিনী**-শক্তিরূপিণী শ্রীমতি রাধারাণী! ইহার প্রেমানুরাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল; এজন্য ইনিই একমাত্র ভগবানের অন্তর্দ্ধানের পরও তাঁহার সহিত বিরাজ করিতেছিলেন। তৎপর প্রেমানন্দ সম্ভোগ দ্বারা তাঁহারও প্রেম-গর্ব্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত হওয়ায়, দর্পহারী ভগবান গোবিন্দ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমাকেও পরিত্যাগ করত অন্তর্হিত হইলেন! **বিরহ** না থাকিলে মিলনের পরিপূর্ণ আস্বাদন হয় না—তাই গোপিকাগণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রেমানন্দ সম্ভোগ করাইবার জন্য, ভগবান প্রেম-গর্ব্বচ্ছলে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন ; কেননা বিরহই অধিকতর প্রেমানন্দ উদ্দীপনের একমাত্র উপায়স্বরূপ! বিরহ অর্থাৎ প্রেমের পাত্রকে প্রাপ্ত হওয়ার ইচ্ছা, যতই প্রবল হয়, ততই সাধকের প্রেমানুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে বিষয়ে যাহার যত উৎকণ্ঠা, সেই বিষয় প্রাপ্তিতে তাহার সেই পরিমাণ আনন্দ অনুভব হইয়া থাকে ; এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া, ব্রজের সকলেই আনন্দিত হন, কিন্তু মহাভাবময়ী গোপিকাগণ পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে গোপিগণ প্রেমোন্মাদিনী হইয়া কখনও কৃষ্ণ-তন্ময়তা লাভ করত কৃষ্ণ-লীলার অনুকরণ করিলেন ; আবার কখনও বা বাহ্য-দশা প্রাপ্ত হইয়া, বন হইতে বনান্তরে অনুসন্ধান করিলেন! তাঁহাদের প্রেম-গর্ব্ব এমনই খর্ব্ব হইয়াছিল যে, তাঁহারা বৃক্ষলতা, এমনকি **পৃথিবীকে** পর্য্যন্ত আপনাদের অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালিনী মনে করিয়া আত্ম দুঃখ জ্ঞাপন করত শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভগবান গোপিগণকে নির্দ্দয়ভাবে পরিত্যাগ করায়, দুঃসহ বিরহেও তাঁহার প্রতি গোপিদের কোনপ্রকার অভিমান-ভাব উদয় হয় নাই ; বরং তাঁহারা অধিক আগ্রহের সহিত সকলেই একযোগে কৃষ্ণান্বেষণ করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন! শ্রীরাধিকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃতা হওয়ায়, তাঁহার প্রতিও গোপিকাগণের কোন প্রকার ঈর্ষা-ভাব উদিত হয় নাই ; অর্থাৎ এই অলৌকিক প্রেম-লীলাতে, কোন প্রকার লৌকিক হীন ভাব স্পর্শ করিতে পারে নাই! অতঃপর গোপিগণ যখন কৃষ্ণ-বিরহে অধীরা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, তখন অন্তর্য্যামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান, তাঁহাদিগকে দর্শন দানে কৃতার্থা করিলেন। অনন্তর গোপিকা-গণ আপন আপন উত্তরীয়-বসন দ্বারা যমুনা-পুলিনস্থ বালুকার উপর আসন রচনা করিয়া প্রিয়তমকে উপবেশন করাইলেন। যে লজ্জারূপী **পাশ** ছেদনের জন্য ভগবান, গোপিগণকে বস্ত্র-হরণলীলা দ্বারা প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন, আজ সেই গোপিগণ এমনই প্রেমানুগতা হইয়াছেন যে, স্বেচ্ছায় আপন আপন বক্ষঃস্থলের লজ্জা-রক্ষাকারী উত্তরীয়-বসনদ্বারা **প্রিয়তম** ভগবানের জন্য আসন পাতিয়া দিলেন!—অর্থাৎ আজ তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে লজ্জাকে পরিত্যাগ করত ভগবানের সহিত একাত্ম-ভাবে মিলিতা হইলেন! এইরূপে বিশুদ্ধ-প্রেমান্বিতা গোপিগণের সেবা পূজাদিতে ভগবান অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন। অনন্তর সকলের আনন্দদাতা আনন্দময় ভগবান, গোপিনীগণের অন্তরে আত্ম-আনন্দ-**শক্তির** পূর্ণ বিকাশ করত, তাঁহাদের সহিত পরিপূর্ণভাবে প্রেমানন্দের বিলাস করিলেন!—ইহাই পরিপূর্ণ রস-সম্মিলন বা **রাস-লীলা**।

প্রাকৃত নর-নারীর মিলনে, রূপ রস গন্ধাদি পঞ্চতত্ত্বের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ বা মিলন হইতে পারে না; কারণ উভয়ের স্থূলদেহ সর্ব্বাবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ থাকায় এবং ভাবের অপূর্ণতাহেতু, সর্ব্বাঙ্গীন **রসময়** প্রেম-মিলন তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে! কিন্তু শ্রীরাস-মণ্ডলে সমাগতা মহাভাবময়ী গোপিকাগণের সহিত, ভগবান **শ্রীকৃষ্ণ** পৃথক্ পৃথক্ ভাবময় দেহ ধারণ করত ভেদভাবে ও অভেদভাবে লীলানন্দ করিয়াছিলেন! সুতরাং এইরূপ মিলনে পরিপূর্ণ রসের বিকাশ হইয়াছিল! —ইহা সর্ব্বাঙ্গীন অভেদ ও মহাভাবময় প্রেমানন্দের মহামিলন!! এই মহামিলনে শ্রীভগবানের বংশীধ্বনি, সুমধুর প্রেমপূর্ণ বাক্য, নাম ও লীলা-কীর্ত্তনাদিরূপ **শব্দ**, তদীয় সুশীতল করকমল স্পর্শদ্বারা গোপিকাগণকে শান্তি প্রদান এবং আলিঙ্গনাদি জনিত **স্পর্শ**, প্রেমময় ভগবানের বিশ্ব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিমোহন পরমানন্দ-প্রদ রসেন্দ্র-মূর্ত্তি ও অমিয়-পরিপূর্ণ কান্তি-দর্শনাদিযুক্ত **রূপ,** এবম্বিধ রূপ আস্বাদন ও প্রেম-সম্ভোগাদিজনিত পরমানন্দপূর্ণ **রস** এবং শ্রীভগবানের মিলনাদিগত প্রেমানন্দপ্রদ বিশ্বের সমস্ত সুগন্ধের উৎসস্বরূপ ভাবময় শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তির **গন্ধ,** ভক্তরূপী গোপিকাগণ আস্বাদন করিয়া ধন্যা ও কৃতার্থা হইয়াছিলেন ! আর গোপিকাগণেরও ঐপ্রকার শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধাদি শ্রীভগবান প্রেমানন্দে গ্রহণ ও আস্বাদন করিয়া গোপিকাগণকে ধন্যা ও প্রেমানন্দে পরিপূর্ণা করিয়াছিলেন !— ইহাই **শ্রীরাসলীলা !**—জীবাত্মা পরমাত্মার অভেদাত্মক্ **রস-মিলন** !! —ভক্ত ও আত্মারাম ভগবানের প্রেম-বিলাস বা আত্ম-রমণ !!! এই প্রকট্ প্রেম-লীলা এরূপ বিশুদ্ধ ও পবিত্র যে, গন্ধর্ব্বগণ সস্ত্রীক এই পবিত্র লীলা দর্শন করত, শ্রীরাসের যশ ও জয় গান করিয়াছিলেন ! দেবদেবিগণ এই পরমানন্দময় **প্রেম লীলা** দর্শন করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া দুন্দুভি বাদনসহ আকাশ হইতে পুষ্প-বৃষ্টি করিয়াছিলেন ; সিদ্ধ মুনিঋষিগণ এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমানন্দপূর্ণ লীলা সন্দর্শন করত পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

অগ্নি যেমন পবিত্র অপবিত্র সমস্ত বস্তুই ভক্ষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ভুক্ত দ্রব্যের দোষগুণ কিছুই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ! সেইরূপ ভগবান **শ্রীকৃষ্ণ**ও মায়াতীত এবং গুণাতীত তাঁহার কৃত সমস্ত কার্য্যই জীবের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ; তিনি পূর্ণ-মনোরথ—এজন্য কোন কার্য্যেরই ফলাফল তাঁহাতে স্পর্শ হয় না। বিষ স্পর্শ বা ভক্ষণ করা মাত্রই জীবের মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে ; কিন্তু **মহাদেব** সমুদ্র মন্থনোত্থিত ভীষণ কালকূট্ বা হলাহল পান করিয়াও মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছিলেন ! সুতরাং ভগবানের অলৌকিক আচরণ, মানবের ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধিরদ্বারা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র ; আর এবম্বিধ অলৌকিক লীলার কথঞ্চিৎ অনুকরণ বা আচরণের প্রয়াসও,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতঙ্গের বহ্নিতে ঝাঁপ দেওয়ার ন্যায় আশু বিনাশের কারণস্বরূপ !—এই লীলামৃত একমাত্র প্রেম-ভক্তিযোগে আস্বাদনীয় এবং ইহা লৌকিক কাম-কামনা মোহন বা দাহনের অন্যতম উপায়স্বরূপ !!

শ্রীকৃষ্ণরূপ কল্প-বৃক্ষে, প্রেমানন্দময়ী **শ্রীরাধিকা** কল্প-লতিকা, বিজড়িতা, আর গোপিকাগণ সেই কল্প-বৃক্ষ-লতিকার পত্র ফল পুষ্প ও পল্লবাদিরূপে সুশোভিতা রহিয়াছেন !—ভক্তগণ সেই প্রেমানন্দপূর্ণ কল্প-তরুলতার সুশীতল ছায়াতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ত্রিতাপের দাবদাহী তাপ চিরতরে উপশমিত করেন এবং অমৃতময় প্রেমানন্দ-ফল আস্বাদন করত ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হন !!

যিনি ব্রজবাসিগণকে সতত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন ; যিনি শৈশব ও বাল্য-লীলাদি দ্বারা ব্রজবাসী সকলকেই আনন্দ প্রদান করিতেন; যিনি গোপালরূপে নন্দ-যশোদার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন ; যাঁহার চৌর্য্য-লীলাতেও ব্রজবাসিগণ মোহিত হইয়া আনন্দ অনুভব করিতেন ! যিনি সখ্যভাবে ব্রজ-বালকগণকে প্রেম বিতরণ করিয়াছিলেন, যাঁহার অপূর্ব্ব বস্ত্রহরণ-লীলা দ্বারা গোপিকাগণ প্রেম-শিক্ষা করিয়া ধন্যা হইয়াছিলেন ; যিনি **শ্রীরাস-লীলা** দ্বারা অনুগতা ভক্তরূপী গোপিকাগণকে প্রেমানন্দ প্রদানে কৃতার্থা করত, অনিত্য জগতে নিত্য অফুরন্ত আনন্দপ্রদ অমৃত পরিপূর্ণ প্রেম-রসের সমুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়া, জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই রসেন্দ্র-শেখর রাস-রসেশ্বর, নব-নটবর, করুণা-সাগর ভগবান **শ্রীকৃষ্ণ** ও তদীয় একাত্ম-আনন্দ-শক্তি রাসেশ্বরী শ্রীমতি **রাধারাণী** এবং তদনুগা সখী ও **গোপী**বৃন্দের চরণ-সরোজে অসংখ্য প্রণিপাত করত শ্রীশ্রীরাস-লীলার উপসংহার করিলাম ।

শ্যামসুন্দরং প্রেমপারাবারং ত্রিভুবনসারং বনপুষ্পহারং ।
হৃদিবসন্তং শ্রীরাধাসহিতং মধুরযুগলং সততং নমামি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবরাত্রি

শারদীয় রাস-লীলার অবসানে ক্রমে বসন্তকাল উপস্থিত হইল। ব্রজবাসিগণ দেবযাত্রা বা **শিবরাত্রি** মহোৎসব সম্পন্ন করিতে মনস্থ করিয়া, নানাবিধ পূজোপকরণসহ মহানন্দে **"অম্বিকা"** নামক বনে গমন করিলেন। তথায় গমন করিয়া নন্দাদি গোপগণ সরস্বতী নদীতে স্নান করত, বহু উপচারদ্বারা মহাদেব **পশুপতি** এবং মহাদেবী **অম্বিকাকে** পরমা ভক্তি সহকারে পূজা করিলেন। অতঃপর তাঁহারা বহু গাভী, স্বুবর্ণ, বস্ত্র ও মধুযুক্ত অন্নাদি ব্রাহ্মণগণকে দান করত ব্রতাচারী ও উপবাসী হইয়া তথায় রাত্রিবাস করিতে লাগিলেন এবং রাত্রি প্রভাত হইলে, যথাযোগ্য ব্রতাচরণ সমাপন করিলেন।

এইরূপে পুণ্যস্থান সরস্বতী-তীরে ত্রিরাত্রি বাস করিতে মনস্থ করিয়া, নন্দাদি গোপগণ দ্বিতীয় রাত্রিতেও তথায় শয়ন করত নিদ্রাভিভূত হইলেন ; এমন সময়ে একটী স্থবৃহৎ সর্প আসিয়া **নন্দ** মহারাজকে গ্রাস করিতে লাগিল। গোপরাজ তখন ভয়ার্ত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন ; সেই ডাক শ্রবণ করা মাত্রই সকল গোপগণ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ভগবান কৃষ্ণও পিতাকে অভয় প্রদান করত, পদদ্বারা সেই সর্পকে স্পর্শ করিলেন। ভগবানের পদ-স্পর্শে তৎক্ষণাৎ সেই সর্প নিজ বপু ত্যাগ করত অপূর্ব্ব বিদ্যাধর-রূপ ধারণ করিয়া ভগবানের স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। সেই সর্প, পূর্ব্বে **স্থদর্শন** নামে এক প্রসিদ্ধ বিদ্যাধর ছিলেন ; স্বীয় রূপ-গর্ব্বে মোহিত হইয়া কৃশাঙ্গ ও বিকৃত-দেহধারী অঙ্গিরস-ঋষিগণকে উপহাস করায়, তাঁহাদের অভিশাপে সর্প রূপ ধারণ করিয়াছিলেন ! এক্ষণে ভগবানের শ্রীপাদ-পদ্ম প্রাপ্ত হওয়ায়, সেই বিদ্যাধর, ঋষিগণের অভিশাপকে আত্যন্তিক অনুগ্রহরূপে গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন এবং ভগবানকে বন্দনা ও প্রণাম করত স্বস্থানে গমন করিলেন। ব্রজরাজ নন্দ ও অন্যান্য গোপগণ ভগবানের এই সকল অপূর্ব্ব মহিমা দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং ত্রিরাত্রি তীর্থ-সেবার সঙ্কল্প পূর্ণ করত সকলে ব্রজপুরে পরমানন্দে প্রত্যাগমন করিলেন।

দোল-লীলা।

মধুমাসে ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম হওয়ায় বৃন্দাবনের বৃক্ষলতা সমস্তই মধুময় হইল; নবপল্লবে পল্লবিত ও নবমুকুলে মুকুলিত হইয়া সকলেই অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। **পরমপুরুষ** শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শে আজ বৃন্দাবনের প্রকৃতি দেবী অপূর্ব্ব সাজসজ্জায় সুশোভিতা হইলেন!—পলাশ পুষ্পদ্বারা প্রকৃতি দেবী যেন ললাটে সিন্দূর পরিয়াছেন, অশোক যেন তাঁহার কবরী বন্ধন করিয়া দিয়াছে; চম্পক মালতী প্রভৃতি বাসন্তী কুসুমদ্বারা সেই কবরীতে সুদৃশ্য চূড়া নির্ম্মিত হইয়াছে; মাধবী বকুল প্রভৃতি পুষ্পরাজি প্রকৃতি দেবীর গলে যেন বিজয়-মাল্য পরাইয়া দিয়াছেন! সুখাবহ মৃদুমন্দ বায়ু সেই বাসন্তী-পুষ্পগণকে দোলায়িত করিয়া মধুময় সুগন্ধরাশি চতুর্দ্দিকে বিকীরণ করিতেছে; কুঞ্জে কুঞ্জে থরে থরে কুসুমরাশি ফুটিয়া রহিয়াছে!—পুঞ্জে পুঞ্জে অলিকুল সেই ফুল-সমূহের মধুপান করত পরিতৃপ্ত হইয়া আনন্দে ইতস্ততঃ গুঞ্জন করিয়া বেড়াইতেছে! বৃন্দাবনের এই প্রকার মধুময় অবস্থায়, বাসন্তী-পূর্ণিমার মধুময়ী নিশা সমাগতা হইল; পূর্ণচন্দ্র তারকাবেষ্টিত হইয়া ভগবানের আনন্দ বিধানের জন্যই যেন অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না বিকাশ করত পূর্ব্ব গগনে উদিত হইলেন। রসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, গোপিকাগণকে শ্রীরাস-মণ্ডলে অন্তর্ম্মুখী প্রেমানন্দলীলা দ্বারা আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন; তৎপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর্দ্ধানরূপ বিরহভাব দ্বারা তাঁহাদের প্রেমানুরাগ বর্দ্ধিত করিয়া, পরিশেষে প্রেম-রসের পরিপূর্ণ মিলন দ্বারা তাঁহাদিগকে পরমাত্মময়ী করত অভেদাত্মক্ শ্রীরাস-মিলন সুসম্পন্ন করিলেন; এইরূপে গোপিগণ প্রেম-সমাধি লাভ করত পরমানন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভগবান প্রেমানন্দময়ী গোপিকাগণের সহিত প্রেমানুরাগস্বরূপ **আবির** কুঙ্কুমাদি দ্বারা **"হোলী"**-খেলারূপ প্রেম-রসের বাহ্য লীলানন্দ করিতে মনস্থ করিয়া, আকর্ষণী স্বরে বংশীবাদন করিলেন! প্রেমোন্মাদিনী মধুর রসিকা গোপিকাগণ, বংশীধ্বনি শ্রবণ করা মাত্রই তথায় উপনীতা হইয়া রসেন্দ্র-শেখর প্রেমানন্দময় ভগবানকে দর্শন করত পরমানন্দিতা হইলেন। তৎপর গোপিকাগণ রাসমঞ্চস্থিত দোলমঞ্চোপরি দোদুল্যমান অপূর্ব্ব প্রেমানন্দের দোলাতে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজেশ্বরী রাধারাণীকে উপবেশন করাইয়া, সেই **প্রেম-দোলা** দোলাইতে লাগিলেন এবং সকলে মিলিয়া দোলার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করত, ভগবানের লীলা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীভগবান প্রেমানন্দে বিগলিত-চিত্ত হইয়া সুললিত মিশ্রস্বরযুক্ত বংশীবাদন করিতে লাগিলেন; অর্থাৎ তখন **বংশী**, যুগপৎ আনন্দিনী, সম্মোহিনী ও আকর্ষণী এই ত্রিবিধ ভাবের সমন্বয়পূর্ণ অপূর্ব্ব স্বরে বাজিতে লাগিল। ব্রহ্মাদি **দেবগণ** এই অপূর্ব্ব বংশীধ্বনিকে উদাত্তাদি স্বর সমন্বিত প্রণবযুক্ত বেদধ্বনি অপেক্ষা অধিক মধুময়ভাবে শ্রবণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সকল দেবদেবিগণ তথায় আগমন করত বিমান হইতে এই মধুময় লীলা দর্শন করিতে লাগিলেন উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিৎ প্রভৃতি স্বরভেদে এবং হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতাদি মন্ত্রভেদে প্রণবযুক্ত শ্রুতি-মন্ত্র গীত হইলে, যজ্ঞমধ্যে ব্রহ্মাদি দেবগণের আবির্ভাব হইয়া থাকে! এইরূপে তাঁহারা তথায় কেবলমাত্র আবির্ভূত হন, কিন্তু মোহিত হন না; কিন্তু ভগবানের বংশীরব শ্রুতি-মন্ত্রাদি অপেক্ষা, এত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিক মহিমা সম্পন্ন যে, দেবগণ ঐ স্বর শ্রবণ করা মাত্রই তথায় আগমন করিলেন এবং একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

আজ ভগবানের অপূর্ব্ব বংশীধ্বনি ও সুমধুর স্বরযুক্ত গীতাবলী শ্রবণ করত, গোপিকাগণ প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন; রাস-লীলাতেও গোপিকাগণ বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিতা হন নাই, কিন্তু গোপিকাগণ এক্ষণে এরূপ প্রেমানন্দময়ী হইয়াছেন যে, বংশীধ্বনি ও গীত শ্রবণদ্বারা তাঁহাদের বাহ্য-দৃষ্টি, বাহ্য-ভাব সমস্তই লুপ্ত হইয়াছিল! এইরূপে তাঁহারা অন্তরে পরিপূর্ণ পরমাত্মানন্দ উপভোগ করিলেন। অতঃপর পুনরায় বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা সাক্ষীভাবে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের মিলনজনিত রূপ-রসের পরিপূর্ণ মাধুর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলেন! আজ তাঁহাদের **প্রেমানন্দ-রতি** এরূপ প্রবলা ও সমর্থা হইল যে, তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিলাস দর্শনেই সুখী!—নিষ্কামভাবে **সাক্ষী**ভাবে, পরমাত্মার প্রেমানন্দ লীলা দর্শন করিয়াই তাঁহারা পরমা-নন্দিতা ও কৃতকৃতার্থা!—ইহাই গোপীভাবে উজ্জ্বল প্রেম-রসের সাধনা!! গোপিগণের এবম্বিধ কৃষ্ণ-প্রেমে পর্য্যবসিত, নিষ্কাম প্রেমভাব উপলক্ষ্য করিয়া, কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যথা—

"গোপিগণ করে যবে কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ॥
গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটিগুণ গোপি আস্বাদয়॥"

বাসন্তী বা **দোল-পূর্ণিমার** সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রজনীতে রসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমময়ী শ্রীরাধিকার সহিত প্রেম-দোলায় উপবেশন করিয়া, প্রেমানন্দময়ী গোপিকাগণের দ্বারা দোলায়িত এবং প্রেমের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপচার দ্বারা সুসেবিত হইয়া পরম আনন্দযুক্ত হইলেন। গোপিগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণ-প্রেমানুরাগরূপ আবির কুঙ্কুমদ্বারা রঞ্জিত হইয়া সেই রঞ্জিত প্রেমানুরাগ শ্রীরাধাকৃষ্ণে সমর্পণ করিলেন !—ইহাই রাধাকৃষ্ণকে আবির কুঙ্কুমাদি দ্বারা সুরঞ্জিত করা। শ্রীকৃষ্ণের শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধাদির মিলনযুক্ত অপূর্ব্ব প্রেম-বিলাস গোপিগণের বিশুদ্ধ চিত্তে চিরতরে অঙ্কিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রেমানন্দ প্রদান করিতে লাগিল !—ইহাই দোললীলায় রঙ্গের খেলা অর্থাৎ 'হোরী' বা 'হোলী' উৎসব। অপরিষ্কৃত মলিন বস্ত্রে ভালরূপে কখনও কোন রঙ্ লগ্ন হয় না, **বস্ত্র** যতই পরিষ্কার হইবে, **রঙ্ও** ততই সুন্দররূপে লাগিবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম ! শ্রীরাসলীলা দ্বারা ভগবান গোপিকাগণের চিত্ত একেবারে বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল করিয়া দিয়াছেন, সেই বিশুদ্ধ-চিত্তে পরমাত্মার ও তদীয় আনন্দ-শক্তির অভেদাত্মক্ মিলনজনিত প্রেমানন্দের বিলাস প্রতিফলিত করিবার জন্যই, আজ ভগবান এই পরমানন্দপূর্ণ **দোল-লীলা** * প্রকট করিয়াছেন ; অর্থাৎ আজ ভগবান নিত্যানন্দময় প্রেম-বিলাসের নানাবিধ রঙ্ দ্বারা গোপিগণের চিত্তরূপ বিশুদ্ধ বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া, তাঁহাদিগকে ধন্যা করিলেন !—ইহাই কৃষ্ণ প্রেমের 'দাগ' বা দোলের রঙ্এর খেলা !!

ভগবান রাসলীলাতে, গোপিগণের **অহঙ্কার** বিনষ্ট করিয়া যেন শ্রীরাস-মঞ্চে অহঙ্কারের সমাধি প্রদান করিয়াছিলেন ; সেই অহঙ্কারের

* বাসন্তী বা ফাল্গুনী দোল-পূর্ণিমা উৎসবের ন্যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের "হিন্দোল" বা "ঝুলন" উৎসবটাও ভারতের সর্ব্বত্র সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে : কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে এই ঝুলন উৎসবটীর উল্লেখ নাই : তথাপি মহাভারতের অন্তর্গত হরিবংশে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বর্ষা-সমাগমে রামকৃষ্ণ ভাণ্ডীর বনে গমনপূর্ব্বক শাখা সমূহ ভাণ্ডীর বৃক্ষে 'সন্দোলিকা' বা দোলা অবলম্বনপূর্ব্বক রাখালগণের সহিত নানাপ্রকার আনন্দ-ক্রীড়া করিতেন : সম্ভবতঃ ইহা হইতেই ঝুলন উৎসবের উৎপত্তি। প্রচলিত ঝুলন-যাত্রা উৎসবটীর প্রচার সম্বন্ধে কাহারও মত এই যে, উহা গন্ধর্ব্বানুষ্ঠিত হিন্দোল যাত্রা : আবার পুরাণান্তরে উহা রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত বলিয়াও উল্লেখ আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধিরূপ দোল-মঞ্চের উপরেই ভগবানের **প্রেম-দোলা** অবস্থিত। সেই প্রেম-দোলাতে তিনি আত্ম-আনন্দশক্তির সহিত প্রেমানন্দে বিরাজিত; আর গোপিগণ অহঙ্কারকে পদ-দলিত করিয়া, অর্থাৎ আপন আপন অহঙ্কারের সমাধির উপর দাঁড়াইয়া, প্রেমানন্দে ভগবানের এই প্রেম-লীলা দর্শন করিতেছেন!—ইহাই শ্রীভগবানের **দোল-লীলা**!!

অহংকার থাকিতে ভগবানকে পাওয়া যায় না, ভগবানের **দোলা** বা আসন অহঙ্কারের পরপারে অবস্থিত। অহঙ্কারকে পদদলিত করিতে পারিলে, তবে ভগবানকে লাভ করা যায়; অর্থাৎ চিত্ত অহঙ্কারবর্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হইলেই, তাহাতে পরমাত্মা প্রতিফলিত হইয়া ভক্তকে পরমানন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। **ভগবান** শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমময়ী শ্রীরাধারাণীর সহিত প্রেম-দোলায় বসিয়া ভক্তরূপী গোপিগণ দ্বারা দোলায়িত হন—ইহা বিলাস ও চৈতন্য-ভাবের দ্যোতক্। প্রেম-সমাধি কিম্বা যোগ-সমাধিতে বিরাজিত থাকা, কতকটা আনন্দ-সত্তাতে অবস্থান করার মত জড়ভাবাপন্ন; কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আনন্দের বিলাস না হইলে, উহার স্ফুর্ত্তি ও পরিণতি হয় না এবং চিৎ ছাড়া আনন্দেরও পরিপূর্ণ বিকাশ হয় না, এজন্য দোল-লীলাতে দোদুল্যমান দোলা, চৈতন্য ও বিলাসের পরিচায়ক। কেহ কেহ বলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দোলের **দোলাটী** নিত্য-লীলার পরিচায়ক; কেননা ঐ প্রেম-দোলা, সময় রক্ষক ঘড়ির 'পেণ্ডুলামের' ন্যায় সততই ইতস্ততঃ দুলিতেছে!—ইহা কখনও স্থির হয় না; অর্থাৎ ভগবানের **প্রেম** নিত্য এবং উহা সততই ক্রিয়াশীল। রাস-লীলার ন্যায় দোল-লীলাও সমস্ত আনন্দের সমষ্টি, চিদানন্দ-পরিপূর্ণ নিত্য প্রেমলীলা!

ভুবনমোহন **ভগবান** শ্রীকৃষ্ণ, ভুবনমোহিনী রাধারাণীর সহিত প্রেম-দোলায় দোলায়িত ও প্রেমানন্দে বিলসিত হইয়া, ভক্তরূপী গোপিকাগণের বিশুদ্ধ চিত্তসমূহ বাসন্তী-পূর্ণিমার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও প্রেমানন্দপূর্ণ মাধুর্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা সুরঞ্জিত করিয়া দিলেন—গোপিগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রদত্ত প্রেমানন্দ ও অমৃতত্ব লাভ করিয়া এবং তাঁহাদের প্রেমানন্দের বিলাস সাক্ষীভাবে দর্শন করিয়া ধন্যা, ও কৃতার্থা হইলেন !—ইহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের **দোল-লীলা** !—ভক্ত ও ভগবানের পরমানন্দ পরিপূর্ণ প্রেম-বিলাস !—ইহাই সর্ব্বরঞ্জনকারী ঋতুরাজ বসন্তকালে * অনুষ্ঠিত দোল-লীলার রহস্য ও তাৎপর্য্য !!—এইরূপে ভক্তগণের আনন্দদায়ক সুধাময়ী পৌর্ণমাসী বাসন্তী-রজনী পরমানন্দে অতিবাহিতা হইল। অতঃপর গোপিগণ তাঁহাদের হৃদয়ে অঙ্কিত প্রেমানন্দময় দোলের চিত্র স্মরণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ ধ্যান করিতে করিতে ব্রজ-গৃহে গমন করিলেন।

শ্যাম-কুণ্ড রাধা-কুণ্ড। ব্রজবাসিগণ পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া, সকলেই তন্ময়ভাবে পরমানন্দে অবস্থান করিতে লাগিলেন; এই আনন্দে বাধা প্রদান করিবার জন্য, ভীষণ বৃষভাকৃতি অরিষ্ট নামক এক মহাসুর আগমন করত, পদ দ্বারা গোষ্ঠ-ভূমিকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ভীষণ গর্জ্জনে সকলের ভয় উৎপাদন করিতে লাগিল। এই বিকটাকৃতি বৃষকে দেখিয়া গোসকল পলায়ন করিতে লাগিল। এবং ব্রজবাসিগণ ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। তখন আর্ত্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ, সেই অসুরকে ভর্ৎসনা করত আক্রমণ করিলেন এবং তাহার শৃঙ্গ ভগ্ন করত, ঐ শৃঙ্গাঘাতে ও পদাঘাতে অসুরের প্রাণ বধ করিলেন।

বৃষরূপী অসুরের প্রাণ বধ করিলে, শ্রীরাধা প্রভৃতি প্রধানা গোপিগণ ভগবানকে বৃষবধজনিত পাপে পাপমুক্ত বলিয়া আশঙ্কা করিলেন; ভগবান গোপিদের এই আশা দূর করিবার জন্য, যে স্থানে অরিষ্টকে পদাঘাতে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সেই স্থানকে আপন ইচ্ছাবলে তৎক্ষণাৎ একটী সুদৃশ্য কুণ্ডে পরিণত করিলেন এবং পাপ ক্ষালনার্থে, স্বয়ং সেই তীর্থে

* বসন্তকালের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—"বসন্তবৎ লোকহিতং শান্তং ..."—অর্থাৎ মলয়-স্নিগ্ধ লোকহিতকর বসন্তের ন্যায়, ধার্ম্মিকব্যক্তি সকলের পক্ষেই আনন্দপ্রদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নান করিয়া বিশুদ্ধ হইলেন !—উহাই **শ্যাম-কুণ্ড**। অতঃপর করুণাময় ভগবান, জীবের প্রতি কৃপা করিবার জন্য, শ্রীরাধাকে বলিলেন—"হে প্রিয়ে, তুমি আমারই শক্তিস্বরূপা, সুতরাং বৃষবধজনিত পাপ তোমাতেও স্পর্শ করিয়াছে! অতএব তোমার পাপ ক্ষালনের জন্য তুমিও একটী কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া বিশুদ্ধা হও।" শ্রীরাধা ভগবানের অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করত তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অনন্ত শক্তিবলে অদূরে **রাধা-কুণ্ড** নামক একটী অপূর্ব্ব কুণ্ড প্রস্তুত করত উহাকে অপূর্ব্ব তীর্থরূপে পরিণত করিলেন এবং আপনি সেই তীর্থে অবগাহন করত বিশুদ্ধা হইলেন। এইরূপে রাধা-কুণ্ড ও শ্যাম-কুণ্ড সর্ব্বজীবের কল্যাণপ্রদ, গোহত্যা ব্রহ্ম-হত্যাদি সর্ব্ব-পাপনাশক পবিত্র তীর্থরূপে পরিণত হইল।

মথুরা যাত্রার সূচনা। ব্রজবাসিগণ সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন; এইরূপে তাঁহাদের পরিপূর্ণ সিদ্ধি হইল। ব্রজধামের আনন্দ-লীলা এইখানেই অবসান হইয়া, মথুরা-লীলার সূচনা হইল; অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবন-লীলা দ্বারা ব্রজবাসীকে এবং জগতবাসীকে প্রেমশিক্ষা প্রদানকরত ব্রজ-ধামে ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিলে, উহাতে অঙ্কুর উদ্গম হইল; এক্ষণে মথুরা-লীলাদি দ্বারা অধর্ম্মের প্রাবল্য নষ্ট করত সেই ধর্ম্ম-বৃক্ষকে বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করিলেন—ইহাই ধরাভার অপনয়নাদি ছলে, মথুরা ও পরবর্ত্তী-লীলার সূচনা।

অরিষ্টাসুর বিনষ্ট হওয়ার পরই, দেবর্ষি নারদ কংস সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন—"হে নৃপতে, রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তোমার সমস্ত অনুচরেরাই নিহত হইয়াছে; শ্রীকৃষ্ণই দৈবকীর **অষ্টম** গর্ভজাত পুত্র! যশোদার গর্ভে যে কন্যা জন্মিয়াছিল, তিনি এখানে কৌশলে আনীতা হইয়া দৈবকীর কন্যারূপে কথিতা হইয়াছিলেন! আর বসুদেবের রোহিণী নাম্না পত্নীর গর্ভেই **রাম** জন্মগ্রহণ করিয়াছে; এই রামকৃষ্ণযুগলই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার শত্রুরূপে নন্দালয়ে বাস করিতেছেন।" দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করা মাত্রই, পাপাত্মা কংস বসুদেবকে হত্যা করিবার জন্য ধাবমান হইল; তখন নারদ তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করত বলিলেন, "রামকৃষ্ণই আপনার ভয়ের কারণ, বসুদেবকে হত্যা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।" দেবর্ষির কথাতে কংস, বসুদেবকে হত্যা করিলেন না বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দৈবকীর সহিত লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করত কারারুদ্ধ করিলেন। দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করা মাত্রই, কংস কেশিদৈত্যকে রামকৃষ্ণ-বধের উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিল। অতঃপর কংস, চানুর মুষ্টিক প্রভৃতি অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করত রামকৃষ্ণ বধের অন্য প্রকার উপায় নির্দ্ধারণ করিল যথা,—ভূতনাথ রুদ্র-দেবের প্রীত্যর্থে সমারোহের সহিত **ধনুর্যজ্ঞ** করা হইবে এবং নিকটেই একটী মল্ল-যুদ্ধের স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবে; তাহার চতুর্দ্দিকে একটী সভা-মঞ্চ প্রস্তুত করা হইবে, তাহাতে পুরবাসী ও সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উপবেশন করত মল্ল-যুদ্ধ দর্শন করিবেন; রঙ্গ-স্থলের দ্বারদেশে কুবলয়া-পীড় নামক দুইটী মত্ত **হস্তী** থাকিবে, উহারাই রামকৃষ্ণকে বধ করিবে! যদি উহারা অকৃতকার্য্য হয়, তবে মল্লযুদ্ধ দ্বারা বসুদেব-নন্দনদ্বয়কে বিনাশ করা হইবে। এই প্রকার পরামর্শ স্থির করত কংস, রামকৃষ্ণকে কৌশলে মথুরায় আনয়ন করিবার জন্য অক্রূরকে ডাকাইলেন; তৎপর তাঁহাকে সমীপে আনিয়া নানা প্রকার সমাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ বিপদের সংবাদ এবং রামকৃষ্ণ বধের জন্য যে উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাও অবগত করাইলেন; অনন্তর কংস রামকৃষ্ণকে মথুরায় আনয়ন করার জন্য অক্রূরের উপর ভার অর্পণ করত বলিলেন—"হে মিত্র, উপরোক্তরূপে রামকৃষ্ণকে প্রথমে বধ করিব, তৎপর তাহাদের আত্মীয়-গণকে ও বসুদেব প্রভৃতি যদুবংশীয় সকলকে ও অন্যান্য বিদ্বেষ্টাগণকে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমনকি পিতা উগ্রসেনকে পর্য্যন্ত বধ করিব! মহাবীর জরাসন্ধ আমার মন্ত্রণা-গুরু; দ্বিবিদ, শম্বর, নরক, বাণ প্রভৃতি মহাবীরগণ আমার পরম হিতকারী বন্ধু, ইহাদের সাহায্যে কুরু-পাণ্ডব ও অন্যান্য সকল নৃপতিগণকে সংহার করত, একচ্ছত্রীভাবে সুখে সসাগরা পৃথিবী ভোগ করিব! আপনি আমার পরম হিতাকাঙ্খী, আপনাকে আমার অন্তরের সব কথাই খুলিয়া বলিলাম; এক্ষণে যেরূপেই হউক, ব্রজে গমন করত রামকৃষ্ণকে ভুলাইয়া ধনুর্যজ্ঞে আনয়ন করুন।" কংসের মিনতিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করত, অক্রূর ব্রজে গমন পূর্ব্বক রামকৃষ্ণকে আনয়ন করিতে স্বীকৃত হইলেন।

কেশিদৈত্য বধ। কংস কর্ত্তৃক প্রেরিত মহাদৈত্য কেশি বিকট অশ্বমূর্ত্তি ধারণ করত ভীষণ চীৎকারে ব্রজবাসিগণের ভয় উৎপাদন করিতে লাগিল; তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণও হুঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক সেই দুষ্টকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলেন; কেশি অতি ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবানকে পদদ্বারা আঘাত করিল। অন্যের পক্ষে সেই আঘাত অসহ্য হইলেও ভগবান উহা গ্রাহ্যই করিলেন না; অনন্তর ভগবান তাহার পশ্চাৎ পদযুগল নিজ হস্তে ধারণ করত, অবলীলা ক্রমে ঘুরাইতে ঘুরাইতে উহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। কিছুক্ষণ অচেতন অবস্থায় থাকিয়া, পুনরায় সেই দুষ্ট ভগবানকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়া মুখ ব্যাদান করিল; ভগবান তাহার মুখ-গহ্বরে নিজ বামহস্ত প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন!—সেই দুষ্ট লৌহ-মুষলের ন্যায় প্রবিষ্ট ভগবানের হস্তে দংশন করার চেষ্টা করায়, তাহার দন্তগুলি ভগ্ন হইয়া গেল! ভগবানের হস্ত উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্ফীত হইতে লাগিল; তদ্দ্বারা কেশির শ্বাস রোধ হওয়ায়, সে ভূমে পতিত হইয়া চরণাদি বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

নারদ-কৃষ্ণ সংবাদ। ব্রজবাসিগণ পূর্ব্বেই পূর্ণ প্রেমানন্দ ভোগ করিয়াছিলেন; এক্ষণে কেশি দৈত্য বিনষ্ট হওয়ায়, ব্রজের সর্ব্বপ্রকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিঘ্নেরই অবসান হইল এবং ব্রজে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। কেশি-বধের পর ভগবৎতত্ত্বজ্ঞ পরম ভাগবত দেবর্ষি নারদ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরবর্ত্তী লীলার সূচনা অনুভব করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন এবং পরবর্ত্তী লীলা সমূহ কীর্ত্তন করত, **ভগবানের স্তব** করিতে করিতে বলিলেন—"হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বচিত্তাকর্ষক্ কৃষ্ণ, আপনার হৃদয় অতুলনীয় প্রেমে পরিপূর্ণ, আপনি যোগেশ্বর, জগদীশ্বর, সর্ব্বজীবের আশ্রয় এবং কর্ম্ম-ফল দাতা; আপনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা হইয়া গুণময় রূপে প্রকাশ পান, আবার আপনিই গুণাতীত ও সর্ব্বকর্ম্মের অতীত হইয়া সাক্ষীরূপে বিরাজ করেন; আপনি অসাধুগণের দমন ও সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য মর্ত্ত্য-ধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এখনই কেশিদৈত্যকে বিনাশ করত ব্রজধাম বিঘ্নশূন্য করিলেন, এই অপূর্ব্ব লীলা দর্শন করিলাম! হে প্রভো, অদ্য অক্রূর এখানে আগমন করিবেন, আপনি কল্য মথুরাতে গমন করিবেন, পরশ্ব চানুর মুষ্টিকাদি সহ কংসকে বিনাশ করিবেন, ইহাও দর্শন করিব! অনন্তর শঙ্খ, যবন, মূর ও নরক প্রভৃতি দানবগণকে বীরত্ব প্রদর্শন করত বধ করিবেন। এইরূপে ইন্দ্রকে পরাজয় করত পারিজাত হরণ করিবেন এবং অপূর্ব্ব দ্বারকা-লীলা দ্বারা জগতবাসীকে **গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম** প্রতিপালনাদিরূপ নানাপ্রকার ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা প্রদান করিবেন। অতঃপর রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালকে বধ করত তাহাকে উদ্ধার করিবেন এবং বহু প্রকার বীর্য্যপূর্ণ লীলা প্রকাশ করিবেন। এইরূপে অর্জ্জুনের সারথী হইয়া কুরুক্ষেত্র-মহাসমরকে উপলক্ষ্য করিয়া বহু লোকক্ষয় করত ধরা-ভার হরণ করিবেন, তাহাও আমি দর্শন করিব। হে বিশ্বাত্মন্! আপনি ইচ্ছাময় জ্ঞানময় আনন্দময় চৈতন্য-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন; আপনার চরণে প্রণাম করি; হে ভগবন্, আমি আপনার অভয় চরণ-সরোজে শরণ গ্রহণ করিয়াছি—আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপাপূর্ব্বক আশ্রয় দান করত কৃতার্থ করুন।" ব্রজধামে রসেন্দ্র-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ লীলামৃত কীর্ত্তনজনিত আনন্দে পুলকিত হইয়া, দেবর্ষি নারদ ভগবানকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিলেন; ভগবান কৃষ্ণও দেবর্ষিকে নানাবিধ উপদেশপূর্ণ বাক্যদ্বারা শান্তি ও আনন্দ প্রদান করিলে, দেবর্ষি স্বস্থানে গমন করিলেন।

অক্রূরের ব্রজে গমন। কংসের নিকট বিদায় গ্রহণ করত অক্রূর নিজ ভবনে আগমন করিলেন; তথায় রজনী অতিবাহিত করিয়া, পরদিন প্রত্যুষে রথারোহণে তিনি ব্রজধামে যাত্রা করিলেন; পথিমধ্যে তাঁহার **শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনা** অত্যন্ত প্রবল হওয়ায়, ভগবানের প্রতি তাঁহার বিশুদ্ধা ভক্তির উদয় হইল। তখন অক্রূর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি, কিম্বা এমন কি তপস্যাই করিয়াছি, যাঁহার দরুণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ করিব?—তবে নদীতে পতিত তৃণাদিরও যেমন সাগর-সঙ্গম লাভ হইতে পারে, সেইরূপ দৈব অনুকূল হইলে, আমার ন্যায় অধমেরও কৃষ্ণ-দর্শন হওয়া অসম্ভব নহে। কংস সকলের প্রতি দুর্দ্দান্ত হইলেও আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহই প্রকাশ করিয়াছেন; কারণ তাঁহার আদেশ পালন দ্বারাই আজ আমি কৃষ্ণ-দর্শনরূপ মহা সৌভাগ্য লাভ করিব!—যে চরণ ব্রহ্মাদির পক্ষেও দুর্লভ, যাঁহা ব্রজগোপিকাগণ অতি যত্নের সহিত বক্ষে ধারণ করিয়া থাকেন; আজ ভগবানের কৃপায় আমি সেই **পাদ-পদ্ম** দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব! যাঁহাকে দর্শন করা মাত্রই অন্তর-বাহ্য সমস্তই পরমানন্দযুক্ত হয়, ভগবতী লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবিগণ যে রূপ দর্শনের জন্য সতত আকাঙ্খা করিয়া থাকেন; যে অপূর্ব্ব রূপ যোগীগণ কেবল ধ্যান-যোগেই দর্শন করিতে সক্ষম হন; আজ আমার নয়নযুগল প্রত্যক্ষভাবে সেই কৃষ্ণ-রূপ-সুধা পান করিয়া ধন্য হইবে!—আমি চতুর্দ্দিকে কেবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মঙ্গলসূচক চিহ্নই দেখিতেছি! সুতরাং বোধ হয় আজ আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে। আমি তাঁহাকে দর্শন করামাত্রই, তাঁহার চরণ-তলে পতিত হইব; সেই বিভু কি আশীর্ব্বাদচ্ছলে আমার মস্তকে তদীয় কর-কমল প্রদান করত আমার ভব-ভয় দূর করিবেন না?—যে অভয় সুশীতল কর-কমল রাস-লীলাকালীন গোপিগণের শ্রান্তি দূর করিয়াছিল, আমি কি সেই কর-কমলের স্পর্শ-সুখ অনুভব করিতে পারিব না? তিনি অন্তর্য্যামী, সকলের অন্তরই দর্শন করিতেছেন; সুতরাং যদিও আমি তাঁহার পরম শত্রু কংস দ্বারা এখানে প্রেরিত হইয়াছি, তথাপি তাঁহার প্রতি আমার যে কোন প্রকার শত্রুভাব নাই, তাহা সেই সর্ব্বজ্ঞ হরি নিশ্চয়ই অবগত আছেন; আমি বাহিরে কংসের অনুমতি পালন করি বটে, কিন্তু আমার অন্তরটী শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়াছি—ইহা সেই পরম পুরুষ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন"। ক্রূরতাবিহীন শুদ্ধমতি অক্রূর এইরূপে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি-কামনারূপী চিন্তায় মগ্ন থাকায়, ব্রজের সরল পথ পরিত্যাগ করত বক্রপথে গমন করিলেন! তজ্জন্য সমস্ত দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া গোধূলিসময়ে গোষ্ঠ-লীলার স্থানে উপস্থিত হইলেন। অক্রূর গোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া ভগবানের পদ-চিহ্ন দর্শন করা মাত্রই আনন্দে অতিশয় বিহ্বল হইলেন; তাঁহার কম্পন, অশ্রু ও পুলকাদি প্রেমভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ করত প্রভুর দুর্ল্লভ পদচিহ্নিত **রজের** উপর লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। অতঃপর তথা হইতে উঠিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সমীপে গমন করিলেন। মহামতি অক্রূর রামকৃষ্ণযুগলকে দর্শন করা মাত্রই প্রেমে বিহ্বল হইয়া তাঁহাদের পদ-প্রান্তে ষাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন!—তাঁহার রোমাঞ্চ পুলকাদি-ভাব বিকাশ হইতে লাগিল; তখন অক্রূর নয়ন-জলে রামকৃষ্ণের চরণ-কমল ধৌত করিলেন; ভাবাবেশে কণ্ঠ অবরুদ্ধ হওয়ায়, তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্ম-পরিচয় প্রদানেও সমর্থ হইলেন না। ভগবান **শ্রীকৃষ্ণ** স্বীয় সুকোমল করযুগল দ্বারা প্রেম-বিহ্বল অক্রূরকে উত্তোলন করত, তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন! **শ্রীরামও** অক্রূরের অঞ্জলিকৃত হস্তযুগলকে ধারণ করত, অনুজ শ্রীকৃষ্ণসহ তাঁহাকে সাদরে ব্রজ-গৃহে আনয়ন করিলেন। অনন্তর ব্রজরাজ নন্দ এবং রামকৃষ্ণ, ভক্ত অক্রূরের যথাযোগ্য সেবা দ্বারা পরিতোষ করত পরম যত্নে অতিথি সৎকার করিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর, রামকৃষ্ণ মধুপুরের কুশলাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, অক্রূর বলিলেন যে, মধুপুরের বর্ত্তমান ভীষণ দুরাবস্থা। পাপাত্মা কংস নারদ-মুখে স্বীয় নিধনের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, যাদবগণের প্রতি ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে; বসুদেবসহ দৈবকীকে লৌহময় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং শীঘ্রই তাঁহাদিগকে বধ করিবে! এইরূপে মধুপুরের সমস্ত বৃত্তান্ত একে একে অক্রূর রামকৃষ্ণকে অবগত করাইলেন। কংস ধনুর্যজ্ঞ দর্শনার্থে নন্দাদি ব্রজবাসী গোপগণসহ রামকৃষ্ণকে যে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, এই সংবাদ এবং তিনি যে রামকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্যই রথসহ আগমন করিয়াছেন, ইহাও তাঁহাদিগকে জানাইলেন। অতঃপর রামকৃষ্ণ কংসের নিমন্ত্রণের বিষয় নন্দ মহারাজকে অবগত করাইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ ব্রজ-মণ্ডলে ঘোষণা করিয়া সকলকে জানাইলেন এবং পরদিনই মথুরায় যাওয়া স্থির হইল।

রামকৃষ্ণের **মথুরা** গমনের সংবাদ তড়িৎবেগে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, গোপিগণের শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল। তখন তাঁহাদের এরূপ আত্যন্তিক মর্ম্ম-ব্যথা উপস্থিত হইল যে, কেহ কেহ বাহ্য জ্ঞান-শূন্যা হইলেন; কেহবা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন!—তাঁহাদের মুখশ্রী বিবর্ণ ও ম্লান হইয়া গেল, কেহ কেহ বিরহভয়ে শ্রীকৃষ্ণকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে প্রেম-সমাধি লাভ করিলেন! কাহারও অন্তরে ভগবানের রাস-লীলা দোল-লীলা প্রভৃতির প্রেমানন্দপূর্ণ স্মৃতি স্ফুরিত হইতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, তাঁহারা পুনরায় বাহ্য-জ্ঞান লাভ করিয়া, সকলেই একত্রিত হইলেন এবং নানাভাবে ভাবী বিরহের আশঙ্কায় শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গোপিগণ বিধাতাকে নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হে বিধাতঃ! তোমার হৃদয়ে দয়া নাই, তুমি একজনকে অপরের সহিত প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া, প্রণয়ভোগজনিত সুখের তৃপ্তি হইতে না হইতেই পুনরায় পাত্রটীকে হরণ করিয়া লও। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ করত শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-মূর্ত্তি তুমিই গড়িয়াছ! আমরা সেই অপূর্ব্ব কৃষ্ণ-মূর্ত্তিতে মন-প্রাণ সমস্তই অর্পণ করিয়াছি; হে ভাগ্যদেবতে, তুমিই আমাদের মিলন সংঘটন করিয়া দিয়াছিলে, এক্ষণে দত্ত-বস্তু অপহরণ করা তোমার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। অনন্তর মথুরাবাসী নর-নারীর মহা সৌভাগ্যের বিষয় আলোচনা করত, অক্রূরকে লক্ষ্য করিয়া গোপিকাগণ বলিতে লাগিলেন—"যিনি আমাদের সকল প্রিয়বস্তু হইতেও প্রিয়তম, যাঁহার ক্ষণকাল অদর্শনও আমাদের পক্ষে অসহ্য যন্ত্রনাদায়ক, সেই **প্রাণের** কৃষ্ণকে যিনি আমাদের প্রতি ক্রূর-ভাব দেখাইয়া মথুরা-পুরে লইয়া যাইতেছেন, অথচ পুনরায় তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবেন, এরূপ কোনপ্রকার আশ্বাস পর্য্যন্ত দিতেছেন না, এই প্রকার ব্যক্তিকে অক্রূর নাম দেওয়াই উচিৎ হয় নাই।"

এইরূপে বহু আলোচনা দ্বারা রাত্রি প্রভাত হইলে, গোপিগণ বলিতে লাগিলেন, "যিনি আমাদের প্রতি সর্ব্বদাই দয়ালু ছিলেন, সেই কৃষ্ণও আজ আমাদের ভাগ্যদোষে নিষ্ঠুর হইয়াছেন!—তিনি বোধ হয় এতক্ষণে **রথে** আরোহণ করিয়াছেন। যে গোপবালকগণকে আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্যন্ত সরল ও কোমল-হৃদয় বলিয়া মনে করিতাম, হে সখিগণ! ঐ দেখ তাঁহারাও আজ তৎপরতার সহিত শকটে বৃষ যোজনা করিয়া মথুরা-গমনে সাহায্য করিতেছে!—যে গোপগণ আমাদের পরম হিতৈষী এবং কৃষ্ণের জন্য স্নেহাকুল ছিলেন, তাঁহারাও কৃষ্ণ-গমনে কোনপ্রকার বাধা দিতেছেন না! হে সখিগণ, দৈবও আজ আমাদের প্রতিকুল, কারণ কৃষ্ণ-গমনে বাধা দিবার জন্য কোনপ্রকার দৈব-দুর্য্যোগও আজ উপস্থিত হইতেছে না! মুকুন্দের বিরহ যখন আমরা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবনা, যখন তাঁহার ব্রজে প্রত্যাগমনেরও কোন আশা দেখিতেছিনা, তখন আমাদের জীবন ধারণ করিয়া আর ফল কি? হে সখিগণ, শ্রীকৃষ্ণের গমনে যখন কেহই কোন বাধা দিতেছেন না, তখন আমাদের আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিৎ নহে, চল আমরা রাজ-পথে যাইয়া তাঁহার গমন নিবারণ করি"। গোপিগণ এইরূপ চিন্তা করত লোকলজ্জা ও গুরুজনের ভয় ত্যাগ করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় রাজ-পথে গমন করিলেন এবং হা গোবিন্দ! হা দামোদর! হা মাধব! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন!!

মথুরা যাত্রা। এদিকে অক্রূর রামকৃষ্ণকে রথে আরোহণ করাইয়া, ক্রন্দনপরায়ণা গোপিকাগণকে কোনপ্রকার সান্ত্বনা প্রদান না করিয়াই, মথুরা অভিমুখে **রথ** পরিচালনা করিলেন। নন্দাদি গোপগণ, কংসের জন্য বহু দধি-দুগ্ধাদি উপহারসহ, নিজ নিজ রথে আরোহণ করত **রাম-কৃষ্ণের** রথের অনুগমন করিতে লাগিলেন। গোপিগণ অতি দুঃখের অবস্থাতেও, শ্রীকৃষ্ণের বদন-মণ্ডল দর্শন করিয়া যেন আনন্দ অনুভব করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের প্রতি কি আদেশ প্রদান করেন, ইহা জানিবার ইচ্ছায় ব্যাকুলভাবে কৃষ্ণ-রথের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপিগণের কাতর ক্রন্দন এবং প্রেমোচ্ছ্বাস দর্শনে, আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্রসর হইতে পারিলেন না, তখন তিনি রথ থামাইয়া গোপিগণকে নানাপ্রকার প্রেমপূর্ণ বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। প্রকৃত পক্ষে তৎকালীন ভগবৎ উক্তির প্রকৃত অর্থ এই ছিল যে, 'তিনি দূত দ্বারা শীঘ্র সংবাদ লইবেন'; কিন্তু গোপিগণ গোবিন্দ-কথিত নিরাশাজনক বাক্যকেও নিশ্চয় আসিবেন, এরূপ আশা সমন্বিত সুমধুর বাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন! অনন্তর যতক্ষণ পর্য্যন্ত রথের চূড়া এবং চক্রোত্থিত ধূলি-কণা দৃষ্টি গোচর হইল, ততক্ষণ গোপিগণ চিত্র-পুত্তলিকার মত স্থির দৃষ্টিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্যা হইয়া চাহিয়া রহিলেন, তৎপর যখন আর কিছুই দেখা গেলনা, তখন গোপিগণ প্রবল বিরহজনিত তাপে সন্তাপিতা হইলেন এবং মথুরা গমন ব্যতীত গোবিন্দের পুনঃ দর্শন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া, দর্শন-কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্তা হইলেন। এইরূপে গোবিন্দ-কথিত নিরাশা অর্থাৎ তিনি আসিবেন, এরূপ নিশ্চয় আশা স্মরণ করিতে করিতে অতি কষ্টে ব্রজগৃহে গমন করিলেন; তথায় গোপিগণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের গুণ, রূপ ও লীলাদি চিন্তন ও কীর্ত্তন দ্বারা দিবানিশি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

অতি প্রীতির বস্তু নিকটে অপেক্ষা দূরে থাকিলে, তাহাতে অধিক প্রেমানুরাগ সঞ্চারিত হয়; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎরূপে নিজ সঙ্গ বা মিলন দ্বারা ব্রজবাসিগণকে পরমানন্দ প্রদান করিয়াছেন; এক্ষণে বিচ্ছেদ-রূপী কৃপাদ্বারা গোপিগণকে নিত্য প্রেমানন্দময়ী করিবার জন্য এবং পরবর্ত্তী লীলা দ্বারা জগতবাসীকে অন্য প্রকারে শিক্ষা প্রদান ও মধুপুর-বাসীগণকে ধন্য করিবার মানসে, আপনার অতি প্রিয়তমা ব্রজগোপিগণের প্রেমোচ্ছ্বাস ও নিষেধ উপেক্ষা করত, মথুরাভিমুখে গমন করিলেন।

অক্রূরের ব্রহ্ম-দর্শন। অতঃপর রামকৃষ্ণসহ রথারোহণে অক্রূর পাপনাশিনী কালিন্দীর তীরে উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণ তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালিন্দীর জল পান করত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; আর অক্রূর তাঁহাদের অনুমতি লইয়া যমুনার হ্রদে স্নানার্থে গমন করিলেন। অক্রূর জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া তথায় রামকৃষ্ণের **যুগলমূর্ত্তি** দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন এবং ভাবিলেন, তবে কি তাঁহারাই জলমধ্যে আসিয়াছেন? তিনি আপন সন্দেহ দূর করিবার ইচ্ছায় জল হইতে উত্থিত হইয়া রথোপরি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন! তখন বিস্মিত অক্রূর, পূর্ব্বদৃষ্ট যুগলমূর্ত্তি মিথ্যা, এরূপ অনুমান করিয়া পুনরায় জলে মগ্ন হইলেন; তখন জলমধ্যে তিনি এবার ভগবানকে অনন্ত মূর্ত্তিতে দর্শন করিলেন!—অক্রূর দেখিলেন, শ্রীরাম সহস্রশিরধারী অনন্তদেবরূপে বিরাজ করিতেছেন, সেই সহস্রশিরের উপরে মণিমাণিক্য-শোভিত উজ্জ্বল সহস্রফণা ঝল্‌মল্ করিতেছে। সেই অনন্তদেবের ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ **নারায়ণ**রূপে বিরাজ করিতেছেন! তাঁহার চারটী বাহুতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সুশোভিত রহিয়াছে; সেই শ্রীহরির উজ্জ্বল ঘনশ্যাম বর্ণ, পরিধানে পীত বসন, মস্তকে উজ্জ্বল কিরীট গলে বনমালা সুশোভিত; তিনি কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন! বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তগণ, সনকাদি ঋষিগণ, নারদাদি মুনিগণ, মহেশ্বরাদি দেবগণ বশিষ্ঠাদি সপ্তর্ষিগণ, দক্ষাদি প্রজাপতিগণ. বাসুকী প্রভৃতি ভুজঙ্গপতিগণ, অসুরপতিগণ এবং সিদ্ধগণ, সেই পরম পুরুষের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া স্তবস্তুতি করিতেছেন! লক্ষ্মী মহামায়া প্রভৃতি মহাদেবিগণ এবং হ্লাদিনী, সম্বিদা প্রভৃতি মহাশক্তিগণ, সেই কৃষ্ণরূপী নারায়ণ-মূর্ত্তির সেবা করিতেছেন! তদ্দর্শনে অক্রূরের পরমাভক্তির উদয় হইল এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারিয়া, অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। অতঃপর অক্রূর সেই ঐশ্বর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে গদগদভাষে তাঁহার নানাপ্রকার স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে স্তব করিতে করিতে অক্রূর, ভগবানের জ্ঞানময় বিশ্বরূপী অপূর্ব্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূর্ত্তি দর্শন করিলেন!—ক্রমে তিনি দেখিলেন যে, ভগবানের বিরাট্ মূর্ত্তিতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সমস্তই অবস্থিত রহিয়াছে এবং মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতার সমূহ সেই পরম পুরুষেরই বিকাশ মাত্র! অক্রূর আরও অনুভব করিলেন যে, পঞ্চদেবতার উপাসকগণ, সকল দেবমূর্ত্তির পরিণতিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই আরাধনা করিয়া, দ্বিজগণ বেদ মন্ত্র ও যজ্ঞাদি দ্বারা সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর কৃষ্ণকেই উপাসনা করিয়া থাকেন! এইরূপে ভগবৎ ঐশ্বর্য্য-ভাব দর্শন করার পর, ভগবান অক্রূরকে মাধুর্য্যময় কৃষ্ণরূপে দর্শন দানে কৃতার্থ করিলেন; তখন অক্রূর সেই ইষ্টমূর্ত্তির পদতলে পতিত হইয়া প্রণাম করত চিরতরে তাঁহার শরণাগত হইলেন। অনন্তর ভগবান তদীয় বিভূতি পরিপূর্ণ বপু সংহরণ করিলে, অক্রূর দেখিলেন যে, তিনি জলমধ্যে স্নান করিতেছেন, আর পূর্ব্বদৃষ্ট মূর্ত্তি প্রভৃতি কিছুই নাই! তখন তিনি অতি সত্বর স্নানাদি কার্য্য শেষ করিয়া, ভগবদ্দর্শন করার মানসে রথোপরি উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আগমন করিলে, ভগবান তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার মুখমণ্ডলে বিস্ময়-ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে! বোধ হয়, আপনি কিছু অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়াছেন"? অক্রূর কহিলেন, "হে কৃষ্ণ, এই ত্রিভুবনের মধ্যে কি জলে, কি স্থলে, কি আকাশে, যাহা কিছু অদ্ভুত দৃশ্য আছে, তাহা সমস্তই আপনার শ্রীঅঙ্গে বিরাজিত, সুতরাং যখন আমি আপনাকে দর্শন করিলাম, তখন আর কি অদ্ভুত দর্শন বাকী রহিল?—আমার সমস্ত দর্শনই পূর্ণ হইয়াছে। স্নানকালে আপনার অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়াছি; এক্ষণে পুনরায় আপনাকে যে ভাবে দর্শন করিলাম, তেমন সুন্দর ভাবে দর্শন আর আমার ভাগ্যে ঘটে নাই!—আপনার কৃপায় আমি ধন্য ও কৃতকৃতার্থ"! অতঃপর পূর্ণ-মনোরথ অক্রূর রামকৃষ্ণসহ রথ পরিচালনা করিয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মথুরাপুরে প্রবেশ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ অধ্যায়।

মথুরা লীলা

শ্রীরামকৃষ্ণ **মধুপুরে** প্রবেশ করা মাত্রই চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা প্রচারিত হইল; দলে দলে মথুরাবাসিগণ রামকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিতে লাগিলেন; যাঁহারা একবার সেই রূপ-সুধা পান করিলেন, তাঁহারা চিরদিনের জন্য সেই রূপে মোহিত হইয়া গেলেন। মধুপুরের কুলকামিনীগণ আপন আপন হর্ম্ম্যসমূহের উপরে আরোহণ করত শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। যিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি সেই কার্য্যই অসমাপ্ত রাখিয়া কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য ছুটিয়া আসিলেন এবং যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। এইরূপে রামকৃষ্ণ রাজপথে অগ্রসর হইয়া নন্দাদি গোপগণ যেখানে অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। অক্রূর রামকৃষ্ণকে নিজ ভবনে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানকার কার্য্যোদ্ধার করত তাঁহার গৃহে গমন করিবেন, এরূপ প্রতিশ্রুতি দান করিয়া অক্রূরকে বিদায় দিলেন। অতঃপর রামকৃষ্ণ মথুরা নগরী পরিভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়া, ব্রজ-সখাগণসহ রাজপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, রাজপথের দুই পার্শ্ব হইতে অসংখ্য নর-নারী সেই অপূর্ব্ব যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া এরূপ প্রীত ও বিমোহিত হইলেন যে, সেই সময় হইতে তাঁহাদের দৃষ্টি আর অন্য কোন বাহ্য দৃশ্য দেখিতে চাহিলনা—তাঁহারা কেবল রামকৃষ্ণের রূপ-ধ্যানে তন্ময় হইলেন। অনন্তর রামকৃষ্ণ দূর্গ-প্রাচীর-শোভিত, পরিখা-বেষ্টিত; অসংখ্য হর্ম্ম্যাবলী ও বিপণিশ্রেণী-সুশোভিত, সুরম্য উদ্যান ও উপবনাদিযুক্ত মহাপুরী মথুরা নগরীর শোভা দর্শন করিয়া প্রীত হইলেন; ক্রমে তাঁহারা সুবর্ণ-নির্ম্মিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোরণ অতিক্রম করত বহু স্বর্ণময় ও শ্বেত-প্রস্তরময় প্রাসাদসমূহ দর্শন করিলেন! সকল স্থানেই বিপুল জনসংঘ রামকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। প্রাসাদোপরি অবস্থিত কুলকামিনীগণ রামকৃষ্ণকে সতৃষ্ণনয়নে দর্শন করত মুগ্ধ হইয়া ব্রজগোপিগণের মহাসৌভাগ্যের বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মৃদুমন্দ হাস্য ও কটাক্ষযুক্ত প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে সকলেরই মন হরণ করিলেন!—কেহই আর সে অপূর্ব্ব রূপ বিস্মৃত হইতে পারিলেন না; সকলেই ব্রজবাসিগণের পরম সৌভাগ্যের প্রশংসা করত শ্রীকৃষ্ণ-লীলা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

কুব্জা-মিলন। পথিমধ্যে রামকৃষ্ণ জনৈক রজককে শাসন করত রাজোচিত পরিচ্ছদে সুশোভিত হইলেন; তৎপর তন্তুবায়ক ও মালাকারের দ্বারা সুসেবিত হইয়া তাহাদিগকে বরদান করিলেন। এইরূপে আরও অগ্রসর হইলে, রাজপথে কংসপুরে গমনকারিণী চন্দনাদি অনুলেপন-পাত্রহস্তা কুব্জভাবাপন্না **ত্রিবক্রা** নাম্নী জনৈকা রমণীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। সেই কুব্জা রামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিমোহিতা হইলেন এবং কংসের জন্য আনিত চন্দনাদি দ্বারা সেই যুগল-মূর্ত্তির অঙ্গরাগ প্রদান করিলেন—বিমুগ্ধা কুব্জা পুনঃ পুনঃ রামকৃষ্ণের অঙ্গানুলেপন করিয়াও তৃপ্তা হইলেন না। এইরূপে কুব্জা কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া, ভগবান তাঁহাকে সরলা ও সুন্দরী করিতে ইচ্ছা করিলেন; তখন তিনি আপনার পদযুগলদ্বারা কুব্জার উভয় পদ পীড়ন করত তাঁহার দুই হস্ত আকর্ষণ করিয়া কুব্জভাব নষ্ট করত তাঁহাকে সরলা করিলেন! ভগবানের স্পর্শে কুব্জা তখন পরমা সুন্দরী যুবতীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ত্রিবক্রা ভগবানের স্পর্শে বিশুদ্ধা হওয়ায়, কংসাদি বহু পুরুষের সেবা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করত একমাত্র ভগবান কৃষ্ণকেই ভজনা করিতে মনস্থ করিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার গৃহে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ আপন কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ হইলে তাঁহার গৃহে গমন করিবেন, এরূপ প্রতিশ্রুতি দান করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ধনুর্ভঙ্গ। অবশেষে যে স্থানে ধনুর্যজ্ঞ হইবে, ভগবান অগ্রজ ও সখাগণের সহিত গমন করত তথায় ইন্দ্রধনুর ন্যায় রত্নখচিত একটী সুবৃহৎ ধনু দেখিতে পাইলেন; সেই ধনু যজ্ঞার্থে পূজিতা হইয়া রক্ষীগণ দ্বারা সুরক্ষিত হইতেছিল; তখন ভগবান রক্ষীগণের সর্ব্বপ্রকার বাধা প্রদান অগ্রাহ্য করত সেই ধনু হস্তে গ্রহণ করিয়া উহা জ্যা হইতে মুক্ত ও দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। ধনুর্ভঙ্গ দ্বারা এরূপ বিকট্ শব্দ উত্থিত হইল যে, তাহাতে দশদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠিল! এমন কি দুরাত্মা কংসেরও হৃদয় কম্পিত ও ভীত হইল। তখন কংসানুচরগণ ভীষণভাবে রামকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলে, তাঁহারা ভগ্ন ধনুর অংশদ্বয় উভয়ে গ্রহণ করিয়া আক্রমণকারী সকল সৈন্যগণকে সংহার করিলেন! অনন্তর তাঁহারা মথুরার অন্যান্য স্থান দর্শন করত নন্দাদি গোপগণের বিশ্রাম স্থলে আগমন করিয়া তথায় রাত্রিবাস করিলেন। এদিকে কংস, ধনুর্ভঙ্গ এবং সৈন্যগণের বিনাশ সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত ও ভীত হইয়া জাগরণে ও স্বপ্নে মস্তকহীন দেহ প্রভৃতি নানাপ্রকার অমঙ্গলসূচক লক্ষণ ও কৃষ্ণময় বিভীষিকা দেখিতে দেখিতে রাত্রি অতিবাহিত করিল।

কুবলয়াপীড় বধ। পূর্ব্বকৃত ব্যবস্থা অনুসারে মল্লক্রীড়ার স্থানটী অতি সুন্দররূপে মাল্য পতাকা ও তোরণাদি দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। রাত্রি প্রভাত হওয়া মাত্রই তথায় ভেরী-তুরী প্রভৃতির অপূর্ব্ব বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। মঞ্চোপরি যে নৃপতির যে স্থানে আসন কল্পিত হইয়াছিল, তিনি তথায় আসন গ্রহণ করিলেন। সমস্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিলে, পরিশেষে মহারাজা **কংস** অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত লইয়া সিংহাসনে উপবেশন করিল। কংস মণ্ডলেশ্বর ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজরাজেশ্বররূপে মঞ্চোপরি বিরাজ করিলেও, তাহার অন্তরে কৃষ্ণভীতি সতত জাগ্রত ছিল। মল্লগণ আগমন করত যথাস্থানে উপবেশন করিল; অনন্তর চানূর, মুষ্টিক, কূট, শল ও তোষল প্রভৃতি মহামল্লগণ তথায় আগমন করিল। রামকৃষ্ণ প্রত্যুষেই মল্লযুদ্ধস্থানের দুন্দুভি-নিনাদ শ্রবণ করত ক্রীড়া দর্শনার্থে সেই সভার দ্বারদেশে আগমন করিয়াছিলেন; তথায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই অম্বষ্ঠ নামক এক হস্তী পালক, কংসাদেশে কুবলয়াপীড় নামক এক ভীষণ উন্মত্ত হস্তী, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত করাইয়া তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করিল; তখন ভগবান সেই দুষ্টের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাহাকে আক্রমণ করিলেন এবং তাহার পুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ ও ঘূর্ণন করত নানাপ্রকার যুদ্ধ-কৌশল দেখাইয়া দর্শকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন! এইরূপে ভগবান সেই বারণের বিশাল দন্তদ্বয় উৎপাটিত করিয়া, তদাঘাতে তাহাকে ও হস্তীপালককে বধ করিলেন।

দশবিধ রসের বিকাশ। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই গজদন্ত ধারণ পূর্ব্বক বীরবেশে বলভদ্রের সহিত মল্ল সভার মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সভাস্থ দর্শক-বৃন্দের মধ্যে যাঁহার যে ভাব বা রস প্রবল, তিনি সেই রসে ভগবানকে দেখিতে পাইলেন! অর্থাৎ দর্শকগণের মধ্যে রৌদ্র, অদ্ভুত, শৃঙ্গার, হাস্য, বীর, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত ও প্রেমভক্তি প্রভৃতি **দশবিধ রসেরই** বিকাশ হইয়া, যাঁহার অন্তরে যেরূপ ভাব বা রস প্রবল ছিল, তিনি সেই রসেই সর্ব্বরসাধার **রসময়** শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া গর্ব্বিত মল্লগণের মনে হইল, তিনি যেন বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য অজেয় ও মহাবলী; সুতরাং তাহাদের সহিত যুদ্ধে সমকক্ষ এবং মূর্ত্তিমান **রৌদ্র**-রসস্বরূপ ভয়ঙ্কর! ধনুর্ভঙ্গ, কুবলয়াপীড় বধ প্রভৃতি অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে যাঁহাদের বিস্ময়-রতি উৎপন্ন হইয়াছিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বালক হইলেও অমিত বীর্য্যবান, নরশ্রেষ্ঠ এবং মূর্ত্তিমান **অদ্ভুত**-রসস্বরূপ! মধুপুরবাসিনী রমণীগণের মধ্যে যাঁহারা ব্রজগোপিগণের প্রেমভাব এবং কুব্জার সৌন্দর্য্য-বিধান প্রভৃতি কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ করত শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ যেন মূর্ত্তিমান **শৃঙ্গার**-রসস্বরূপ!—অর্থাৎ তিনি যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প এরূপ প্রতীত হইয়াছিলেন। শ্রীদামাদি ব্রজসখাগণ, ভগবানের বিক্রম পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন; এক্ষণে তাঁহাকে হস্তী-দন্তধারী এবং রক্তরঞ্জিত দেখিয়া পূর্ব্ববৎ স্বজন বা সখ্যভাবেই হাস্য করিতে লাগিলেন—তাঁহাদের নিকট ভগবান আজ যেন মূর্ত্তিমান **হাস্য**-রস-স্বরূপ! অধার্ম্মিক গর্ব্বিত নরপতিগণ ভগবানকে অসীম পরাক্রমশালী দেখিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে সক্ষম স্থির করিলেন এবং তাঁহাকে মূর্ত্তিমান **বীর**-রসস্বরূপ দণ্ডধারীরূপে দর্শন করিতে লাগিলেন! নন্দাদি গোপগণ এবং মাতৃস্থানীয়াগণের নিকট, ভগবান শিশু বা বালকরূপে প্রতীয়মান হইলেন; অর্থাৎ বালক ভাবাপন্ন গোপাল শ্রীকৃষ্ণের কোমল অঙ্গে, মল্লগণ এবং কংস আঘাত করিবে, এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা করুণায় আর্দ্র হইলেন—তাঁহাদের নিকট ভগবান যেন মূর্ত্তিমান **করুণ**-রস এবং দয়ার পাত্র! কংস পূর্ব্বে স্বপ্নে, জাগরণে সর্ব্বত্র কৃষ্ণময় বিভীষিকা দেখিয়াছিল; এক্ষণে কৃষ্ণকে সম্মুখে সমাগত দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, কৃষ্ণ যেন মূর্ত্তিমান **ভয়ানক**-রস—সাক্ষাৎ যম বা মৃত্যুস্বরূপ! পাণ্ডিত্যাভিমানী মূর্খ ও নাস্তিকগণ পূর্ব্বে শুনিয়াছিল যে, পরমাত্মাই স্বয়ং কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন; এক্ষণে তাঁহাকে বালক মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া তাহারা পূর্ব্বশ্রুত সিদ্ধান্তকে ঘৃণা করত শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষার চক্ষে দর্শন করিতে লাগিল—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভগবানত্ব বিষয়ে ঘৃণা উপস্থিত হওয়ায় এবং তিনি সামান্য মনুষ্য-দেহধারী বোধ হওয়ায়, তাহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকটে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান **বীভৎস**-রসস্বরূপ বলিয়া প্রতীত হইলেন। দেবগণ, সিদ্ধগণ এবং নারদাদি মুনিগণ সকলেই জগতের পরমা-শান্তি প্রার্থনা করিতেছিলেন ; এক্ষণে সেই শুভ-সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং কংসাদির বিনাশ দ্বারা জগতে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই ভাবিয়া তাঁহারা ভগবানের লীলা দর্শনের জন্য বিমান-পথে আগমন করিলেন—তাঁহাদের নিকট ভগবান যেন মূর্ত্তিমান **শান্তি**-রস বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন। অক্রূরাদি ভক্তগণ এবং যাদবগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই একমাত্র পরিত্রাণ-কর্ত্তা জানিয়া, প্রেমভক্তিতে আবিষ্ট হইয়া স্থির-দৃষ্টিতে ভগবানকে দর্শন করিতেছিলেন ; তাঁহাদের মনে হইতেছিল, ভগবান যেন ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু এবং মূর্ত্তিমান **প্রেমভক্তি**-রস মণ্ডিত অপূর্ব্ব রসময় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ !! এইরূপে **দশশ্রেণীর** দর্শকগণের অন্তরে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ **দশবিধ রসরূপে** আস্বাদিত হইয়া, সকলেরই কামনা পূরণ করিবার জন্য যেন উপস্থিত হইয়াছেন ! অর্থাৎ দশবিধ দর্শকগণকেই তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ ভাবময় মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করাইয়া, তাঁহাদের মন হরণ করিলেন—তাঁহারা সকলেই আগ্রহের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া বিমোহিত হইলেন এবং তাঁহার রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন। এইপ্রকারে ভগবৎরূপ দর্শন, মথুরা-লীলার একটী বিশিষ্ট ভাব।

মল্লযুদ্ধ। অতঃপর মহামল্ল চানূর রামকৃষ্ণের বলবীর্য্যের প্রশংসা করত তাঁহাদের সহিত মল্লক্রীড়া করিয়া, মল্লযুদ্ধের কৌশল দেখাইবার জন্য আহ্বান করিল এবং এইরূপে মহারাজা কংসকে এবং দর্শকবৃন্দকে সন্তোষ করিবার ইচ্ছাও জ্ঞাপন করিল। ভগবান পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, এক্ষণে মল্লপতি চানূরের বাক্য শ্রবণ করত মল্লযুদ্ধ করিতে স্বীকার হইলেন। তখন চানূর শ্রীকৃষ্ণের সহিত এবং মুষ্টিক বলদেবের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ; যোদ্ধাগণ পরস্পর মুষ্টিবদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন, জানুদ্বারা, মস্তকদ্বারা এবং বক্ষদ্বারা পরস্পর ঘাতাভিঘাত করিতে লাগিলেন, হস্তধারণ বিক্ষেপণ নিষ্পীড়ন, অধঃপাতন, উল্লম্ফন প্রভৃতি কৌশল দ্বারা সকলেই তুমুল যুদ্ধ করিলেন; রামকৃষ্ণ কখনও অসুরদ্বয়কে ক্লিষ্ট করিলেন, কখনও বা আপনাদের ক্লিষ্টভাব দেখাইলেন। দর্শকগণের মধ্যে অধিকাংশই বালক রামকৃষ্ণদ্বয়ের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইলেন এবং অনেকেই এই যুদ্ধ অবৈধ অন্যায় ও অধর্ম্মপূর্ণ বলিয়া মনে করিলেন। কোথায় অতিকায় বজ্রতুল্য কঠিনাঙ্গ মল্লগণ, আর কোথায় কিশোরবয়স্ক কোমলাঙ্গযুক্ত সুকুমার বালকদ্বয়, ইহাদের মধ্যে ন্যায় যুদ্ধ কিরূপে সম্ভব? দর্শকগণ এই প্রকার চিন্তান্বিত হইলেন। দর্শনকারিণী রমণীগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমাদের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, রামকৃষ্ণের প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিতে হইল! এই প্রকার ক্লিষ্ট অবস্থাতেও, আমরা তাঁহাদিগকে একটু সেবাও করিতে পারিলাম না—ব্রজগোপিগণের কি তপস্যা, কি পরম সৌভাগ্য যে, তাঁহারা ইচ্ছামত রামকৃষ্ণের সেবা করিয়া সুখী হইয়াছিলেন।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ একদিকে রমণীগণের চক্ষে অতি কোমল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিলেন, সেইরূপ অন্যদিকে যুদ্ধে নিযুক্ত অসুরগণের পক্ষে বজ্রতুল্য এবং অসহ্যরূপে ক্রিয়াশীল হইয়াছিলেন। ক্রমে বজ্রতুল্য আঘাতে অসুরদ্বয় শক্তিহীন হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত ও পরাভূত হইতে লাগিল!—এইরূপে ভগবান চানূরকে ভূমিতে অর্দ্ধপ্রোথিত করিয়া বিনাশ করিলেন। বলদেবও মুষ্টিকাসুরকে ভূমিতে নিপাতিত করিয়া বধ করিলেন। অতঃপর কুট নামক ভীষণ দানব, রামকে আক্রমণ করিলে, তিনি মুষ্টিপ্রহারে তাহাকে নিহত করিলেন। এদিকে শল ও তোষল দৈত্যদ্বয় শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলে, তিনি পদাঘাতে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন; অন্যান্য মল্লগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামকৃষ্ণ গোপসখাগণ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

কংস বধ। অনন্তর ভোজপতি **কংস** ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন—"হে প্রিয় ভৃত্যগণ, তোমরা এখনই এই বসুদেব-নন্দনদ্বয়কে এখান হইতে তাড়াইয়া দেও, ইহাদের আশ্রয়দাতা নন্দকে ও গোপগণকে কারারুদ্ধ কর, বসুদেবকে এইস্থানে আনিয়া এখনই হত্যা কর; আর পিতা উগ্রসেনও ইহাদের অনুগত; সুতরাং তাঁহাকেও অবিলম্বে বধ কর।" সর্ব্বশক্তিমান ভগবান, কংসের অহংকারপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করায় অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া উল্লম্ফন দ্বারা মঞ্চোপরি আরোহণ করত কংস সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন কংস আপনার মৃত্যুস্বরূপ কৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়াই তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য, অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিল! তখন ভগবান তাহার শিরে ধৃত রত্নময় কিরীট্ দূরে নিক্ষেপ করত তাহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে মঞ্চ হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করিয়া, স্বয়ং তাহার উপরে বিশ্বম্ভররূপে পতিত হইলেন!—এইরূপে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়া, তিনি কংসকে বিনাশ করিলেন। কংস স্বপনে জাগরণে সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-চিন্তা করায় এবং কৃষ্ণের বিভীষিকা দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত হওয়ায়, দেহ-ত্যাগের পর সাধুজনোচিত দুর্ল্লভা মুক্তি লাভ করিল। কংস-বধের পর, তদীয় কঙ্কাদি অষ্ট ভ্রাতা যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইলে, বলদেব গজদন্তাঘাতে তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দুন্দুভিবাদনসহ সকলে ভগবানের জয়গান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর কংসপত্নীগণ অত্যন্ত শোকাকুলা হইলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে উপদেশ দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিলেন; লৌকিক সম্মান রক্ষার্থে কংসের এবং অন্যান্য যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিগণের বাহদেহের সংকার করাইলেন। তৎপর বসুদেব ও দৈবকীকে কারামুক্ত করত, রামকৃষ্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাদের চরণে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন, বসুদেব ও দৈবকী তাঁহাদিগকে জগদীশ্বর-জ্ঞানে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। ভগবান পিতামাতাকে মাধুর্য্য-প্রেম প্রদান করিতে ইচ্ছুক হওয়ায়, যোগমায়া প্রভাবে তাঁহাদের মন হইতে ঐশ্বর্য্যভাব বিদূরিত করিলেন—তখন দৈবকী ও বসুদেব মাধুর্য্য-রসে পূর্ণ হইলেন এবং রামকৃষ্ণকে আপন পুত্র মনে করিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিলেন; এইরূপে রামকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাঁহারা পূর্ব্বের ঐশ্বর্য্যানুভব অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর দৈবকীসুত ভগবান বাসুদেব কংস-পিতা উগ্রসেনকে কারাবন্ধন হইতে মুক্ত করত যাদবগণের অধিপতিরূপে মথুরার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ভগবানের আহ্বানে যাদব, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দাশার্হ প্রভৃতি বংশীয়গণ মথুরায় আপন আপন গৃহে পুনরায় আগমন করত ভগবান গোবিন্দের লীলা স্মরণ ও কীর্ত্তন পূর্ব্বক পরমানন্দে বাস করিতে লাগিলেন। নন্দাদি গোপগণ রামকৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ তাঁহাদের সমীপে আগমন করত তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার উপদেশ বাণী শ্রবণ করাইয়া বলিলেন যে, মধুপুরের শান্তি বিধানের জন্য তাঁহারা আরও কিছুকাল এখানে বাস করিবেন। তৎপর ভগবান গোপগণকে বহু মূল্যবান উপহার প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে ব্রজে গমন করিবার জন্য অনুরোধ করায়, গোপগণ কৃষ্ণহারা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

গুরু-গৃহে বাস। বসুদেব গর্গঋষিকে ও ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়া, আপন তনয় রামকৃষ্ণযুগলের ক্ষত্রিয়োচিত দ্বিজ-সংস্কার সম্পাদন করিলেন—তাঁহারা গায়ত্রী গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী হইয়া, গর্গঋষি সমীপে অবস্থান করিলেন; তৎপর অধ্যাপনা কার্য্যে নিরত সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সান্দীপনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুনিকে শিক্ষা-গুরু করিয়া রামকৃষ্ণ তদীয় আশ্রমে শিক্ষালাভের অভিপ্রায়ে গমন করিলেন—যাঁহারা সর্ব্ববিদ্যার আকর, সর্ব্বজ্ঞ, বিশ্বনিয়ন্তা বিধি-নিষেধের অতীত এবং সকলের শিক্ষাদাতা **স্বয়ং পরমেশ্বর**, তাঁহারাই এক্ষণে মানবগণকে শিক্ষা দিবার জন্য সাধারণ মানবের ন্যায় শিক্ষালাভার্থে গুরু-গৃহে গমন করিলেন! গুরু মহাশয়, রামকৃষ্ণের বিনয় ও ভক্তি দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন; ক্রমে তিনি শিষ্যগণকে বেদ-বেদান্ত উপনিষদ্ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র-রহস্য শিক্ষা দিলেন। অতঃপর ধনুর্ব্বেদ, ষড়্‌বিধ রাজনীতি প্রভৃতি শিক্ষাদান করত পরিশেষে চতুঃষষ্টি কলাযুক্ত সমস্ত বিদ্যা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষা দিলেন। লোক শিক্ষার্থে এইরূপে রামকৃষ্ণ গুরু-গৃহের পাঠ সমাপন করত, গুরু-দক্ষিণা দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, গুরুদেব দক্ষিণাস্বরূপ তাঁহার অকালে মৃত পুত্রের প্রাণভিক্ষা চাহিলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপন শক্তিবলে গুরুদেবের মৃত পুত্রকে যমলোক হইতে ফিরাইয়া আনিলেন; অতঃপর রামকৃষ্ণ শ্রীগুরুর চরণে গুরুপুত্রকে অর্পণ করত **গুরু-দক্ষিণা** প্রদান করিলেন, এবং গুরু-গৃহ হইতে মথুরাতে পুনরায় শুভাগমন করিলেন।

উদ্ধব সংবাদ। গুরুধাম হইতে প্রত্যাগত হওয়ার পর, ভগবান কৃষ্ণ, বৃহস্পতির শিষ্য, বৃষ্ণিকুলের মহামন্ত্রী পরম ভাগবত, সখা **উদ্ধবকে** ডাকাইয়া বলিলেন—"হে উদ্ধব, হে শান্তমূর্ত্তে! তুমি একবার ব্রজে গমন কর, তথায় আমার কুশল সংবাদ দানে সকলের শান্তি বিধান করিবে; আমার বিচ্ছেদে কাতরা গোপিগণকেও উপদেশ দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিবে; তাহারা আমার অসহ্য বিরহ-তাপে দগ্ধা হইয়া পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিতা হইতেছেন!—তাঁহারা 'আমি পুনরায় ব্রজে আসিব,' কেবল এই আশাতেই এখনও প্রাণধারণ করিতেছেন।" অতঃপর ভগবান ব্রজবাসি-গণের প্রতি নানাপ্রকার উপদেশ বাণী জ্ঞাপন করত, উদ্ধবকে ব্রজে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেরণ করিলেন। ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, উদ্ধব তৎক্ষণাৎ রথারোহণে ব্রজাভিমুখে যাত্রা করত সন্ধ্যার সময়ে ব্রজধামে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, গোপগোপিগণ তন্ময়ভাবে শ্রীকৃষ্ণের গুণ-লীলাদি গান করিতেছেন; তৎপর তিনি নন্দালয়ে প্রবেশ করিলে, মহারাজা নন্দ তাঁহাকে নারায়ণ-জ্ঞানে পরম যত্নে গ্রহণ করত যথাবিধি অতিথি-সৎকার করিলেন। মহামতি উদ্ধব কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে, ব্রজরাজ নন্দ, রামকৃষ্ণের ও মধুপুরের কুশলাদি প্রশ্ন করিলেন; রামকৃষ্ণ সুখে আছেন শুনিয়া এবং মধুপুরের কুশল অবগত হইয়া ব্রজরাজ নন্দ সুখী হইলেন; তৎপর তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লীলা উদ্ধবের নিকট কীর্ত্তন করত বলিলেন—সেই কৃষ্ণ কি আমাদিগকে এখনও স্মরণ করেন?—সেই গোবিন্দ কি, আমাদের বিরহ-দুঃখে সান্ত্বনা প্রদান করিতে আর ব্রজে আসিবেন না? এইরূপ প্রশ্ন করিতে করিতে এবং বারম্বার কৃষ্ণ-মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রজরাজ কৃষ্ণ-প্রেমে বিহ্বল হওয়ায়, তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল, তিনি প্রেমাশ্রু-ধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন! যশোমতীও উদ্ধব-মুখে শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ অবগত হইয়া স্নেহভরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—অশ্রুজলে তাঁহার বসন সিক্ত হইয়া গেল, স্নেহ-রসে আর্দ্র হওয়ায় তাঁহার স্তন-দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল। তখন উদ্ধব তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা প্রদান করত বলিলেন—"হে মহাভাগ্যবান **নন্দ**, হে মহাভাগ্যবতি **যশোদে**, ত্রিলোক মধ্যে আপনারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ যিনি সর্ব্ব কারণেরও কারণ, সর্ব্ব কর্ম্মফলদাতা, সর্ব্বাশ্রয় পরমেশ্বর, তাঁহাকেই আপনারা পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন!—তাঁহাতে যখন মাধুর্য্য-প্রেম সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন আপনাদের সমস্ত সাধনাই পরিপূর্ণ হইয়াছে। আপনারা কেন বৃথা দুঃখ করেন? আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ, কাষ্ঠস্থিত অগ্নির ন্যায় সকল প্রাণীর হৃদয়মধ্যে ও সহস্রারে, জীবাত্মা এবং পরমাত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন! তাঁহাকে আপনাদের এবং সর্ব্ব-জীবের অন্তরে দর্শন করিয়া নিকটস্থ ভাবনা করুন; সেই পরম দয়াল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, সকল জীবের উপরই সমদয়া, তাঁহার ভেদাভেদ নাই, প্রিয় অপ্রিয় নাই, তাঁহার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই, কেবল জীবের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্যই স্বেচ্ছায় **লীলা-তনু** আশ্রয় করেন মাত্র। হে মহাভাগ! সেই ভগবান হরি, কেবল আপনাদের পুত্র নহেন; তিনি সকলেরই পুত্ররূপী, পিতারূপী, মাতৃরূপী এবং সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বর-রূপী, দৃশ্যমান সকল বস্তুরই তিনি আধার, আবার তিনিই আধেয় অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্য্যামীরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজিত পরমাত্মা! সুতরাং আপনারা এই-ভাবে কৃষ্ণকে দর্শন করিলে, আর কোন দুঃখই থাকিবে না এবং সকল সময়েই তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন"।

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি প্রভাত হইলে, উদ্ধব ব্রজগোপিগণের নিকটে গমন করিলেন; তাঁহারা উদ্ধবকে কৃষ্ণের ন্যায় অবয়বযুক্ত ও সেইপ্রকার বেশভূষায় ভূষিত দর্শন করিয়া, চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করত পরম সমাদরের সহিত তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া, কৃষ্ণের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং লজ্জা ত্যাগ করত অপকটভাবে কৃষ্ণের যাবতীয় লীলা বিবৃত করিতে করিতে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রেমো-ন্মাদিনী **রাধিকা** উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত একাত্মভাবযুক্ত দূতরূপী **ভ্রমর** বলিয়া মনে করিলেন এবং নানাপ্রকার কৃষ্ণ-প্রেম-কথা উল্লেখ করত পরিশেষে বলিলেন, "হে ভ্রমর, আমাদের কৃষ্ণ গুরু-গৃহ হইতে মধুপুরে আসিয়া সুখে আছেন তো?—তিনি কি পিতা মাতা, শ্রীদামাদি গোপসখাগণকে এবং আমাদের ন্যায় দাসীগণকে স্মরণ করেন? আর যে বিরহ সহ্য হয় না, কতদিন পরে প্রাণেশ্বর আবার ব্রজে ফিরিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিবেন ? কতদিন পরে তাঁহার পদ্মহস্তদ্বয় আমাদের মস্তকে প্রদান পূর্ব্বক আমাদের সকল দুঃখ হরণ করিবেন”। মহামতি উদ্ধব গোপিগণের প্রেমোন্মত্তাবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে নানাপ্রকার উপদেশ ও সান্ত্বনা প্রদান করত বলিলেন, “হে গোপিগণ, আপনাদের আর দুঃখ কেন ?—আপনাদের সকল কামনাই পূর্ণ হইয়াছে, আপনারা বাসুদেবে মনপ্রাণ সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া প্রেমপূর্ণা হইয়াছেন, এজন্য আপনারা ত্রিলোক-পূজিতা, আপনাদের প্রেমোন্মত্তভাব দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম! এক্ষণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগের প্রতি যে সমস্ত কথা উপদেশ দিয়া আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন। কৃষ্ণ বলিয়াছেন—“হে গোপিগণ, আমি সকল প্রাণীর অন্তরেই আত্মা বা চৈতন্যরূপে বিরাজিত; অতএব তোমাদের সহিত আমার একান্ত বিয়োগ হয় নাই। আমি যে তোমাদের অতি প্রিয়বস্তু তাহা আমি জানি; তোমাদের প্রেম-বর্দ্ধনের জন্যই আমি তোমাদের দৃষ্টির অগোচরে রহিয়াছি—যাহাতে ধ্যান-বলে আমাকে তোমরা অন্তরে দেখিতে পাও, এই শিক্ষা দিবার জন্যই আমার বাহ্য-রূপকে দূরে রাখিয়াছি! কারণ প্রিয়তমবস্তু দূরে থাকিলে, তাঁহার বিরহ হেতু চিত্ত সতত তৎচিন্তায় যতদূর আবিষ্ট হয়, সেই প্রিয়বস্তু নিকটে থাকিলে, তাঁহার জন্য ততদূর ঐকান্তিক চিন্তা হয় না। হে সুন্দরিগণ! আমি শ্যামসুন্দর তনু ধারণ করত ভক্তাভক্ত সকলের চিত্তই আকর্ষণ করি, এজন্য আমার নাম কৃষ্ণ; তোমরা সতত আমার কৃষ্ণরূপের ধ্যান কর—এইরূপে আমার ঐকান্তিক চিন্তা দ্বারা ধ্যাননিষ্ঠ হইলে, তোমরা অচিরেই আমাতে মিলিত হইতে পারিবে”। গোপিগণ ভগবানের বাণী শ্রবণ করত আনন্দিত হইয়া বিস্তারিতভাবে মধুপুরের ভগবৎ-লীলা শুনিবার জন্য উৎসুক হইলেন; তখন উদ্ধব ভগবানের লীলা বিশেষরূপে বর্ণনা করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপিগণ অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন এবং ভগবানের নিকট **শেষ প্রার্থনা** জানাইবার জন্য উদ্ধবকে বলিলেন—"হে কৃষ্ণ, হে রমানাথ, হে দুঃখহারি! আপনাকে আমাদের দুরাবস্থা আর কি জানাইব? আপনি অন্তর্য্যামী গোবিন্দ, সুতরাং আপনার বিরহে এই ব্রজপুরী যে কিরূপে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে, তাহা আপনি সমস্তই জ্ঞাত আছেন, আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে উদ্ধার করুন"।

ব্রজবাসিগণকে আনন্দ প্রদান করিবার জন্য, মহামতি উদ্ধব, কৃষ্ণ-লীলা-কথা প্রসঙ্গে দিবারাত্রি যাপন করিয়া, কয়েক মাস ব্রজে অবস্থান করিলেন। অতঃপর তিনি গোপিগণকে বন্দনা ও প্রণাম পূর্ব্বক নন্দ-যশোদা প্রভৃতির নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে গমনোদ্যত দেখিয়া, ব্রজবাসিগণ বলিলেন—"হে উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণকে এক্ষণে আমরা পরমাত্মা বলিয়া নিশ্চয় করিলাম, আপনি আমাদের শিক্ষাগুরু, এই এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমাদের সমস্ত বৃত্তিসহ অন্তঃকরণ শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে—আমরা যেন তাঁহার গুণ-বর্ণনে ও লীলা-কীর্ত্তনে দিন যাপন করিতে পারি; এইরূপে সকল কর্ম্ম ফল তাঁহাতে অর্পণ করত, যেন তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পারি—সেই দয়াময় শ্রীকৃষ্ণে আমাদের প্রেম-রতি উৎপন্ন হউক"।

অনন্তর মহাত্মা উদ্ধব তথা হইতে প্রস্থান করত, মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং ব্রজের সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন। অতঃপর ভগবান উদ্ধবকে বলিলেন—"দেখ উদ্ধব, আমার নিকট যে যাহা কামনা করে, আমি তাহার সেই আশা পূর্ণ করিয়া থাকি। কুব্জার চন্দনাদি অনুলেপনরূপ সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাহার সৌন্দর্য্য বিধান করিয়াছিলাম; তদবধি সে আমার সম্ভোগ কামনা করিয়া দিবানিশি অতিবাহিত করিতেছে; এক্ষণে তাহার আশা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ করিয়া তৎপর অক্রূরের গৃহে গমন করত, তাঁহার আতিথ্য ও সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব"। তখন আত্মারাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, উদ্ধবকে সঙ্গে লইয়া কুব্জার ভবনে গমন করত, কুব্জার যথাযোগ্য সন্তোষ বিধান করিলেন। অনন্তর তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া, ভগবান কৃষ্ণ, অগ্রজ রাম ও সখা উদ্ধবের সহিত পরম ভক্ত অক্রূরের গৃহে গমন করত তাঁহাকে আলিঙ্গন দানে কৃতার্থ করিলেন। অক্রূর, রাম-কৃষ্ণের চরণ ধৌত করত পূজা করিলেন এবং তাঁহাদের চরণামৃত গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন; তৎপর রামকৃষ্ণের পদদ্বয় ক্রোড়ে স্থাপন করত, সেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে অক্রূর তাঁহাদিগকে ও উদ্ধবকে নানাবিধ ভোজ্য-দ্রব্য দ্বারা তৃপ্ত করিলেন এবং কায়মনোবাক্যে নানাপ্রকারে শ্রীরাম-কৃষ্ণের সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।

অক্রূরের হস্তিনায় গমন। ভগবান গোবিন্দ পরম আত্মীয় পাণ্ডবগণের * কুশল জানিবার জন্য অক্রূরকে **হস্তিনায়** পাঠাইতে মনস্থ করিয়া বলিলেন—"হে পিতৃব্য, বালক পাণ্ডবগণের পিতা স্বর্গারোহণ করায়, তাহারা দুঃখিনী জননী কুন্তীদেবীর সহিত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজধানীতে বাস করিতেছেন, শুনিয়াছি দুর্য্যোধনাদি কুস্বভাববান পুত্র-গণের পরামর্শে বৃদ্ধ রাজা, পাণ্ডবদিগের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিতে-ছেন না! যদি তাহাই সত্য হইয়া থাকে, তবে ভবিষ্যতে পাণ্ডবগণের মঙ্গলার্থে যাহা করা উচিত বোধ হয়, তাহাই বিধান করিব; আপনি একবার হস্তিনাতে গমন করত সবিশেষ অবস্থা জানিয়া আসুন"। **অক্রূর** ভগবানের চরণ বন্দনা করত বিদায় গ্রহণ করিয়া, ক্রমে হস্তিনাতে উপস্থিত হইলেন; তথায় ভীষ্মের সহিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করার পর, বিদুর ও নিজভগ্নী পৃথা দেবীর (কুন্তী) সহিত সাক্ষাৎ

* যুধিষ্ঠিরের মাতা কুন্তীদেবী, কৃষ্ণ-পিতা বসুদেবের সহোদরা ভগ্নী ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। এইরূপে ক্রমে দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও অন্যান্য সকলের সহিত আলাপ পরিচয় হইল; তৎপর সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য অক্রূর, কয়েক মাস তথায় বাস করিলেন। কুন্তীদেবী ও বিদুরের নিকট পাণ্ডবগণের যশোগাঁথা এবং বিষদান প্রভৃতি কুব্যবহার দ্বারা তাঁহাদের প্রতি কৌরবগণের হিংসার কথা, সমস্তই অক্রূর অবগত হইলেন। **কুন্তী**দেবী অক্রূরের নিকট ক্রন্দন করত আবেগভরে বলিয়াছিলেন—"হে ভ্রাতঃ! রামকৃষ্ণ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁহারা কি আমাকে এবং তাঁহাদের এই পাণ্ডব ভ্রাতাগণকে একবারও স্মরণ করেন না? পিতৃহীন বালকগণকে লইয়া আমি ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তাহাতে তাঁহারা কি একবারও আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারেন না?—হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ! আমি শিশুগণকে লইয়া অধর্ম্ম-পুরীতে অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, আমি সর্ব্বতোভাবে আপনার প্রপন্ন হইলাম আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন"। অক্রূর ভগ্নীকে অনেক সান্ত্বনা প্রদান করিলেন, তৎপর কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সুমতি প্রদান করিতে বহু চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোরথ হইলেন; পরিশেষে মধুপুরে ফিরিয়া আসিয়া রামকৃষ্ণের চরণে সবিশেষ নিবেদন করিলেন।

মথুরা আক্রমণ। মগধরাজ **জরাসন্ধের** অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্মী কন্যাদ্বয় কংসরাজের মহিষী ছিলেন; কংসবধের পর, তাঁহারা পিতৃগৃহে গমন করত পতিবধের বার্ত্তা শোকাকুল হৃদয়ে পিতার নিকট জানাইলে, জরাসন্ধ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রামকৃষ্ণকে বিনাশ ও যদুবংশ ধ্বংস করিবার জন্য ভীষণ যুদ্ধোদ্যম করিল এবং ত্রয়োবিংশতি অক্ষৌহিণী পরিমিত অধর্ম্মোৎসাহী সেনাগণ সমভিব্যাহারে, ভীষণভাবে মথুরাপুরী বেষ্টন করত আক্রমণ করিল। তখন আকাশ হইতে দেবগণ-প্রেরিত সূর্য্যের মত উজ্জ্বল দুইটী রথ যুদ্ধের সাজসজ্জা ও উপকরণাদিসহ মধুপুরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবতরণ করিলে, রাম ও কৃষ্ণ ঐ রথদ্বয়ে আরোহণ করত শত্রুগণের সম্মুখে আসিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। সেই নিনাদ শ্রবণ করত শত্রু-সৈন্যগণ ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল! তৎপর জরাসন্ধ, কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা পূর্ব্বক * আক্রমণ করিলে, রামকৃষ্ণ জরাসন্ধের সমস্ত সৈন্য বিনাশ করত ধরাভার হরণরূপী কার্য্যের একটী বিশেষ অংশ সম্পন্ন করিলেন। এইরূপে **বলদেব** জরাসন্ধকে ভীষণভাবে আক্রমণ করত বধ করিতে উদ্যত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজকে নিবৃত্ত করিয়া বলিলেন যে, জরাসন্ধের আরও অনেক কার্য্য অবশিষ্ট রহিয়াছে—তচ্ছ্রবণে রাম তাহাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া দিলেন। মথুরাপুরী রক্ষা করিয়া রামকৃষ্ণ পুরপ্রবেশ করিলে, সকলে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে সানন্দে তাহাদিগকে পরিত্রাতারূপে গ্রহণ করিলেন; দেবগণও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন; অতঃপর জরাসন্ধ একে একে সপ্তদশবার অক্ষৌহিণী পরিমাণ সেনা লইয়া মথুরা আক্রমণ করিলেও রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াছিল।

দ্বারকা নির্ম্মাণ। অনন্তর **কালযবন** নামক ভীষণ দুর্দ্দান্ত ম্লেচ্ছরাজা, বহু সৈন্য লইয়া মথুরা আক্রমণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে বলিলেন—"দেখুন আর্য্য, মহাবলী কালযবন মথুরা অবরোধ করিয়াছে, আমরা যুদ্ধে নিযুক্ত থাকাবস্থায় দুর্বৃত্ত জরাসন্ধ আসিয়া পুরে প্রবেশ

* জরাসন্ধ ভগবানকে বলিয়াছিলেন—"তুমি পুরুষাধম, বালক, গুপ্ত, মন্দ এবং বন্ধু-হন্তা", এই তিরস্কার-বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই—"পুরুষা অধমা যস্মাৎ ইতি পুরুষাধমঃ" যাঁহা হইতে সকল পুরুষই অধম, অর্থাৎ যিনি পুরুষোত্তম। বালক—"বালে বালে রোম্নি রোম্নি কঃ ব্রহ্মা বিরাজতে"—অর্থাৎ যাঁহার প্রতি লোমে ব্রহ্মা বিরাজিত, সেই অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডধারী বিরাট্। গুপ্ত—যিনি বাহ্য-দৃষ্টির অতীত; মন্দ—অধার্ম্মিকের পক্ষে যিনি মন্দ, আবার ভক্তের পক্ষে যিনি মৃদু-মধুর। বন্ধু-হন্তা—যিনি ভক্তরূপী বন্ধুর বিপদ বা অবিদ্যা-হন্তা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করত যাদবগণকে অত্যাচার ও নিহত করিতে পারে ; সুতরাং এই ভাবী বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, আমি এখনই একটী সুদৃশ্য গোপনীয় পুরী নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে সমস্ত আত্মীয় বান্ধবগণকে রক্ষা করিব।" বলদেবের সহিত এইরূপে পরামর্শ করত তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ **বিশ্বকর্ম্মা**কে ডাকাইয়া সমুদ্রগর্ভে দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত দুর্গবেষ্টিত, সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী, বিপণিশ্রেণী, রাজপ্রাসাদ, উদ্যান ও উপবনাদি সুশোভিত সুদৃশ্য **দ্বারকা** নামক এক মহাপুরী নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা একরাত্রি মধ্যেই ভগবানের ইচ্ছামত পুরী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন ; এমন কি ইন্দ্র-প্রদত্ত পারিজাতাদি বৃক্ষও সেই পুরীতে রোপিত হওয়ায়, **দ্বারকা** পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হইল। ভগবান সকলের অলক্ষ্যে আপনার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণকে মথুরা হইতে যোগমায়া প্রভাবে দ্বারকা পুরীতে স্থানান্তরিত করিলেন ; কিন্তু তাঁহারা এবিষয়ে কিছুই জানিতে পারিলেন না। অতঃপর রামকৃষ্ণ **কালযবনের** সম্মুখে আগমন করিলে, শত্রুসৈন্যগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল ; রাম, কালযবনের সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইলেন ; আর কৃষ্ণ কাল-যবনের সম্মুখে চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন এবং যুদ্ধে পশ্চাৎগামী হওয়ার ছল দেখাইয়া, ক্রমে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে কৃষ্ণ একটী নির্জ্জন গুহাতে প্রবিষ্ট হইলে, কালযবনও তথায় প্রবেশ করত একটী ঘুমন্ত মূর্ত্তিকে কৃষ্ণ মনে করিয়া পদাঘাত করিল। মান্ধাতা-পুত্র নারায়ণপরায়ণ **মুচকুন্দ** সেই পদাঘাতে জাগ্রত হইয়া, তৎক্ষণাৎ যবনরাজকে আপনার দেহজ ও নয়নজ অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত করিয়া বিনষ্ট করিলেন! তৎপর তিনি অভীষ্ট মূর্ত্তি নারায়ণকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। এদিকে বলদেবও কালযবনের সমস্ত সৈন্য সংহার করিলেন! অনন্তর দুই ভ্রাতা মিলিত হইয়া মথুরাপুরে প্রবেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন এবং যুদ্ধে লব্ধ বহুরত্নরাজি দ্বারকাতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বারকা গমন। এইরূপে রামকৃষ্ণ দ্বারকাতে গমনের অভিলাষ করিয়া বহু ধনরত্নসহ যাত্রা করিলে, পথিমধ্যে জরাসন্ধ সৈন্যসহ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। রামকৃষ্ণ ছলপূর্ব্বক পলায়নের ভাণ দেখাইলে, জরাসন্ধ সকলকে পরিত্যাগ করত সৈন্যগণের সহিত কেবল-মাত্র রামকৃষ্ণের পশ্চাতে ধাবমান হইল। এইরূপে রামকৃষ্ণ একটী উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করিলে, জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য সেই পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদান করিল এবং পর্ব্বতদাহকারী ভীষণ দাবানল দেখিয়া, রামকৃষ্ণের নিশ্চয় বিনাশ হইবে, এইরূপ চিন্তায় সুখানুভব করিতে লাগিল। এদিকে রামকৃষ্ণ পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে উল্লম্ফন পূর্ব্বক সকলের অলক্ষ্যে নিম্ন ভূমিতে পতিত হইলেন এবং যাদবগণের সহিত মিলিত হইয়া ধনরত্নাদিসহ দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিলেন।

এইখানে **দ্বারকা লীলার** সূচনা হইল। বৃন্দাবন ও মথুরা-লীলাতে ভগবান অনেক স্থলে দৈবী-সম্পদ দেখাইয়াছেন; অর্থাৎ যদিও তিনি মনুষ্য-দেহধারী, তথাপি বহু অমানুষিক কার্য্য ও অলৌকিক দৈবী-কৌশল দ্বারা ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু পরবর্ত্তী দ্বারকাদি লীলাতে যদিও ভগবান বহুমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি মানুষীভাব অবলম্বন করত মানুষের ন্যায়ই ব্যবহার করিয়া মানবগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। মথুরা-লীলার তাৎপর্য্য প্রভৃতি এই গ্রন্থের উপসংহারে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম অধ্যায়।

দ্বারকা-লীলা

রুক্মিণী মিলন।—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে কিছুকাল অবস্থান করত জগতবাসীকে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিতে মনস্থ করিয়া, লক্ষ্মীদেবীর অংশস্বরূপা শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা রুক্মিণী দেবীকে বিবাহ করিলেন। রুক্মিণীদেবী, বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের একমাত্র কন্যা; পূর্ব্বসংস্কার বশে লোকমুখে শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী শ্রবণ করত, তিনি মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন; বিদর্ভরাজও শ্রীকৃষ্ণের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণ-বিদ্বেষী জ্যেষ্ঠ পুত্র রুক্মী, বিবাহে অমত করিয়া, চেদীরাজ শিশুপালের সহিত ভগ্নীর বিবাহ সুস্থির করিলেন এবং বিবাহোৎসবের সর্ব্বপ্রকার উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। রুক্মিণী ভীতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট একটী মর্ম্মস্পর্শী **পত্রিকা** লিখিয়া, উহা জনৈক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ দ্বারা তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন। ঐ পত্রিকাতে অন্যান্য প্রেমপূর্ণ কথা ব্যতীত ইহাও লিখিত হইয়াছিল যে, যদি ভগবান আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ না করেন, তবে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিবেন, আর বিবাহের পূর্ব্বদিন তাঁহাদের কুল-প্রথা অনুসারে অন্তঃপুরের বাহিরে যাইয়া **অম্বিকা** দেবীর পূজা করিতে হয়; সেই সময়ে তাঁহাকে গ্রহণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। ব্রাহ্মণ, দ্বারকাতে যাইয়া ভগবানের নিকট সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলে, ভগবান ব্রাহ্মণের সর্ব্ববিধ সেবা নিজহস্তে সম্পন্ন করত, তাঁহাকে লইয়া রথারোহণে বিদর্ভপুরে আসিলেন; শিশুপাল পূর্ব্বেই বহু নৃপতি ও সৈন্যসহ তথায় উপস্থিত হইয়াছিল; পাছে কোন বিপদ হয় এই আশঙ্কায়, তাহার সহিত জরাসন্ধ, শাল্ব প্রভৃতি কৃষ্ণদ্বেষী বহু নৃপতিবর্গ আগমন করিয়াছিল। বিদর্ভ-নন্দিনী, বিবাহের সাজসজ্জায় সুশোভিতা হইয়া দেবী অম্বিকার পূজা সমাপন করত অন্তঃপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে দেখিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য পথিমধ্যে সমস্ত রাজন্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন; রুক্মিণী একে একে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াই মুগ্ধা ও হৃতচিত্তা হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। ভগবান তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলে, উপস্থিত নৃপতিবর্গ ও সৈন্যগণ শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিল; কিন্তু তিনি সকলকেই রণে পরাস্ত করত দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন! তখন কৃষ্ণদ্বেষী রুক্মী বহু সৈন্যসহ ভগবানের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া যুদ্ধে পরাস্ত হইল—ভগবান রুক্মিণীসহ দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন। অতঃপর রমাপতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত লক্ষ্মী-রূপিণী রুক্মিণীর বিবাহ মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল—দ্বারকা-বাসীগণ যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

রুক্মিণীর গর্ভে ভগবানের **প্রদ্যুম্ন** নামক এক মহাবীর্য্যবান পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেন; শম্বরাসুর সেই কুমারকে আপনার সংহারকারী বলিয়া অবগত হওয়া মাত্রই, সূতিকা-গৃহ হইতে তাঁহাকে হরণ করত সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে, একটী বৃহৎ মৎস ঐ শিশুকে ভক্ষণ করিল। দৈববশে ঐ মৎসটী ধৃত হইলে, ধীবরগণ সেই সুবৃহৎ মৎসটী শম্বরাজকে উপহার প্রদান করিল। অতঃপর মৎসটী কর্ত্তিত হইলে, উহার মধ্যে অপূর্ব্ব দর্শন একটী বালক পাওয়া গেল। তখন সেই বালকটীকে শম্বরাজের পাচিকা মায়াবতী সযত্নে গ্রহণ করিয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই বালক যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, দেবর্ষি নারদ আসিয়া মায়াবতীকে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন; তাহাতে মায়াবতী জানিতে পারিলেন যে, তিনিই **রতি**, আর মদনই মহাদেব কর্ত্তৃক ভস্মীভূত হওয়ার পর, বর্ত্তমানে প্রদ্যুম্ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! তচ্ছ্রবণে বহুকাল পরে তাঁহাদের পুনর্মিলন হওয়ার আশায়, মায়াবতী অত্যন্ত পুলকিতা হইলেন। তৎপর কৃষ্ণ-নন্দন প্রদ্যুম্নকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহামায়া নাম্নি বিদ্যা শিখাইয়া দিলেন। প্রদ্যুম্ন তখন শম্বরকে ক্রুদ্ধ করিবার জন্য তিরস্কার করিলে, সেই মহাসুর তাহার সহিত ভীষণ যুদ্ধ বাঁধাইয়া পরিশেষে নিজেই নিহত হইল। অনন্তর প্রদ্যুম্ন রতিরূপিণী ভার্য্যাকে লইয়া আকাশ-পথে আগমন করত দ্বারকাতে পিতৃ-মাতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন! দেবর্ষি নারদও তথায় উপস্থিত হইয়া সকলের পরিচয় প্রদান করিলেন। বহুদিন পরে শোকাকুলা রুক্মিণী, পুত্রবধূসহ পুত্র-রত্নকে লাভ করায়, বসুদেব দৈবকী, রামকৃষ্ণ ও দ্বারকাবাসী সকলেই আনন্দে মহামহোৎসব সম্পন্ন করিলেন।

জাম্ববতী ও সত্যভামা। সূর্য্যদেব পরমভক্ত সত্রাজিতের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া তাঁহাকে স্যমন্তক নামক অত্যন্ত প্রভাবিশিষ্ট ও নানা-বিধ গুণযুক্ত একটী মণি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেন, ঐ মণি গলে ধারণ করত মৃগয়ার্থে বনমধ্যে গমন করিলে, একটি সিংহ তাঁহাকে বধ করে; তৎপর ঐ সিংহকেও মহাবীর জাম্ববান নিহত করিয়া, মণিটী স্বীয় পুত্রকে ক্রীড়ার্থে প্রদান করিলেন। এদিকে সত্রাজিত, ভ্রাতার কোন খবর না পাইয়া মিথ্যা সংবাদ রটাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভ্রাতাকে বধ করিয়া মণি গ্রহণ করিয়াছেন। এই অপবাদ দূর করিবার জন্য, ভগবান পুরবাসিগণসহ প্রসেনকে অনুসন্ধান করিতে গমন করিয়া, সিংহ কর্ত্তৃক তাহাকে নিহত দেখিলেন। তৎপর পুরবাসিগণ দেখিলেন যে, সেই সিংহও জাম্ববান কর্ত্তৃক অদূরে নিহত হইয়াছে! অনন্তর কৃষ্ণ, সকলকে বাহিরে রাখিয়া ভীষণ অন্ধকারময় দুর্গম গহ্বরে প্রবেশ করিলেন! মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখিয়া জাম্ববানের পুত্র ক্রন্দন করিলে, ঋক্ষরাজ জাম্ববান শ্রীকৃষ্ণের সহিত ভীষণ যুদ্ধারম্ভ করিলেন। তৎপর সেই বীরবর শ্রীকৃষ্ণের আঘাতে হতবল ও বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহাকে ভগবান রূপে চিনিতে পারিলেন; তখন তাঁহাকে বহু স্তবস্তুতি করার পর, আপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কন্যা-রত্ন **জাম্ববতী**সহ **স্যমন্তক মণি**, শ্রীকৃষ্ণের করে সমর্পণ করিলেন। ওদিকে দ্বারকাবাসিগণ গুহা-মুখে কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া, শোকাকুলচিত্তে দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অমঙ্গল আশঙ্কায়, সকলেই হাহাকার করিতে লাগিলেন। এইরূপে সকলে চন্দ্রভাগা নাম্নি দুর্গাদেবীর পূজা করিয়া তাঁহার নিকটে কৃষ্ণের প্রত্যাগমন প্রার্থনা করিলেন; অনন্তর ভগবান জাম্ববতীসহ দ্বারকায় আসিলে, সকলেই পরমানন্দযুক্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সভামধ্যে নৃপতি সত্রাজিতকে আনয়ন পূর্ব্বক, মণি প্রাপ্তির ও প্রসেন-হত্যার বিবরণ উল্লেখ করত মণিটী তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করায় এবং তাঁহার মণি-প্রত্যর্পণরূপ ত্যাগভাব চিন্তা করিয়া, নৃপতি সত্রাজিতের অন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল; তিনি কৃষ্ণের নিকট নিজকে অপরাধী বলিয়া গণ্য করিলেন। এইরূপে স্বীয় অপরাধ ক্ষালনের জন্য, তিনি মণির সহিত স্বীয় কন্যা-রত্ন সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের করে অর্পণ করিলেন। ভগবান কৃষ্ণ মণিটী সত্রাজিতকে ফিরাইয়া দিলেন। অতঃপর জাম্ববতী ও **সত্যভামার** সহিত তাঁহার যথাবিধি সমারোহের সহিত বিবাহ হইল; জাম্ববতী ভগবানের দ্বিতীয়া ও সত্যভামা তৃতীয়া মহিষী হইলেন।

হস্তিনায় গমন। আপনার পিতৃস্বসা কুন্তীদেবীর সহিত পাণ্ডবগণ জতুগৃহে দগ্ধ হইয়াছেন, এই বার্ত্তা শুনিয়া কুলোচিত ব্যবহার প্রদর্শনার্থে ভগবান কৃষ্ণ, রামের সহিত মিলিত হইয়া হস্তিনায় গমন করিলেন। তথায় ভীষ্ম বিদুর, দ্রোণাচার্য্য, গান্ধারীদেবী প্রভৃতি পাণ্ডবগণের দাহন-সংবাদে শোক করিতেছিলেন, ভগবান তাহাদের সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিলেন। তৎপর সংবাদ আসিল যে, শতধন্বা লোভ বশতঃ সত্রাজিতকে বধ করিয়া মণিহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া রামকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগন করিলেন এবং পিতৃ-হত্যার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দরুণ শোকাকুলা সত্যভামাকে সান্ত্বনা করত শতধন্বাকে শাস্তি দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। শতধন্বা ভীত হইয়া মণিটী অক্রূরের কাছে গোপনে রক্ষা করত মিথিলা প্রদেশে পলায়ন করিলে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ, শ্বশ্রূ হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ শতধন্বাকে বধ করত দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; শ্রীরাম মিথিলার রাজ-ভবনে গমন করত বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়া কিছুকাল তথায় বাস করিয়াছিলেন; এই সময়েই দুর্য্যোধন শ্রীরামের নিকট গদা-যুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া আসার পর, অক্রূর মণিটী তাহাকে অর্পণ করিলে, ভগবান তাঁহাকেই উহা প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

পাণ্ডব মিলন। জতুগৃহ হইতে **পাণ্ডবগণ** প্রস্থান করত বহু-কাল বনবাস ও অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন; তৎপর স্বয়ম্বর-সভায় অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে লাভ করেন এবং শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া, সকলের সহিত পাঞ্চাল রাজ্যে গমন করেন। সেই সময়ে ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক আহূত হইয়া পাণ্ডবগণ হস্তিনায় গমন করিলে, কুরুরাজ তাঁহাদিগকে হস্তিনা ত্যাগ করত খাণ্ডবদেশে নূতন রাজধানী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে আদেশ করিলেন। তখন পাণ্ডবগণ খাণ্ডবদেশে গমন করিলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য তথায় আগমন করিলেন। লৌকিক আচার পালনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, নিজ জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ও ভীমের পাদ-বন্দনা করিলেন, সমবয়স্কহেতু অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কনিষ্ঠহেতু নকুল ও সহদেব কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অতঃপর কুন্তীদেবীকে অভিবাদন করিলে, তিনি কৃষ্ণের নিকট পূর্ব্ব বিপদাদি জ্ঞাপন করত তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন; ভগবান পাণ্ডবগৃহে বাস করত ভক্তের ঐশ্বর্য্য জগতকে দেখাইবার জন্য, বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা এক অদ্ভুত নূতন রাজপুরী নির্ম্মাণ করাইলেন; **ইন্দ্রপ্রস্থ** নামক এই নূতন নগরী জগতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতুলনীয় পরম রমণীয় ও অদ্ভূত সাজসজ্জায় সুশোভিত হইল। ইন্দ্রপ্রস্থে থাকাকালীন ভগবান কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের সারথি হইয়া অগ্নিদেবকে ইন্দ্রকর্ত্তৃক রক্ষিত খাণ্ডববন দান করিয়াছিলেন। খাণ্ডববন দাহনের সময়ে দৈত্য-শিল্পী **ময়দানব** ভগবানের কৃপায় রক্ষা পাওয়ায়, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ সে পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যপূর্ণ একটি সভা-গৃহ ইন্দ্রপ্রস্থে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিল; এই অপূর্ব্ব গৃহে জলকে স্থল বলিয়া এবং স্থলকে জল বলিয়া ভ্রম হইত। কুন্তীদেবী ও পাণ্ডবগণের অনুরোধে ভগবান বৎসরাধিককাল ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিয়া সকলকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন।

একদা মৃগয়া করিবার জন্য অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করত নানাস্থানে ভ্রমণ করায়, পরিশ্রান্ত হইয়া যমুনাতীরে গমন করিলেন। তথায় পরমা সুন্দরী এক কন্যাকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করার জন্য ভগবান অর্জ্জুনকে প্রেরণ করিলে, অর্জ্জুন সেই রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; তখন সেই রমণী বলিলেন, "আমি সূর্য্যের দুহিতা **কালিন্দী,** সকল অভীষ্ট পূরণকারী ভগবান বিষ্ণুকে পতিরূপে পাইবার জন্য আমি যমুনাতীরে কঠোর তপস্যা করিতেছি—তাঁহার দর্শন কামনায় যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক এখানে অবস্থান করিতেছি।" অন্তর্য্যামী ভগবান, কৃষ্ণ, সূর্য্য-তনয়ার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে রথে গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিলেন। তথায় পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীকে বিবাহ করত চতুর্থ মহিষীরূপে গ্রহণ করিলেন; তৎপর সাত্যকীপ্রমুখ যাদবগণের সহিত তিনি দ্বারকায় শুভাগমন করিলেন।

অন্যান্য পত্নীগ্রহণ। অবন্তীরাজদ্বয় বিন্দ ও অনুবিন্দের ভগ্নী **মিত্রবৃন্দা** শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একান্ত অনুরক্তা হইয়া স্বয়ম্বর সভাতে শ্রীকৃষ্ণের গলে বরমাল্য অর্পণ করিতে উদ্যতা হইলে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে নিষেধ করে; এইরূপে অপমানিত হওয়ায় তিনি কৃষ্ণগতপ্রাণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কন্যাকে গ্রহণ করত আক্রমণকারী নৃপতিগণ ও সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া দ্বারকায় গমন করেন এবং মিত্রবিন্দাকে পঞ্চম মহিষীরূপে গ্রহণ করেন।

পরম ধার্ম্মিক অযোধ্যাধিপতি নগ্নজিৎ তাঁহার কন্যা **সত্যার** বিবাহের জন্য এইরূপ পণ করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি এক সঙ্গে তাঁহার সাতটী বৃহৎ বৃষভকে পরাজয় করিতে পারিবে, তাঁহাকেই তিনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন, পৃথিবীর কোন রাজপুত্রই এই পণ জয় করিতে পারেন নাই। অযোধ্যাধিপতি বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন, তাঁহার কন্যা সত্যাও মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য ভগবান অযোধ্যাগমন করত বৃষভগণকে পরাজিত করিলেন। নগ্নজিৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনেই পুলকিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার পণ-জয়রূপ বিক্রম দর্শন করিয়া নাগ্নজিতী বা সত্যাকে শ্রীকৃষ্ণের করে সমর্পণ করিলেন; সত্যাও চিরবাঞ্ছিত পতিকে লাভ করিয়া পরম আনন্দিতা হইলেন। ভগবান সত্যাকে লইয়া দ্বারকাতে গমন করত তাঁহাকে ষষ্ঠ মহিষীরূপে গ্রহণ করিলেন। কেকয়দেশের মহারাণী নিজ কন্যা **ভদ্রাকে** শ্রীকৃষ্ণের করে সমর্পণ করার জন্য অতীব ব্যাকুলা হইলে, ভগবান তাঁহাকে সন্তোষ করার জন্য ভদ্রাকে সপ্তম মহিষীরূপে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর মদ্ররাজ স্বীয় কন্যা **লক্ষ্মণাকে** স্বয়ম্বর সভায় লক্ষ্যভেদকারী সর্ব্ববিজয় শ্রীকৃষ্ণের করে সমর্পণ করায়, ভগবান তাঁহাকে অষ্টম মহিষীরূপে গ্রহণ করিলেন।

অষ্ট মহিষী রহস্য। ব্রজলীলায় যেরূপ মহাশক্তিরূপিণী **অষ্ট-সখীই** লীলার প্রধান সহায়িকা ছিলেন, সেইরূপ দ্বারকালীলাতেও ভগবানের অষ্ট মহিষী, তাঁহার সংসার-লীলার আটটী প্রধান অঙ্গ; অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রমে যতপ্রকার ভক্তিমতী সতী নারীর আদর্শ হইতে পারে; তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আটটী—রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্ট মহিষীই সেই অষ্টপ্রকার আদর্শ দ্বারা গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন করত মানবগণকে শিক্ষা প্রদান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন। **রুক্মিণী** ভক্তিরূপা চৈতন্য-শক্তি ; **জাম্ববতী** শ্রদ্ধা-শক্তি জীবের হৃদয়ে ভক্তিস্থায়ী হইলেই, শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়া থাকে ; তৎপর ক্রমশঃ তাহাতে ভক্তির ছয়টি বৃত্তি প্রকাশ পাইয়া, ভক্ত সাধককে আনন্দ প্রদান করত কৃতার্থ করে ; ভক্তির এই ছয়টি বৃত্তি যথা,—ক্লেশঘ্নী (ত্রিতাপনাশিনী), শুভদা, মোক্ষলঘুতাকারিণী, সুদুর্লভা, আনন্দ উদ্দীপনী এবং কৃষ্ণাকর্ষণী—এই ছয়টি ভক্তি-বৃত্তিই যথাক্রমে, সত্যভামা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, সত্যা, ভদ্রা ও লক্ষণা প্রভৃতি ভগবানের অবশিষ্ট ছয়টি মহিষী। সত্যরূপী কৃষ্ণকে যিনি ভামন অর্থাৎ প্রকাশ করিয়া জীবের দুঃখ বা ত্রিতাপ নাশ করেন, তিনিই **সত্যভামা** ; কলিন্দ-কন্যা অর্থাৎ গিরিরাজ সমুদ্ভূতা গঙ্গা-যমুনার ন্যায় যিনি পবিত্রা ও শুভদায়িনী তিনিই **কালিন্দী**। যিনি মোক্ষ ও স্বর্গাদি লাভের সকাম ভাব পরিত্যাগ করত পরমাত্মময় হওয়াকে মিত্র অর্থাৎ হিতকার্য্যস্বরূপ, বিন্দ অর্থাৎ বুঝাইয়া দেন, তিনিই **মিত্রবিন্দা**। যিনি সকাম ভাব দ্বারা কৃষ্ণকে লাভ করা দুর্লভ—একমাত্র কৃষ্ণের কৃপা দ্বারাই অর্থাৎ ভক্তি-পথেই তাঁহাকে লাভ করা সুলভ—এই সত্য যিনি প্রকাশ করেন, তিনিই **সত্যা**। ভগবৎ কথাতে যিনি আনন্দ আস্বাদন করেন, যাঁহাকে দর্শন করা মাত্রই আনন্দের উদ্দীপন হয়, অর্থ কাম ও স্বর্গাদি লাভরূপী অমঙ্গল বা অভদ্রকে নাশ পূর্ব্বক যিনি ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল স্থাপন করেন, তিনিই **ভদ্রা**। ভক্তের যে বৃত্তি বা ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমানুগত হইয়া থাকেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণাকর্ষণী—এই লক্ষণ যাঁহাতে প্রকাশ পায়, তিনিই **লক্ষণা**। বৃন্দাবন-লীলাতে ভগবান **প্রেম** শিক্ষা দিয়াছিলেন, দ্বারকা-লীলাতে সেই প্রেম, সংসারে থাকিয়া গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন করত কিরূপে লাভ করা যায়, অষ্ট মহিষীর আদর্শ দ্বারা ভগবান তাহাই জগতবাসীকে শিক্ষা দিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু রমণী উদ্ধার। ভূমি-নন্দন **নরকাসুর** বর লাভ করত ত্রিভুবনে অজেয় এবং ঘোর অহঙ্কারী হইয়া নরগণ ও দেবগণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল। এইরূপে বিভিন্ন দেশ হইতে ষোড়শ সহস্র পরমাসুন্দরী রাজকন্যাকে হরণ পূর্ব্বক নিজের ভোগের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখিল। ক্রমে ইন্দ্রের বৈজয়ন্তী মাল্য, বরুণের ছত্র, দেবমাতা অদিতির কুণ্ডল প্রভৃতি হরণ করিলে, স্বয়ং সুরপতি দ্বারকাতে আসিয়া অসুরের অত্যাচারের কথা ভগবানকে নিবেদন করিলেন। তখন ভগবান সত্যভামার গৃহে বিরাজ করিতেছিলেন; অসুরের অত্যাচার-কাহিনী শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পত্নীসহ অসুরের রাজধানী প্রাগ্-জ্যোতিষপুর অভিমুখে যাত্রা করত তথায় উপনীত হইলেন। তৎপর গদা প্রহারে গিরি-দুর্গ, বাণদ্বারা শস্ত্র-দুর্গ, সুদর্শন দ্বারা অগ্নি-দুর্গ, জল-দুর্গ ও বায়ু-দুর্গ ভগ্ন করিলেন এবং অসিদ্বারা কৌশল পাশসকল ছিন্ন ভিন্ন করিলেন! তখন মুরাসুর নামক ভীষণ দৈত্য, সৈন্যগণসহ ভগবানকে আক্রমণ করিলে, ভগবান তাহাকে বধ করিলেন। অতঃপর নরকাসুর গজারোহণে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল; পরিশেষে ভগবান সুদর্শন দ্বারা তাহার মস্তক ছিন্ন করিয়া তাহাকে বধ করিলেন—দেবতাগণ পুষ্প বৃষ্টি করিয়া মুকুন্দের পূজা করিলেন। নরকা-সুরের মাতা ভূমিদেবী ভগবানের স্তব করত, সমস্ত অপহৃত দ্রব্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। অনন্তর ভগবান অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, যে স্থানে বিভিন্ন দেশের ষোড়শ সহস্র রাজকন্যা আবদ্ধা ছিলেন, তথায় গমন করত রাজকন্যাগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন। কন্যাগণ সকলেই সুদীর্ঘকাল যাবত মুক্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন; এক্ষণে সর্ব্বরূপাধার ভগবান তাঁহাদের মুক্তিদাতারূপে আগমন করত তাঁহাদিগকে উদ্ধার করায়, সকলেই ভগবানকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পতি বিবেচনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন এবং তাঁহারা সেই জগৎপতিকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। ভগবান রাজকন্যাদের ভক্তিপূর্ণ ভাব দর্শনে প্রীত হইলেন এবং সকলকেই শিবিকা সহযোগে দ্বারকাতে প্রেরণ করিলেন।

পারিজাত হরণ। অতঃপর ভগবান সত্যভামার সহিত স্বর্গপুরে গমন করত দেবমাতা **অদিতির** হৃত কুণ্ডল তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং তথায় দেবগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে সেবিত ও পূজিত হইলেন। ভগবান সত্যভামার সহিত নন্দন-কানন ভ্রমণ করিতে করিতে **পারিজাত** বৃক্ষ দর্শন করায়, সত্যভামা উহা গ্রহণ করিবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করিলেন; তখন ভগবান ঐ বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক সঙ্গে লইয়া দ্বারকা-ভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐশ্বর্য্যভোগে মুগ্ধ **দেবগণ** তাঁহাদের ভোগ্য বস্তু গৃহীত হওয়ায় অত্যন্ত কুপিত হইয়া, ভগবৎ মহিমা ভুলিয়া গেলেন এবং আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে দেবগণকে পরাজিত করিয়া দর্প চূর্ণ করত তাঁহাদের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর ভগবান দ্বারকাতে আগমন করত পারিজাত বৃক্ষটী সত্যভামার গৃহ-সম্মুখস্থ রমণীয় উদ্যানে রোপিত করাইলেন। পারিজাতের এমনই সুগন্ধ যে, উহার ঘ্রাণ স্বর্গপুর পর্য্যন্ত গমন করিল, তাহাতে স্বর্গীয় ভ্রমরগণ নন্দন-কানন পরিত্যাগ করত মর্ত্ত্যে আসিয়া পারিজাতের উপর গুঞ্জন করিতে লাগিল!

পতি-ভক্তির আদর্শ। অনন্তর যোগৈশ্বর্য্যশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্ম-সমর্পণকারী **ষোড়শ সহস্র** রাজকন্যাকে ষোড়শ সহস্র সুদৃশ্য আবাসে রক্ষা করত, স্বীয় **ইচ্ছাশক্তির** প্রভাবে আপনাকে অষ্টাধিক ষোড়শ সহস্র মূর্ত্তিতে পরিণত করিলেন, তৎপর অষ্টমহিষীর প্রত্যেকের গৃহে এবং অসুর-গৃহ হইতে আনিত রাজকন্যাগণের প্রত্যেকের গৃহেতেই তিনি যেন স্বয়ং বিরাজ করিতে লাগিলেন!—যোগমায়া প্রভাবে তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুমূর্ত্তি ধারণ-রহস্য নারিগণ কেহই জানিতে পারিলেননা। তিনি একই সময়ে এবং একই লগ্নে নব আনীত ষোড়শ সহস্র রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যবতী রমণীগণ প্রত্যেকে ভগবানকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া অনুরাগ, প্রেমাবলোকন, প্রেম-হাস্য, অর্দ্ধস্ফুট কথা এবং লজ্জাজড়িত ভাব প্রভৃতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শত শত দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা নিজ হস্তে পতির সেবা করিতেন। পতি গৃহে প্রবেশ করিলে, গাত্রোত্থান দ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা, আসন দান এবং হস্ত-পদাদি শৌচার্থে জল দান করিতেন। পতি শয়ন বা বিশ্রাম করিলে, তাম্বুল দান পদ ও অঙ্গসেবা এবং বীজন করিতেন। তিনি ভ্রমণেচ্ছা প্রকাশ করিলে, মাল্য দান, কেশ প্রসাদনাদি দ্বারা সেবা করিতেন। স্নান করিতে চাহিলে, বারি আনয়ন করত স্নান করাইতেন; আহারেচ্ছা হইলে, যথাযোগ্য ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিতেন; তিনি গৃহ হইতে বহির্গমন করিলে, সঙ্গে সঙ্গে কতক দূর পর্য্যন্ত গমন করিতেন! এইরূপে তাঁহারা ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া দাসীর ন্যায় পতি-সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। লৌকিক রমণীগণকে পতি-ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবান ও তৎশক্তিগণ এই প্রকার আদর্শ প্রদান করিয়াছিলেন।

• **বহুপত্নী-রহস্য।** পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, ভগবানের অষ্ট মহিষীই পূর্ণা **ভক্তি-তত্ত্ব**; এই ভক্তিবৃত্তিই সহস্র সহস্র ভাগে বা অংশে বিভক্ত হইয়া নানাভাবে নানারূপে জীব-হৃদয়ে প্রকাশ পায়, এই বৈচিত্র্যপূর্ণ অসংখ্য ভক্তি-তত্ত্বের অংশই ভগবানের ষোড়শ সহস্র কামিনী। ষোড়শ কলা বা বিদ্যা-শক্তিই সর্ব্বদা পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, ইঁহারা বিশ্ব-সৃষ্টির মূল চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব এবং বিশ্বের বিকাশ কালীন ইঁহারাই ষোড়শ সহস্র ভাগে বিভক্ত হইয়া বিভিন্নরূপে ক্রিয়াশীলা হন; এই সকল তত্ত্বময়ী শক্তিই কৃষ্ণানুগতা ষোড়শ সহস্র রমণীরূপে প্রকটিতা! বৃন্দাবন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলায় যেমন **অষ্টসখিই** বিভিন্ন অংশে বিভক্তা হইয়া অসংখ্য গোপিনী-রূপে লীলানন্দ করিয়াছিলেন; তথায় ভগবানও তাঁহাদের সমসংখ্যক্ ভাব-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করত গোপিগণকে প্রেমানন্দ প্রদান পূর্ব্বক লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন! সেইরূপ ভগবান এই দ্বারকা-লীলাতেও, প্রথমে **অষ্ট মহিষী** প্রকট্ করিয়া, ক্রমে উহা ষোড়শ সহস্ররূপে পরিণত করিলেন এবং আপনিও সমসংখ্যক্ ইচ্ছা-মূর্ত্তি ধারণ করত প্রত্যেকের আনন্দ বিধান পূর্ব্বক আদর্শ-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই লীলাতে একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, যদিও **ভগবান** বহু রমণী, পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; তথাপি তিনি প্রত্যেক রমণীর গৃহে, পৃথক্ পৃথক্ রূপে দেহ ধারণ করত বিরাজিত থাকায়, তাঁহার **বহু স্ত্রী**-গ্রহণ দোষ ঘটে নাই!—প্রত্যেক দেহধারী কৃষ্ণ-মূর্ত্তির সহিত একটী মাত্র স্ত্রী বিরাজ করত লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। **দ্বারকা-লীলা** দ্বারা ভগবান অনন্ত মতাবলম্বী অনন্ত বৈচিত্র্যযুক্ত গৃহস্থগণকে নানাপ্রকারে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন; যেরূপ গৃহস্থই হউকনা কেন, ভগবৎ প্রদর্শিত অষ্টাধিক ষোড়শ সহস্র গার্হস্থ্য-লীলার মধ্যে একটীতে না হয় অপরটীতে পড়িবেই পড়িবে। সংসারী নারিগণেরও কর্ত্তব্য এই যে, আপন আপন ভাবকে উন্নত করিয়া, অষ্ট মহিষীর যে কোন একটী আদর্শে গঠন করা; তৎপর সেই ভাব ক্রমে গার্হস্থ্যের চরম আদর্শরূপিণী রুক্মিণী দেবীর নিষ্কাম ভক্তিতে পরিণত করিয়া, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা!—ইহাই দ্বারকা-ধামে শ্রীভগবানের গার্হস্থ্য-লীলার রহস্য!!

আত্মারাম ভগবান, আপনাকে অষ্টাধিক ষোড়শ সহস্র মূর্ত্তিতে বিভক্ত করত প্রত্যেক পত্নীর গৃহেই অবস্থান করিতেছিলেন; যোগমায়া-প্রভাবে কৃষ্ণ-কামিনিগণ কেহই ইহা জানিতে পারেন নাই!—প্রত্যেক রমণীই মনে করিতেন, কৃষ্ণ তাঁহার গৃহেই সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন; সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা কৃষ্ণ-প্রিয়া। এইরূপে যখন যাঁহার গর্ব্ব উপস্থিত হইত, দর্পহারী ভগবান তখনই তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতেন। একদিন লক্ষ্মীরূপিণী রুক্মিণীরও সেইরূপ গর্ব্ব হওয়ায়, ভগবান তাঁহাকে উপহাস-চ্ছলে অন্য কাহাকেও ভজনা করিতে বলিলে, রুক্মিণীদেবী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন !—এইরূপে তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া ভগবান তাঁহাকে প্রেম-পূর্ণা করিয়াছিলেন। ক্রমে কৃষ্ণ-পত্নীগণ প্রত্যেকেই দশটী পুত্র এবং একটী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন ; এইরূপে তাঁহার অষ্ট মহিষী অশীতি সংখ্যক পুত্র এবং ষোড়শ সহস্র রমণীগণ প্রত্যেকে দশটী করিয়া, মোট একলক্ষ ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন ; এতৎব্যতীত ক্রমে বহু পৌত্র ও প্রপৌত্রাদি জন্মগ্রহণ করিয়া, যদুবংশ বৃদ্ধি হইয়াছিল।

হরি-হর যুদ্ধ। মহাবীর রুক্মী, স্বয়ম্বর-প্রথামতে আপন কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিলে, কৃষ্ণ-পুত্র প্রদ্যুম্নকে রূপ-মোহিতা কন্যা বরমাল্য প্রদান করেন ; তখন বহু নৃপতিবর্গ প্রদ্যুম্নকে আক্রমণ করায়, তিনি নিজ বীর্য্যবলে সকলকেই পরাজিত করিয়া কন্যাকে গ্রহণ করত যথাবিধি বিবাহ করেন, অতঃপর প্রদ্যুম্নের **অনিরুদ্ধ** নামক একটী পুত্র জন্ম-গ্রহণ করে। এই অনিরুদ্ধের সহিত বাণ-তনয়া উষাদেবীর মিলন সম্পর্কে হরি-হরের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। বলি রাজার শত পুত্র মধ্যে **বাণ** সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ছিলেন ; তিনি মহেশ্বরকে তুষ্ট করিয়া সহস্র বাহু-ধারী, মহাবলী ও ভীষণ অহংকারী হইয়াছিলেন। বাণরাজের **উষা**-নাম্নী কন্যা, স্বপ্নযোগে অশ্রুতপূর্ব্ব ও অপরিচিত প্রদ্যুম্নপুত্র অনিরুদ্ধকে দর্শন করত তাঁহার সহিত আনন্দে অবস্থান করেন ; তৎপর স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়ায়, সেই অনিন্দ্য-সুন্দর অজ্ঞাত-কুলশীল যুবককে প্রাপ্তির আশায় অত্যন্ত ব্যাকুলা হন। উষার মায়াবিনী সখি **চিত্রলেখা** তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করত ত্রিভুবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুবকগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখায়; কিন্তু উহার কোনটীই ঊষার মনোমত হয় না! পরিশেষে অনিরুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইলে, রাজকন্যা বলেন যে, উহাই স্বপ্ন-দৃষ্ট যুবকের চিত্র। তৎপর মায়াবিনী চিত্রলেখা মায়াজাল বিস্তার পূর্ব্বক দ্বারকাতে গমন করত, সকলের অদৃশ্যে ও অজ্ঞাতে পালঙ্কসহ নিদ্রিত অনিরুদ্ধকে আনিয়া ঊষার গৃহে রক্ষা করিল!—তখন ঊষা অনিরুদ্ধের সহিত আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে গৃহরক্ষীগণের সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, তাহারা বাণরাজাকে এ বিষয়ে জানাইল। রাজা তৎক্ষণাৎ ঊষার গৃহে প্রবেশ করত তথায় নির্ভীক অনিরুদ্ধকে দেখিয়া কোপান্বিত হইলেন; তৎপর অনিরুদ্ধকে রাজ-সৈন্যগণ বন্ধন করিতে চেষ্টা করিলে, তিনি সকলকেই পরাজিত করেন; অনন্তর বাণরাজা আসিয়া তাঁহাকে নাগপাশে আবদ্ধ করেন। এদিকে অনিরুদ্ধকে দেখিতে না পাইয়া, দ্বারকাবাসী সকলেই শোকাকুল ছিলেন, ইতিমধ্যে যখন দেবর্ষি নারদমুখে তাঁহারা শুনিলেন যে, সে বাণ-রাজ্যে বন্ধন দশায় আবদ্ধ আছে! তৎক্ষণাৎ যাদবগণ রামকৃষ্ণের সহিত শোণিতপুর অভিমুখে গমন করত সেই রাজ্য আক্রমণ করিলেন। বাণও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, স্বয়ং মহাদেব দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়-সহ বাণের পক্ষে যুদ্ধার্থে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তৎপক্ষীয় ভূত-প্রেত, গুহ্যক, ও প্রমথগণ, ডাকিনী-যোগিনী প্রভৃতি মাতৃগণ এবং তাল-বেতাল বিনায়ক পিশাচ, কুষ্মাণ্ড, ব্রহ্মরাক্ষস প্রভৃতি সৈন্যগণ, যাদবগণের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এইরূপে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হওয়ার পর, ভগবান কৃষ্ণ সম্মোহন অস্ত্রদ্বারা মহেশ্বরকে সম্মোহিত করিলেন! মহেশ্বর তখন যুদ্ধে নিষ্ক্রিয় হইলেন এবং বাণের পক্ষীয় সৈন্যগণ অনেকে পলায়ন করিল। অতঃপর ভগবান বাণের সহস্রবাহু সুদর্শন চক্রদ্বারা ছেদন করত তাহাকে সংহার করিতে উদ্যত হইলে, মহেশ্বর কৃষ্ণকে স্তব করত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাণ-বধে নিবারণ করিলেন ; বাণও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তদীয় ইষ্টদেবের স্তব শুনিয়া, কৃষ্ণানুগত হইলেন। এইরূপে **হরিহর**-মিলন দ্বারা এবং বাণের অহংকার রূপী সহস্রবাহু ছেদন দ্বারা তাঁহাকে হরি-হর-ভক্তরূপে পরিণত করিয়া, এই মহাযুদ্ধের অবসান হইল ; তখন রামকৃষ্ণ উষা ও অনিরুদ্ধকে লইয়া যাদবগণের সহিত দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলেন।

উষাহরণের তাৎপর্য্য এই যে, সংসারে যাহারা অত্যন্ত কামপরায়ণ হয়, তাহাদিগকে অনিরুদ্ধের ন্যায় বন্ধন দশায় পতিত হইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ কোন বিষয়ে আত্যন্তিক মমতা প্রকাশ করা উচিত নহে ; কেননা, স্বয়ং মহাদেব বাণরূপী ভক্তের প্রতি অত্যন্ত মমতাসম্পন্ন হওয়ায়, শ্রীহরির পরমাত্ম-তত্ত্ব ভুলিয়া আপনার সহিত অভেদ ও একাত্মা হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন!—সুতরাং আত্যন্তিক মমতা মানবের পক্ষে সর্ব্বথা পরিত্যজ্য।

বলরামের ব্রজে গমন। ব্রজবাসিগণকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীরাম ব্রজে গমন করিলে, সকলেই অতীব আনন্দের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন ; তাঁহারা কৃষ্ণের কুশল সংবাদ অবগত হইয়া এবং রামের উপদেশামৃত শ্রবণ করিয়া সকলেই প্রশান্ত ও সুখী হইলেন। শ্রীরাম দুই মাস কাল ব্রজে বাস করিয়া, সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। ভগবান প্রথমে উদ্ধবকে **গুরুরূপে** পাঠাইয়া, ব্রজবাসিগণকে তত্ত্বোপদেশ দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন—সেই শিক্ষাতে ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মারূপে চিন্তা করিয়া উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছেন ; তাই শ্রীরামের নিকটে ব্রজবাসিগণ ক্রন্দনের পরিবর্ত্তে আনন্দ-ভাবই প্রকাশ করিয়াছিলেন!—এক্ষণে তাঁহার তত্ত্বময় উপদেশে তাঁহারা প্রশান্ত ভাবাপন্ন হইলেন। এইরূপে ক্রমে যখন তাঁহারা আরও সমাহিত হইয়া ভবিষ্যতে পরমাত্মময় কৃষ্ণের স্বরূপ চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিবেন, তখন 'সমন্ত পঞ্চক'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা **'কুরুক্ষেত্র'** মহাতীর্থে কৃষ্ণের দর্শন লাভ করিবেন। পরিশেষে যখন তাঁহারা পরমাত্মময় হইবেন, তখন ভগবান স্বয়ং প্রভাসে ব্রজবাসিগণকে দর্শন দান করিয়া তাঁহাদের সহিত চির-মিলন করিবেন। ভগবান বৃন্দাবন ত্যাগ করিবার পর, যে সকল গোপ-বালিকাগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এখনও কৃষ্ণপ্রীতি লাভ করিতে পারেন নাই, শ্রীরাম তাঁহাদিগকে নানাভাবে কৃষ্ণ-রতি বা প্রেম শিক্ষা দিলেন। একদা গোপবালিকাগণের সহিত বলদেব ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া যমুনাকে তথায় আহ্বান করিলেন; যমুনা তথায় সমাগতা না হওয়ায়, বলদেব ক্রুদ্ধ হইয়া হলাকর্ষণে যমুনাকে শাসন করিতে উদ্যত হইলে, যমুনা তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাদমূলে আগমন করত ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন!—শ্রীরাম যমুনাকে প্রপন্না দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং ঐ স্থানকে তীর্থরূপে পরিণত করিলেন।

বিবিধ লীলা। একদা কৃষ্ণনন্দনগণ ক্রীড়া করিতে করিতে কূপমধ্যে একটি সুবৃহৎ কৃকলাশ দর্শন করায়, বহু চেষ্টা করিয়াও উহা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন না; তৎপর কৃষ্ণকে এ বিষয় জানাইলে, তিনি বামহস্তে অনায়াসে উহা উদ্ধার করেন। ভগবানের সম্মুখে ঐ কৃকলাশ, দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, আত্ম-কাহিনী নিবেদন করত ভগবানের স্তব করিতে লাগিল। ভগবান তাঁহার যথাযোগ্য সন্তোষ বিধান পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দিয়া, নিজ পুত্রগণকে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করত বলিলেন যে, ব্রাহ্মণের নিকট অজ্ঞাতভাবে অপরাধী হওয়ায়, এই নৃপতির কৃকলাশদেহ হইয়াছে! সুতরাং সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণকে সম্মান করা কর্ত্তব্য।

একদা করুষাধিপতি পৌণ্ড্রক, কৃষ্ণের সমস্ত বেশভূষা ও কার্য্যাবলী অনুকরণ করত নিজকে বাসুদেব বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তৎপর কৃষ্ণসমীপে দূত প্রেরণ করত তাঁহাকে তিরস্কার বাক্য জানাইয়া, তাঁহার বাসুদেব নাম পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতে দুইটি বাসুদেব থাকিতে পারে না। এইরূপে কাশীরাজের সহিত মিলিত হইয়া ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করিলে, তিনি সুদর্শন চক্রদ্বারা তাহাদের শিরচ্ছেদন করিলেন। কাশীরাজ পুত্র সুদক্ষিণ পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধের জন্য শিবের তপস্যা করত তাঁহার সন্তোষ বিধান করিয়া, প্রদীপ্ত ত্রিশূল লাভ করিলেন; তৎপর উহাদ্বারা কৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য দ্বারকা আক্রমণ করিলে, দ্বারকাবাসিগণ ভীত হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন; ভগবান, সুদর্শন দ্বারা ত্রিশূলের গতি প্রতিহত করিলে, ঐ ত্রিশূল সুদক্ষিণেরই প্রাণবধ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল।

নরকাসুর বধের পর তদীয় বন্ধু বানররাজ দ্বিবিদ বহু বানরসহ আগমন করত কৃষ্ণদ্বেষী হইয়া কোথাও অগ্নি প্রদান, কোথাও সমুদ্র-জল উৎক্ষেপণ দ্বারা উৎপীড়ন, এইপ্রকার নানাবিধ উৎপাত আরম্ভ করিল। একদা বলরামের সম্মুখে আগমনকরত বানরগণ, ভ্রুকুটী মুখভঙ্গী, গুহ্য-দেশ প্রদর্শন প্রভৃতি দ্বারা উপহাস করিতে লাগিল; ক্রমে রমণীগণের বসন আকর্ষণ করিয়া ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল! এইরূপে উত্যক্ত হওয়ায়, শ্রীরাম বানর-রাজকে মুষ্টিপ্রহারদ্বারা বধ করিলেন; অন্যান্য বানরগণ পলায়ন করিল।

দুর্য্যোধন নিজ কন্যা লক্ষণাবতীর স্বয়ম্বর-সভা আহূত করিলে, জাম্ববতীনন্দন শাম্ব কন্যাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন; তৎপর পঞ্চ মহারথী সমবেতভাবে অন্যায় যুদ্ধে কন্যাসহ বালককে ধৃত করত শাম্বকে কারারুদ্ধ করিলে, যাদবগণ কৌরবগণের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন; বলরাম তাঁহাদিগকে নিবারণ করত শাম্বকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং হস্তিনাতে গমন করিলেন। অভিমানী দুর্য্যোধন ও অন্যান্য কৌরবগণ রামকৃষ্ণকে নানাপ্রকারে তিরস্কার করত বলিলেন, "পদতলের ভূষণরূপী পাদুকা, এক্ষণে রাজমুকুট-শোভিত মস্তকে উঠিতে প্রয়াস পাইতেছে।" এইপ্রকার দুর্ব্বাক্যে অপমানিত হইয়া, শ্রীরাম ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন; তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলদ্বারা ভূমি আকর্ষণ করত কৌরবকুল বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, কৌরবগণ তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন! অতঃপর বলদেব সন্তুষ্ট হইয়া অভয় দান করিলে, কৌরবগণ কন্যাসহ শাম্বকে বলদেবের নিকট অর্পণ করিলেন; তৎপর সকলে দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলেন।

যোগৈশ্বর্য্য। দেবর্ষি নারদ শুনিলেন যে, ভগবান অষ্টাধিক ষোড়শ সহস্ররূপে আপনাকে বিভক্ত করিয়া, দ্বারকায় গার্হস্থ্য-লীলা করিতেছেন! এই সংবাদ শ্রবণ করত দেবর্ষি এই লীলা দর্শনের জন্য দ্বারকাতে রুক্মিণী-গৃহে আগমন করিলেন। ভগবান দেবর্ষিকে দর্শন করিয়া অতিথির প্রতি গার্হস্থ্য-ধর্ম্মোচিত সুব্যবস্থা শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করিলেন, জগতের গুরু হইলেও, তিনি স্বয়ং নারদের পদে প্রণাম করত পদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং পাদোদক মস্তকে গ্রহণ করিয়া তাঁহার যথাযোগ্য সেবা-পূজাদি করিলেন!! অতঃপর নারদ, এক একটী করিয়া কৃষ্ণ-রমণীগণের গৃহে গমন করিতে লাগিলেন—কোথাও দেখিলেন ভগবান উদ্ধব ও প্রিয়ার সহিত অক্ষক্রীড়ায় রত, কোথাও তিনি শিশুগণের সেবাতে নিযুক্ত; কোন গৃহে হোম, কোথাওবা পঞ্চযজ্ঞ হইতেছে, কোন স্থানে তিনি ব্রাহ্মণগণের সেবা করিতেছেন; কোথাও গজপৃষ্ঠে বা রথারোহণে প্রিয়ার সহিত ভ্রমণ করিতেছেন! কোথাও অর্থাগমের আলোচনা, কোথাও হাস্য পরিহাস; কোনখানে তিনি ভোগ-বিলাসের আয়োজন করিতেছেন! কোথাও জলকেলি, আর কোন স্থানে কলহে প্রবৃত্ত! আবার কোথাওবা জলাশয় ও দেবালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন!—এইরূপ নানাভাবে ভগবান নারিগণের সহিত এবং নারিগণ ভগবানের সহিত গার্হস্থ্য-লীলা করিতেছেন। দেবর্ষি নারদ, ভগবানের যোগমায়া-প্রভাবযুক্ত ঈদৃশী অনির্ব্বচনীয় মহিমা দর্শন করত বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন! একবার দর্শন করিয়াও তৃপ্ত না হওয়ায় বারম্বার দর্শন করিতে লাগিলেন;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশেষে ভগবানকে প্রণাম করত বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম শিক্ষা। দ্বারকা-লীলা দ্বারা মানবগণকে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য, ভগবানরূপী প্রত্যেক কৃষ্ণ-মূর্ত্তিই **লৌকিক**ভাবে আপন আপন কর্ত্তব্য যথাযোগ্যভাবে পালন করিতেন। ভগবান ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করত মুখ প্রক্ষালনাদি করিয়া, স্বরূপ-ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতেন; তৎপর স্নানান্তে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করত সন্ধ্যা পূজাদি বেদোক্ত কার্য্য, গায়ত্রী জপ এবং হোমাদি করিতেন, তৎপর সূর্য্যদেবকে পূজা করত দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিতেন, অনন্তর কুলের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিতেন; বিপ্রগণকে গো ও সুবর্ণাদি দান করিতেন। তৎপর নিজদেহ বনমালা ও চন্দনাদি দ্বারা এবং কৌস্তভাদি অলঙ্কার দ্বারা সুশোভিত করিয়া, বহির্গমনের আয়োজন করিতেন। এইরূপে অনুগত অন্তঃপুরবাসিগণের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করত তাঁহাদের কামনা পূরণ করিতেন; অতঃপর বহির্দেশে গমন পূর্ব্বক প্রজাগণের আবেদন ও অভাব অভিযোগাদি শ্রবণ করিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা ও সুবিচার করিতেন। আহার ও বিশ্রামান্তে নগর ভ্রমণে যাইতেন এবং রাজসভায় ফিরিয়া, বয়স্যগণের সহিত হাস্য-কৌতুক করিতেন; তখন তাঁহাদিগের সন্তোষের জন্য নৃত্য ও গীত-বাদ্যাদির অপূর্ব্ব সমাবেশ হইত; তৎপর অন্তঃপুরে গমন করত ভোজনান্তে শয়ন ও দারা-পুত্রাদির সহিত আনন্দে অবস্থান করিতেন। ভগবান নিজে এই প্রকার ব্যবহার করিয়া গৃহীর কর্ত্তব্য ও প্রকৃত আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক জগতকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

রাজসূয় যজ্ঞ। একদা ভগবান সংবাদ পাইলেন যে, জরাসন্ধ দিগ্বিজয় করিতে গমন করিলে, যে সকল রাজন্যবর্গ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করত ভীষণ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে। এই সংবাদ পাওয়ার পরই, দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া মহারাজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুধিষ্ঠিরের **রাজসূয়** যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম পদ অর্চ্চনা দ্বারা ঐ যজ্ঞ সমাপন করিতে মনস্থ করিয়াছেন, ইহাও ভগবানকে নিবেদন করিলেন। উদ্ধবও এই যজ্ঞের অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, পৃথিবীর দশদিক জয় না করিলে, রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না, সুতরাং ইহাদ্বারা জরাসন্ধকে শাসন ও কারাবদ্ধ নৃপতিবর্গের উদ্ধার প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই সাধিত হইবে। ভগবান উদ্ধবের কথায় সম্মতি জ্ঞাপন করত আত্মীয়গণসহ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন; পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে পরম সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা ও সেবাদি করিলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের কথা বাসুদেবকে জানাইলে, তিনিও তাহা অনুমোদন করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির চারি ভ্রাতাকে চারিদিক জয়ের জন্য প্রেরণ করিলে, ভ্রাতাগণ দিগ্বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, কেবল জরাসন্ধকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না! ইহাতে ধর্ম্মরাজ অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। অতঃপর বৃকোদর ও ধনঞ্জয়কে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ, ছদ্ম ব্রাহ্মণের বেশে জরাসন্ধের আতিথ্য গ্রহণ করার পর, তাঁহারা জরাসন্ধের নিকট দান প্রার্থনা করিলে, সে তাহাতে স্বীকৃত হইল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ, ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করত তাঁহাদের যে কোন ব্যক্তির সহিত জরাসন্ধের দ্বৈরথ যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন তখন জরাসন্ধ ভীমকে নির্ব্বাচন করায়, ভীমের সহিত তাহার কয়েক দিনব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ হইল; তৎপর সর্ব্বজ্ঞ ভগবান একটী বৃক্ষশাখা আকর্ষণপূর্ব্বক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভীমকে জরাসন্ধের মৃত্যুর কৌশল অবগত করাইলেন! তদনুযায়ী ভীম জরাসন্ধকে, মল্লযুদ্ধে ভূতলে নিপাতিত করিয়া, পদদ্বারা একপদ পীড়নপূর্ব্বক হস্তদ্বারা অপর পদ আকর্ষণকরত তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া নিহত করিলেন, অনন্তর ভগবান কারারুদ্ধ নৃপতিগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জরাসন্ধ-বধের সংবাদে যুধিষ্ঠির প্রীত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞারম্ভ করিলেন; সেই বিরাট যজ্ঞে পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সমাবেশ হইল। ব্রাহ্মণগণ মুনি-ঋষিগণ দেব-দেবি সকলেই যথাযোগ্যভাবে সমাদৃত ও পরিতৃপ্ত হইলেন। যজ্ঞারম্ভেই যুধিষ্ঠির **যজ্ঞেশ্বর** শ্রীহরিরূপী কৃষ্ণের পাদপদ্ম পূজা ও বন্দনা করিলেন; সকলেই বাসুদেবের প্রশংসা ও গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, ইহা চেদীরাজ শিশুপালের অসহ্য হইল! তখন সে ভীষণরূপে কৃষ্ণের নিন্দা করিতে লাগিল! কৃষ্ণ প্রথমে তাহার তিরস্কারপূর্ণ বাক্যের কোনপ্রকার প্রতিবাদ করিলেন না, কিন্তু উপস্থিত নৃপতিগণ কৃষ্ণ-নিন্দা শ্রবণ করত কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক যজ্ঞস্থান পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন! তখন পাণ্ডবগণ শিশুপালকে বধ করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিলে, তাহাতে যজ্ঞের বিশৃঙ্খলা হইবে উল্লেখ করিয়া ভগবান তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন এবং স্বয়ং সুদর্শন চক্রদ্বারা শিশুপালের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন!—মরণান্তে শিশুপালের আত্মা জ্যোতিঃরূপে বাসুদেবের শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ায়, সকলেই বিস্মিত হইলেন। **জন্মত্রয়াবধি** ভগবানের সহিত বৈরীভাব হেতু শিশুপালের বুদ্ধি একান্ত ভগবদাবিষ্ট হওয়ায়, তিনি সারূপ্য প্রাপ্তিতে ভগবানের দেহে লীন হইয়া, পরিশেষে তাঁহার পার্ষদ হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিয়া, যথাবিধি রাজসূয় যজ্ঞ সমাপন করত দ্বারকায় গমন করিলেন।

ভগবান ইন্দ্রপ্রস্থে থাকাকালীন, জরাসন্ধের বন্ধু শাল্বরাজ আসিয়া মায়াযুদ্ধে দ্বারকাবাসীকে ভীত করিলে, ভগবান আসিয়া তাহাকে বধ করত সকলকে ভয় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। শিশুপাল নিহত হওয়ার পর, তাহার পরম বন্ধু দন্তবক্র নামক মহাদৈত্য ভগবানকে আক্রমণ করিলে, ভগবান গদাঘাতে তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। এই **দন্তবক্র** ও **শিশুপালই** সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রেতাযুগে রাবণ ও কুম্ভকর্ণরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভগবানের সহিত শত্রুভাব স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপে তিন জন্মের পর তাঁহারা উদ্ধার হইয়া পুনরায় বৈকুণ্ঠ-ধামের **জয় বিজয়** নামক ভগবানের দ্বার-রক্ষক হইয়াছিলেন।

সুদামের প্রতি কৃপা। গুরু-গৃহে অবস্থান কালীন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের **সুদাম** নামক এক ব্রাহ্মণ সখা ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ এরূপ দারিদ্র্য-দুঃখপীড়িত হইলেন যে, তিনি তাঁহার স্ত্রীর আহারীয় অন্নের সংস্থান পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন না এবং উভয়ে শতছিন্ন বসন পরিধান করিতেন। সেই ভক্ত-ব্রাহ্মণের স্ত্রী, অর্থলাভের আশায়, স্বামীকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্বারকাতে প্রেরণ করিলে, ভগবান পরম যত্নের সহিত সখাকে গ্রহণ করিয়া নানারূপে পরিতৃপ্ত করিলেন। তৎপর সেই ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণের জন্যে আনীত তণ্ডুলকণা লজ্জায় গোপনে রক্ষা করিলে, ভগবান স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সহিত গুরু-গৃহে অবস্থান কালীন উভয়ের মধ্যে যে সমস্ত সখ্যভাবের লীলা হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করত উভয়ে আনন্দ উপভোগ করিলেন। এইরূপে পরম সুখে কয়েক দিন কৃষ্ণের নিকট অবস্থান করিয়া, সেই ব্রাহ্মণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণকে পাইয়া এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, স্ত্রীর জন্য ধন-ভিক্ষার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে এই কথা মনে হওয়ায়, ক্ষণিকের জন্য তিনি চিন্তিত হইলেন; কিন্তু পরক্ষণেই উহা ভুলিয়া কেবল কৃষ্ণ-চিন্তাই করিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান বিশুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণকে কৃপা করিবার জন্য, তাঁহার বাসস্থান সুবৃহৎ মণিমুক্তা-খচিত অট্টালিকাশ্রেণীতে পরিণত করিলেন। সেই সকল অট্টালিকাতে বহু মণিমুক্তাদি ঐশ্বর্য্য রক্ষিত হইল এবং উহা দাস দাসী দ্বারা পূর্ণ হইল। **সুদাম** ব্রাহ্মণ নিজগ্রামে যাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্মভূমি * চিনিতেই পারিলেন না! পরে লোকমুখে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের বিষয় অবগত হইয়া, নিজ প্রাসাদে প্রবেশ করত স্ত্রীকে তথায় দর্শন করিয়া সুখী হইলেন। ব্রাহ্মণ ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইলেন না, তিনি দিবানিশি কৃষ্ণ-চিন্তা করিতে করিতে পরিশেষে বৈকুণ্ঠ-ধাম প্রাপ্ত হইলেন।

তীর্থে মহামিলন। একদা সূর্য্য-গ্রহণ কালে বহু শুভ গ্রহাদির সংযোগ হওয়ায়, তীর্থ-স্নানের দুর্লভ সময় উপস্থিত হইল—নানাদেশের বহুলোক **'সমন্ত পঞ্চক'** নামক মহাতীর্থে, অর্থাৎ সর্ব্বতীর্থময় "কুরুক্ষেত্রে" আগমন করিলেন। এইরূপে কুরু, পাঞ্চাল, বিদর্ভ প্রভৃতি দেশীয় বহুলোক তথায় সমবেত হইলেন। বসুদেব-দৈবকীসহ যাদবগণ, রামকৃষ্ণ ও দ্বারাবতীর রমণীগণ তথায় আগমন করিলেন; ব্রজধাম হইতে নন্দাদি গোপগণ ও ব্রজগোপিগণও সেই তীর্থে আগমন করিলেন। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত সকলেরই মিলন হওয়ায়, সেই স্থান আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হইল। পরস্পর পরস্পরের সহিত কুশলাদি সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন; এইরূপে বসুদেবের সহিত নন্দাদি গোপগণের মিলন হইল। যশোমতী কৃষ্ণকে দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে, তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন; এইরূপে ক্রমে কৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধা এবং ব্রজ-গোপিকাগণের সাক্ষাৎ হইল; তাঁহারা অনিমেষলোচনে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে করিতে **প্রেম-সমাধি** লাভ করিতে লাগিলেন! ভগবান তাঁহাদিগকে প্রেমপূর্ণা দেখিয়া নির্জ্জন স্থানে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন করিলেন এবং কুশলাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে

---

* ইহাই বর্ত্তমানে "সুদামাপুরী" নামে তীর্থরূপে পরিগণিত, এখানেই মহাত্মা গান্ধীর জন্ম হইয়াছিল, ইংরেজগণ এই স্থানকে "পোরবন্দর" নাম দিয়াছেন; এই স্থানটী দ্বারকাধাম হইতে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ দূরে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। সুদাম ব্রাহ্মণকে কেহ কেহ 'শ্রীদাম' নামেও অভিহিত করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিলেন! অতঃপর গোপিগণকে পরমাত্মতত্ত্ব উপদেশ দানে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। এইরূপে বিশুদ্ধা গোপিগণ প্রেমানন্দে পূর্ণা হইয়া প্রত্যেকে অন্তর মধ্যে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কৃতার্থা হইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন—"হে কৃষ্ণ! আমরা যেন ব্রজ-গৃহে গমন করিয়া গৃহ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও, আপনার এই ভুবনমোহন রূপ, সতত অন্তরে দেখিতে পাই, ইহাই শেষ ভিক্ষা।" কুন্তীদেবী ও দ্রৌপদী প্রভৃতি পাণ্ডব রমণীগণ, দ্বারাবতী হইতে সমাগতা কৃষ্ণ-কামিনীগণের সহিত মিলিত হইয়া, কৃষ্ণ-লীলা আলোচনা করিতে লাগিলেন।

মহাতীর্থে সমাগত শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য মহর্ষি বেদব্যাস, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, ভৃগু, নারদ, দেবল, অসিত, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ, গৌতম ভরদ্বাজ, গালব, পুলস্ত্য, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, অঙ্গিরা, অগস্ত্য, বামদেব, যাজ্ঞবল্ক্য এবং সনকাদি মুনিগণ শুভাগমন করিয়াছিলেন। মহর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করার পর, মহাত্মা বসুদেব তাঁহাদের নিকট হইতে তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করেন। অতঃপর দেব-ঋণ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য, বসুদেব এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তখন ঋষিগণ তীর্থে সমাগত নৃপতিবর্গ এবং সকলে মিলিত হইয়া বসুদেবের মহাযজ্ঞ সুসম্পন্ন করিলেন। এইরূপে তীর্থ-যাত্রা সমাপন করত সকলেই আপন আপন গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

দৈবকী লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনী মুনির মৃত সন্তানকে যমপুর হইতে আনয়ন করত গুরু-দক্ষিণা প্রদান করিয়াছেন; এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বশক্তিমানরূপে জ্ঞাত হওয়ায়, তাঁহার মৃত ছয় পুত্রকে আনিয়া দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন। রামকৃষ্ণ মাতাকে সন্তোষ করিবার জন্য, তৎক্ষণাৎ পাতালপুরে গমন করত বলিরাজের নিকট হইতে দৈবকীর ছয় পুত্রকে আনিয়া মাতৃসমীপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপহার প্রদান করিলেন ; ইহাতে দৈবকী অত্যন্ত আনন্দযুক্তা হইলেন।

এইখানে ভগবানের দ্বারকারূপী **সংসার-লীলার** উল্লেখ যোগ্য প্রধান প্রধান কার্য্যসমূহ সুসম্পন্ন হইয়া, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে বিশিষ্ট লীলা প্রকাশের সূচনা হইল। যদিও ভগবান কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অবসানে, পুনরায় দ্বারকাতে আসিয়া কিয়ৎ কাল বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু যদুবংশ ধ্বংস ব্যতীত ধরাভার-হরণ কার্য্য সমস্তই তখন শেষ হওয়ায়, দ্বারকাতে আর কোন নূতন উৎপাত হয় নাই ; এজন্য ভগবান দ্বারকা-ধামে পুনরায় অবস্থান করিয়াও উল্লেখযোগ্য আর কোন বিশেষ লীলা প্রকাশ করেন নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কুরুক্ষেত্র-লীলা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের পরম হিতৈষী ছিলেন, এজন্য পাণ্ডবগণের সমস্ত কার্য্যই তাঁহার পরামর্শ ছাড়া সম্পন্ন হইত না ; তিনি অনেক বার হস্তিনায় আগমন করত কুন্তীদেবী ও পাণ্ডবগণকে দেখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছায়, বিশ্বকর্ম্মা পাণ্ডবগণের জন্য ঐশ্বর্য্যময় **ইন্দ্রপ্রস্থ** নামক রাজধানী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ভগবানের কুরুক্ষেত্র-লীলাটী দ্বারকা-লীলারই অন্তর্গত একটী পৃথক্ বিভাগ মাত্র ; কারণ কুরুক্ষেত্র-লীলার অবসানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পুনরায় দ্বারকায় গমন করত তথায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া, পরিশেষে **প্রভাসে** লীলা সম্বরণ করেন, সুতরাং কুরুক্ষেত্র-লীলা দ্বারকা-লীলারই অন্তর্ভুক্ত একটী বৃহৎ অধ্যায় বলা যাইতে পারে।

মহাযুদ্ধের কারণ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান কারণ—অহঙ্কারী ও মানী দুর্য্যোধনের অধর্ম্ম-ভাব ; তিনি পাণ্ডুপুত্রগণের সহিত শৈশবকাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেই নানাপ্রকারে হিংসা করিতেন। প্রথমেই তিনি ভীমকে বিষপূর্ণ সন্দেশ খাওয়াইয়া অজ্ঞান করত তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন; দৈব-ক্রমে ভীমের জীবন রক্ষা হয়; তৎপর জতুগৃহ-দাহন করিয়া পাণ্ডবগণকে বধ করিবার চেষ্টা করা হয়; কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা বিনষ্ট হইলেন না। এইরূপে যখন পাণ্ডবগণের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ নামক রাজপুরী নির্ম্মিত হইল, তখন দুর্য্যোধন প্রভৃতি অধার্ম্মিকগণের হিংসাভাব অত্যন্ত প্রবল হইল; ক্রমে রাজসূয় যজ্ঞের সফলতা দ্বারা তাঁহাদের হিংসা আরও বর্দ্ধিত হইল। পরিশেষে রাজসূয়-যজ্ঞান্তে দুর্য্যোধন যখন সভা-গৃহ দর্শন করিতে যাইয়া লাঞ্ছিত হইলেন, তখন তাহার হিংসার আর সীমা রহিল না,—তিনি মৃত্যুবৎ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন! ঐ সভা-গৃহটী দৈত্যমায়াতে স্ফটিক দ্বারা নির্ম্মিত হওয়ায়, উহাতে জলকে কাঁচময় স্থল বলিয়া ভ্রম হইত এবং কাঁচকে জল বলিয়া ভ্রম হইত! দুর্য্যোধন জলকে কাঁচময় স্থান মনে করিয়া যেই অগ্রগমন করিলেন, অমনি জলে পতিত হইয়া গেলেন! আবার যখন কাঁচকে গৃহদ্বার মনে করিয়া বাহির হইতে চাহিলেন, অমনি মস্তকে ভীষণ আঘাত লাগিল। আবার কোথাও কাঁচের মেঝেকে জল মনে করিয়া কাপড় গুটাইতে যাইয়া হাস্যাস্পদ হইলেন—এইরূপে অতি কষ্টে অন্ধের ন্যায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কোন রূপে বাহিরে আসিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন এবং নিজকে অত্যন্ত অপমানিত ও লাঞ্ছিত বোধ করিতে লাগিলেন!—হিংসাতে তাঁহার আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ হইল। তখন দুরাত্মা শকুনির পরামর্শে **কপট পাশা** খেলা দ্বারা পাণ্ডবগণকে সকল সম্পদ হইতে বিচ্যুত করিবার উপায় স্থির করিলেন। ক্রমে দুর্য্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বাধ্য করিয়া, তাঁহা দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে, পণ রাখিয়া **পাশা খেলায়** নিযুক্ত করাইলেন। পাণ্ডবগণের সর্ব্বপ্রকার রাজ্য-সম্পদ ও ধন-রত্নাদি, খেলার প্রথমবারে পণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিল; উহাতে যুধিষ্ঠিরের পরাজয় হইল। দ্বিতীয়বার—পঞ্চ-পাণ্ডব, কৌরবগণের দাসত্ব করিবেন, এই পণ ছিল, ইহাতেও তিনি পরাজিত হইলেন। তৃতীয় বারের খেলাতে, দ্রৌপদীকে কৌরব-হস্তে অর্পণ করিতে হইবে, এইরূপ পণ রহিল, এবারেও যুধিষ্ঠির হারিলেন। তখন পাপাত্মা দুঃশাসন দুর্য্যোধনের আদেশে দ্রুপদ-নন্দিনী **কৃষ্ণাকে** অন্তঃপুর হইতে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভাতে আনিয়া সর্ব্বসমক্ষে উলঙ্গ করিতে চেষ্টা করিল!—দুর্য্যোধন তাঁহাকে আপনার উরুতে বসিতে বলিল! তখন দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন; ভগবৎ-কৃপায় তাঁহার লজ্জা রক্ষা হইল, স্তূপীকৃত **বস্ত্র হরণ** করা সত্বেও দুঃশাসন কৃষ্ণাকে উলঙ্গিনী করিতে পারিল না! তখন মহাবীর **ভীম** প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিবেন এবং দুঃশাসনের বুক চিড়িয়া রক্ত পান করিবেন। কৃষ্ণাও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত এই পাপাত্মাদের উপযুক্ত দণ্ড বিধান না হইবে, তত দিন তিনি **মুক্তকেশী** থাকিবেন।

এদিকে উল্কাপাত, ভূমিকম্প, বজ্রাঘাত প্রভৃতি অমঙ্গলের চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। পুরবাসীগণ সকলেই ভীত হইলেন, গান্ধারী আসিয়া কুরুরাজকে তিরস্কার করত কৃষ্ণাকে মুক্ত করিতে বলিলেন তখন কুরু-রাজ কৃষ্ণাকে মুক্ত করত তাঁহাকে দুইটী বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে, কৃষ্ণা প্রথমে বরে পঞ্চ-পাণ্ডবের মুক্তি এবং দ্বিতীয় বর দ্বারা নিজের মুক্তি লাভ করত গৃহে গমন করিলেন। দুর্য্যোধন ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বৃদ্ধ পিতাকে বাধ্য করত পুনরায় একটি বার মাত্র পাশা খেলার যোগাড় করিলেন। এইবার পণ রহিল যে, যে পক্ষই হারিবেন সেই পক্ষ দ্বাদশ বর্ষকাল বনবাসে থাকিবেন, তৎপর এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিবেন; যদি কোনরূপে অজ্ঞাত বাসের সময়ে কেহ তাঁহাদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিনিতে পারে, তবে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় আরও দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে! এবারের খেলাতেও যুধিষ্ঠিরই পরাজিত হওয়ায়, কুন্তীদেবীকে মহাত্মা বিদুরের নিকটে রাখিয়া, দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবগণ বনে গমন করিলেন।

দ্বাদশ বৎসর বনবাস কালে, পাণ্ডবগণকে অনেক প্রকার রাক্ষসাদির উৎপাত ও দৈব-দুর্য্যোগ সহ্য করিতে হইয়াছিল; তৎপর অজ্ঞাত-বাসের এক বৎসর, পাণ্ডবগণ বিরাট রাজার বাড়ীতে গোপনে ছদ্মবেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির সভাসদ্ ব্রাহ্মণ ও ভীম পাচক ব্রাহ্মণরূপে, অর্জ্জুন মেয়েদের সঙ্গীত শিক্ষকরূপে, নকুল অশ্বশালার কর্ত্তা এবং সহদেব গোশালার রক্ষকরূপে সকলেই কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কৌরবগণ বহু অন্বেষণ করিয়াও পাণ্ডবগণের সন্ধান পাইলেন না। এইরূপে তাঁহারা অজ্ঞাত বাস পূর্ণ করিলেন! তৎপর অর্জ্জুন একাকী কৌরবগণের আক্রমণ হইতে বিরাট রাজের গো-সকলকে রক্ষা করত অতুলনীয় বীর্য্য প্রকাশ করিলেন। ক্রমে বিরাটরাজ পাণ্ডবগণের পরিচয় পাইয়া, অতীব প্রীত হইলেন এবং সমারোহের সহিত আপন কন্যা **উত্তরার** সহিত শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় অর্জ্জুন-পুত্র **অভিমন্যুর** বিবাহ দিলেন; বিবাহ-উৎসবে রামকৃষ্ণ উপস্থিত থাকিয়া, সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সেই বিবাহ-সভায় সমাগত রাজন্যবর্গ, পাণ্ডবগণের প্রতি কৌরবগণের অন্যায় অত্যাচারের বিষয় আলোচনা করিয়া, পাণ্ডবগণকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিলেন; কেননা কৌরবগণ পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এইরূপে বিরাট্ কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সূচনা হইল।

যুদ্ধে বল সংগ্রহ। এই মহাযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য গ্রহণ করার জন্য দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন দ্বারকায় গমন করত শ্রীকৃষ্ণকে নিদ্রিত অবস্থায়, দেখিয়া দুর্য্যোধন মস্তকের নিকটে, আর অর্জ্জুন চরণ-প্রান্তে বসিয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে, কৃষ্ণ প্রথমেই অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলেন, তখন দুর্য্যোধন বলিলেন, আমিই অগ্রে আসিয়াছি; ভগবান বলিলেন, অর্জ্জুনকে অগ্রে দেখিয়াছি, আর আপনিও তাঁহার পূর্ব্বে আসিয়াছেন, সুতরাং আমি আপনাদের উভয়কেই সাহায্য করিব; একদিকে আমি **একা** অন্য দিকে আমার অর্ব্বুদ **নারায়ণী-সেনা,** এই দুইএর মধ্যে যে যাহা পাইতে ইচ্ছা করেন, বাছিয়া লউন। অর্জ্জুন একমাত্র কৃষ্ণকেই লইলেন, আর মদান্ধ দুর্য্যোধন নারায়ণী-সেনা লইয়া মনে মনে সুখী হইলেন। অতঃপর উভয় পক্ষেই সৈন্য-সংগ্রহের উদ্যোগ চলিতে লাগিল, নৃপতি-বর্গকে প্রত্যেক পক্ষই আপন আপন দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে **পাণ্ডব**গণের পক্ষে সাত্যকী প্রমুখ যাদবগণ, চেদীরাজ ধৃষ্টকেতু, মগধরাজ, কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তীভোজ, শৈব্য, দ্রুপদ, বিরাট প্রভৃতি মহারথগণ বহু সৈন্যসহ যোগ দিলেন। **কৌরব-**গণের পক্ষে ভগদত্ত, ভূরিশ্রবা, শল্য, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, সুদক্ষিণ প্রভৃতি নৃপতিবর্গ সসৈন্যে আগমন করিলেন। এতদ্ব্যতীত ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য কর্ণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথগণ কৌরব পক্ষে যোগ দিলেন। এইরূপে পাণ্ডবপক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী * এবং কৌরবপক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী যোদ্ধা সমবেত হইল। এই মহাযুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের **সারথী** হইবেন বলিয়া স্থির হইল; আর বলরাম কোন পক্ষেই যোগ না দিয়া নিরপেক্ষ রহিলেন। যুদ্ধের সমস্ত উদ্যোগ ঠিক হইলে, এই মহাযুদ্ধ নিবারণ করত শান্তিস্থাপন করিবার জন্য, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাতে কুরুরাজের নিকট গমন করিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু পাপাত্মা দুর্য্যোধন কিছুতেই শান্তি স্থাপনে ইচ্ছুক হইলনা। বরং

* ২১৮৭০ হাতী, ৬৫৬১০ ঘোড়া; ২১৮৭০ রথ, এবং ১০৯৩৫০ পদাতিক যোদ্ধায় এক অক্ষৌহিণী হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণকে নানাপ্রকারে অপমান করিল। পরিশেষে ভগবান পঞ্চ-পাণ্ডবের জন্য **পাঁচখানি** মাত্র গ্রাম চাহিলেন!—ইহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, সঞ্জয় প্রভৃতি হিতৈষীগণ সকলেই দুর্য্যোধনকে বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু অভিমানী দুর্য্যোধন বলিল যে, সে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও প্রদান করিবেনা, তখন যুদ্ধও অনিবার্য্য হইল।

বিদুরের প্রতি কৃপা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাতে অবস্থান করা কালীন কোন কোন সময়ে পরম ভক্ত বিদুরের গৃহে বিনা নিমন্ত্রণে শুভাগমন করত তাঁহাকে কৃতার্থ করিতেন; এইরূপে একদিন ভগবান বিদুরের গৃহে অতিথি হইয়া স্নানান্তে বসিয়া রহিলেন। বিদুর ভিক্ষার্থে গমন করিয়াছিলেন; কিছুকাল পরে ভিক্ষা-ঝুলিসহ নিজ গৃহে আগমন করিলেন। তিনি আসিয়াই ভগবানের স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন, তাহাতে ভগবান বলিলেন—"আমার বড়ই ক্ষুধা হইয়াছে, স্নান করিয়া বসিয়া আছি, এক্ষণে ঘরে কি খাদ্যদ্রব্য আছে শীঘ্র আনয়ন কর, স্তব-স্তুতিতেতো পেট ভরিবেনা"! ঘরে কিছুই খাবার ছিল না, ভিক্ষালব্ধ মুষ্টিমেয় তণ্ডুল-কণাই সম্বল, উহা ভগবানকে কিরূপে দিবেন? তাই বিদুর পুনরায় ভিক্ষার্থে গমন করিতে উদ্যত হইলেন; ভগবান তাঁহাকে নিবারণ করত ভিক্ষা-লব্ধ খুদ-কণা হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া জলযোগ করিলেন এবং অবশিষ্ট খুদ-কণা বিদুরের স্ত্রী পদ্মাবতীর হস্তে রন্ধনার্থে অর্পণ করিলেন। খুদ-কণা দ্বারা জলযোগ করা কালীন বিদুর লজ্জায় অধোবদন হইয়া চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন! অতঃপর পদ্মাবতী তণ্ডুল-কণা রন্ধন করিয়া দিলে, দয়াময় ভগবান তাহাই পরিতোষের সহিত গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন!—দম্পতি-যুগল ভগবানের অপার **করুণা** দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

ব্যাসদেবের আগমন। ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রগণের অহংকার এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুদ্ধের পরিণাম চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইলেন ; তখন **ব্যাসদেব** আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, "যদি আপনি যুদ্ধ দেখিতে চান, তবে আপনাকে দিব্য-দৃষ্টি-শক্তি প্রদান করিতে পারি," তাঁহাতে ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, তিনি আত্মীয়গণের মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিতে পারিবেন না। তখন ব্যাসদেব সঞ্জয়কে দিব্য-দৃষ্টি প্রদান করত কুরুরাজকে বলিলেন, "যুদ্ধের সমস্ত বৃত্তান্তই আপনি সঞ্জয়ের মুখে শ্রবণ করিতে পারিবেন! আমার প্রসাদে সঞ্জয়, যুদ্ধের দৃষ্ট-অদৃষ্ট সমস্ত খবরই জানিতে পারিবে ; তাঁহার নিকট যুদ্ধসংক্রান্ত সমস্ত গুহ্য-বিষয়ই ব্যক্ত থাকিবে ; আর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে থাকা সত্ত্বেও তাহার শরীরে কোন প্রকার আঘাত লাগিবে না!" এই বলিয়া ব্যাসদেব চলিয়া গেলেন।

মহাযুদ্ধারম্ভ। অতঃপর **ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে** কুরু-ক্ষেত্রে কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য সমাবেশ করত আপন আপন **ব্যূহ** রচনা করিয়া যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান হইলেন। এই যুদ্ধের নিয়ম হইলে যে, নিরাশ্রয় ও অস্ত্রহীন ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করা হইবেনা ; একজনের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত থাকা কালীন, অন্যে আসিয়া তাহাকে বধ করিতে পারিবেনা ; পলায়নকারীকে বধ করা হইবেনা ; আর যুদ্ধের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে তাঁহারা পরস্পর বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিবেন। যুদ্ধের প্রারম্ভেই সকলে শঙ্খ-নিনাদদ্বারা তুমুল শব্দ উত্থাপন করিলেন। অতঃপর উভয় সেনামধ্যে রথটী স্থাপনপূর্ব্বক * যুদ্ধার্থী আত্মীয়গণকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য অর্জ্জুন, সারথী

---

* উভয় সেনা মধ্যে রথ-স্থাপনের আধ্যাত্মিক রহস্যটী আস্বাদনীয়, যথা—গীতা-সাধকের পক্ষে দেহ-রথখানি সর্ব্ববিধ অনুকূল ও প্রতিকূলভাবের মধ্যস্থ রাখিয়া সাক্ষীভাবে সবিশেষ দর্শন ও আস্বাদন করিতে হইবে! অর্থাৎ সংসাররূপ কুরুক্ষেত্রে, বাহ্যভাবে—সপক্ষ বিপক্ষ উভয়ের বল বা সামর্থ্য সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে হইবে ; আবার অন্তর্ম্মুখী ভাবে—নিজের দোষ-গুণ, পাপ-পুণ্য, দৈবী ও আসুরী সম্পদ্ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব-ভাবের মধ্যস্থলে দেহ-রথটী সংস্থাপন পূর্ব্বক, সারথী ভগবানকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে—ইহাই মৎপ্রণীত চণ্ডীতত্ত্ব গ্রন্থে বর্ণিত বিষামৃতময় গজ-কুম্ভের মধ্যে অবস্থান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন ; তিনি অর্জ্জুনের রথটী এমন স্থানে রক্ষা করিলেন, যেখান হইতে সকলকে ভালরূপে দেখা যায়। এইরূপে অর্জ্জুন যুদ্ধার্থী আত্মীয়গণকে দেখিয়া তাঁহাদের বিনাশ চিন্তায় শোকাকুল হইলেন এবং কৃষ্ণকে নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করত পরিশেষে বলিলেন—"হে সখে, তুচ্ছ রাজ্যের জন্য আমি এই সকল আত্মীয়গণকে কখনও বধ করিতে পারিবনা," এই বলিয়া গাণ্ডীব-ধনু ত্যাগ করত তিনি শোকাকুল-চিত্তে বসিয়া পড়িলেন ! অর্জ্জুনের এই প্রকার ক্ষত্রিয়-বিরুদ্ধ মোহমুগ্ধ দুর্ব্বল ভাব দর্শন করিয়া ভগবান বিস্মিত হইলেন ! তৎপর তাঁহাকে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি বিষয়ক নানাপ্রকার অমূল্য উপদেশ প্রদান করিলেন; অর্জ্জুনও নিজের সন্দেহ দূর করিবার জন্য, নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—ভগবান তাঁহার প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করত তাঁহাকে জ্ঞান প্রদান করিলেন। এইরূপে ভগবান ও অর্জ্জুনের কথোপকথনে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের সারাংশ ব্যক্ত হইয়া **"গীতা"**রূপে প্রকটিত হইল !! বিশ্ব-মানবের ত্রিতাপ-দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি প্রদানের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কৃপা পরবশ হইয়া এই মঙ্গলপ্রদ গীতারূপী অমৃত, জগতবাসীকে প্রদান করিলেন। এইরূপে ভগবান অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ এবং ভক্তি-যোগ শিক্ষা দিলেন ; এমনকি নিজের বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন। ভগবৎ শক্তিতে ও কৃপাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন এবং পুনরায় গাণ্ডীব ধারণ করত বলিলেন, "হে হৃষিকেশ ! আমার ভ্রান্তি দূর হইয়াছে, এক্ষণে তুমি যে কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিবে, তাহাই আমি অবিচারে সম্পন্ন করিব।"

অতঃপর ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, রথীর সঙ্গে রথী, গজের সহিত গজ, অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহীর যুদ্ধ হইতে লাগিল; এইরূপে অষ্টাদশ দিন ব্যাপী **মহাযুদ্ধ** হইল। কৌরব পক্ষে যুদ্ধের প্রথম দিন হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম দিন পর্য্যন্ত মহাবীর **ভীষ্ম** সেনাপতি হইয়া ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের একাদশ হইতে পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত **দ্রোণাচার্য্য** সেনাপতি ছিলেন, ষোড়শ ও সপ্তদশ দিবসে, মহাবীর **কর্ণ** এবং অষ্টাদশ দিবসে **শল্যরাজ** কৌরবগণের সেনাপতিত্ব করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের পক্ষে, স্বয়ং ভগবান অর্জ্জুনের সারথী হইয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ও ভীম অনেক সময়ে সেনাপতিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এতৎব্যতীত বিরাট-তনয় উত্তর, **অভিমন্যু**, সাত্যকী ধৃষ্টদ্যুম্ন, সহদেব, ঘটোৎকচ প্রভৃতি মহাবীরগণ অতীব কৃতিত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই মহাযুদ্ধে প্রতিদিনই অসংখ্য সৈন্য, সেনাপতি, রথী, গজ, অশ্ব প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়াছিল। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে, উত্তর নিহত হন। পঞ্চম দিনে, অর্জ্জুন-পুত্র ইলাবন্তের (উলুপী-গর্ভে জাত) নিধন হয়। দশম দিনে, জিতেন্দ্রিয় মহাবীর **ভীষ্ম** শরশয্যাতে শায়িত হন; ত্রয়োদশ দিবসে, নারায়ণী-সেনাগণের সহিত অর্জ্জুনের ভীষণ যুদ্ধ হইতে থাকে; এদিকে দ্রোণাচার্য্য চক্র-ব্যূহ রচনা করিয়া আক্রমণ করিলে, অভিমন্যু সেই **ব্যূহ** ভেদ করেন এবং যুদ্ধে একে একে সপ্ত মহারথীগণকে পরাজিত করেন! তৎপর সেই সপ্ত মহারথী মিলিত হইয়া, অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যুকে বধ করেন। চতুর্দ্দশ দিবসে, মহাবীর ভীম, দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন ব্যতীত তাহাদের অবশিষ্ট অষ্টানব্বই জন ভ্রাতাকে নিহত করেন; তৎপর অর্জ্জুন জয়দ্রথকে বধ করেন; পঞ্চদশ দিবসে, দ্রুপদরাজ নিহত হয়। ষোড়শ দিবসে, ভীম দুঃশাসনকে বধ করিয়া রক্ত পান করেন; সপ্তদশ দিবসে, মহাবীর কর্ণের পতন হয়; অষ্টাদশ দিবসে, শল্যরাজ পতিত হন; এই রূপে শেষদিন কৌরব পক্ষীয় অবশিষ্ট সমস্ত লোকই নিহত হইলেন; কিন্তু অশ্বত্থামা, কৃপ এবং কৃতবর্ম্মা এই তিন ব্যক্তি পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। অতঃপর দুর্য্যোধন নিজকে নিরাশ্রয় এবং নিঃসহায় বিবেচনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া, তৎক্ষণাৎ গদা হস্তে দ্বৈপায়ন-হ্রদে প্রবিষ্ট হইয়া লুক্কায়িত রহিলেন। পাণ্ডবগণ তথায় আসিয়া অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন কিছুতেই বাহির হইলেন না; তখন পাণ্ডবগণ তাহাকে তিরস্কার করিলে, অভিমানী দুর্য্যোধন অভিমানভরে বাহির হইয়া আসিলেন এবং ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীম পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে, তাঁহার উভয় উরুভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন, দুর্য্যোধন এইরূপে সেইস্থানে পতিত হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে স্বীয় পাপের পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ তথা হইতে চলিয়া গেলে অশ্বত্থামা আসিয়া দুর্য্যোধনকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন যে, সেই রাত্রেই তিনি পঞ্চপাণ্ডবের মুণ্ড আনিয়া তাহাকে উপহার দিবেন! দুর্য্যোধন তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তখন অশ্বত্থামা গভীর রাত্রে সকলের নিদ্রিত অবস্থায়, পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকেই পঞ্চপাণ্ডব মনে করত তাঁহাদের শিরচ্ছেদ করিলেন এবং কাটা মুণ্ডগুলি আনিয়া দুর্য্যোধনকে উপহার দিলেন। দুর্য্যোধন মুণ্ডগুলি ভগ্ন করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, উহা বালকের মুণ্ড!—তখন উহা দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের মুণ্ড বলিয়া নিশ্চয় করিলেন এবং উভয় কুলের পিণ্ডলোপ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দুঃখিত হইলেন; তৎপর সেই রাত্রেই তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

পরদিন পাণ্ডবগণ শোকাকুল হইয়া পুত্রহন্তা অশ্বত্থামাকে শাস্তি দিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন; তখন অর্জ্জুন মণিসহ তাহার মস্তকের উপরিভাগ গ্রহণ করিলেন, অশ্বত্থামাও অব্যর্থ বাণ নিক্ষেপ করিলে, উহা উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানের জীবন নষ্ট করিতে সচেষ্ট হইল, কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রবংশের ভাবী জল-পিণ্ডের একমাত্র আশারূপী সন্তানকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক। অতঃপর পাণ্ডবগণ মৃত আত্মীয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গণের পারলৌকিক কার্য্যাদি যথাবিধি সম্পাদন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রকে পিতার ন্যায় এবং গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরব-নারীগণকে মাতার ন্যায় সেবা ও যত্ন করিতে লাগিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজচক্রবর্ত্তীরূপে হস্তিনার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির শ্রীরামের ন্যায় প্রজা-রঞ্জন ও সকলের সুখ শান্তি বিধান করত রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অতঃপর স্বজন-বধজনিত পাপক্ষালনের নিমিত্ত ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলে, যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক **অশ্বমেধ যজ্ঞ** সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যজ্ঞীয় অশ্ব কোন কোন রাজ্যে আবদ্ধ হইলে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সমস্ত বিঘ্নই বিদূরিত হইল। যুধিষ্ঠির মহাসমারোহে অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপন করিলেন। তৎপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় দ্বারকা-ধামে প্রত্যাবর্ত্তন করত তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্ম-শাপ। কুরুক্ষেত্র **মহাযুদ্ধের** পর, ভগবান দ্বারকাপুরীতে অবস্থান করা কালীন বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্ব্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ ও নারদ প্রভৃতি মুনিগণ ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে দর্শন, পাদ-বন্দনা ও স্তবস্তুতি করার পর, **মুনিগণ** তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, দ্বারকার নিকটস্থ পিণ্ডারক নামক তীর্থে গমন করিলেন ; তথায় গর্ব্বিত দুর্বিনীত যদুবংশীয় কুমারগণ ক্রীড়া করিতেছিলেন। **মদান্ধ** বালকগণ দৈব-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মুনিগণের প্রতি তুচ্ছভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন ! দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে মুনিগণকে ছলনা করিবার জন্য, জাম্ববতী-নন্দন শাম্বকে স্ত্রীবেশে সাজাইয়া মুনিগণের নিকটে লইয়া গেলেন এবং বিনয় ভাব দেখাইয়া বলিলেন—"হে মুনিগণ, এই কামিনী আসন্ন-প্রসবা, আপনারা বলুন, ইনি পুত্র কি কন্যা প্রসব করিবেন ?" মুনিগণ এইরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতারিত হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করত বলিলেন—"রে দুর্ব্বুদ্ধি যাদবগণ! এই কামিনী তোমাদের কুল-নাশন 'মুষল' প্রসব করিবে!! এই অভিশাপ বাক্য শ্রবণ করত বালকগণ অতীব ভীত হইয়া শাম্বের কৃত্রিম স্ত্রীবেশ খুলিয়া ফেলিলেন; তখন তাঁহারা বস্ত্রমধ্যে সত্যসত্যই একটী লৌহ-মুষল দেখিতে পাইলেন এবং উহা লইয়া দ্বারকাতে গমন করত অভিশাপ-বৃত্তান্ত সকলকে জ্ঞাপন করিলেন। যাদবগণ অভিশাপ শ্রবণে অত্যন্ত ভীত হইয়া ঐ মুষল যতদূর সম্ভব চূর্ণ করাইলেন; কিন্তু উহার কতকাংশ কিছুতেই চূর্ণ হইল না, তখন ঐ চূর্ণ এবং মুষলের অবশিষ্ট লৌহ-খণ্ড সাগর-জলে নিক্ষেপ করিলেন। লৌহ-খণ্ড সাগর-জলে প্রবিষ্ট হওয়া মাত্রই একটী মৎস্য উহাকে গ্রাস করিল; আর চূর্ণগুলিও তরঙ্গাঘাতে চালিত হইয়া প্রভাসের বেলা-ভূমিতে সংলগ্ন হইল এবং ক্রমে উহা নলখাগড়া বনে পরিণত হইল। এদিকে লৌহ-খণ্ড গ্রাসকারী মৎস্যটী দৈববশে জনৈক ধীবর কর্ত্তৃক ধৃত হইল। মৎস্যের উদরে লৌহ-খণ্ড পাইয়া, ধীবর উহা জরা নামক এক ব্যাধের নিকট বিক্রয় করিলে, ব্যাধ উহা আপনার শরের অগ্রভাগে সংযুক্ত করিয়া রাখিল; এই শর ও নলখাগড়াই যদুবংশ ধ্বংসের ভাবী কারণরূপে বিরাজ করিতে লাগিল।

দেবগণের আগমন। এইরূপে ক্রমে দ্বারকা-লীলা অবসানের কাল উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা মহেশ্বরাদি **দেবগণ** দ্বারকাতে আগমন করত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নানাপ্রকার স্তবস্তুতি করত বলিলেন,—"হে প্রভো! আমরা ভূভার-হরণের জন্যই আপনাকে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম; এক্ষণে সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন হইয়াছে। হে পরমাত্মন্! প্রায় একশত পঞ্চবিংশতি বৎসর অতিবাহিত হইল, আপনি মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যদুবংশও ব্রহ্মশাপে প্রায় ধ্বংসোন্মুখ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক্ষণে যদি উচিৎ বোধ করেন, তবে আপনার নিত্য পরমধামে আগমন পূর্ব্বক আমাদের সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করুন।" ভগবান কহিলেন—"হে দেবগণ, আপনাদের বাক্য সমস্তই সত্য; আপনাদের অভিপ্রেত ভূভার-হরণ কার্য্য শেষ হইয়াছে। উদ্ধত গর্ব্বিত **যাদবগণ** এক্ষণে যেন ত্রিলোক অধিকার ও গ্রাস করিতে উদ্যত! বেলাভূমি যেমন সাগরকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, সেইরূপ আমিই ইহাদিগকে দমন করিয়া রাখিয়াছি।—আমি যদি এই বংশ ধ্বংস করিয়া না যাই, তাহা হইলে ইহারা উদ্বেলিত হইয়া পুনরায় সংসারকে নষ্ট করিবে; এক্ষণে ইহাদের ব্রহ্ম-শাপে বিনষ্ট হওয়ার কাল উপস্থিত হইয়াছে, এই কার্য্য অবসানে, আমি আপনাদের নিকট গমন করিব।" ভগবৎ বাক্য শ্রবণে দেবগণ পুলকিত হইয়া, স্বস্থানে গমন করিলেন।

দ্বারকা পরিত্যাগ। সেইদিন হইতে দ্বারকাতে ভূমিকম্প, উল্কাপাত, বজ্রাঘাত প্রভৃতি অশুভ লক্ষণাদি প্রকাশ পাইতে লাগিল, তদ্দর্শনে ভগবান বৃদ্ধ যাদবগণকে বলিলেন—"হে আর্য্যগণ, দেখুন, এই নগরীর সকল দিকেই মহা উৎপাতসকল প্রকাশ পাইতেছে! আমাদের বংশের উপর **ব্রহ্মশাপ** আছে, তাহা আপনারা সকলেই জ্ঞাত আছেন; এক্ষণে একদিনও আমাদের এই স্থানে বাস করা উচিৎ নহে। আর কাল বিলম্ব না করিয়া, চলুন অদ্যই আমরা সরস্বতী তীরস্থিত পরম পবিত্র **প্রভাস**-তীর্থে গমন করি; সেখানে সরস্বতী নদীতে স্নান করিয়া পবিত্রভাবে উপবাস করত সুসংযতচিত্তে বিঘ্ননাশক দেবতাগণের উদ্দেশ্যে যথাবিধি যজ্ঞ ও পূজাদি আমাদের করা উচিত; এইরূপে যথাবিধি যজ্ঞ ও শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি সমাপন করত, গো ভূমি সুবর্ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে দান করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলেই আমাদের সমস্ত অমঙ্গল বিনাশ হইয়া কল্যাণ সাধিত হইবে।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করত যাদবগণ প্রভাসে গমনের জন্য যান-বাহনাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ভগবানের একান্ত অনুগত ভক্ত উদ্ধব, প্রভাস-তীর্থে গমনের সংবাদ শুনিয়া নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং স্তবস্তুতি করিয়া বলিলেন—"হে কেশব, আপনার পাদ-পদ্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণার্দ্ধও সংসারে থাকিতে ইচ্ছা করিনা, আমাকেও আপনার স্বধামে লইয়া চলুন।" ভগবান উদ্ধবকে বলিলেন—"হে উদ্ধব, আমি যে জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় বলরামাদি অংশের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছি, সেই সকল দেব-কার্য্য শেষ হইয়াছে ; এক্ষণে যদুবংশও পরস্পর কলহ করত **ব্রহ্মশাপে** বিনষ্ট হইবে ; অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে সমুদ্রও **দ্বারকাকে** প্লাবিত করিবে ; হে সাধো, আমার মর্ত্ত্য-লীলা অবসানের পরই **কলি** সংসারে প্রকাশিত হইয়া, মঙ্গল নাশ করিতে চেষ্টা করিবে ; সুতরাং তুমি আমাতে মনোনিবেশ করত সাবধানে আত্ম-রক্ষা করিও।" অতঃপর ভগবান উদ্ধবকে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি বিষয়ে বহু তত্ত্বমূলক উপদেশ দানে কৃতার্থ করিলে, উদ্ধব ভগবানকে প্রণামান্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এদিকে যাদবগণ কৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে সমুদ্রাংশ পার হইয়া, পরে রথ ও যানাদি যোগে প্রভাস-তীর্থে গমন করিলেন—এইরূপে দ্বারকা-লীলার অবসান হইল।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রভাস মিলন

রামকৃষ্ণের সহিত **যাদবগণ** পরম পবিত্র প্রভাস তীর্থে আগমন করত ভগবানের নির্দ্দেশমত বিঘ্নবিনাশক **গণেশাদি** দেবতার পূজা ও যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন ; দৈব-উৎপাত দর্শনে ভীত যাদবগণ উপবাসী ও সংযত হইয়া অতি সমারোহের সহিত যজ্ঞ ও পূজাদি সমাপন করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গমনস্থ করিলেন। অতঃপর তাঁহারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ও মুনিঋষিগণ দ্বারা যথাবিধি পূজার কার্য্য আরম্ভ করাইলেন। সিদ্ধগণ ও দেবগণ তথায় আগমন করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন; যজ্ঞ-দর্শনার্থে নিমন্ত্রিত হওয়ায়, নানাদেশীয় রাজন্যবর্গের ও বহুলোকের সমাগম হইল। ব্রজপুর হইতে নন্দাদি গোপগণ, ব্রজসখাগণ এবং শ্রীমতী রাধারাণীসহ ব্রজগোপিগণও তথায় আগমন করিলেন; দশদিক যেন আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হইল। যজ্ঞাবসানে যাদবগণ ব্রাহ্মণগণকে যথাযোগ্য গো ও স্বুবর্ণাদি দান করিলেন; অতঃপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রকারে পরিতৃপ্ত হইয়া স্বস্থানে গমন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ব্রজবাসিগণ একে একে আসিয়া রামকৃষ্ণের সহিত দেখা করিলেন; প্রথমেই নন্দ ও যশোদার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হইল; মথুরা প্রয়ান কালে কৃষ্ণের যে বয়স ও যে রূপ দেখিয়াছিলেন, তখনও সেইরূপে তাঁহাকে দর্শন করিলেন। **যশোদা** মা প্রাণাধিক কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন—এইরূপে ব্রজপুর হইতে আনীত সর ও নবনীতাদি তাঁহাকে খাওয়াইয়া পরিতৃপ্তা হইলেন। অনন্তর ভগবান ব্রজ-**সখা**গণের সহিত মিলিত হইয়া, তাঁহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন দান ও মধুর সম্ভাষণাদি দ্বারা কৃতার্থ করিলেন! তাঁহারাও সুদীর্ঘকাল পরে সখা কৃষ্ণকে পাইয়া আনন্দে ভাসমান হইলেন। অতঃপর ভগবান **শ্রীরাধার** নিকটে গমন করিলেন; দিবানিশি কৃষ্ণ-ধ্যাননিরতা শ্রীরাধা প্রিয়তম প্রেমবল্লভকে পাইয়া প্রেমে আত্মহারা হইলেন; ভগবান নানাপ্রকার প্রবোধ বচনদ্বারা তাঁহাকে শান্তি প্রদান করত বলিলেন—"হে প্রিয়তমে, তোমাতে আমাতে কি সম্বন্ধ, বোধ হয় তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, তুমি আমি অভেদ, একাত্মা ও একপ্রাণ, কেবল লীলা প্রকাশের জন্যই পৃথক্ দেহ ধারণ করিয়াছি মাত্র! আমি দ্বারকাতেও তোমারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অংশরূপিণী রুক্মিণীর সহিত বাস করিয়াছি ; দ্বারাবতীর অন্যান্য রমণীগণও তোমারই অংশ বা কলাস্বরূপা ; তুমিই সকলের সমষ্টি নিরবচ্ছিন্ন-আনন্দদায়িনী মহাশক্তি, এক্ষণে আমার ভূভার-হরণ কার্য্যাদি সমস্তই প্রায় শেষ হইয়াছে ; সুতরাং অতি সত্বরেই আমি নিত্য-ধামে গমন করিব। হে প্রেমময়ি **রাধে,** তোমাদের জন্য এখনই গোলক-ধাম হইতে দিব্য-**রথ** আসিবে, তোমরা ও সমাগত ব্রজবাসিগণ সকলেই আনন্দে নিত্য-ধামে গমন করিও।" এইরূপে ভগবান রাধারাণীকে সান্ত্বনা ও আনন্দ প্রদানপূর্ব্বক, অন্যান্য ব্রজগোপিগণকেও যথাযোগ্য উপদেশ ও শান্তি প্রদান করিলেন। অনন্তর গোলকধামে যাওয়ার জন্য যে মহা শুভক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, ইহাও সমাগত ব্রজবাসিগণকে অবগত করাইলেন।

এইরূপে সকলের দৃষ্টির অগোচরে গোলক-ধাম হইতে উজ্জ্বল বিচিত্র **রথ** নিম্নে অবতরণ করিল, ঐ রথ কেবল ব্রজবাসিগণই দেখিতে পাইলেন ; ব্রজরাজ নন্দ, যশোমতী, ব্রজরাখালগণ এবং শ্রীরাধারাণীর সহিত গোপিকাগণ সেই দিব্যরথে আরোহণ করত কৃষ্ণ-মুখ দর্শন করিতে করিতে, পরমানন্দে নিত্য-ধামে গমন করিলেন *।

যদুবংশ ধ্বংস। সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর **নারায়ণ**রূপী শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, উদ্ধত গর্ব্বিত ও ব্রহ্মশাপগ্রস্ত যাদবগণ যজ্ঞ ও পূজাদিতে সকল প্রকার যজ্ঞাদির সর্ব্বময় কর্ত্তা, হরিরূপী শ্রীকৃষ্ণের উপযুক্ত সম্মান না করায়, অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভক্তিহীন পূজা ও অহংকার-পরিপূর্ণ যজ্ঞ সম্পন্ন করায়, ঐ সকল শুভানুষ্ঠান দ্বারা যাদবগণের মঙ্গল হওয়ার পরিবর্ত্তে ভীষণ অমঙ্গলেরই সূচনা হইল। যজ্ঞাদি কার্য্য শেষ হইলে, যাদবগণ বুদ্ধিলোপী **মধু** বা মদ্য পান করিতে করিতে অতীব মত্ত হইয়া পরস্পর কলহে

* ব্রজবাসিগণের গোলকধামে গমনের ভাবটি শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে আংশিকরূপে গৃহীত হইয়াছে—লেখক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে সেই কলহ ভীষণ যুদ্ধে পরিণত হওয়ায়, যাদবগণ ধনুক, অসি গদা প্রভৃতি দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদের অস্ত্র-শস্ত্র সমস্তই ভগ্ন ও খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল; তথাপি তাঁহাদের ক্রোধের নিবৃত্তি হইল না! অতঃপর তাঁহারা সমীপস্থ বন হইতে নল-খাগড়া উঠাইয়া আনিয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন! নল-খাগড়ার প্রত্যেকটীর আঘাতেই এক এক জন যাদব ধরাশায়ী হইতে লাগিলেন—কারণ এই নল-খাগড়াগুলি ব্রহ্মশাপরূপী মূষল-চূর্ণ হইতে উৎপন্ন হওয়ায়, যাদবগণের মৃত্যুর কারণরূপে বিরাজ করিতেছিল। এক একটী নল বা খাগড়া যাদবগণের হস্তে ধৃত হওয়া মাত্রই, উহা সুদৃঢ় **বজ্রের** ন্যায় শক্তিশালী হইয়া উঠিল এবং প্রত্যেক আঘাতেই এক একজন যাদবকে বিনাশ করিতে লাগিল। এইরূপে যাদবগণের বিবাদ ও হত্যা-কাণ্ড দর্শন করিয়া, রামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু যাদবগণ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না! বরং তাঁহাদিগকেও মারিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর যাদবগণ পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিয়া, সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেন। অনিরুদ্ধ-পুত্র বালক **বজ্র, রাম,** এবং **কৃষ্ণ,** এই তিনজন মাত্র যদুকুলে জীবিত ও অবশিষ্ট রহিলেন!—এইরূপে ভগবানের ভূভার-হরণরূপী কার্য্য সম্পূর্ণ হইল।

বলরামের দেহত্যাগ ও শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রস্থান। অতঃপর বলরাম সমুদ্রতীরে উপবিষ্ট হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করত মহাযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক নিজ আত্মা পরমাত্মাতে লীন করিয়া, মর্ত্ত্য-লোক ত্যাগ করিলেন। শ্রীরামের **মহাপ্রয়ান** দর্শন করার পর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিকটবর্ত্তী অশ্বত্থ বৃক্ষতলে, দক্ষিণ উরুতে কমল সদৃশ রক্তবর্ণ বামপদ স্থাপনপূর্ব্বক আসনবদ্ধ হইয়া উপবেশন করিলেন; তখন দৈবক্রমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জরা নামক জনৈক ব্যাধ দূর হইতে ভগবানের রক্তিম চরণকে মৃগ-মুখ মনে করিয়া, মুষলের লৌহ-খণ্ড নির্ম্মিত বাণদ্বারা শ্রীপাদ-পদ্ম বিদ্ধ করিল! পরক্ষণেই সে তথায় আগমন করত, শ্রীকৃষ্ণকে দেখামাত্রই তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া হাহাকার করত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। ভগবান তাহাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, তুমি আমার পাদ-স্পর্শ করিয়া মুক্ত হইয়াছ, এক্ষণে বিমানযোগে স্বর্গে গমন কর; অতঃপর সেই ব্যাধ স্বর্গে গমন করিল। সেই সময়ে দেব-সারথী **দারুক** রথারোহণে তথায় আগমন করিলে, ভগবান তাঁহাকে দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বলিলেন, "হে সূত, তুমি শীঘ্র দ্বারকাতে গমন কর, এখনও যাঁহারা সেখানে আছেন, তাঁহাদিগকে যাদবগণের নিধন সংবাদ এবং আমার ও শ্রীরামের তিরোভাব-বার্ত্তা জানাইও; আর সকলকেই বলিও, দ্বারাবতী অগৌণে সাগরকর্ত্তৃক প্লাবিত হইবে! সুতরাং সকলেই যেন ইন্দ্র-প্রস্থে গমন করত তথায় সুখে বাস করেন"। অতঃপর দারুক ভগবানের চরণ বন্দনা ও প্রণাম করত বিদায় গ্রহণ করিলেন। এইরূপে ভগবানের স্বেচ্ছা-গৃহীত মূর্ত্তি **সংহরণের** আসন্ন কাল উপস্থিত হইলে, দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ ও গন্ধর্ব্বগণ প্রভৃতি সকলেই তথায় আগমন করত ভগবানের জয়-গান করিতে করিতে, বিমান হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন! তখন সর্ব্ব-যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যোগিগণের ন্যায় স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিলেন না; তিনি নিজের চৈতন্যময় প্রেমানন্দপূর্ণ স্থূলদেহ লইয়াই জ্যোতির্ম্ময় রথারোহণে স্বীয় নিত্য-ধামে গমন করিলেন। বিমানে আনন্দের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল!—দেবগণের আনন্দ-কোলাহলে এবং জয়-গানে নভোমণ্ডল মুখরিত হইল। এইরূপে সেই **পরম পুরুষ** ভগবান, নিত্য-ধামে **রাধারাণীর** সহিত প্রেমানন্দে মিলিত হইলেন! সখিগণ পরমানন্দে সেই যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া ধন্যা ও কৃতকৃতার্থা হইতে লাগিলেন!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এদিকে দৈবকী রোহিণী ও বসুদেব, রামকৃষ্ণের প্রয়ান-স্থানে আগমন করত প্রাণাধিক **রামকৃষ্ণের** বিরহে শোকাকুল হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। যাদবগণের পত্নীগণ আপন আপন পতির মৃত দেহের সহিত চিতারোহণে প্রাণত্যাগ করিলেন। শ্রীরামের পত্নীগণ স্বামীর দেহের সহিত চিতাগ্নিতে প্রবেশ করিলেন; বসুদেবের সহিত তদীয় পত্নীদ্বয়কে এক চিতায় দাহ করা হইল। রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণাত্মিকা কৃষ্ণ-পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্থূল-দেহ না পাইয়া, সকলেই তাঁহার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। অর্জ্জুন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গীতারূপী উপদেশে প্রবুদ্ধ হওয়ায়, এইপ্রকার ভীষণ শোকেও আপনার মনকে শান্ত করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন, বালক বজ্রদ্বারা যাদবগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ড-দানাদি কার্য্য করাইলেন। ভগবানের তিরোভাবের পরই, সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যযুক্ত রুক্মিণীর আলয় ব্যতীত, তাঁহার পরিত্যক্ত সমস্ত দ্বারাবতীকে সমুদ্র, প্লাবিত করিয়া গ্রাস করিলেন। **দ্বারকার** যে অংশটী সমুদ্র গ্রাস করিলেন না, উহা ভগবানের নিত্য-লীলাভূমি ও পবিত্র **মহাতীর্থ** রূপে পরিণত হইল!—ইহাই বর্ত্তমানে "দ্বারকাধাম" বা সমুদ্র মধ্যগত "বেট্ দ্বারকা-ধাম" বলিয়া খ্যাত। মহামতি অর্জ্জুন যদু-বালক বজ্রকে লইয়া মথুরার * রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন; তৎপর তিনি যাদবগণের বৃদ্ধ পিতামাতা ও শিশুগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনয়ন করত পরম সমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এইরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম পবিত্র, জীব-জগতের কল্যাণপ্রদ, উজ্জ্বল প্রেমানন্দপরিপূর্ণ মর্ত্ত্য-লীলার অবসান হইল!!

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম্!!!

* মহাভারতের মতে, বজ্র, ইন্দ্রপ্রস্থের এবং পরীক্ষিৎ হস্তিনার রাজা হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপসংহারে বক্তব্য।

(লীলা-তত্ত্বে সাধনা)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত সংক্ষেপে বিবৃত হইল, এক্ষণে এই লীলামৃত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করত এই গ্রন্থের উপসংহার করিব। প্রথমতঃ **ব্রজ-লীলার** সহিত পরবর্ত্তী মথুরা-লীলা প্রভৃতির সম্বন্ধ কি, এবিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলাতে কোন কোন সময়ে ঐশ্বর্য্যভাবের বিকাশ হইলেও, উহাতে মাধুর্য্য-প্রেমই পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছিল। ব্রজের সমস্তই **প্রেম**-রসে গঠিত—ইহার গোপ-গোপী প্রেম—গাভী-বৎস প্রেম—পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গাদিও প্রেম; এমন কি বৃক্ষলতাদি পর্য্যন্ত প্রেমে গঠিত এবং সকল প্রেমানন্দের মূলাধার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক-যুগল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-স্পর্শে সকলেই প্রেমানন্দে পুলকিত! ব্রজ-লীলাতে ভগবান তাঁহার স্ব-ভাব বা অন্তরঙ্গ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন; ইহাতে ভক্ত-ভগবান সকলেই চিন্ময়, আনন্দময় ও প্রেমময়!—গোলক-ধামের নিত্য-লীলাই ভগবৎ কৃপায় ব্রজ-ধামে প্রকটিত হইয়াছে!—ইহা ভগবানের **গুণাতীত লীলা**।

দ্বিতীয়তঃ **মথুরা-লীলা**—ইহা ভগবনের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-মিশ্রিত অন্তরঙ্গ ও তটস্থ ভাবযুক্ত ঐশ্বরিক লীলা। এই অপূর্ব্ব লীলাতে, সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের প্রয়াসী, সকলেই তাঁহার চিন্তায় মগ্ন; তবে কেহ কেহ **প্রেমভক্তি**যোগে আপন আপন ভাব অনুযায়ী তাঁহাকে দর্শন ও লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল; আর কেহবা **শত্রু**ভাবে তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য তাঁহার দর্শনের অভিলাষী! অক্রূরাদি দাস্য ভক্তগণ অন্তরে সতত কৃষ্ণ-দর্শনের কামনা করিয়া, বাহ্যতঃ কংসের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন; মধুপুরের কামিনীগণ সকলেই আপন আপন ভাব অনুযায়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের জন্য লালায়িত ছিলেন। অসুরগণও শত্রুভাবে কৃষ্ণ-চিন্তায় নিমগ্ন ছিল—এমন কি নিয়ত শ্রীকৃষ্ণের পরিচিন্তনে পাপাত্মা কংসেরও অন্তর-বাহ্য সমস্তই কৃষ্ণময় হইয়াছিল! চক্ষু নিমিলন করিলেও কৃষ্ণ, আবার উন্মিলন করিলেও কৃষ্ণ—এইরূপে কৃষ্ণময় বিভীষিকা দর্শন করিতে করিতে পরিশেষে কৃষ্ণ-হস্তে নিহত হইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। এই অপূর্ব্ব লীলাদ্বারা সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় ভগবান, শত্রু-মিত্র সকলকেই কৃপা প্রদর্শন করিয়াছিলেন!—সকলেই তাঁহার দর্শনে মুক্ত হইয়াছিল। ক্ষীরোদশায়ী ভগবান নারায়ণের নিত্য ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময়, বৈকুণ্ঠ-লীলাই মথুরা-লীলারূপে প্রকটিত!—ইহা ভগবানের **সাত্ত্বিক-লীলা**।

তৃতীয়তঃ **দ্বারকা-লীলা**—ইহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ তটস্থ ভাবের লীলা; ইহাতে তাঁহার স্ব-ভাব বা অন্তরঙ্গ-ভাব কিছুই নাই; একমাত্র লোক-ধর্ম্ম শিক্ষার জন্যই তিনি নানা প্রকার স্থূলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন!—এখানে বৃন্দাবনের ন্যায় সমরস প্রেম বা একাকার অভেদভাব কিছুই নাই। বিশ্ব-সংসারে সর্ব্বত্রই যেরূপ বৈচিত্র্য ও বৈষম্য ভাব বিদ্যমান, সেইরূপ এই আদর্শরূপী দ্বারকা-লীলাতেও অনন্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের সমাবেশ হইয়াছিল—বিভিন্ন মতাবলম্বী মানবগণকে সংসার-ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্যই, ভগবান অষ্টাধিক ষোড়শ সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করত, নানাভাবে দ্বারকাতে লীলানন্দ করিয়াছিলেন। এখানে **ভগবানই** একমাত্র রাজরাজেশ্বর, সকলের প্রতিপালক, ভয়ত্রাতা আশ্রয়দাতা এবং কর্ত্তা; এজন্য বহিরঙ্গা মায়া-শক্তি, দ্বারকার তটস্থ জীবগণকে তরঙ্গাঘাতে অভিভূত করিতে চেষ্টা করিলেও ভগবানের কর্ত্তৃত্ব বর্ত্তমান থাকায়, মায়া এখানে আপনার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারেন নাই! অর্থাৎ এখানকার জীবগণ মায়াতে নিমজ্জিত হন নাই। চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বময় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপ ভগবানের বিরাট্ দেহযুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম-লোকই দ্বারকারূপে জগতে ব্যক্ত!—ইহা ভগবানের **রাজসিক-লীলা।**

পরিশেষে **কুরুক্ষেত্র-লীলা**—ইহা ভগবানের বহিরঙ্গ-ভাবের মায়িক লীলা; এখানে ভগবানের বল-বীর্য্য সমস্তই লুক্কায়িত, এখানকার জীবগণ সকলেই মায়ার অধীন, আত্ম-বিস্মৃত, অহংকারী এবং হিংসা-দ্বেষে পরিপূর্ণ!—যুধিষ্ঠির, বিদুর, অর্জ্জুন, ভীষ্ম প্রভৃতি কতিপয় বিশিষ্ট ভক্ত ব্যতীত, অন্যান্য সকলেই কৃষ্ণ-তত্ত্বে বা ভগবত্তত্ত্বে অনভিজ্ঞ ছিল; এমনকি অনেকেই কৃষ্ণকে **সাধারণ মনুষ্য**রূপে গণ্য করিত! সর্ব্বজ্ঞ অন্তর্য্যামী ভগবান, এই লীলার আদি অন্ত সমস্তই জ্ঞাত ছিলেন; কিন্তু তিনি এই রহস্য প্রকাশ করিতেন না। মহাযুদ্ধে নিযুক্ত যোদ্ধাগণ, প্রত্যেকেই কর্ত্তৃত্বাভিমানী ছিলেন, অর্থাৎ আমিই সমস্ত করিতেছি, এইরূপ অহংকার করিতেন, ভগবৎ কর্ত্তৃত্ব বিশ্বাস করিতেন না। এই মহাযুদ্ধে ভগবান, নিজে অস্ত্র ধারণ করেন নাই—তিনি **সারথী** মাত্র, অর্থাৎ সাক্ষীরূপে এই লীলা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই লীলাতে ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের, পাপরূপ প্রলোভনের সহিত পুণ্যরূপ বৈরাগ্যের সংগ্রাম হইয়া পরিণামে ধর্ম্মেরই জয় হইয়াছে। গ্রহ-নক্ষত্রাদি সমন্বিত, সাগর-ভূধর কানন ও নদ-নদী প্রভৃতিযুক্ত জীব-জগৎ, অর্থাৎ ভূলোকের স্থূল অবস্থাই কুরুক্ষেত্র!—ইহা ভগবানের **তামসী-লীলা।**

জীবমাত্রই **সংসার**রূপ কুরুক্ষেত্রে বা ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে কর্ম্মানুযায়ী দেহ লাভ করিয়া জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। এই জীবন-সংগ্রামে জীবগণকে কামাদি ষড়রিপুর সহিত, প্রবৃত্তি পথে ধাবনশীল ইন্দ্রিয়গণের সহিত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অনন্ত বাসনা-কামনা ও সঙ্কল্প-বিকল্প বিজড়িত মনের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে হয়! ত্রিতাপের দাবদাহী তাপে বিশুষ্ক হৃদয়-ভূমিকে শ্রীভগবানের নাম ও প্রেম দ্বারা সঞ্জীবিত করত সরস ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধুময় করিয়া তুলিতে হয়; এইরূপে সংসাররূপ ধর্ম্ম-যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলে, সাধক ইহকালে পরাশান্তি এবং পরকালে পরমানন্দ ও অমৃতত্ব লাভ করেন।

অধিকারীভেদে অজ্ঞানান্ধ মানবগণের জ্ঞান লাভের জন্য, কৃপা পরবশ হইয়া ভগবান যেমন শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি অনন্ত শাস্ত্র অনন্তভাবে সংসারে প্রকাশ করিয়া জীবের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ সংসাররূপী কুরুক্ষেত্র-লীলাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়সখা অর্জ্জুনকে উপদেশ দেওয়ার ছলে, ভোগপরায়ণ জীবের কল্যাণের জন্য সমস্ত শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক জগতের সর্ব্বপ্রকার অধিকারীরই গ্রহণযোগ্য, জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়পরিপূর্ণ অভয় উপদেশ বাণী শ্রবণ করাইয়া, **গীতা**রূপী অমৃত জগতবাসীকে প্রদান করিয়াছেন! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অভিমন্যু বধের পর, সখা অর্জ্জুনকে শান্তি-বাণী শ্রবণ করাইয়াছিলেন, —উহাই "**শান্তি**-গীতা"রূপে কথিত হয়; আর যুদ্ধাবসানে শোকাকুল পাণ্ডবগণকে উপদেশামৃত প্রদানে ধন্য করিয়াছিলেন—উহাই "**উত্তর**-গীতা" নামে ব্যক্ত হইয়াছে!—কুরুক্ষেত্র-লীলাতে গীতাই মঙ্গলময় ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান!—ত্রিতাপ-দগ্ধ জীবগণের পক্ষে গীতা, অমৃত-স্রাবী সুশীতল প্রস্রবণস্বরূপ!!

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যাদি বিনাশ দ্বারা অধর্ম্মকে শাসন করত ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপন দ্বারা "**সৎ**ভাব"; যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন বিদুর, উদ্ধব প্রভৃতি ভক্তগণকে উপদেশ ছলে জ্ঞানের চরমতত্ব বিকাশ করত "**চিৎ**ভাব" এবং ব্রজলীলা দ্বারা "**আনন্দ**ভাব" বিকাশ করিয়া, একত্রে সচ্চিদানন্দের পরিপূর্ণ প্রকট্-লীলা জগতে ব্যক্ত করিয়াছেন! অন্যান্য অবতারে এই তিনটী স্বরূপভাবের একত্রে সমাবেশ বা বিকাশ দেখা যায় না; এজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন, সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মারূপে সর্ব্বত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজিত হইয়া থাকেন—ভক্তগণ সেই সর্ব্বাশ্রয়ের শ্রীপাদ-পদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করত ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ববিধ লীলার অন্তরালে, এই "কৃতার্থ করণ" ভাবটী বিশেষরূপেই বিদ্যমান ছিল, তিনি ভক্ত অভক্ত সকলকেই কৃতার্থ করিয়াছিলেন!—দৈত্যগণ, অসুরগণ শত্রুভাবে আচরণ করিয়াও, কেহই তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় নাই; বরং তাহারা ভগবান কর্ত্তৃক নিহত হইয়া, সাধুজনোচিত উত্তম গতিই প্রাপ্ত হইয়াছিল! সুতরাং কৃষ্ণ-লীলা দ্বারা ভক্ত অভক্ত সকলেই ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মময় পরমাত্মা ভগবান, **বহু** হইবেন ইচ্ছা করিয়া, আত্ম ত্রিগুণময়ী মহাশক্তির সহযোগে চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বময় জীব-জগতে পরিণত হইয়াছেন;—ইহা আত্মার অনুলোম ভাব বা সৃষ্টি-তত্ত্ব। আবার এই জীব-জগৎ ক্রমোন্নতিতে অবিদ্যা বা মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইয়া, পুনরায় স্বরূপে বা ভগবৎ সমীপে উপস্থিত হইবে! ইহা আত্মার বিলোম ভাব—অবিদ্যা-লয়তত্ত্ব বা স্বরূপে অবস্থিতি। এই অনুলোম-বিলোম ভাবটী শ্রীকৃষ্ণের চারিটী লীলায় অতি সুন্দররূপে বিকশিত হইয়াছে, যথা—ব্রজ-লীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনার মাধুর্য্যময় স্বরূপ ভাবে অবস্থিত করিয়াছিলেন; উহাতে ভক্ত, ভগবান ও ব্রজধাম সমস্তই প্রেমময়রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল—সকলেই সমরস অভেদ ও একাত্মময় ভাবে গুণাতীত হইয়া বিরাজ করিতেছিলেন, সকলেই ভগবানকে স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া আপন আপন ভাব অনুযায়ী প্রেমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন!—ইহা ভগবানের গুণাতীত, অন্তরঙ্গ স্বরূপ-ভাব বা **তুরীয়াবস্থা**। তৎপর মথুরা-লীলাতে মাধুর্য্য-ভাব অনেকটা আবৃত হইয়া, ঐশ্বর্য্য ভাবের কতকটা বিকাশ হইল; অর্থাৎ তথায় ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য-মিশ্রিত ভাব হইল—ইহা ভগবানের সাত্ত্বিক ভাব বা **কারণাবস্থা**। অনন্তর দ্বারকা-লীলাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের মাধুর্য্য-ভাব সম্পূর্ণরূপে, বিলুপ্ত হইয়া শুধু ঐশ্বর্য্য-ভাবের বিকাশ হইল—ইহা ভগবানের রাজসিকভাব এবং তটস্থ বা **সূক্ষ্মাবস্থা**। পরিশেষে কুরুক্ষেত্র-লীলাতে ভগবানের ঐশ্বর্য্যভাব লুপ্ত হওয়ায়, অনেকে তাঁহার মহিমা অব্যক্ত দেখিয়া, তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্যরূপে গণ্য করিল—তাঁহার অন্তরঙ্গ-ভাব বা তটস্থভাব কিছুই রহিলনা!—কুরুক্ষেত্র-লীলা ভগবানের বহিরঙ্গ-ভাব এবং তামসী বা **স্থূলাবস্থা**। এইরূপে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যে মাধুর্য্যময় ভগবান ব্রজ-ধামে স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া প্রেমানন্দের বিলাস করিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে কুরুক্ষেত্রে আসায়, তাঁহার মাধুর্য্যের বা ঐশ্বর্য্যের কোনপ্রকার বিকাশ নাই; তিনি সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন!—ইহাই ব্রহ্মরূপী ভগবানের সঙ্কোচ অবস্থা বা অনুলোম ভাব।

জীবের সহিতও উপরোক্ত ভগবৎ ভাবের সুন্দর সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়, যথা—**জীব** যখন স্ব-স্বরূপে ভগবানের সমীপে নিত্য লোকে বাস করে, তখন তাঁহার সমরস-সচ্চিদানন্দময় নিত্য-দেহ লাভ হইয়া থাকে এবং সে ভগবানের সহিত প্রেমানন্দ ভোগ করিয়া ধন্য হয়—ইহাই জীবের ব্রজেবাস বা বৃন্দাবন-লীলা! তৎপর সেখান হইতে জীব, মথুরাতে প্রবেশ করিল; অর্থাৎ মায়া দ্বারা তাহার স্বভাব বা প্রেমানন্দ-ভাব কতকটা আবৃত হইল—ইহাই জীবের **মথুরা**-লীলা। অনন্তর জীব দ্বারকাতে আসিলে, মায়ার আবরণে তাহার মাধুর্য্য-ভাব সম্পূর্ণ আবৃত হইল; কিন্তু ঐশ্বর্য্য-ভাব কতকটা বিদ্যমান থাকায়, জীব একেবারে ভগবৎ বিমুখ হইলনা!—ইহাই জীবের **দ্বারকা**-লীলা। পরিশেষে জীব, কুরুক্ষেত্রে বা সংসারে আসিয়া সম্পূর্ণ মায়াদ্বারা আবৃত হওয়ায়, তাহার পূর্ব্ব মাধুর্য্য বা ঐশ্বর্য্য-ভাব সমস্তই বিলুপ্ত হইল! জীব তখন অবিদ্যা দ্বারা মোহপ্রাপ্ত, আত্ম-বিস্মৃত, ভগবৎ বিমুখ এবং অহংকারীরূপে প্রকাশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইল; অর্থাৎ ভগবানের কর্ত্তৃত্বে সে আর বিশ্বাস করিতে পারিলনা; তখন আমিই কর্ত্তা, আমিই ভোক্তা, এইরূপ অভিমান করত হিংসা-দ্বেষে পূর্ণ হইয়া তামসী ভাবাপন্ন হইল—ইহাই জীবের সর্ব্ব নিম্ন অবস্থা বা স্থূল **কুরুক্ষেত্র**-ভাব। অতঃপর জীব, নিম্ন ও সঙ্কুচিত অবস্থা হইতে বিলোমক্রমে কিরূপে এই লীলামৃতের মধ্য দিয়া পুনরায় স্ব-স্বরূপে বা নিত্য-বৃন্দাবন লীলায় প্রবেশ করিতে পারে, এখানে সেই **সাধনার ক্রম** যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। সংসাররূপ কুরুক্ষেত্রে জীবগণকে সর্ব্বদাই জীবন-যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিতে হয়; এখানে অধর্ম্ম, পাপ ও প্রলোভনাদির বেশে আসিয়া জীবগণকে সততই আক্রমণ করে; হিংসা-দ্বেষ অজ্ঞানতা, অবিবেক, স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি পাশবিক গুণগুলি পূর্ণ বিক্রমে জীবগণের মনকে আক্রমণ করত মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করে; সুতরাং সংসারে জীবগণকে সততই এইসকল অসদ্বৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হয়; এতৎব্যতীত তাহাদিগকে কাম-ক্রোধাদি রিপুগণের সহিত, বিপথগামী ইন্দ্রিয়গণের সহিত এবং চঞ্চল স্বভাবযুক্ত মনের সহিতও সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে হয়। এইরূপে সংসাররূপ কুরুক্ষেত্রে জীব, অধর্ম্মকে এবং তমোগুণাত্মক পাশবিক বৃত্তিসকলকে দমন করত, জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইয়া মনের উপর ধর্ম্ম-রাজ্য স্থাপন করে!—ইহাই তাঁহার **কুরুক্ষেত্র-লীলা**—ইহাই জীবের ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে অবস্থান করত সংযমাদি শিক্ষাদ্বারা আত্ম-প্রতিষ্ঠা! এইরূপে জীব, কুরুক্ষেত্র-লীলা সম্পন্ন করত, ক্রমোন্নতিতে দ্বারকা-লীলাতে প্রবেশ করে।

দ্বারকারূপ গার্হস্থ্য-লীলাতে জীবকে গার্হস্থ্য-আশ্রমের পবিত্র ও গুরুতর দায়িত্ব সকল যথাযোগ্য সম্পন্ন করিতে হয়; সংযম, পরার্থপরতা এবং ভগবৎপরায়ণতা এই তিনটী ভাব গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের মূল। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমে বাস করা কালীন, জীবের পক্ষে সংযমী হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক; কারণ ত্রিতাপ-জ্বালা সংসারে সততই ক্রিয়াশীল। আধ্যাত্মিক আধি-ভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপে জীবগণ সতত সন্ত্রস্ত; সুতরাং **সংযম** অভ্যাস হইলে, ত্রিতাপ জ্বালা উপশমিত হইয়া শান্তি লাভ হইবে। এই আশ্রমের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য পরার্থপরতা; স্বার্থপরতার বিরুদ্ধ বৃত্তিই পরার্থপরতা; স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে, জগতে কোন মহৎ কার্য্যই সম্পন্ন করা যায়না; নারায়ণ-জ্ঞানে অতিথি ও দীন দরিদ্রের সেবা, আর্ত্ত রোগগ্রস্ত বা দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবগণের যথাযোগ্য সেবা, জন্মভূমির সেবা, আশ্রিতগণের সেবা—এইসকল সেবাই **পরার্থপরতা**; ইহাদ্বারা জীবে প্রীতিরূপ পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। এই আশ্রমের তৃতীয় কর্ত্তব্য **ভগবৎ**পরায়ণতা—ভগবানে ভক্তি না হইলে, সংযম বা পরার্থপরতার প্রকৃত সার্থকতা হয়না; ভক্তিহীন সংযম, শুষ্ক তরুর ন্যায় প্রাণহীন ও নিরস; সুতরাং ভগবৎপরায়ণতাই গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য—ইহাদ্বারা অভিমান দূর হইয়া ভগবানের কর্ত্তৃত্বে বিশ্বাস হয় এবং শুদ্ধাভক্তি লাভ হইয়া থাকে। দ্বারকাবাসী সকলেই একমাত্র ভগবানকেই লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার উপর সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস স্থাপন করত, জীবগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন; আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা-লীলা দ্বারা গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের পবিত্র কর্ত্তব্যগুলি নিজ হস্তে সম্পন্ন করত, "আপনি করিয়া কর্ম্ম জীবেরে শিখায়" এই প্রচলিত সত্য বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া-ছিলেন। ভগবান **দ্বারকানাথ** শ্রীকৃষ্ণ, নিজ হস্তে দেবর্ষি নারদের পদযুগল প্রক্ষালন করত তাঁহার যথাযোগ্য সেবা করিয়া, **অতিথিকে** কিরূপে নারায়ণ-জ্ঞানে সমাদর করিতে হয়, সেই আদর্শ জগতবাসীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন! রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা শাস্ত্র-বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করত কিরূপে বেদ-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলকে শিক্ষা দিয়া নিজেই নিজের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন!—রাজসিক ভাবযুক্ত গার্হস্থ্যাশ্রমে বাস করাই জীবের **দ্বারকা-লীলা**!!

অতঃপর জীব, দ্বারকা বা গার্হস্থ্য-আশ্রমের কর্ত্তব্য সমাপন করত মথুরা-লীলাতে প্রবেশ করেন; এখানে তিনি সংসারের জ্বালাময়ী-ভাব হইতে দূরে অবস্থান করত, তীর্থে কিম্বা নির্জ্জনে বাস করেন এবং ভগবানকে দর্শনের অভিলাষী হইয়া তন্ময়-ভাবে তাঁহার চিন্তা করিতে থাকেন। এইরূপে নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাতে সত্ত্বগুণের উদয় হইয়া তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই, ভগবান তথায় আবির্ভূত হইয়া, ভক্তকে কৃতার্থ করেন। মথুরাতে কারাবাসরূপ নির্জ্জন সাধনা দ্বারা দৈবকী ও বসুদেবের, চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই, ভগবান আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। মধুপুরবাসিগণ বাহিরে কংসের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, হৃদয়রূপ নির্জ্জন গুহাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তন্ময়ভাবে ধ্যান ও উপাসনা করিতেন; এইরূপে তাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই, তাঁহারা ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন; এই আদর্শই জীবের মথুরা-লীলা!—সাত্ত্বিক ভাবযুক্ত বানপ্রস্থ-আশ্রমে বাস করাই জীবের **মথুরা-লীলা**!!

অতঃপর জীব, ভগবৎ দর্শনরূপ মথুরা-লীলা সম্পন্ন করত, ব্রজ-লীলাতে প্রবেশ করিলেন, ইহাই জীবের সন্ন্যাসাশ্রমে অবস্থিতি বা ত্রিগুণাতীত লীলা। মহামায়া কাত্যায়নীর পূজা দ্বারা জীব, ত্রিগুণাতীত হইয়া ভগবানকে স্বরূপে লাভ করিতে ইচ্ছুক হইলেন; তখন মহামায়া আপনার ত্রিগুণময়ী আবরণ সম্পূর্ণ উন্মোচন করত তাঁহাকে বিশুদ্ধ করিয়া দিলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তথায় প্রেমময়স্বরূপে আবির্ভূত হইলেন। তৎপর ভগবান, জীবের লজ্জা বা ভেদ ভাবের আবরণ দূর করত তাঁহাকে আত্মময়ী করিলেন; অর্থাৎ জীবের জীবত্ব বা হীনভাব দূর হইয়া সচ্চিদানন্দময় নিত্য-দেহ লাভ হইল; এইরূপে জীব সর্ব্বত্যাগী হইয়া সর্ব্বপ্রকার ভেদ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাব বিসর্জ্জন করত প্রেমপূর্ণ ভাবময় দেহে স্ব-স্বরূপে অবস্থিত আত্মারাম ভগবানের সহিত মিলিত হইলেন—ভক্ত ও ভগবানের প্রেমানন্দের মিলন বা প্রেম-বিলাস হইল!—জীবাত্মা পরমাত্মাতে লীন হইলেন!—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মহারাস-মঞ্চে গোপী-ভাবাপন্ন হইয়া ভক্ত নিত্য-রাস-লীলায় প্রবেশ করিলেন!—ইহাই ভক্তের গোলক ধামে বাস বা ভগবৎ প্রাপ্তি!!—ইহাই জীবের প্রেমময় **নিত্য বৃন্দাবনলীলা**!!!

এক্ষণে ব্রজ লীলা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করত এই গ্রন্থের বক্তব্য শেষ করিব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজ-ধামে প্রথমেই অদ্ভুত-ভক্তি-রসাত্মক্ লীলাদ্বারা ব্রজবাসিগণের বিস্ময় উৎপাদন করত ক্রমে দৈত্য বিনাশাদি দ্বারা **বীর্য্য**-রসাত্মক্-লীলা প্রকাশ করেন; অতঃপর চৌর্য্যাদি বাল্যলীলাদ্বারা ব্রজবাসিগণকে আনন্দ প্রদানপূর্ব্বক বংশীধ্বনি দ্বারা সকলকে মোহিত করেন। ব্রজবাসিগণ ভগবানের ঐশ্বরিক ক্ষমতা ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভাব দর্শন করিয়া ক্রমেই তাঁহার প্রতি অনুরাগসম্পন্ন হইলেন; এইরূপে সর্ব্বদা কৃষ্ণলীলা স্মরণ মনন ও কীর্ত্তন দ্বারা তাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়ায়, তাঁহারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপ বা ভয় হইতে সতত রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানিলেন এবং সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অভয় পাদ-পদ্মে শরণাগত হইলেন! এই **শরণাগতি** বা আত্ম-নিবেদনরূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই ভগবানের প্রেমানন্দপূর্ণ সমস্ত ব্রজলীলার ভাবটী সুপ্রতিষ্ঠিত! আত্ম-নিবেদনে **ছয়টী লক্ষণ** * বিদ্যমান বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; এই **ছয়টী লক্ষণ** যথা,—(১) ভগবানের ইচ্ছার অনুকূল সঙ্কল্প, (২) ভগবানের ইচ্ছার প্রতিকূলভাব বিসর্জ্জন (৩) তিনিই সর্ব্বাবস্থায় রক্ষা করিবেন

---

* আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা। আত্ম-নিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্ বিধা শরণাগতিঃ ॥—ষট্সন্দর্ভ গ্রন্থোক্ত পৌরাণিক বচনম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরূপ বিশ্বাস ; অর্থাৎ ভয় শূন্যতা (৪) ভগবান সর্ব্ববিষয়েই কর্ত্তা, এরূপ বোধে তাঁহাকে কর্ত্তৃত্বে বরণ অর্থাৎ নিশ্চিন্ত ও নির্ভরভাব (৫) আত্ম-নিক্ষেপ অর্থাৎ আত্ম-সমর্পণ (৬) কার্পণ্য অর্থাৎ দীনতা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকার বিপদ ও ভয় হইতে ব্রজবাসিগণকে সতত রক্ষা করায়, তাঁহারা ব্রজের মঙ্গলের ভার অর্থাৎ ব্রজ-রক্ষার ভার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন ; এইরূপে ক্রমে তাঁহারা শরণাগতির সমস্ত ভাবগুলি সম্যক্‌রূপে বিকাশ করত পরিপূর্ণভাবে উহা ভগবানের অভয় চরণ-সরোজে সমর্পণ করিলে, ভাব-গ্রাহী শ্রীকৃষ্ণও ব্রজবাসিগণের সর্ব্বপ্রকার ভাব স্বয়ং গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে ধন্য করিয়াছিলেন !—প্রেমময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাহ্য আড়ম্বর চাহেন না, তিনি অন্তরের সরল পবিত্র **ভাবই** গ্রহণ করিয়া সুখী হন, তাই শাস্ত্রে আছে, "দেবতাঃ মন্ত্রমিচ্ছন্তি ভাবমিচ্ছতি কেশবঃ," অর্থাৎ দেবতাগণ মন্ত্র দ্বারা তুষ্ট হন, কিন্তু কেশব ভাব গ্রহণ করিয়াই সুখী। ব্রজ-লীলাতে কোন কোন সময়ে ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশ হইলেও, উহা ব্রজ-বাসিগণের হৃদয়ে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই ; কারণ তাঁহাদের হৃদয় মাধুর্য্য-প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল, বিশেষতঃ **ভক্ত** কখনও ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হন না। ব্রজলীলাতে মায়িক বা লৌকিক কোন হীন ভাব নাই, সমস্তই অলৌকিক প্রেমানন্দ পরিপূর্ণ মহাভাব !—এখানকার গোপ গোপী সকলেই বিশুদ্ধ-চিত্ত, সকলেই প্রেমে পরিপূর্ণ। যাঁহার হৃদয়ে যে রস প্রবল, তিনি সেই রসেই ভগবানের সেবা করিয়া ধন্য হইয়া-ছিলেন ; তাঁহাদের শান্ত-দাস্যাদি স্বাভাবিক **পঞ্চভাব** শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হওয়ায়, উহা মাধুর্য্য-প্রেমে পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

এই জগতে জীবগণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তা বা পতি (মধুর), এই লৌকিক পঞ্চভাবের কোনপ্রকার ভাব পরস্পর পরস্পরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি স্বাভাবিক নিয়মে অর্পণ করত, কর্ম্মানুযায়ী সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; অর্থাৎ সংসারে কেহ অপরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তাঁহার শরণাগত হয়—ইহাই লৌকিক **শান্ত**ভাব। কেহ ভৃত্যরূপে প্রভুর সেবা করে, (এই লৌকিক ভৃত্যভাব, সাধারণতঃ স্বার্থমূলক), আবার কেহবা পুত্ররূপে পিতার সেবা করে—এই ভৃত্য-ভাব বা পুত্র-ভাবই লৌকিক **দাস্য**ভাব। সংসারে একে অন্যের সহিত মিত্রতা বা সখ্যতা স্থাপন করে, এই প্রকার লৌকিক মিত্রতায় সাধারণতঃ প্রতিদানের আশা বা বিনিময় ভাব বিদ্যমান থাকে—ইহাই লৌকিক **সখ্য**ভাব। পিতামাতা নিঃস্বার্থভাবে সন্তানকে ভালবাসেন—ইহাই লৌকিক **বাৎসল্য**ভাব। আর স্বামী স্ত্রীর ভালবাসাই লৌকিক কান্তাভাব বা **মধুর** দাম্পত্য-প্রণয় —ইহা পাত্র ভেদে কখনও স্বার্থময় আবার কখনও বা নিঃস্বার্থ। এইরূপে জীবগণ বিভিন্ন আধারে এই পঞ্চভাব অর্পণ করত সংসার-ধর্ম্ম প্রতি-পালন পূর্ব্বক কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ করিয়া থাকে। এই লৌকিক এবং স্বাভাবিক পঞ্চভাব নিঃস্বার্থ হইয়া ভগবৎমুখী হইলেই, উহা মাধুর্য্য-প্রেমে পরিণত হইয়া থাকে; এইরূপে ঐ পঞ্চভাব বিশুদ্ধ ও পবিত্র হওয়ায়, আত্মসুখ, বিনিময় ভাব, প্রতিদান-আশা প্রভৃতি স্বার্থমূলক কোনপ্রকার অবস্থাই তখন উহাতে থাকে না। ব্রজবাসিগণ, প্রেমানন্দময় ভগবানের সংস্পর্শে এবং প্রেমপূর্ণ ব্রজ ধামে বাস করিয়া, সকলেই প্রেমময় স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের স্বাভাবিক পঞ্চভাব অর্থাৎ শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুরভাব অলৌকিক মাধুর্য্য-**প্রেমে** পর্য্যবসিত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছিল!

ভগবানের অদ্ভুত-রস, ঐশ্বর্য্যভাব ও বীর্য্যপূর্ণ লীলা দর্শন করত ব্রজবাসিগণ সকলেই তাঁহাকে ব্রজের রক্ষাকর্ত্তা পরম পুরুষরূপে বুঝিয়াছিলেন এবং তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলেন—ব্রজবাসিগণের এই শরণা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতির ভাবটাই **শান্ত**-ভাব। ব্রজবাসিগণ সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রভুর ন্যায় সম্মান করিতে লাগিলেন, সকলেই তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন —ইহাই ব্রজবাসিগণের **দাস্য**-প্রেম। অতঃপর ব্রজবালকগণ স্বাভাবিক সখ্য-প্রেমে উদ্দীপিত হইয়া, তাঁহাদের বালকোচিত সখ্য-রস সর্ব্ব-প্রেমাধার ভগবান শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলেন!—এই অলৌকিক সখ্য-ভাব, পরম পবিত্র সরলতাপূর্ণ ও বিশুদ্ধ—ইহাই ব্রজসখাগণের **সখ্য**-প্রেম। ব্রজপতি নন্দ, যশোদা রোহিণী ও অন্যান্য জনক-জননীস্থানীয় ব্রজগোপ-গোপিগণ, শিশুরূপী কৃষ্ণের মাধুর্য্যময় মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া স্নেহ-রসে বিগলিত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের অন্তর দ্রবীভূত হইয়া বাৎসল্য-প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহারা গোপালকে দর্শন করিয়া, তাঁহাকে ভোজন করাইয়া এবং তাঁহার সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেন! গোপালের অদর্শনে তাঁহারা জগত শূন্যময় দেখিতেন এবং তন্ময়ভাবে গোপালের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন; আবার কোন সময়ে তাঁহার অমঙ্গল চিন্তা করিয়া ব্যস্ত হইতেন, ইহাই—ব্রজগোপিগণের **বাৎসল্য**-প্রেম! এতৎব্যতীত যে সকল গোপিনী ভগবানকে কান্তাভাবে বা মধুরভাবে লাভ করিবার জন্য অভিলাষী ছিলেন, তাঁহারা বস্ত্রহরণরূপী ভগবৎকৃপা দ্বারা লজ্জা ও ভেদভাব বর্জ্জন করিয়াছিলেন; অনন্তর রাস-লীলার প্রারম্ভে বংশীধ্বনি শ্রবণ করত তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়া, সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করত ভগবৎসমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ভগবানকে প্রেমময়-স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া প্রেমানন্দ লাভ করত ধন্য ও কৃতার্থা হইয়াছিলেন!—ইহাই ব্রজ-গোপিগণের **মধুর**-প্রেম—ইহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা। এসম্বন্ধে রাস-লীলার বিবরণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্ব মূলাধার **ভগবান** শ্রীকৃষ্ণই উপনিষদের **ব্রহ্ম**, সাংখ্যের **পুরুষ**, যোগশাস্ত্রের **পরমাত্মা** *, তন্ত্রের **মহাশক্তি**, পুরাণের ভগবান, দেবতাগণের সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী নারায়ণ এবং ব্রজ-গোপিগণের প্রিয়তম, **প্রেম-বল্লভ**; তিনিই সমস্ত রসের ও প্রেমের আকর, সর্ব্বরূপাধার এবং সর্ব্বশক্তিমান !—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ববিধ জ্ঞান, সর্ব্বপ্রকার আনন্দ, সমস্ত প্রেম, সেই সচ্চিদানন্দময় পরম পুরুষ হইতেই সতত উৎসারিত ! জীবমাত্রই পূর্ণব্রহ্ম ভগবানের অংশ; কেননা জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ-স্বরূপ; জীব একদিন পূর্ণভাবে ভগবানের সহিত প্রেমানন্দ উপভোগ করিয়াছে; সেই প্রেমানন্দের অনুভূতিই জীবে সংস্কাররূপে সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান থাকায়, জীবমাত্রই স্থূলজগতেও সেইরূপ প্রেমানন্দ প্রাপ্তির আশায়, ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইয়া ভ্রান্ত ও প্রতারিত হইতেছে !—অনিত্য বস্তুতে নিত্যানন্দ অনুসন্ধান করিয়া পরিণামে আনন্দের পরিবর্ত্তে দুঃখই প্রাপ্ত হইতেছে ! যখন জীবের এই বহির্ম্মুখী আনন্দ অনুসন্ধানের বৃত্তিগুলি অন্তর্ম্মুখী বা ভগবৎমুখী হয়, তখনই জীব প্রকৃত প্রেমানন্দের অনুসন্ধান পায় এবং ক্রমশঃ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এইরূপে ভগবানের গুণবাচক **নাম** এবং ভাববাচক **রূপ** স্মরণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তের চিত্ত-মধুকর ভগবচ্চরণারবিন্দের মকরন্দ পানে চিরতরে বিভোর হইয়া যায় !—এইরূপে ভক্ত, ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া এবং প্রেমানন্দ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হন।

ভগবানের একাত্ম-আনন্দশক্তি বা প্রেমশক্তি শ্রীমতি রাধারাণীই জীব-জগতের **প্রেমের গুরু** এবং প্রেম-সাধনার একমাত্র উজ্জ্বল আদর্শ। লৌকিক প্রত্যেক পুরুষ এবং প্রত্যেক নারীর পূর্ণ পরিণতিই **প্রেমে** বা প্রেমস্বরূপা **শ্রীরাধিকায়** ! জীবমাত্রই যখন শ্রীভগবানে শরণাগত

* শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৮ম অধ্যায় ৩৫ শ্লোক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, তখনই তাহার প্রেমময় স্বভাব বা বৃন্দাবন-ভাব আরম্ভ হয়—কেননা শরণাগতির উপরই মাধুর্য্য-প্রেমভাব প্রতিষ্ঠিত। এইরূপে ভগবানের শরণাপন্ন হইলে, জীবের সর্ব্বপ্রকার সংসার-ভোগাসক্তি দূর হইয়া যায়! জীব, মায়ার কবল হইতে মুক্ত হয়; অর্থাৎ মায়াতীত হয়। তখন জীবের জীব-ভাব, প্রেম-ভাবে পর্য্যবসিত হইয়া, তাঁহার হৃদয়ে ব্রজের মাধুর্য্য-রস পূর্ণভাবে বিকাশ হয়!—ইহাই জীবের গোপী-ভাব বা রাধা-ভাব। এইরূপে ভক্ত, গোপী-ভাব কিম্বা রাধা-ভাবে প্রেমময় ভগবানের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন! তখন হৃদয়-বৃন্দাবনে **প্রাণ**ময়ী রাধারূপা ভক্তের সহিত, **ভাব**ময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমানন্দপূর্ণ বিলাস হয়!—ইহাই জীবের আধ্যাত্মিক **রাস-লীলা**। এইরূপে প্রেমিক-ভক্ত গোপী-ভাবে কিম্বা রাধা-ভাবে বিভাবিত হইয়া, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মহারাস-মঞ্চে মিলিত হন এবং নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন! এই প্রকার সিদ্ধ অবস্থায়, ভক্তের বিশ্বময় প্রেমানন্দপূর্ণ **রাধাকৃষ্ণ**-ভাব স্ফূরিত হয়; তখন ভক্ত দেখেন, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জীব-জগৎ সমস্তই রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বে গঠিত!—সমস্তই **প্রেমে** প্লাবিত, প্রেমে ধৃত এবং প্রেমেই সঞ্জীবিত! তখন ভক্ত অনুভব করেন—স্থাবর-জঙ্গম, নর-নারী পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তরু-লতা প্রভৃতি সকলের মধ্যেই রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি!—সমস্তই প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ! জীব-জগতের দেহ-দেহী সমস্তই **প্রেম**!—প্রেম-তত্ত্বেই সকল বস্তু জাত, প্রেমেই অবস্থিত এবং প্রেমেতেই লয় প্রাপ্ত! প্রেমই সূক্ষ্মরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজিত, আবার সর্ব্বভূতও এই বিরাট প্রেম-দেহে অবগাহিত! এই-রূপে ভক্ত দেখেন, এই দৃশ্যমান জীব-জগত সমস্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য রাসলীলারই বাহ্য-বিকাশ মাত্র!—সমস্তই **প্রেম**! সমস্তই **আনন্দ**!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—এই প্রেমানন্দের সমষ্টি ও ঘনীভূত রস-বিগ্রহই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি !!

যাঁহার করুণায় জগত-প্রপঞ্চ প্লাবিত, যিনি বিবেকরূপ বাঁশরী দ্বারা জীবমাত্রকেই তাঁহার দিকে প্রেমে আকর্ষণ করিতেছেন, ভক্ত অভক্ত সকলেই যাঁহার কৃপায় কৃতকৃতার্থ, যিনি জগতবাসীকে প্রেম শিক্ষা দিবার জন্যই ব্রজ-ধামে লীলানন্দ করিয়াছিলেন ; যিনি মথুরা দ্বারকা ও কুরুক্ষেত্র-লীলাদি দ্বারা মানবগণের সংসার-ধর্ম্ম প্রতিপালনের আদর্শ শিক্ষা দিয়াছিলেন, যাঁহার লীলামাত্রই জীবের পক্ষে অনুগ্রহস্বরূপ, যিনি মায়ার নিয়ন্তা, সর্ব্বান্তর্য্যামী এবং সর্ব্বগত পরমাত্মা, যাঁহার অপূর্ব্ব লীলাদি ভক্তগণের কর্ণামৃত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্বরূপ, যাঁহার অলৌকিক লীলামৃত পান করিলে, জীবের ভব-ব্যাধি দূর হয় এবং মায়া-পাশ ছিন্ন হইয়া প্রেমানন্দ ও অমৃতত্ব লাভ হয়— **শ্রীশ্রীরাধারাণীর** সহিত সেই ভগবান **শ্যাম-সুন্দরের** অতুল রাতুল চরণারবিন্দে ভূম্যলুবণ্ঠিত মস্তকে অসংখ্য প্রণতি পূর্ব্বক, এই গ্রন্থের উপসংহার করিলাম।

হরিওঁ তৎসৎ

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥

প্রেমানন্দপূর্ণা লীলান্বিতায়ৈ চিদানন্দময় ব্রজ-বিলাসায়।
নীলাম্বরায়ৈ চ পীতাম্বরায় নমো রাধিকায়ৈ চ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় ॥
প্রেমানুরাগ পরিশোভিতায়ৈ গোপীজন প্রিয় প্রেম-বল্লভায়।
জগতপ্রিয়ায়ৈ চ জগদীশ্বরায় নমো রাধিকায়ৈ চ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্পণমস্তু

সম্পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগানন্দ-লহরীর দুইটী গান

(১)

প্রেমের বাঁধন

তুমি, প্রেমের বাঁধনে বেঁধেছ আমারে
অহেতুক কৃপা বিলায়ে।
তুমি, করেছ শীতল হৃদি-মরুভূমি
প্রেম অমৃত ছড়ায়ে॥
নিরস পরাণ হল সঞ্জীবিত, মঙ্গল পরশে মোহ অন্তর্হিত,
তব, পুণ্য কিরণে মর্ম্ম পুলকিত, দিয়েছ আঁধার ঘুচায়ে॥
শত অপরাধী চরণ-কমলে, তুমি দয়াময় দিয়োনাকো ফেলে,
(আমি) করমের দোষে যদি যাই হে ভুলে, দিওহে আমারে জাগায়ে॥
হেরি যেন তোমায় জ্ঞানের আলোকে, নাচে যেন হৃদি প্রেমের পুলকে,
(আমি) বিশ্বরূপে প্রভু হেরিয়ে তোমাকে, ফেলি যেন আমায় হারায়ে॥
—যোগানন্দ

(২)

কবে?

কবে, ভুবন ভরিয়ে তোমারে হেরিয়ে আপনা যাইব ভুলিয়া।
কবে, তোমার পরশে শীতল হইয়ে তোমাতে যাইব ডুবিয়া॥
কবে, অন্তরে বাহিরে তোমারে হেরিব,
কৃপা-কণা পেয়ে আনন্দে ভাসিব,
সুখ দুখ আমি সমান গণিব, হাসিমুখে লব বরিয়া॥
কবে, প্রেমের নয়নে হেরিব জগত, পুলকে শিহরি হইব প্রণত,
তোমাতে হারাবে আমার আমিত্ব, চিরতরে যাব মিশিয়া॥
—যোগানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দ-সংবাদ !!

গারোহিল-যোগাশ্রম এবং যোগানন্দ-কুটিরের অধ্যক্ষ—স্বামী যোগানন্দ প্রণীত—"সাধন-সুগম গ্রন্থাবলী"—ধর্ম্ম-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।—যিনি পূর্ব্বে ময়মনসিংহ-জজকোর্টের একজন সমুন্নত **উকিল** ছিলেন, ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করত উদাসীনভাবে ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং দ্বাদশবর্ষাধিক কাল, সাধুসঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় তীর্থবাসে ও সাধন অবস্থায় ছিলেন; তৎপর যিনি বিগত ১৩২৬ সন হইতে জনহিতকর ধর্ম্ম-পুস্তকাদি ক্রমে প্রকাশ করত, জগতের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইয়া সনাতন ভাব-ধারা প্রচার করিতেছেন! এই অমূল্য গ্রন্থাবলী তাঁহারই সুদীর্ঘ ধর্ম্ম-জীবন লাভের অমৃতোপম সুফল। একবার পাঠ করিলে নব-জীবন লাভ হইবে—শান্তি এবং আনন্দে মন-প্রাণ পুলকিত হইবে। স্বামিজীর গ্রন্থাবলীর প্রশংসা-বাণী সর্ব্বত্র শতমুখে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। পুস্তকগুলি বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে বিশেষরূপে সমাদৃত এবং সমস্ত সংবাদপত্রে উচ্চভাবে প্রশংসিত। সংক্ষেপে এখানে কতিপয় মন্তব্য নিম্নে প্রকাশ করা হইল।

১। "সনাতন-ধর্ম্ম ও মানব-জীবন।"

এই পুস্তকখানা আর্য্য-শাস্ত্র মন্থনোদ্ভূত সুধাস্বরূপ! আর বহু সাধু মহাত্মা এবং সিদ্ধ মহাপুরুষগণের বাক্য ও ভাব অবলম্বনে এই অমূল্য গ্রন্থখানা লিখিত হইয়াছে। ইহাতে মানব-জীবন গঠনের সর্ব্ববিধ **সাধনা** ও সহজ উপায় বর্ণিত হইয়াছে; মনুষ্যত্ব অর্জ্জনপূর্ব্বক কিরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়া দেবত্ব ঈশ্বরত্ব এমন কি ব্রহ্মত্বে পর্য্যন্ত পৌছা যায়, তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহার আরও **বিশেষত্ব** এই যে, ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের ও শাস্ত্রের সারাংশ অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত ও বিন্যস্ত করা হইয়াছে। পাঠ করিলে বুঝিবেন, ইহা কি অমূল্য রত্ন!—কি অমৃতময় আনন্দের বাণী ইহাতে নিহিত রহিয়াছে। নিম্নে সূচী পত্রের কিয়দংশ উল্লেখ করা হইল।

এই পুস্তকে মনুষ্যত্ব লাভের উপায়, প্রবৃত্তি, যম নিয়ম, পুরুষকার-দৈব, আসক্তি ও ভক্তি, নামকীর্ত্তন, চিত্তশুদ্ধি ও চিত্ত একাগ্রতা, ষট্‌ক সম্পত্তি, চিন্তা ও ধ্যান, অষ্টপাশ, মুক্তি, পঞ্চআশ্রয়, সাকার নিরাকার, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য, পঞ্চভাব ও সাধনা, মহাবাক্য, চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব, জীবদেহ-রহস্য, পঞ্চকোষ, নির্ব্বাণ, সাধনার ক্রম, প্রতিমাপূজা, সুখের সন্ধান, দেব-দেবিগণের তত্ত্ব, প্রণবতত্ত্ব, গায়ত্রীতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, কর্ম্ম-রহস্য, হরিনামতত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অল্প সময়ে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়। **মূল্য ১৲ টাকা**। [শীঘ্রই তৃতীয় সংস্করণ এবং ইংরেজী সংস্করণ বাহির হইবে]

বঙ্গবাসী :—…"শত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও ধর্ম্মহীন মানুষ পশুর সমান; সুতরাং পশুত্ব মোচনের পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ সহায় হইবে……সবই সুধা—আমরা প্রত্যেক হিন্দুকে এই গ্রন্থ পড়িয়া সেই **সুধাধারা পান** করিতে বলি!"

বসুমতী :—…"গ্রন্থকার যোগী সাধক, ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তিনি একে একে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।…… ধর্ম্মতত্ত্ব-পিপাসু সাধারণ এ পুস্তক হইতে উপকৃত হইবেন।"

হিতবাদী :—"পুস্তকখানা উৎকৃষ্ট হইয়াছে, হিন্দুর চরম লক্ষ্য কি, তাহা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ;…তত্ত্ব বুঝাইতে গ্রন্থকার বিশেষ **অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়** প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বহু…প্রচারে সমাজের মঙ্গল হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নায়ক :—"এই গ্রন্থখানিতে হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।...আমরা পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।"

Amrita Bazar Patrica :—..."Author's attempts are crowned with admirable success......"

Servant :—"The book is an excellent publication... it reflects great credit on the author's devotional life."

Bengalee :—"It is a notable Thesis on Hinduism. The author made lucid exposition of the complex Religious problems in a plain and well arranged simple style.

মহাত্মা শ্রীশ্রীহরনাথ ঠাকুর (পাগল হরনাথ) :—"সকল রকমে আশা করা যায়, এই পুস্তক পড়িলে নিতান্ত ঘৃণিতেরও চরিত্র গঠিত হতে পারিবে। প্রভু করুন, এই পুস্তকের বহুল প্রচার হোক; আবার সেই আর্য্যঋষিদের সময় ফিরে আসুক।"

বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল **শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু**—শ্রীমৎ যোগানন্দ স্বামী বিশিষ্টরূপে আমার পরিচিত। এরূপ স্বার্থত্যাগ ও পরার্থব্রত আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই।...পড়িয়া মনে হইল, আমাদের শিক্ষাপ্রণালী, এই পুস্তক লিখিত পথ ধরিয়া চলিলে, বোধ হয় প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের উপযোগী হইবে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা, বীর-কেশরী **স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ**—"ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাবে দেশটা উচ্ছন্ন যাচ্ছে, ছেলেদের ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া খুব দরকার, কিন্তু বর্ত্তমানে সেরূপ শিক্ষকের বড়ই অভাব,... আপনার পুস্তকদ্বারা ছেলেদেরও বিশেষ উপকার হবে।"

আলিপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ **মিঃ কে, সি, নাগ**—..."ইহাতে গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও মানব-জীবনের ইহপরকালের সমস্যা সমাধানে আপনার বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি ব্যক্ত হইয়াছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার **ছুর্গাদাস রায়**—"পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কিরূপ **শান্তি, তৃপ্তি** ও আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে অক্ষম · চারিটী অধ্যায় যেন চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ।"

"নিখিল ভারত সাহিত্য-সঙ্ঘের" সম্পাদক **জ্ঞানেন্দ্র কুমার** কাব্যার্ণব, বেদান্তরত্ন—মহাভাগ, গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম; একমাত্র ভগবৎশক্তির প্রেরণা ভিন্ন কখনই লেখনী হইতে এরূপ পীযুষ বর্ষিত হইতে পারে না, ইহা অকুতোভয়ে বলিতে পারি।"

বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ জন-নায়ক স্বর্গীয় **অশ্বিনীকুমার দত্ত**—"শ্রীচরণেষু, আপনার পুস্তকখানার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি……।"

সুপ্রসিদ্ধ বক্তা **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**—"পাঠ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলাম, গ্রন্থখানি অমূল্য রত্ন···ইহা তাঁহার যোগজ অপরোক্ষানুভূতির ফল, এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল।"

প্রথম সদর মুন্সেফ শ্রীযুক্ত **উপেন্দ্রনাথ কর**—"হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ও সাধন প্রণালীগুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ স্বল্প পরিসরের মধ্যে, এই গ্রন্থে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিবৃত হইয়াছে।"

দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক **অক্ষয় কুমার** বন্দোপাধ্যায়—···"মানব-জীবনের ক্রম বিকাশ তিনি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার মৌলিক গবেষণা পাওয়া যায়।"

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত **হেমচন্দ্র** মুখোপাধ্যায় (মহিষাদল)—"ভবদীয় লেখনী-নিস্থত-সুধাবিন্দু "সনাতন-ধর্ম্ম ও মানব-জীবন" পুস্তকখানি **পঁচিশ ত্রিশবার পাঠ করিয়াও** তৃপ্তি না পাওয়ায়, পরিশেষে স্বাধ্যায়ে পরিণত করিয়াছি।"

কাঁথি গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হেডমাষ্টার **কালীপদ** মৈত্র—"একবার পড়িয়াও যেন তৃপ্তি হয় না, তাই আবারও পড়িতে ইচ্ছা হয়। এমন সরলভাবে ধর্ম্মের অতি নিগূঢ় জটিল তত্ত্বগুলির সমাধান করিতে অপর পুস্তকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না,···ইহা স্বামীজির ধর্ম্ম-জীবনের অনুভূতির ফল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সারজন **উড্‌রফ সাহেব** লিখিয়াছেন—"পুস্তকখানা পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম; আপনাকে ধন্যবাদ।"

মহাকালী-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত **যতীন্দ্রনাথ শর্ম্মা**—"শ্রদ্ধাস্পদেষু, এরূপ জটিল বিষয় যে এরূপ সুন্দর ভাষায় দক্ষতার সহিত লিখিত হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে আমার ধারণারও অতীত ছিল।

কলেজ অব ফিজিসিয়ান্সের অন্যতম সভ্য ও শিক্ষক **নৃপেন্দ্র** চন্দ্র **রায়**—"ইহা আর্য্য-শাস্ত্র-সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত সুধাবিশেষ। গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় ইহা ঘরে ঘরে সংরক্ষিত হইবার যোগ্য।"

জজ-কোর্টের সমুন্নত উকীল শ্রীযুক্ত **বিপিন** চন্দ্র চন্দ—"একবার পাঠ করার পর আরও কয়েকবার পাঠ না করিয়া তৃষ্ণা মিটিল না। এই বইখানা সরস উপন্যাসাদির চেয়েও মনোমুগ্ধকর।"......

গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হেডপণ্ডিত **সুরেশ** চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—"এমন সরল অথচ সংক্ষেপে ধর্ম্মের সকল বিষয়েরই অতি সুন্দর সমাধান অপর কোনও পুস্তকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

বৈদ্য-সম্মিলনীর সভাপতি কবিবর **গিরিশ** চন্দ্র সেনগুপ্ত—"ইহা যিনি মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তিনি ইহার পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে আনন্দানুভব করিতে পারিবেন। ... ... এরূপ গ্রন্থ ঘরে ঘরে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় থাকা উচিত।"

ঢাকা জজ-কোর্টের সমুন্নত উকীল শ্রীযুক্ত **নিশিকান্ত** চক্রবর্ত্তী—"গ্রন্থখানা হিন্দুধর্ম্ম-সার সংগ্রহ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য ... ... বিষয়গুলি নিপুণতা ও সুশৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশিত, ... গ্রন্থকার হিন্দুসমাজের ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই।"

পেন্সনপ্রাপ্ত জেনারেল পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত **মহেন্দ্রনাথ** বাগচী—"পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। ইহার কলেবর, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের মাল্যে সুসজ্জিত হইয়া বড়ই মনোমুগ্ধকর হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২। "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত।"

ইহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ জীবন-চরিত্র। ইহাতে জন্মের পূর্ব্বাবস্থা, জন্ম, গোকুলের যাবতীয় লীলা, বৃন্দাবন-লীলা, মথুরা-লীলা, দ্বারকা-লীলা কুরুক্ষেত্র-লীলা প্রভাসমিলন, মহাপ্রস্থান প্রভৃতি যাবতীয় লীলাদি, ধারাবাহিকরূপে বিবৃত হইয়াছে—শাস্ত্রোক্ত একটী লীলাও বাদ দেওয়া হয় নাই। ইহার আরও **বিশেষত্ব** এই যে—কালীয়-দমন, **রাসলীলা**, বস্ত্রহরণ, **দোললীলা** প্রভৃতি ব্রজলীলা, মধুপুরে দশবিধ রস-লীলা, দ্বারকায় গার্হস্থ্যলীলা প্রভৃতি বিশিষ্ট লীলাসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্যাদি সাধু মহাত্মাগণের মতাবলম্বনে সরলভাষায় লিখিত হইয়াছে; **রাসলীলাই** ৬০ পৃষ্ঠার উপর আলোচিত। গ্রন্থশেষে **সাধনার ক্রম**, কৃষ্ণ-চরিত্র সমালোচনা এবং **লীলাতত্ত্ব** প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে যদুবংশ এবং পাণ্ডবগণের সম্বন্ধ প্রদর্শন পূর্ব্বক, একটী বিস্তৃত বংশাবলীর তালিকাও প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার উদাসীনভাবে ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ, তীর্থবাস, সাধুসঙ্গে শাস্ত্রালোচনা এবং গারোহিল যোগাশ্রমে সাধনা প্রভৃতি দ্বারা বিগত পঞ্চবিংশাধিক বৎসরে যে অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও সাফল্য লাভ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার অমৃতময় ফলস্বরূপ! যদি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে চান, যদি ভগবানের মধুময় লীলামৃত আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতে ইচ্ছা করেন, তবে এই অমূল্য গ্রন্থখানা একবার পাঠ করুন।

জ্ঞাতার্থে—সূচীপত্রের কয়েকটী বিষয় এখানে উল্লেখ করা হইল যথা—সূচনা ও জন্ম, গোকুলে শৈশব ও বাল্যলীলাদি, ননীচুরী, চৌর্য্য-লীলা রহস্য, **বৃন্দাবন-লীলা**—ব্রহ্ম মোহন, কালীয়দমনের তাৎপর্য্য, বংশীর ত্রিবিধভাব, বস্ত্রহরণ, বস্ত্রহরণ রহস্য, অন্নভিক্ষা, গোবর্দ্ধন ধারণ, গোবিন্দাভিষেক, বৈকুণ্ঠ দর্শন, রাসলীলার অবতরণিকা, রাসের মূল বিবরণ, রাসলীলার ব্যাখ্যা ও উপসংহার, শিবরাত্রি, দোললীলা, শ্যাম-কুণ্ডের উৎপত্তি ইত্যাদি। **মথুরা-লীলা**, দশবিধ রসের বিকাশ কংস-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বধ, গুরুগৃহে বাস, উদ্ধব সংবাদ প্রভৃতি। **দ্বারকালীলা**, অষ্ট, মহিষী রহস্য, পতিভক্তির আদর্শ, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম শিক্ষা, যোগৈশ্বর্য্য, সুদামের প্রতি কৃপা প্রভৃতি। 'কুরুক্ষেত্র লীলা'—প্রভাস-মিলন, মহাপ্রস্থান এবং গ্রন্থের উপসংহার বা লীলামৃতের সবিশেষ আলোচন ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় আছে। দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ১।০ আনা

বঙ্গবাসী :—"একে মধুর কৃষ্ণলীলামৃত, তাহা আবার পাকা হাতের পাকা পাকে প্রস্তুত, সুতরাং এ অমৃতের তুলনা আর কি দিব ?······ কৃষ্ণলীলামৃতপিপাসু পাঠকগণ, এই পুস্তক পাঠে প্রীতি প্রাপ্ত হউন, ইহাই আমাদের কামনা।"

হিতবাদী :—"আজন্ম শ্রীকৃষ্ণের জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, একত্রে তাহার সমাবেশ করিয়া, গ্রন্থকার পুস্তকের উপযোগীতা বৃদ্ধি করিয়াছেন, পুস্তকের ভাষা সুন্দর ··· ··· আমরা পুস্তকখানা পড়িয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি"

আর্য্যদর্পণ :—"শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে মহাপ্রস্থান পর্য্যন্ত সমস্ত লীলাই সুশৃঙ্খলার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে। উপসংহারে সমগ্র কৃষ্ণলীলার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য বিশেষ নিপুণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে······গ্রন্থকারের ভাব ও ভাষা উভয়ই প্রাঞ্জল ও উদ্দীপক।

পল্লীসেবক :—"পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি, এই গ্রন্থ প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে গৃহে পঞ্জিকার ন্যায় রক্ষা করা উচিৎ।"

ভারতবরণ্যে, বঙ্গের গৌরব মহাত্মা **শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথ (পাগল হরনাথ)** এই পুস্তক পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন—"পুস্তকখানি পড়ে আনন্দ রাখবার স্থান হতেছেনা, যতটুকু পড়ি ততটুকুই মধুর ··· প্রভুর ইচ্ছায় এই পুস্তক সকলকে কৃষ্ণপ্রেমে ডুবাইয়া দেক্।"

হাইস্কুলের অবসর প্রাপ্ত হেডমাষ্টার **শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়**—"পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম; গ্রন্থকার ভাবুক ও প্রেমিক, তাঁহার অনুসন্ধিৎসা সাধনাত্মিকা ভক্তি এবং প্রেমনিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয়, পুস্তকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে প্রভূতপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় ··· রাসলীলা বর্ণনে গ্রন্থকার কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এরূপ সুন্দর ও বিশুদ্ধ বিবৃতি অন্য কোন গ্রন্থে দেখি নাই। ··· এই অপূর্ব্ব লীলামৃতপানে সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন।”

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক **নিবারণ** চন্দ্র **মজুমদার**—“সাধনার সূক্ষ্ম-তত্ত্ব অবগত হইয়া পরমানন্দে পুলকিত হইয়াছি। আমি সকলকেই এই সাধকের সাধ্য নির্ণয়ের ফল “শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত” পাঠ করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুরোধ করিতেছি। পাঠ করিলে কেহই নিরাশ হইবেন না—সমস্ত ভ্রম বিদূরিত হইবে! অমৃতের আস্বাদন পাইয়া জীবন ধন্য হইবে।”

লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক সুপ্রসিদ্ধ জমিদার **শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী**—“পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। ঘটনাবলীর ধারা-বাহিক সন্নিবেশ, দার্শনিক বিশ্লেষণ এবং রচনার কৃতিত্ব অতীব প্রশংসনীয়, সর্ব্বোপরি ভক্ত-হৃদয়ের আনন্দ-ধারা সমগ্র গ্রন্থখানিকে সরস করিয়া রাখিয়াছে।”

৩। “শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব ও সাধন-রহস্য”

(প্রথম খণ্ড—মধ্যম খণ্ড—উত্তর খণ্ড)

প্রথমখণ্ডে—মধু-কৈটভ বধ—যোগ-শাস্ত্রের মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান-চক্র ভেদ। সাধক কিরূপে অহমিকা ও মমতার “মোহ গর্ত্তে” এবং “মমতাবর্ত্তে” পতিত হন, কিরূপে মহামায়া মায়ের কৃপায় অহমিকা-মমতার স্থূল-গ্রন্থি ভেদ করিয়া মদ-মাৎসর্য্যরূপী মধু-কৈটভকে দলন পূর্ব্বক সত্যলাভ করিতে পারেন, সেই সকল অপূর্ব্ব অভিনব তত্ত্ব, রহস্য এবং বিবরণ দ্বারা প্রথম খণ্ড অলঙ্কৃত এবং ঝঙ্কৃত!—নন্দনের দিব্যালোক সমন্বিত এই গ্রন্থ পাঠ করিলে, ত্রিতাপ জ্বালা উপশমিত হইবে এবং সাধন-পথ সমুজ্জলভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। এই গ্রন্থের অশেষ প্রশংসা-বাণী শতমুখে সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতেছে। নিম্নে কতিপয় মন্তব্য, আংশিক ভাবে উদ্ধৃত করা হইল।—মূল্য ১৲

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যম খণ্ডে—মহিষাসুর বধ—অহংকাররূপী মহিষাসুরকে বধ করিয়া মাতৃচরণে শরণাপন্ন হওয়ার বহুবিধ সাধন-রহস্য উদ্ঘাটিত—মহামায়া ভগবতীর অপূর্ব্ব লীলা-বিলাস আস্বাদন করিবার বিচিত্র প্রণালী প্রদর্শিত। সিদ্ধ মহাপুরুষগণের বিবিধ মূল্যবান উক্তি দ্বারা ইহা অলঙ্কৃত!—এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ, সাধন-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে ও করিবে। এতৎব্যতীত যোগ-শাস্ত্রের মণিপুর এবং অনাহত-চক্রভেদের রহস্য প্রভৃতি বহু শিক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ত্রিবর্ণরঞ্জিত প্রতিমূর্ত্তিসহ মূল্য ১৲

উত্তর খণ্ডে—শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ—কাম-ক্রোধের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি শুম্ভ-নিশুম্ভ বধদ্বারা সাধক সর্ব্ববিধ সাধনার গূঢ়তত্ত্ব ও রহস্য অবগত হইয়া, কাম-কামনা ও ক্রোধের অভেদ্য পাশ হইতে মুক্ত হইবেন—তখন সাধকের কাম-ক্রোধ, প্রেমানুরাগরূপে রঞ্জিত হইয়া তাঁহার দেহে প্রেমানন্দের দীপ্তি আনয়ন করিবে। ভক্ত-শ্রেষ্ঠ শুম্ভ কিরূপে মাতৃকৃপা লাভ করিয়া মহানির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন! কিরূপে সাধকের জীবভাব বিশুদ্ধ হইয়া পরমাত্মার সহিত মিলন হইল, এই সকল অভূতপূর্ব্ব রহস্য অবগত হইয়া, পাঠক আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইবেন এবং ভগবৎ চরণে আত্ম-সমর্পণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত যোগশাস্ত্রের বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র-ভেদ-রহস্য এবং দেবীমাহাত্ম্যের সহিত ভগবানের **রাস-লীলার** অতিবিস্ময়জনক সামঞ্জস্য ও রহস্য এই গ্রন্থে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মাতৃসিদ্ধ রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—"হৃদয় রাস-মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে"—"কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে"—সিদ্ধ মহাপুরুষের এই উক্তি কল্পিত নহে!—ইহা দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বল সত্য। এই গ্রন্থ পাঠে সাধকগণ একদিকে যেমন মাতৃলীলার অপূর্ব্ব রহস্য আস্বাদনে পুলকিত হইবেন, সেইরূপ অন্যদিকে বিবিধ সাধনকৌশল ও রহস্য অবগত হইয়া, নিজ নিজ জীবনে শান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন!—সুতরাং ইহা অবশ্য পাঠ্য। ত্রিবর্ণরঞ্জিত মনোহর দুর্গামূর্ত্তিসহ মূল্য ২৲ [উত্তর খণ্ডের কলেবর পূর্ব্বের অনুমান অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হওয়ায় মূল্য ২৲ ধার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞাতার্থে তিন খণ্ডেরই বিশিষ্ট সূচীর কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল, যথা—**প্রথম খণ্ডে**—সাবিত্রী চতুর্দ্দশী ও শিব চতুর্দ্দশী-তত্ত্ব, চণ্ডীপাঠে সার্ব্বজনীন অধিকার, আমি কে ?—ইহার সমাধান, মহামায়া-তত্ত্ব, শরণাগতি রহস্য, সংসার-লীলা, কালের নৃত্য, জীবন-নদীর বৈশিষ্ট, কুণ্ডলিনীর শেষ শয্যা বা অনন্ত শয্যা, চণ্ডীতে দশমহাবিদ্যা-স্তব, বলি-রহস্য, শাক্ত বৈষ্ণব মিলন, দোলমঞ্চ ব্রহ্ম-গ্রন্থিভেদ, গায়ত্রী-রহস্য ইত্যাদি। **মধ্যম খণ্ডে**—বিরহী জীবের **রথযাত্রা**, অধিকার ভোগ রহস্য, রক্তনদী ও দোলরহস্য, তান্ত্রিক **সিদ্ধি**, গায়ত্রী দর্শন, শব্দ-তরঙ্গের রূপ, ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন, কর্ম্ম-সংস্কার ও নাগহার, অস্ত্র সমর্পণ রহস্য, নাদ-রহস্য, পঞ্চানন ও পঞ্চপ্রদীপ রহস্য, অদৃষ্টশক্তি ও ভবনাট্ট, প্রণব-তত্ত্ব, ত্রিপুটী, বিয়াল্লিশ-তত্ত্ব, ঘণ্টাধ্বনি রহস্য, রক্তময় রজোগুণ, দেশ ও কালতত্ত্ব, কবন্ধ বা প্রতিক্রিয়া, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও ভূতশুদ্ধি, হুঙ্কার-রহস্য, অমৃতকুম্ভ, জগদ্ধাত্রী পূজা রহস্য, মৃত্যুভয় রহস্য, শক্তিতত্ত্ব, ধর্ম্মের আড়ম্বর, **মধুলীলা** ও মদনোৎসব, বিষ্ণু-গ্রন্থিভেদ ইন্দ্রিয়রূপী গোপী ও কৃষ্ণসেবা, চতুর্ব্বর্গ-রহস্য ইত্যাদি।

উত্তর খণ্ডে—চণ্ডী-সাধনায় জীবন্মুক্ত অবস্থা, নিদ্রাতত্ত্ব, নারী-মূর্ত্তির ঐশ্বর্য্য, দ্বিদল-পদ্মের বৈশিষ্ট্য, সরস্বতী-তত্ত্ব, ষড়ৈশ্বর্য্য-রহস্য, সংসারে **দক্ষযজ্ঞ**, মদনভস্ম, চণ্ডীর পঞ্চ মহাভাব, ব্রহ্মানন্দ গিরির সিদ্ধি, মদনের শর ও কামতত্ত্ব, কেশাকর্ষণে বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব, যুদ্ধে লৌকিক রহস্য, পঞ্চ মহাবীজ-তত্ত্ব, মুণ্ডমালা-তত্ত্ব, মহাঅসিতত্ত্ব, কশাঘাত না আশীর্ব্বাদ ? অষ্ট জীব-ধর্ম্ম, অষ্টশক্তির আবির্ভাব রহস্য, দেহে আসুরিক শ্রেণী বিভাগ, জপমালা রহস্য, গরুড় তত্ত্ব, অষ্ট ঈশ্বর-ধর্ম্ম, গুরুশক্তি-শিবদূতী, জীবের ত্রিবিধগর্ভ, ভাবোচ্ছ্বাস তত্ত্ব, কামের অষ্টবাহু রহস্য, সংখ্যা বিজ্ঞান রহস্য, চতুর্জ্জগৎ রহস্য, উত্থান-পতনে অগ্র গমন, চণ্ডীতে দোললীলা, রুদ্র-গ্রন্থিভেদ, দশ-মহারাত্রি, দশ-মহাশিব, ক্রমোন্নতির স্তর, কামকলাতত্ত্ব (স্থূলভাব)—তিথিভেদে কামকলা ও সোমকলার দেহ-পরিভ্রমণ রহস্য, মানব-দেহে অর্দ্ধনারীশ্বর অবস্থা, সূক্ষ্ম কামকলাতত্ত্ব, ষড়রিপু-বলিতত্ত্ব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানসপূজা রহস্য, শরৎকাল ও বর্ষ রহস্য, সাম্বৎসরিক পূজাদিতে সাধনার ক্রম, দুর্গাপূজার মহিমা, ষড়ঋতুতে ষট্চক্রভেদ, গীতা ও চণ্ডীর সমন্বয়, দেবী-মাহাত্ম্যে ষট্চক্রভেদ [অর্থাৎ ষট্চক্রের সুবিস্তৃত অভিনব বিবরণ] এবং **দেবীরাসলীলা** প্রভৃতি।

আনন্দ বাজার পত্রিকা—"শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অতি নৈপুণ্যসহকারে বিবৃত হইয়াছে .... বিস্তৃত ব্যাখ্যা, তত্ত্ব-রস-পিপাসুদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবে।"

"বঙ্গবাসী"— ... ... "সম্পাদক তদীয় সাধনলব্ধ জ্ঞান আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় বিনিযুক্ত করিয়াছেন; ব্যাখ্যা পাঠে আমরা প্রীত হইয়াছি। আধ্যাত্মিক্ ব্যাখ্যা আকাঙ্ক্ষার বস্তু, কিন্তু চণ্ডীগ্রন্থের অন্যান্য টীকাকারগণ, স্থান বিশেষে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আভাসমাত্র প্রদান করিয়াছেন; ঐ সকল ভাব সাধারণের বোধগম্য নহে ... উপযুক্ত ব্যাখ্যা বিরল প্রচার ছিল; কিন্তু স্বামী **যোগানন্দের ব্যাখ্যা** সেরূপ নহে; তাঁহার মনে প্রাণে ক্রিয়ায় সাধনায় ঐক্য আছে—সর্ব্বত্রই সনাতন ভাব অনুস্যূত; তাঁহার ব্যাখ্যা অনাবিল অজটিল সনাতন-ধারার প্রস্রবণ...এই গ্রন্থ সাধন-পথের প্রধান প্রদর্শক, সন্দেহ নাই।"... ... "তাঁহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাতেও আস্তিক্যের আদর্শ পদে পদে রক্ষিত হইয়াছে। তিনি মধু-কৈটভ মহিষাসুর প্রভৃতিকে উড়াইয়া দেন নাই, পরন্তু জীব যে মধু-কৈটভ মহিষাসুরাদির প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া, সাধন জগৎ হইতে ভ্রষ্ট হয়, আর কিরূপে সেই প্রকৃতি পরিহার করিয়া জগদম্বার কৃপালাভে কৃতার্থ হয়, ইহা তিনি অক্ষরে অক্ষরে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। .. আমরা এইরূপ উপাদেয় পুস্তকের প্রচার বিস্তার, সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।"

হিতবাদী—"মুক্তিক্ষেত্র ভারতবর্ষে অধ্যাত্মবাদের কথা শুনাইবার জন্য স্বামী যোগানন্দ শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন... আর্য্য-গ্রন্থমাত্রই যে অধ্যাত্মবাদপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রবল কলির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবাহে আজ সনাতন আর্য্য-ধর্ম্ম সঙ্কুচিত প্রায় হইলেও, ভারতে এখনও যে সাধক ও সাধনার সম্পূর্ণ অভাব ঘটে নাই, তাহা অবিসংবাদিতরূপে সত্য। যাহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু অধ্যাত্মজ্ঞানেচ্ছু সাধক, শ্রীশ্রীচণ্ডীর সত্য বিবরণের সহিত অন্তর্নিহিত সাধন-কৌশল অবগত হইতে পারেন, স্বামিজী তজ্জন্য 'তত্ত্ব-সুধা' নামক ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।...... তিনি এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা সাধন-সমরে সাধকের হৃদয়ে আনন্দ দান করিবেন বলিয়াই—আমাদের বিশ্বাস। আশা করি ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকমাত্রই ইহা পাঠে আনন্দ লাভ করিবেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।"

প্রবর্ত্তক—"মানুষের জীবন-যুদ্ধে যে সকল বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া সাধন পথের ঊর্দ্ধ সীমায় পৌছিতে পারা যায়, তাহার রহস্য চণ্ডীর অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাতে সংগ্রহ করিয়াছেন ··· স্বামীজীর সূক্ষ্ম দর্শন এবং অভিনিবেশের পরিচয় ইহার ভিতর পরিস্ফুট।"

সারস্বত মঠাধীশ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব প্রতিষ্ঠিত **আর্য্য-দর্পণ**—পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি···"গ্রন্থ-প্রণেতার সুমহান্ উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। তিনি চণ্ডীর নিগূঢ়তত্ত্বকে সহজ সরল ভাষায় সুধারূপেই বিতরণ করিয়াছেন··· প্রত্যেকের ঘরে এরূপ সুখপাঠ্য অথচ তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ থাকা সমীচীন। ··· শ্রীগুরু কৃপায় অধ্যাত্ম-দৃষ্টিলাভ না করিলে এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে। এই গ্রন্থপাঠে সাধক-শ্রেণীর লোক সবিশেষ আনন্দ পাইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।"

অমৃতবাজার পত্রিকা—(বঙ্গানুবাদ); অভিজ্ঞ গ্রন্থকার সপ্তশতী সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা অপসারণ করত, চণ্ডী-গ্রন্থের নির্ম্মলত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে অসাধারণ চেষ্টা করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার উদ্যম বিশেষভাবে প্রশংসনীয়, কেননা তিনি চণ্ডীর দার্শনিক তত্ত্বসমূহ অতি কৃতিত্বের সহিত উদ্ঘাটিত করিয়াছেন ··· গ্রন্থকারের ভাষা সরল অথচ শক্তিসম্পন্ন। আর এই পুস্তকে অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরের বাহুল্য দৃষ্ট হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এড ভান্স—(বঙ্গানুবাদ) ; চণ্ডীগ্রন্থের বিশিষ্ট ব্যাখ্যার আরও প্রয়োজন ছিল ; এই উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়ভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য সুন্দররূপে অভিব্যক্ত, প্রত্যেকটী শ্লোক অতিশয় কৃতিত্বের সহিত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে…ইহাতে গ্রন্থকার গভীর অন্তর্দ্দৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা চণ্ডী মহাগ্রন্থ বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই ব্যাখ্যাদ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন।

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত **হেম চন্দ্র** মুখোপাধ্যায় (মহিষাদল)—"একবার মাত্র পড়িয়া উহা আমার নিকট সংসার-দাবদগ্ধ হৃদয়-মরুতে অমৃতাভিষেকতুল্য উপলব্ধি হওয়ায়, সেইদিন হইতে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পাঠ করিতেছি … এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে কখনও ধারণা করিতে পারি নাই। এক্ষণে মায়ের করুণালাভে আনন্দিত হইতেছি। অনুভূতির এরূপ সোপান আর কোথাও পাই নাই।"

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রবীণ উকীল **প্রকাশ চন্দ্র** রায়—"যৌগিক ব্যাখ্যাসমন্বিত এরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ আদৌ পাঠ করি নাই … যতই পাঠ করিতেছি ততই নিত্য নব নব রসের আনন্দ অনুভব করিতেছি। … এই গ্রন্থদ্বারা আমার সাধন-ভজনের পথটা আরও সরল ও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। … আপনার ব্যাখ্যা ভব-বন্ধন ছেদনের পথ প্রদর্শক ; আপনাকে প্রণতি শত কোটিবার।"

গবর্ণমেণ্ট প্লীডার **দেবেন্দ্র নারায়ণ** মজুমদার (কাঁথি)—"চণ্ডী-তত্ত্বের সুগভীর ভাবগুলি এত সুন্দর ও সহজভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা পাঠ করিয়া সকলেই উহার সুমধুর রসাস্বাদ করিতে পারিবেন … এই গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে ; পাঠ করিয়া সকলেই কৃতকৃতার্থ হইবেন।

দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক **অক্ষয় কুমার** বন্দোপাধ্যায়—"পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দ ও উপকার লাভ করিলাম … যোগ সাধনার নিগূঢ় রহস্য সমূহ, বেদবেদান্তের চরম দার্শনিক তত্ত্বসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে; গভীর সাধনাত্মক মানুষের সহজ জীবনের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। উপযুক্ত আচার্য্যের অভাবে, যথাযথ ব্যাখ্যানের অভাবে, চণ্ডীর সুগভীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ, বিদ্বৎসমাজেও অপ্রচারিত। ... স্বামী যোগানন্দ চণ্ডীর আভ্যন্তরীণ অর্থসমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করিয়া, হিন্দুসমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তিনি যৌগিক দৃষ্টি, সাধন দৃষ্টি ও তত্ত্বদৃষ্টির সমন্বয় সাধন করিয়া প্রত্যেক শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্ব-সুধা যথার্থই তত্ত্বামৃতে পরিপূর্ণ। তিনি সত্য সত্যই ভাবাবিষ্ট হইয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন মনে হয়।"

৪। "যোগানন্দ-লহরী।"

ইহা বহু সঙ্গীত ও স্তব প্রণামাদি সম্বলিত সুন্দর পুস্তক। ইহার প্রথম খণ্ডে—স্বামীজির স্বরচিত গুরু, ব্রহ্ম শিব ও অন্যান্য দেবদেবী-বিষয়ক বহু ভাবোদ্দীপক তালমানযুক্ত শতাধিক সঙ্গীতের সমাবেশ হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের "বসন্তোৎসব" বা "দোল-লীলার" একটি গীতি-নাটক; তৃতীয় খণ্ডে—সুপ্রসিদ্ধ সাধকগণের কতকগুলি বিশিষ্ট সাধক-সঙ্গীত এবং চতুর্থ খণ্ডে—"স্তবমালা" অর্থাৎ বহু দেব-দেবীর প্রণাম ও স্তোত্রাদি ধারাবাহিকরূপে সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহা হিন্দুমাত্রেরই ঘরে ঘরে নিত্য পাঠের উপযোগী হইয়াছে। পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ; গ্রন্থকারের হাফটোন প্রতিমূর্ত্তি সহ মূল্য ॥০

হিতবাদী—"ইহাতে ধর্ম্ম-বিষয়ক নানাপ্রকার গীত আছে। ... নিষ্ঠাবান হিন্দুর নিকটে এই গ্রন্থ সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা করি।"

বঙ্গবাসী— * * "সুতরাং পাঠক গ্রন্থখানি সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় পাইলেন। "আগমনী" "উমা" ও "দুর্গা" এই গান তিনটী এখানে উদ্ধৃত হইল। * * এই গ্রন্থের আর অধিক পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক।"

নায়ক—ইহা ভক্তিরসাত্মক গানের বই। * * নানা বিষয়ক সঙ্গীত আছে। আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে।

মহারাণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত **যতীন্দ্র নাথ শর্ম্মা**— গ্রন্থকার "সনাতন-ধর্ম্ম ও মানব-জীবনে" যে জ্ঞান ও সাধন-নৈপুণ্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিচয় দিয়াছেন, তাহাই এখানে অন্য আকারে প্রকাশিত ** ভাব ভাষা উভয়ই সুন্দর।

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত **উপেন্দ্র কিশোর** বিদ্যাবিনোদ—"পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম; প্রত্যেক সঙ্গীতেই ভগবৎ ভক্তি বিকাশের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ** শেষভাগে স্তোত্র ও ধ্যান-মালা সংযুক্ত হওয়ায়, ইহা হিন্দুমাত্রেরই নিত্য পাঠের উপযোগী হইয়াছে।

অবসরপ্রাপ্ত হেডমাষ্টার **দুর্গাদাস রায়**—"যোগানন্দ-লহরী" প্রকৃতই যোগানন্দ লহরী, এই পুস্তক পাঠে যেরূপ উল্লসিত পুলকিত ও আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা অবর্ণনীয়। ভাষার বা শব্দ যোজনার অপূর্ব্ব কথা ছাড়িয়া দিলেও, সঙ্গীতগুলি ভাব, ভক্তি, প্রেম ও রসে পরিপূর্ণ, তাহা পাঠমাত্রই পাঠকের উপলব্ধি হইবে। ... ... নিত্যকর্ম্ম সমাধানের পর ইহা নিত্যপাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

৫। "ছেলেদের দেব দর্শন।"

সুদৃশ্য ও সুচারুরূপে মুদ্রিত, দেবদেবীর ছোট ছবি সম্বলিত সুন্দর পুস্তক। ইহাতে বালক ও শিক্ষকের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে কবিতাকারে দুর্গা, কালী, দশমহাবিদ্যা, দশাবতার, ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রাদি ত্রিমূর্ত্তি, মহাদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবদেবিগণের তত্ত্ব ও কাহিনী সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ইহা বিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়ার এবং প্রাইজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আংশিকভাবে অভিনয়ও করা যায়; গ্রন্থশেষে শিব-স্তব এবং বাল্যজীবন গঠনের বিবিধ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাও সংবাদপত্রে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। মূল্য।০ আনা। [প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত; দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতেছে]

৬। "হরিদ্বারে কুম্ভমেলা।"

ইহাতে কুম্ভমেলা কি? ইহার প্রতিষ্ঠাতা কে? অমৃত কুম্ভযোগ এবিষয়ে পৌরাণিক বিবরণ, কুম্ভমেলার ইতিহাস প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় ও তথ্যে এই পুস্তকখানা পরিপূর্ণ। এতৎব্যতীত ১৩২১ সালে হরিদ্বারে যে কুম্ভমেলা হইয়াছিল, তাহার ধারাবাহিক বিস্তৃত কৌতুহলোদ্দীপক্ বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত। ৪র্থ সংস্করণ মূল্য ॥০ আট আনা।

৭। SANATAN-DHARMA O MANAB-JIBAN.

It is an English translation from Swamiji's well renowned Bengali Book named—"**Sanatan Dharma O Manab-Jiban**" [To be out soon, Price R. 1. only.]

৮। "কীর্ত্তন পদ-রত্নাবলী"

(শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে) মূল্য ॥০

গ্রন্থাবলীর বিশেষ প্রাপ্তিস্থান :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, যোগানন্দ-কুটির—ময়মনসিংহ।

অন্যান্য-প্রাপ্তিস্থান :—

(১) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্—
২০৩।১।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(২) মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৩) সাধনা লাইব্রেরী—২৩নং কানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৪) ভট্টাচার্য্য এণ্ড ফ্রেণ্ডস—২০৩।২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৫) হরিহর লাইব্রেরী—২৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৬) লক্ষ্মী নারায়ণ বেরা—স্কুল বাজার, কাঁথি, (মেদিনীপুর)।

(৭) দাস এণ্ড কোং—গোধুলিয়া (সাউথ) বেনারস সিটি।

(৮) স্কুল সাপ্লাই কোং এবং অন্নদা ভাণ্ডার—পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

(৯) বীণাপাণি বুক ডিপো এবং চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স—ময়মনসিংহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামী যোগানন্দ প্রণীত—

গ্রন্থাবলী ঃ—

১। সনাতন-ধর্ম্ম ও মানব-জীবন।
(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)।

২। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত।

৩। যোগানন্দ-লহরী।

৪। হরিদ্বারে কুম্ভমেলা। (২য় সংস্করণ)।

৫। ছেলেদের দেব-দর্শন।

গ্রন্থাবলীর বিশেষ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

কার্য্যাধ্যক্ষ, যোগানন্দ-কুটির—ময়মনসিংহ।

অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান ঃ—

কলিকাতা—(১) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স (২) ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স।

ঢাকা—(১) স্কুল সাপ্লাই কোং (২) এলবার্ট লাইব্রেরী (৩) অন্নদা ভাণ্ডার।

ময়মনসিংহ—(১) মডেল লাইব্রেরী (২) ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In ... ranasi